



২৫শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৭৯ { ১ম সংখ্যা



ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী  
মহারাজের সমাধি-মন্দির (নবদ্বীপ)।

সম্পাদক—ত্ৰিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত ত্ৰিবিক্রম মহারাজ  
কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীতীর)।



ଶ୍ରୀଗୋଡ଼ୀୟ ବେଦାନ୍ତ ସମିତର ଯୁଥପତ୍ର

## ଶ୍ରୀଗୋଡ଼ୀୟ-ପତ୍ରିକାର

ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା—ନିତ୍ୟଲୀଳାପ୍ରବିଷ୍ଟ ଓଁ ବିଷ୍ଣୁପାଦ

ପରମହଂସସ୍ୱାମୀ ୧୦୮ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିପ୍ରଘ୍ଵାନ କେଶବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ-ସଭାପତି—ପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ

ତ୍ରିଦାଞ୍ଚିସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ବାମନ ମହାରାଜ

—(\*)—

ସମ୍ପାଦକ-ସଂସ୍ଥାପତି—ପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ

ତ୍ରିଦାଞ୍ଚିସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିଭୂଦେବ ଶ୍ରେଣୀ ମହାରାଜ

ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ-ସଂସ୍ଥା

ତ୍ରିଦାଞ୍ଚିସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଘବଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତିତିଳକ, ବ୍ୟାକରଣତୀର୍ଥ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସାଧିକାରୀ, ବି.ଏ, ବି.ଟି., କାବ୍ୟ-ବ୍ୟାକରଣତୀର୍ଥ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ବିଦ୍ୟାନିଧି, ବି. ଏ.

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମିକରଞ୍ଜନ ଦାସାଧିକାରୀ, ବି. ଏ.

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବି. ଏ.

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନବିହାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବି. ଇ.

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣକୃପା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭକ୍ତସେବକ, ବ୍ୟାକରଣତୀର୍ଥ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତକୃଷ୍ଣ ଦାସାଧିକାରୀ, ଭକ୍ତିଭୂଷଣ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାପତି ଦାସାଧିକାରୀ, ଭକ୍ତମୁହୂର୍ତ୍ତ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବଳସଖ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେବା-ରତନ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ରରଞ୍ଜନ ମଞ୍ଜୁଳ, କବିଭୂଷଣ

—(\*)—

ପ୍ରଚାର-ସମ୍ପାଦକ

ତ୍ରିଦାଞ୍ଚିସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ହରିଜନ ମହାରାଜ

କାର୍ଯ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ

ତ୍ରିଦାଞ୍ଚିସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାରାଜ

---

ଶ୍ରୀନବସୋଗେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଭକ୍ତିବାକ୍ସବ-କର୍ତ୍ତୃକ ଶ୍ରୀଦେବାନନ୍ଦ ଗୋଡ଼ୀୟ ଘଟ

ତେସରିପାଡ଼ା, ପୋଃ ନବସୀପ (ନଦୀୟା) ହରିତେ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ନବସୀପସ୍ତ

ଶ୍ରୀଗୋଡ଼ୀୟ-ପତ୍ରିକା ପ୍ରେସ ହରିତେ ତତ୍ତ୍ୱକର୍ତ୍ତୃକ ମୁଦ୍ରିତ ।



শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়ত:

শ্রী গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

# শ্রী গোড়ীয়-পত্রিকা

( মাসিক )

পঞ্চবিংশ-বর্ষ ( ১ম-১২শ সংখ্যা )

[ শ্রীগোবিন্দ ৪৮৭ বিষ্ণু হইতে গোবিন্দ,  
বঙ্গাব্দ ১৩৭৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৮০ মাঘ,  
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭৩ মার্চ হইতে ১৯৭৪ ফেব্রুয়ারী ]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসস্বামী শ্রী শ্রীমদুক্তিপ্রস্থান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ ( নদীয়া ) ।

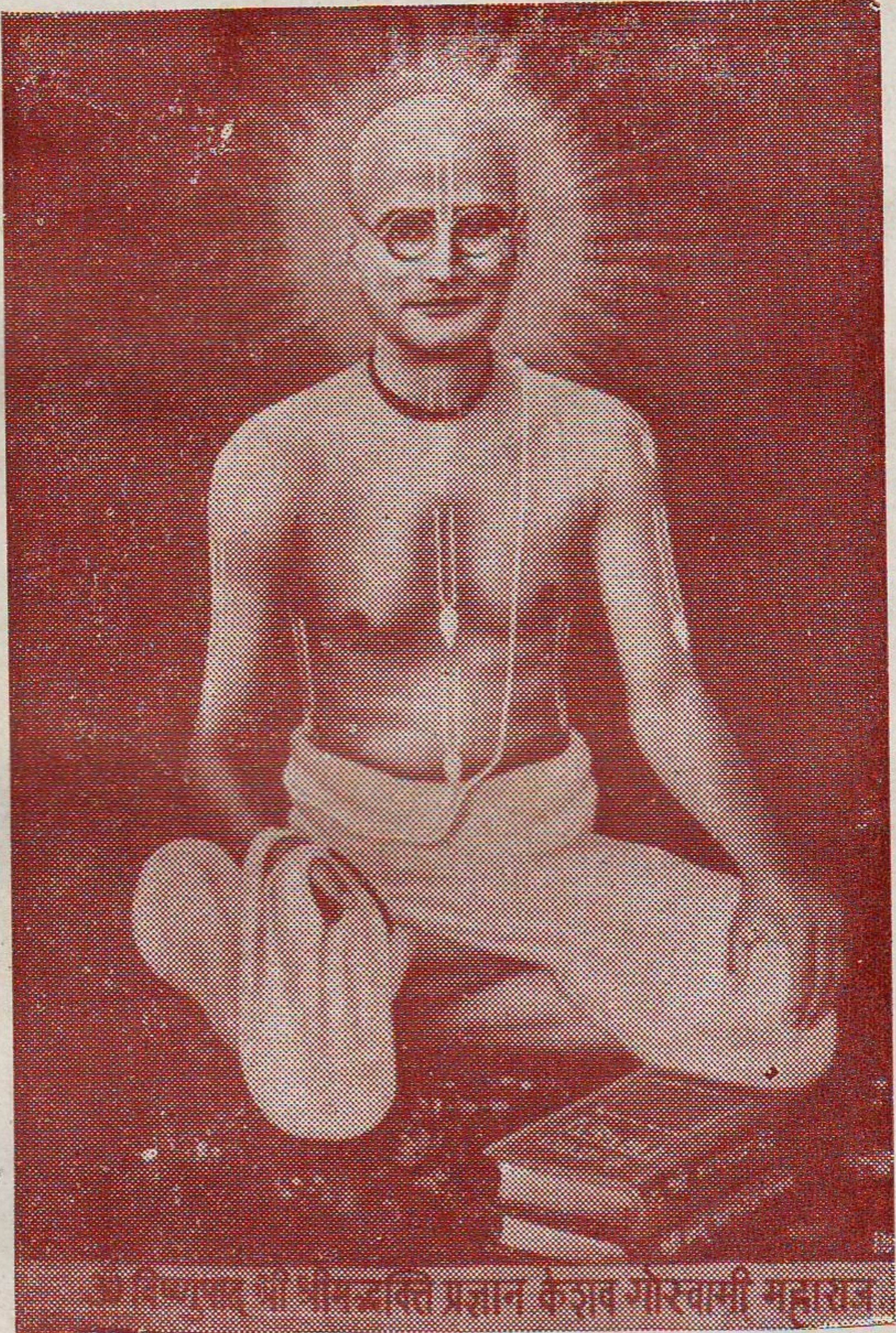
বার্ষিক ভিক্ষা—৬.০০ টাকা মাত্র





শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদন্তর্গত বিশ্ববাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের  
প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী  
শ্রীমন্ত্ৰিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ





ଶ୍ରୀଗୌଡ଼ୀୟ ବେଦାନ୍ତ ସମିତି ଓ ତଦଧୀନସ୍ତ  
ଭାରତବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀଗୌଡ଼ୀୟ ମଠସମୂହର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା  
ସର୍ବବେଦାନ୍ତବିତ୍ତମ ଓଁ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ୧୦୮ଶ୍ରୀ  
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାକ୍ତିପ୍ରଜ୍ଞାନ କେଶବ ଗୋସ୍ବାମୀ ମହାରାଜ



# পঞ্চবিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

## প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অধিকার-বিচার	৯।৩৩১
২। অনুক্ষণ শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্তনে অনিত্য জীবনের সার্থকতা (পত্র)	৩।৮৫
৩। আত্মপ্রতি ( কবিতা )	৪।১৩৯
৪। উপাধি-ব্যাধি ( পত্র )	৮।২৭৮
৫। উৎকণ্ঠাদশকম্—শ্রী ( স্তোত্রম্ )	২।৪১
৬। একটি পত্র	১২।৪৩৭
৭। একাদশীব্রত - শ্রীশ্রী	৬।২৩০, ৭।২৫৫
৮। কলির আত্মকাহিনী	৪।১৫৫
৯। কুলগুরু	২।৬২
১০। কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য	১২।৪৩৯
১১। কৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব—শ্রী	১২।৪৩৯
১২। গুরুতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীগুরু-পূজা—শ্রী	১।৭, ২।৪৭, ৩।৮৭
১৩। গুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত ভক্তির অনুষ্ঠানও কৰ্ম হইয়া যায় (পত্র)	৭।২৩৯
১৪। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের দাহ করাই বিধি (পত্র)	৬।১৯৯
১৫। গোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্—শ্রী [ ৫।১৬১, ৬।১৯৩, ৭।২৩৩, ৮।২৭৩, ৯।৩০৯, ১০।৩৪১, ১১।৩৭৭, ১২।৪১৩ ]	
১৬। গৌড়ীয়ের ধর্ম—শ্রী	৪।১১৩
১৭। গৌড়ীয়ের পঞ্চবিংশ-বর্ষ	১।৩৪
১৮। চতুঃশ্লোকী-ভাগবতম্—শ্রী ( স্তোত্রম্ )	১।১
১৯। চাতুর্ন্যাস্য বিধি	৫।১৮৮
২০। চৈতন্যের দান—শ্রী	৪।১২৬
২১। জগদগুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব	৬।২৩২



প্রবন্ধের নাম

সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

২২।	জন্মশোচ বা মৃত্যুশোচ শুদ্ধবৈষ্ণবের নাই (পত্র)	১০ ৩৪৮
২৩।	ঝুলনযাত্রা ও জন্মশ্রীময় উপলক্ষ্যে সাদর আহ্বান - শ্রীশ্রী	৫।১৯৩
২৪।	ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব - শ্রীশ্রী	৭ ২৬৬
২৫।	ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত বিচারের পত্র জন্য	২২।৪১৯
২৬।	তপস্যা ও আরাধনার তাৎপর্য	৫।১৮১
২৭।	দক্ষিণভারত-পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গ	১১।৪০৭, ১২।৪৪৫
২৮।	দামোদরচরিত-সরলার্থামৃত - শ্রী	১১।৪০৩, ১২।৪৩২
২৯।	দীক্ষা ও উপাসনা ( পত্র )	৫।১৬৬
৩০।	দেবানন্দ গোড়ীয় মঠে রথযাত্রা - শ্রী ( কবিতা )	৫।১৮০
৩১।	নদীয়া-সুন্দরের বালালীলা-কণা	৪।১৪০, ৬।২২১,
৩২।	নামের কৃপা - শ্রী ( নাটিকা )	৭।২৬০, ৮।২৯১, ১০।৩৩৬
৩৩।	পত্র ও উত্তর ( দীক্ষিতের প্রতি আসুরিক সমাজ )	৩।১০৫
৩৪।	পত্র ও উত্তর ( শ্রীল শ্রোতী মহারাজের )	১১।৩৯৩
৩৫।	পত্র ও উত্তর ( শ্রীমৎ উদ্ধমন্তী মহারাজের )	৫।১৮৯, ৬।২২৪
৩৬।	পত্রাবলী - শ্রীমদ্বক্তাপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের [ সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসভাষ-দোষ ২।৪৪-৪৫ অনিতা জীবনের সার্থকতা ৩।৮৫ পরিনিদা-পরচর্চায় অধোগতি ৪।১২৪ দীক্ষা ও উপাসনা ৫।১১৬, দাহ করা ও ভূ-প্রোথিতের বিধি ৬।১৯৯, ভক্ত-কৃত ৭।২৩৯, উপাধি ব্যাধি ৮।২৭৮, শাসন না মানিলে উন্নতি হইতে পারে না ৯।৩১৬, জন্মশোচ বা মৃত্যুশোচ শুদ্ধবৈষ্ণবের নাই ১০. ৩৪৮ বৈষ্ণব-সম্মিলনীর পরিচালন ১১।২৮২ ঠাকুর অনুকূলের সহিত বিচারের জন্য পত্র ১২।৪১৯ ]	
৩৭।	পরমার্থ	৫।১৬৭, ৬।২০০, ৭।২৪০, ৮।২৭৯, ৯।৩১৮
৩৮।	পরলোকে শ্রীগোড়ীয় পত্রিকার প্রাক্তন প্রচার-সম্পাদক	৯।৩৪০ (খ)
৩৯।	পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত দ্বিতীয় অভিভাষণ	১০।৩৪৯



প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৪০। পাষাণরাজ	১।৩০
৪১। পৃথু ও বেণ—শ্রী	১১।৩৯৭
৪২। প্রবাসী ( কবিতা )	৭।২৫৪
৪৩। প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ-স্মৃতি—শ্রী	১।১২
৪৪। প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত [ আশীর্ষচন ১।৩, জীবের প্রতি উক্তি ১।৪, ২।৫৪, ৩।৯৭, নানাকথা ৪।১৩১, ৫।১৭৩, ৬।২০৪, প্রয়োজনতত্ত্ব ৭।১৪৪, চতুর্ভুজ ৭।২৪৬, স্থায়ীভাব ও রতি ৮।২৮২, রসতত্ত্ব ৯।৩২৩, ১০।৩৫৪, ১১।৩৮৮, ১২।৪২৬ ] ।	
৪৫। প্রার্থনা ( কবিতা )	৫।২২০
৪৬। ফাল্গুনী-পূর্ণিমা, গোড়দেশ ও গোড়ীয়—শ্রী	১।২৬
৪৭। বাণাসুর	১০।৩৬৭, ১২।৪৩৪
৪৮। বৈষ্ণব-সম্মিলনীর পরিচালন (পত্র)	১১।৩৮২
৪৯। বেদান্তের বাণী	১।২১, ৩।৯৮
৫০। বেত্রাসুরবাক্য ( স্তোত্রম্ )	৩।৮১
৫১। বাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী	১০।৩৭৬
৫২। বাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ—শ্রী	১১।৩৮৪, ১২।৪২১
৫৩। ভগবানের লীলা—শ্রী	৭।১৪৮
৫৪। মায়া	৬।২০৯
৫৫। রসরাজ ও মহাভাব	৪।১৪৫
৫৬। রাধাষ্টমীব্রত—শ্রীশ্রী	৭।২৬৮
৫৭। ললিতাষ্টকম্—শ্রী ( স্তোত্রম্ )	৪।১২১
৫৮। শাসন না মানিলে জীবনে কখনও উন্নতি হইতে পারে না (পত্র)	৯।৩১৬
৫৯। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান	১১।৪১১
৬০। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর. জন্মোৎসব ( সাময়িকী )	২।৭৯
৬১। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৩।১১৭
৬২। শ্রীমুখাচার্য্য	৬।২১৩



প্রবন্ধের নাম


সংখ্যা ও পত্রাক

৬৩।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—প্রেমধর্ম (পত্র)	২।৪৬
৬৪।	শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৭।২৬৯
৬৫।	শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব	৮।৩০৭
৬৬।	শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব- বাসরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ২।৬৩, ৩।১০৪, ৮।২৯৬, ৯।৩৩৬, ১০।৩৬৯	
৬৭।	শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম- সরোজে পতিতের নিবেদন	১।১৯
৬৮।	শ্রীহরিনাম ও হরিসেবাবিহীন পরচর্চায় অধোগতি ( পত্র )	৪।১২৪
৬৯।	সদাচার	২।৭৪
৭০।	সমাজ ও ধর্ম	৫।১৮৬
৭১।	সন্দর্ভ-সার— [ প্রীতিসন্দর্ভ ২।৫৭, ৪।১৩৬, ৫।১৭৭, ৮।২৮৮, ৯।৩২৭, ১০।৩৫৮, ১২।৪২৯ ] ।	
৭২।	সাধুর মতলব	৪।১৫২
৭৩।	সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের সুবর্ণসুযোগ ( আমন্ত্রণ-পত্র )	৩।১১৯, ৭।২৭১
৭৪।	সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসভাস-দোষ (পত্র)	২।৪৫
৭৫।	হিতবাণী ( কবিতা )	৪।১৬০
৭৬।	Statement about ownership and particulars about Newspaper "Shri Goudiya-Patrika" ( Form IV )	১।৪০



শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কে ।



০ গৌড়ীয়-পট্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাক্ষাঃ স্তুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।      অত্র ধর্ম স্তূররূপে পালে যেই জন ।  
 অধোক্কে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত্ ॥      হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ২৫ গোবিন্দ, ৪৮৬ গৌরাঙ্গ } ১ম সংখ্যা  
 বুধবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭৯; ইং ১৪।৩।১৯৭৩

সান্নুবাদঃ

শ্রীচতুঃশ্লোকী-ভাগবতম্

( শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়-স্কন্ধে

নবমেহধ্যায়ে—৩০-৩৬ )

শ্রীভগবানুবাচ—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমম্বিতম্ ।

সরহস্তাং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! ভগবৎস্বরূপোপলব্ধি ও রহস্ত-প্রেম-ভক্তির সহিত অত্যন্ত গোপনীয় শব্দশাস্ত্র-প্রতিপাঠ আমার জ্ঞান ও সেই প্রেম-ভক্তির অঙ্গ সাধনভক্তি আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ॥১॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্ভূপ-গুণ-কর্মকঃ ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥২॥



আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ, যে সত্তাবিশিষ্ট এবং যে যে-রূপ, গুণ ও লীলা-  
বিশিষ্ট, তুমি সেইসকল বিষয়ের ঠিক তদ্রূপ অনুভব আমার কৃপায় সর্বতোভাবে  
প্রাপ্ত হও ॥২॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নানৃদ্যৎ সদসৎপরম ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহস্ম্যহম্ ॥৩॥

সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণভূত  
প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমি হইতে পৃথগ্‌রূপে অণু কিছুই ছিল না । সৃষ্টির  
পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র আমিই অবশিষ্ট  
থাকিব ॥৩॥

স্বাত্ত্বার্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।

তদ্বিগ্‌দাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥৪॥

বাস্তব প্রয়োজন-তত্ত্ব ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সত্তাবিশিষ্ট  
হইলেও আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকে আমার মায়া বলিয়া  
জানিবে । দৃষ্টান্ত—যে-প্রকার দুইটি চন্দ্রের অধিষ্ঠান না থাকিলেও কাচাদিতে  
দ্বিচন্দ্রাদির প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয়, অথবা যে-প্রকার রাত্রে গ্রহমণ্ডলে থাকিলেও  
তাহা দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ । ভাবার্থ এই যে—আভাস ও অন্ধকার-দর্শন কিছু  
জ্যোতির্ময় বস্তুর দর্শনকালে ঘটে না এবং জ্যোতির্ময় বস্তুর দর্শনও আভাস  
এবং অন্ধকারের দর্শনকালে ঘটে না ; অথচ, আভাস ও অন্ধকারের কর্তৃগতায়  
জ্যোতির্ময় বস্তু ব্যতীত স্বতন্ত্রতা নাই । তদ্রূপ ভগবান্ ও তাঁহার মায়া ।  
ভগবান্ জ্যোতির্ময় বস্তু । তাঁহার মায়া দ্বিবিধা—আভাস-স্থানীয়া জীব-মায়া  
ও তমঃস্থানীয়া গুণ-মায়া । উভয়ই ভগবদাশ্রিত হইলেও ভগবদন্তরঙ্গ-  
প্রতীতিতে জীব ও মায়া-প্রতীতির অভাব এবং জীব ও মায়িক প্রতীতিতেও  
ভগবৎপ্রতীতি নাই ॥৪॥

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষু ।

প্রবিষ্টান্‌প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষুহম্ ॥৫॥

যে-প্রকার ক্ষিপ্যপ্তে প্রভৃতি মহাভূতসকল দেব-তির্গাঙ্গাদি উচ্চ-নীচ  
ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্তমান, সেইরূপ আমিও ভূতময়  
জগতে সর্বভূতে ( সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে ) প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্‌ভগবৎ-  
স্বরূপে সকলের অন্তরে ও বাহিরে স্মৃতিত হই ॥৫॥



এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।

অম্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যং স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥৬॥

আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ আমার স্বরূপতত্ত্ব অম্বরূতি ও ব্যাবৃত্তিক্রমে অথবা বিধি-নিষেধদ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্বক যে বস্তু সর্বত্র ও সর্বদা নিত্য, তদ্বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিবেন ॥৬॥

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা ।

ভবান কল্প-বিকল্পেষু ন বিমুহুতি কহিচিৎ ॥৭॥

( হে ব্রহ্মন্ ! ) তুমি পরম-চৈতন্যকাণ্ডতার সহিত আমার এই মতের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করিয়াও ‘আমিই সৃষ্টিকর্তা’ ইত্যাদি অহঙ্কারে কখনও অভিভাবিষ্ট হইবে না ॥৭॥

## প্রশ্নোত্তর

( আশীর্বাদ )

১। শ্রীভক্তিবিনোদ নববর্ষে কি রূপাশীর্বাদ করিয়াছেন ?

“নববর্ষ তুমি জয়যুক্ত হও, শ্রীশ্রীমায়াপুরের বিশেষ উন্নতি কর, ভগবদ্ভক্তি-গ্রন্থসকল প্রকাশ কর, জগৎকে শ্রীহরিনামে পরিতৃপ্ত কর, জীবসকলকে এক্রূপ প্রবৃত্তি দাও যে, তাঁহারা যেন শুদ্ধভক্তি অবলম্বনপূর্বক শুদ্ধনাম-পরায়ণ হন ।”

—‘নববর্ষ’, সঃ তোঃ ৬।১

২। শ্রীভক্তিবিনোদ জ্ঞানিগণকে কিরূপ অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন ?

“ভাই ! অগ্রসর হও, চিন্মাত্র-প্রতিভা ভেদ করিয়া চিদ্ব্যমে প্রবেশ কর, তথায় পরব্রহ্ম ও তদীয় চিদ্বিলাস দেখিতে পাইবে। তখন অখণ্ড-ব্রহ্মরস কি বস্তু, তাহার আশ্বাদন পাইবে, শুষ্ক কাঠের ন্যায় আত্মার অপগতি আর করিবে না ।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৩

৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদের সর্বজীবের প্রতি আদেশ কি ?

“হে ভ্রাতৃবর্গ ! নিরপেক্ষতা বিষয়-সম্বন্ধেই থাকুক, ভগবৎসম্বন্ধে উহাকে চিত্ত হইতে দূর কর। ভগবানের নিত্যলীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার



নিত্য স্বরূপ লাভ কর। সাধনভক্তিদ্বারা ভাবভক্তি ও তদ্বারা নিগুণ প্রেমভক্তি লাভ কর; ঈশ্বর বা পরমাত্মাদি সাংখ্যিক স্বরূপ অতিক্রম করত নিত্যস্বরূপ ভগবান্কে প্রীতিসূত্রে লাভ কর।”

—‘সমালোচনা’, সং তো: ২।৬

## জীবের প্রতি উক্তি

১। মানবের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাথমিক উপদেশ কি?

“মনুষ্টদেহ—দুর্লভ, ইহার একদিনও যেন অপব্যয়িত না হয়।”

—‘সহজিয়া মতের হেয়ত্ব’, সং তো: ৪।৬

২। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিভাবে ধর্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন?

“এই জগতে ধর্ম-ধনাপেক্ষা ধন নাই। শরীর ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছে, কাল নাই। আমাদের পরম দয়ালু প্রভু রূপা করিয়া এই জগৎকে যে নাম ও প্রেমধন দিয়াছেন, তাহা সাধু-গুরুর নিকট সংগ্রহ করিবে। জগতের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই দুইখানি গ্রন্থ অমূল্য রত্ন। যত্ন করিয়া তাহা আলোচনা করিবে। লোককে বিছা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। লোককে ভক্তিধন দান করিবে। নিষ্পাপ জীবনে ধর্মের সহিত অর্থ উপার্জন করিয়া আপনাকে ও আপনার নিজজনকে প্রতিপালন করিবে; কিন্তু কোন সময়েই কৃষ্ণনাম ভুলিবে না।”

—ঠাকুরের আশ্রয়চরিত

৩। কৃষ্ণভক্ত কি প্লেগকে ভয় করেন?

“এই যে প্লেগকে এত ভয় করিতেছে, সে কেবল অবৈষ্ণবতা মাত্র। দেখ ভাই! প্লেগে কি করিতে পারে? অতি অপদার্থ জীবনের সমাপ্তি করিয়া প্লেগ তোমার কি ক্ষতি করিতে পারে? যদি ভাল চাও, প্লেগ হইতেও একটি শিক্ষা কর। কল্যা যদি প্লেগে ধরে, তাহা হইলে আর জীবন নাই, তোমার এত সুখ-সম্পদ কোথায় যাইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। অতএব বুথাকাল নষ্ট না করিয়া নিরন্তর নিষ্কপট ভক্তির সহিত হরিনাম কর। কোটি কোটি প্লেগ আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।”

—‘বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ’, সং তো: ১০।২



৪। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরদুঃখকাতর ব্যক্তিগণকে কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন?

“জগতে সকল-জীবের সম্মান করুন, সকল জীবের দুঃখ-নিবারণের জন্য যত্ন করুন, সকল জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করুন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অনুসরণীয় চরিত্র ও মহা সারগর্ভ উপদেশ কখনও ভুলিবেন না।” —‘শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ’, সং: তো: ১১।৩

৫। জীবের এ জগতে আসা সার্থক হয় কখন?

“কৃষ্ণ নিত্য-সুত যার, শোক কভু নাহি তার,  
অনিত্য আসক্তি সর্বনাশ।

আসিয়াছ এ সংসারে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে,  
নিত্যতত্ত্বে করহ বিলাস ॥”

—‘শোকশাতন’—২, গী: মা:

৬। সুমঙ্গলাকাজক্ষী পরমার্থ-পথিকের কি কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে?

“সংসার নির্বাহ করি যা’ব আমি বৃন্দাবন,  
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন,  
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।  
এমন ছুরাশাবশে, যা’বে প্রাণ অবশেষে,  
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন।  
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,  
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ ॥”

—‘প্রয়োজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি’—৩, ক: ক:

৭। শ্রীল ঠাকুর অচিরস্থায়ি-মহুগুজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য কি নির্ধারণ করিয়াছেন?

“তোমার পরমায়ুর দিবস অধিক নাই; যে কয়েকদিন আছে তাহাও নানা বিঘ্নে পরিপূর্ণ। অতএব, ভাই, বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত এই ভাগবতীয় রস পান করিতে থাক।”

—‘সিদ্ধিপ্রেমরস-মধুরিমা’, ২০।৩

( ক্রমশঃ )

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



## শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও শ্রীগুরু-পূজা \*

আজকে আমাদের বার্ষিক শ্রীগুরুপূজার বাসর। সাধারণ লোকে বলেন,—  
অপ্রকটের দিন; কিন্তু তাঁর অপ্রকটের দিনই প্রকটের দিন ব'লে  
আমরা জানি। আমরা তাঁরই পূজা করবার জন্য আজকে অবসর পাচ্ছি।

### শ্রীভগবৎস্বরূপের পঞ্চবিধ অবতার বা প্রকাশ

আপনারা জানেন, অর্চা আট প্রকারের হয়—শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী,  
মৃন্ময়ী, লেখা বা চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, সেবোন্মুখ-মনোময়ী, মণিময়ী।  
আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের লেখা-অর্চা এখানে সমুপস্থিত হ'য়েছেন। ভগবৎস্বরূপ-  
বিচারে শাস্ত্রে পাঁচটি অবতারের কথা বর্ণিত আছে,—পরতত্ত্ব, বৃহৎ, বৈভব,  
অন্তর্যামী এবং অর্চা। পরস্বরূপ, বৃহৎস্বরূপ, বৈভবস্বরূপ, অন্তর্যামিস্বরূপ  
ও অর্চাস্বরূপ—এই প্রকাশসমূহে স্বরূপতঃ ভেদ নাই, অভেদ। সেই  
পরতত্ত্ব জগতে জীবের নিকট অদৃশ্য, অবতীর্ণ বা প্রকাশিত হন এই  
প্রকারে। সূতরাং কৃষ্ণ-কাক্ষের শ্রীঅর্চাবিগ্রহকে অত্বরূপ বিচার করবার  
জন্তু আমাদের উপদেশ নাই অর্থাৎ পৃথক্-বুদ্ধি করবার জন্তু আমরা শ্রীগুরু-  
পাদপদ্ম হ'তে উপদেশ পাই নাই। অর্চা সর্বকালেই সকলের উপায় বস্তু।

### শ্রীভগবান্ ও 'তদীয়' ভগবদ্ভক্তের অর্চার বৈশিষ্ট্য

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ভগবদর্চা ও মহাগুরুর অর্চার  
মধ্যে কিছু কি বৈশিষ্ট্য নাই? হাঁ, বৈশিষ্ট্য আছে,—

“আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরাদনং পবম্।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥”

[ শিব পার্বতীকে কহিতেছেন,—সকল দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর  
আরাধনা শ্রেষ্ঠ। হে দেবি! তদপেক্ষা তদীয়গণের অর্থাৎ বৈষ্ণববৃন্দের  
আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। ]

জগতে যত প্রকার পূজা বস্তুর পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা  
ভগবানের পূজা সর্বোত্তম; আর সেই সর্বোত্তম পূজার পূজকের পূজা  
আরও অধিক বড়। সেই পূজককে ভগবান্ পূজা ক'রে থাকেন। সর্বোৎকৃষ্ট

---

\* ভগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কর্তৃক তদীয় গুরুপাদপদ্ম  
শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথিতে প্রদত্ত বক্তৃতা।



পূজ্য—শ্রীভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—  
প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্  
যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয়ই সব চেয়ে বড়; তাঁ'র  
প্রমাণ শ্লোকটি আমরা পূর্বে ব'লেছি।

‘তদীয়’ ব'লতে গেলে তিনি এবং তাঁ'র দাসবর্গ। এই যে আলেখ্য-  
অর্চা আপনারা দর্শন ক'রছেন, এই বস্তুকে যারা ‘গুরু’ ব'লে বিচার  
করেন, তাঁ'রা সকলেই আমার গুরুবর্গ, তাঁ'দের চরণে আমার দণ্ডবৎ-প্রণতি।

### গুরুবাদ এক অখণ্ডতত্ত্ব—“মদগুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ”

একগুরু বা জগদ্গুরুবাদ ও মহাত্মগুরুবাদের বিচার আপনারা শুনেছেন।  
আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরু-  
তত্ত্ব; আমার গুরু-বিদেষী,—জগতের সকলের বিদেষী—মনুষ্যমাত্রেয় বিদেষী।  
—জগদীশের বিদেষী। নিষ্কপটে এই বিচারটা না আসলে আমি শ্রীগুরুপাদ-  
পদ্মের ভূতা হ'তে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রতে পারি না—  
আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি তৃণাদপি স্তনীচ', ‘অমানী’-  
‘মানদ’ হ'য়ে হরিকীর্তন ক'রতে পারি না। সমগ্র জগদ্বাসী আমার মানদ বা  
নমস্র—এই বিচার না আসলে আমি গুরুপাদপদ্মে নমস্কার ক'রতে পারি না।  
গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা থাকলেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া  
যেতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করা  
যেতে পারে।

### শ্রীগুরুর জগতের নিখিলবস্তুই ভগবৎসেবোপকরণরূপে দর্শন

সেতার শিখা'বার গুরু, পাঠশালার গুরু, আধ্যাত্মিক জ্ঞানদাতা গুরু,  
আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা'বার গুরু বা ইহজগতে যাঁ'দের নিকট হ'তে  
এই শরীর লাভ ক'রেছি, সেই জনক-জননী গুরু—এঁরা সকলেই আংশিক  
গুরু। কিন্তু যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু—যে গুরুর  
প্রতিবিশ্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু—প্রত্যেক বস্তু যাঁ'র সেবের সেবার  
উপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন।  
সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিশ্ব। প্রত্যেক রেণু-  
পরমাণুতে—গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁ'দের অসম্মান বা অনাদর করা  
গুরুসেবকের কর্তব্য নহে।



## জগদ্গুরু ও মহান্ত-গুরুর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

গুরুসেবার হ্রায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি স্পষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সংসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অল্প প্রকার আকর হ'তে আমাদের মনোহীষ্ট পূরণ হ'বে, তখন আমরা মহান্ত-পুরুষবিশেষে গুরুত্ব দর্শন করি না। কতকগুলি ব্যক্তি বলেন,—জগদ্গুরু একজন, তিনি কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে প্রকট হ'য়েছিলেন; কিন্তু আমার যোগ্যতা-অনুসারে, আমার লঘুত্বের পরিমাণানুসারে যদি জগদ্গুরু-তত্ত্ব মহান্ত-গুরুরূপে সাক্ষাৎভাবে আমার নিকট প্রকাশিত হ'য়ে আমাকে কৃপা বিতরণ না করেন, তা' হ'লে আমি বহু দিন পূর্ব্বের ব্যক্তির আদর্শ, আচার-প্রচার ধ্বংসে পারি না—‘সর্ব্বস্বং গুরবে দত্তাৎ’—এই শ্রীতবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হ'তে উদ্ধার পেতে পারি না—আমার ভয়, শোক, মোহ অপগত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে আমি নিম্নোচ্চ, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিক্ষিপ্তে প্রাণভরা আশীর্বাদপ্রার্থী হই, তা' হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

## শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্যত্ব—তিনি নিত্যজীবনদাতা

শ্রীগুরুদেব—মর্ত্য্য নহেন, তিনি—অমর বস্তু, নিত্য বস্তু। গুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁ'র সেবক নিত্য—তাঁ'র সেবা নিত্য; সূত্রাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নেই।

সাধারণ গুরুগণ আমাদের মরণ থেকে বাঁচাতে পারেন না—নিত্য জীবন দিতে পারেন না; এজন্ত তাঁ'দের আংশিক গুরুত্ব। কিন্তু যিনি আমাদের মরণ-ধ্বংস হ'তে রক্ষা ক'রেছেন—আমাদের নিত্যত্বের উপলব্ধি দিয়েছেন, তিনিই পূর্ণ ও নিত্য গুরু। তিনি আমাদের সংশয়-নিবৃত্তির জন্য কৃপা ক'রে জগতে উপনীত হ'য়ে আমাদের যাবতীয় সংশয়ের নিবৃত্তি করেন।

## শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্থায়ী আচরণদ্বারা জগৎকে শিক্ষাদান

আমরা—বশতত্ত্ব, তিনি—দৈশ্বতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং ভগবান হ'য়েও ভগবানের সেবক-স্বত্রে আমাদের অহংগ্রহোপাসনা-প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা



দুরাকাজ্জ্বারূপ সন্তোগবাদ নিরাস করেন। স্বয়ং আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবান্ বিষয় হ'য়েও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুত্বরূপে বর্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হ'য়েও আমাদিগকে শিক্ষা দেন ;—“আমার একমাত্র পরমেশ্বর ভগবদ্বস্ত, আমি তাঁ'র সেবক। হে জীব ! তুমিও তাঁ'রই সেবক, তুমিও আমারই মত, আমার ভাষা তুমি বুঝতে পারবে, তোমার যে-সকল সন্দেহ আছে, আমি সকলই নিরাকরণ করব।” এই ব'লে তিনি জীবের ভগবদ্ভজনের যাবতীয় অনর্থ-গ্রস্থি বাক্যের দ্বারা ছেদন ক'রে জীবকুলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। তখন,—

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রস্থিস্থিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কস্মাণি দৃষ্ট এবান্ননীশ্বরে ॥

### মহান্ত-গুরুর সাক্ষাদুপদেশে ভোগবাদ ও কর্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্তি

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আত্মতত্ত্ব, তিনি অনাত্মতত্ত্ব নহেন। অনাত্মতত্ত্বে নানাবিধ ভোগবাদ—ভোগ্য-বিচার আশ্রিত। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমাদের অনুভবনীয় বিষয়-মাত্রই আমাদের প্রভুত্বের পরিচায়ক। দর্শক-সূত্রে, শ্রোতৃ-সূত্রে, আশ্বাদক-সূত্রে, ঘ্রাণগ্রহণকারি-সূত্রে, স্পর্শকারি-সূত্রে, রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শরূপ বিষয়কে আমরা আমাদের অধীন জ্ঞান করি। সুতরাং আমাদের কর্তৃত্বাভিমান হয়। এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান হ'তে মুক্ত করবার জন্য ইহজগতে আমার কে সহায়-সম্মল হ'বেন ? অনেকে বলতে পারেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থিত বিবেকই তা' সহায়ক হ'তে পারে, কিন্তু আমি যে নিতান্ত দুর্বল প্রাণী, আমি যে-মনোধর্ম্যে প্রপীড়িত, হৃদরোগে অর্জ্জরিত জীব, আমার প্রেয়ঃকে, আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাল-মন্দের বিচারকে ‘বিবেকের বাণী’ ব'লে গ্রহণ ক'রে আমার প্রতি মুহূর্ত্তে যে বঞ্চিত হ'বার সম্ভাবনা র'য়েছে, তা' হ'তে আমায় কে উদ্ধার ক'রতে পারে—যদি মহান্তগুরু আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষাৎভাবে আমাকে উপদেশ না দেন। যখনই আমার কর্তৃত্বাভিমান হয়—আমি যখন মনে করি,—আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা,—আমি যখন মনে করি, বাগানের মালী যেমন আমাকে ফুল দিয়ে যায়, আমার উপাশ্রয় বস্তুও তেমনই আমাকে ফুল দিয়ে যাবেন, তখন আমার সেই কর্তৃত্ব-অভিমান হ'তে মহান্তগুরুদেব আমাকে রক্ষা করেন।



### অন্তর্যামী চৈতন্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরুর আশ্রয়লাভ

উপাস্ত্র বস্তুকে বাগানের মালী বা আগার ইচ্ছার ইচ্ছান-সরবরাহকারি-বিচারে গুরুর বিচার হয় না, তা'তে লঘুর বিচার হয়। এহেন পাষণ্ড আমি—পামর, অধম, নারকী আমি, আমাকে বুঝা'বার জ্ঞান যিনি মনুষ্যাকৃতিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তাঁ'কে না চিনে—সেই গুরুপাদপদ্ম দর্শন না ক'রে যদি আমি মনে করি—‘আমি গুরু দে'খে ফেলেছি', তা'হ'লে তা'র মত ধৃষ্টতা আর কি আছে? যদি আমার নিকপটতা থাকে, তা'হ'লে আমার পক্ষে যে ধৃষ্টতা হ'চ্ছে, একথা আমার অন্তর্যামী চৈতন্যগুরুরূপে আমাকে বুঝিয়ে দেন; বিবেক দেন—‘শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্যজ্ঞান করো না। তিনি তোমার অনন্ত জীবনদাতা, তোমার ভবরোগের সদবৈজ্ঞ, সর্বতোভাবে তোমার একমাত্র উপকারক।’ চৈতন্যগুরুর এই উপদেশ শ্রবণ ক'রলে আমরা মহান্ত-গুরু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপনীত হই। আমি তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট নিজ প্রাক্তন দুষ্কৃতিজ্ঞাত নানাপ্রকার সন্দেহের কথা নিবেদন ক'রে বলি,—“আপনি কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি, আপনাতে আকর্ষণ-ধর্ম আছে, আমাকে আপনি আকর্ষণ করুন, আপনার নিকট সর্বস্ব সমর্পণ করবার জ্ঞান আমার যাবতীয় অনর্থের প্রতিবন্ধক দূরীভূত হউক।”

আমরা যদি এই প্রকার বিচার অবলম্বন না ক'রে লোক-দেখান' বিচার গ্রহণ ক'বে মনে কবি.—আমরা গুরুর নিকট হ'তে মন্ত্র নিয়েছি—মনোধর্ম হ'তে ত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণভাবে আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করবার জ্ঞান প্রস্তুত না হই, তা'হ'লে যে পরিমাণ কপটতা ক'রলাম, সেই পরিমাণে ঠেকে গেলাম।

### জাগতিক জন্মৈশ্বর্য-শ্রুত-শ্রী-লঘুবস্তুতে আসক্ত ব্যক্তি

গুরু নহেন; সদগুরু—দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা

আমার যে সময়ে আবিবেচনা প্রবল ছিল, শ্রীগুরুপাদপদ্ম তখন দেখিয়েছেন,—তুমি যে পণ্ডিতম্মতা, পবিত্রতা, সংযম, জন্ম-ঐশ্বর্য-শ্রুত-শ্রী প্রভৃতিকে বড় মনে কর, সেইগুলিকে যে-পর্যন্ত ত্যাগ না কর্তে পারবে, সেই পর্যন্ত তুমি আত্ম-সমর্পণ কর্তে পারবেনা—আমাকে আশ্রয় ক'রতে পারবে না। যদি তুমি ঐগুলি ত্যাগ কর'তে পার, তা'হ'লেই আমাকে আশ্রয় ক'রতে পারবে—আমার গুরু হ'তে পারবে। এই বিচার যখন গুরুপাদপদ্ম হ'তে জান্তে পেরেছিলাম, তখন তাঁ'কে জীববিশেষ ব'লে জান্তে পারি নাই।



তখন জেনেছিলাম,—সাক্ষাৎ ভগবদ্ব্যস্ত আমাকে কৃপা করবার জন্য যখন জগতে এনে উপস্থিত হন, তখন আমার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। সাধারণ লঘু বস্তু যেমন গুরু হ'বার জন্য ব্যস্ত, আমার গুরুপাদপদ্মকে সেরূপ ভাবের চিন্তাবৃত্তি-বিনিষ্ট মনে ক'রতে পারি নাই। আমার চেষ্টাক্রমে—আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের চাঞ্চল্যক্রমে গুরু-নির্দেশের যে-পদ্ধতি আছে, তা আমার কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত—আমার ভোগবাসনায় পূর্ণ। এই জগতের ভোগবাসনা-চালিত কর্তৃত্ব হ'তে পরিত্রাণ ক'রতে যিনি সমর্থ, সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে-শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অতিমর্ত্য শিক্ষার নিকট, মনুষ্যজাতির নিকট যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, যুগ-যুগান্তরের সভ্য-সমাজ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হ'তে যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, সে-সকল একীভূত ক'রলেও অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নগণ্য, নিতান্ত ব্যর্থ। আমার নিজের আত্মস্তুতি ও অবিবেচনাকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত ক'রতে পারে যে শক্তি, সেই (গুরুপাদপদ্ম) শক্তি যদি আমাতে সঞ্চারিত না হয়,—দুর্বল আমি, সেই বলে যদি বলীয়ান না হই, তা'হ'লে সেই বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হয় না—তাঁকে গ্রহণ ক'রতে পারি না। দিব্যজ্ঞানের প্রদাতাকে 'গুরু' বলা যায়,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দৃষ্টাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।

তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

দিব্যজ্ঞানের প্রদাতা কোন মর্ত্যবস্তু ন'ন। যিনি দিব্যজ্ঞানের কথা শুনে, তিনিও কখনও ম'রে যান না। যিনি সমুপেত মৃত্যু হ'তে রক্ষা ক'রতে পারেন না, তিনি গুরু নন। যিনি আমাদেরকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা ক'রে থাকেন, তিনিই গুরুদেব (ভাঃ ৫।৫।১৮)—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।

দৈবং ন তৎ স্মার পতিচ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥

আমরা জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-রাজ্যে অবস্থিত। আমরা ম'রে যাব সকলেই—এ অবস্থায় কেহ থাকতে পারবে না। কিন্তু 'মরে যাব' এই ভীতি—এই আশঙ্কা হ'তে যিনি উদ্ধার ক'রতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা যে নানাপ্রকার দুর্বলতা সঞ্চয় ক'রেছি, সেই দুর্বলতা হ'তে রক্ষা করবার জন্য আমার প্রতি যিনি অনন্ত শক্তি সঞ্চার করেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হই।

(ক্রমশঃ)



# শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ-স্মৃতি \*

-- ::(::\*::):: --

## শ্রীব্যাসপূজায় কৃপা-প্রার্থনা

“তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥”

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (মঃ ২২।২৫) এই বাক্যের প্রতিধ্বনিস্বরূপ দেখিতে পাই—“শ্রীব্যাসপূজাই যুগপৎ গুরু ও কৃষ্ণসেবা” ( গোঁঃ ৪র্থ বর্ষ, ৫৯০ পৃঃ ) । সুতরাং পরমপূজ্য জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতেই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধি গোড়ীয় আচার্য্যগণের উপদেশ অনুসারে জানিতে পারা যায় । এই ব্যাসপূজা উপলক্ষে গুরুদেবের অঙ্গস্বরূপ পারমার্থিক পত্রিকার সেবার জন্য আদিষ্ট হওয়ায় নিজের নিতান্ত অযোগ্যতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া বিপদ গণিতেছি । মাননীয় গুরুদাসগণই একপ-স্থলে বিপদুদ্বারণ বান্ধব । গুরুদাসগণের আনুগত্য করাই গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা । গুরুদাসগণের সকলের পাদপদ্মে আমার নিষ্কপট সাক্ষাৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি । তাঁহাদের প্রতি সতীর্থ-ভ্রাতৃবোধে ‘সখ্য’ আচরণ করিয়া যে ভ্রাতৃবিরোধের আবাহন করিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতেই তাহা মন্মেষে মন্মেষে অনুভব করিয়া নিজ জীবনকে ধিক্কার দিতেছি । হে ব্যাসপূজার পূজারী গুরুদাসগণ ! আপনারা আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করিয়া—আমার অযোগ্যতা দেখিয়া উপেক্ষা না করিয়া গুরুগৌরাঙ্গ-গুণগানরূপ ‘দান্তে’ নিযুক্ত করুন, ইহাই আপনাদের পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা ।

## গুরুদেবের স্বরূপ

শ্রীব্যাস ও বৈয়াসকির আনুগত্যে গুরুদাসগণ শাস্ত্রের “গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া”, “আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ” প্রভৃতি বাক্যদ্বারা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে “সাক্ষাদ্ধরিষ্মেন সমস্তশাস্ত্রৈঃ” জানাইলেও “কিস্ত প্রভোর্যঃ

---

\* পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের তিরোধানের পর তাঁহার আবির্ভাব-তিথিতে লিখিত এই প্রবন্ধ “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ”-নামক শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হয়—সম্পাদক ।



প্রিয় এব তস্য” ইত্যাদি জ্ঞান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীও “গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে” বলিয়া জানাইয়া “গুরুরূপে কৃষ্ণ রূপ করেন ভক্তগণে ॥”—উপদেশ করিয়াছেন। মহাজনগণের ও শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসারে গুরুদেব ভগবৎ-স্বরূপেই প্রমাণিত হইতেছেন। এবম্প্রকার শ্রীগুরুদেবের দাসগণকে তদভিন্নজ্ঞানে শিক্ষাগুরু বলিয়াই মনে হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী—“শিক্ষাগুরুকে ত’ জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।”—কীর্তন করিয়াছেন। গুরুর নিতা সেবকগণ! আপনাদের ভৌম-জগতে অবতরণ কেবল মাদৃশ পাপ-পঙ্কিলে পতিত নরাধমকে উদ্ধার করিবার জন্য। আপনাদের অতিমর্ত্যবানী হইতে শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্যতার কথা শ্রবণ করিয়াও তাহাতে আমার মর্ত্য বুদ্ধির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; বিবর্ত বা অসূয়াই তাহার মূল-কারণ।

### বাণী-কীর্তনই প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট

‘বাণী’ কেবলমাত্র ‘কর্ণ’-নামক একটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া অন্য ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় এ-ক্ষেত্রে হীনবীৰ্য্য। অতীন্দ্রিয় বস্তুতে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ যতদূর হ্রাস হইবে, ততদূরই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সেই জন্যই শ্রবণ-কীর্তনের শ্রেষ্ঠতা। আপনাদের শ্রীমুখ-বিগলিত অপ্রাকৃত বাণী-কীর্তন শ্রবণ (?) করিয়াও যখন গুরুদেবের প্রতি মর্ত্য-বুদ্ধি নষ্ট হয় নাই, তখন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রিয়াশীল ভক্তির অন্য অনুষ্ঠানসমূহ আমার নিকট নিষ্ক্রিয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বর্তমানযুগে যে-কোন ভক্তাঙ্গই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা কীর্তনাখ্যা-ভক্তি সহযোগেই করা প্রয়োজন। এবং শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত অন্য ভক্তাঙ্গ থাকিলেও তাহা কীর্তন ব্যতীত সুফলপ্রদ নহে। তাই আপনাদের অপার করুণায় একমাত্র কীর্তনকেই নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। শ্রবণ কীর্তনাদি প্রচারাখ্যা ভক্তিই শ্রীচৈতন্য মনোহভীষ্ট ‘ভাগবৎ-মত’ এবং মঠ-মন্দির নির্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদি-পরিচালন প্রভৃতি অর্চনাখ্যা ভক্তিই ‘পাঞ্চরাত্রিক-মত’। ভাগবত-প্রচারই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের অন্তরুদ্দেশ্য (Ontological aspect) বলিয়া আপনারা আমাকে জানাইয়া-ছেন। কীর্তনই কীর্তনের ফল। কীর্তনই সেবা—কীর্তনই প্রেম। শ্রীল জীবপাদ ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“যদ্যপ্যা ভক্তিঃ কলৌ কত্বা তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব ইত্যুত্তম।” শ্রীল প্রভুপাদ দ্বয়ং বলিয়াছেন—



“পাঞ্চরাত্রিক Process (প্রণালী) অনুসারে Representative (প্রতিনিধি) থাকেন থাকুন, মন্দির করা হউক, ঠাকুর থাকুন ; (কিন্তু) better class—higher class যাঁহারা, তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য। বৈকুণ্ঠনামের সর্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোহীষ্ট। \* \* \* \* \* আমাদের প্রচার-প্রণালী এইরূপ হউক—প্রচুর পরিমাণে Pamphlet করা হউক, মঠ-মন্দির না হয় না-ই হইল।” তিনি তাঁহার শেষ বক্তৃতাতেও আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া জানাইয়াছেন—“আমরা কিছু জগতে কাঠ পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।” যে-কোনও একাঙ্গ সাধন কিম্বা বহু অঙ্গ সাধন লোকে স্বতন্ত্রভাবে করে করুক ; কিন্তু আমরা একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই প্রভুপাদের অনুজ্ঞা অনুসারে পালন করিব।

### বাণী-শ্রবণের কর্ণ প্রস্তুত প্রয়োজন

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি মনুষ্য-বুদ্ধি থাকার দরুণ তাঁহার কোন কথাই আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,—আগে কাণ তৈয়ারী হউক, পরে ভাগবত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণের যোগ্যতা হইবে। কথাটা এখন মন্মে মন্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহার নিকট ( ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত ) প্রায় অষ্টাদশ-বর্ষকাল থাকিয়াও তাঁহার “শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ” ; “অনুসরণ ও অনুকরণ” “আসল ও নকল”, Ontology ও Morphology, “পারমার্থিক ও ব্যবহারিক” প্রভৃতি এবং গৌড়ীয়ের “বপু ও বাণী” আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই বা তাঁহার পার্থক্য উপলব্ধি হয় নাই। তাই গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা—তাঁহারা সর্বাগ্রে আমার কাণ প্রস্তুত করিয়া দিন। কাণ প্রস্তুত না হইলে “উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।”—এই বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িব।

### শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত দেহ

আমার দুর্দ্দৈববশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের দেহকে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্য-বিগ্রহরূপে দর্শন করিবার যোগ্যতা আমার কখনও হয় নাই ; যদিও আপনারা উহা আমাকে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতি আমার এ প্রকার প্রাকৃত-বুদ্ধি দেখিয়া সহাস্যে মাঝে মাঝে অসুস্থতার অভিনয় করিতেন। আমি দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া আমার প্রাকৃত হস্ত-পদাদি লইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সেবার জন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে গেলেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে



থাকিয়া তাঁহার মায়া-দেহটি অগ্রসর করিয়া দিয়া আমার আসুরিক প্রবৃত্তিকে মুক্ত করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার চিন্ময় দেহে কোনপ্রকার ব্যাধি-বিকার ছিল না। আমি তখন তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। আমার ন্যায় যথাসৰ্ব্বস্ব-কামী, যোগী রাবণের পক্ষে মায়াসীতা স্পর্শ ব্যতীত চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী রামাঙ্কলক্ষ্মী সীতাদেবীকে স্পর্শ করিবার যোগ্যতা কোথায়? আমি শঙ্করের জীবন সম্বন্ধেও এই প্রকার লীলার কথা শ্রবণ করিয়াছি। শঙ্কর যখন মণ্ডন-মিশ্রের স্ত্রী ‘উভয়ভারতী’র নিকট বিচারে পরাস্ত হন, তখন তিনি তাঁহার শরীর পদ্মপাদের নিকট এক পর্বতগুহায় রক্ষা করিয়া জৈনিক রাজার মৃত্যু শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল প্রভুপাদের অতিমৰ্ত্যত্ব সম্বন্ধে কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারায়, তাঁহার নিকট হইতে কপট-রূপা লাভ করিয়া চিরদিনই বঞ্চিত হইয়াছি। ইহা তাঁহার চেতনময়ী বাণীতে কর্ণপাত না করার ফল। ইহাই আমার চরম দুর্ভাগ্য।

### আচার্য্যের নির্য্যাণ-লীলা

শ্রীল প্রভুপাদ যখন দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সেবকাভিমানী এহেন দুৰ্জ্জন দস্তে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, প্রতি পদে প্রতি মুহূর্তে আমার চিত্ত ক্রমশঃ তাঁহার সমজ্ঞান করিতে করিতে তাঁহারই আসন গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখই মাদৃশ নিত্যবদ্ধ প্রস্তুততুল্য কঠিন, অস্ত্রের ন্যায় অদাহ্য, অগ্নিতুল্য শুষ্ক চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট পাপিষ্ঠকে শিক্ষা দিবার জন্য বজ্রাপেক্ষা কঠিন, অগ্নি অপেক্ষাও দহনশক্তি-বিশিষ্ট আকস্মিক এক মহা নিদারুণ লীলা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার লীলা-সংগোপনের অব্যবহিত পূর্বে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীপুরীধামে চটকপর্বতে পুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি আমার বিমুখতা দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,—“আমার কথা আর কেহ বুঝিতেছে না, কেহ গ্রহণ করিতেছে না। সুতরাং এ-জগতে থাকা আর প্রয়োজন নাই—চলিয়া যাওয়াই ভাল।” তখন তাঁহার করুণার কথা বুঝিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, তাই তিনি ১৩৪৩ সালের ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার নিশান্তে হঠাৎ বজ্রাঘাত করিলেন। তিনি আমাকে অহং-গ্রহোপাসক ও ভোগী দেখিয়া “বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরস” শিক্ষা দিবার জন্য “সন্ন্যাস-বেশ” গ্রহণ করিতে বহুবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তাহা ঘটয়া উঠে নাই। তাই তিনি



আমার দৈহিক ও দেহে আত্মবুদ্ধি-বিনাশপর বৈরাগ্য শিক্ষার জন্যই নির্য্যাণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বকৃত “সিদ্ধান্তরত্নাখ্য ভাষ্যপীঠকের” প্রথমপাদের শেষে ভাগবতের ঋষভদেবের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ বিচারকালে “সাম্পরায়বিধিরপি প্রাতীতিক্যেব তাবতৈব তদা-বেশপরিষ্কয়াৎ” বাক্যের টিপ্পনীরূপে লিখিয়াছেন,— “সাম্পরায়বিধি-দেহত্যাগপ্রকারঃ। তাবতৈবেতি। প্রাতীতিকেণ তাদৃশানাং দেহত্যাগেন শুশ্রূষাং (শিষ্টিয়াং) নৃণাং দেহাবেশত্যাগাদিত্যর্থঃ।” অর্থাৎ ঋষভদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও তিনি পারমহংস-ধর্ম্মানুকরণ করেন। তাহাতে তাঁহার দেহত্যাগাদি লীলা—তাঁহার শিষ্য বা সেবকগণের দেহা-সক্তি ত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে।

### নির্য্যাণে প্রবোধ-বাক্য

গুরুপ্রেষ্ঠগণ আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীহরির নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে ব্যাসসূত্র শ্রীশুকদেবের উক্তি-সমূহ জানাইয়াছেন— “রাজন্ পরস্ম তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা,

মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্ম।” (ভাঃ ১১।১৩।১১)

আচার্য্যদেবের চিদানন্দময় নিত্যদেহ নট-পুরুষের ন্যায় স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই জাগতিক রঙ্গমঞ্চে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জন্ম-মরণাদির অভিনয় করিয়াছেন। সাধারণ জীবের জন্ম-মরণাদি দুঃখময়, কিন্তু অতিমর্ত্য আচার্য্যের চিন্ময় বিগ্রহের আবির্ভাব তিরোভাবাদি সুখময়। ঐন্দ্রজালিক দর্শকবৃন্দের (বিস্ময় উৎপাদনের জন্য তাহাদের) সমক্ষেই একটী লোককে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিতে দেখা গেলেও তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা মনে করিয়া বিজ্ঞগণ তাহার জন্য অনুতাপ ভোগ করেন না। কিন্তু অজ্ঞ বালকগণ তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। আচার্য্যের এই নিদারুণ অপ্রকট-লীলা সে-প্রকার হইলেও আমার ন্যায় অজ্ঞ তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার এই লীলা সুখময়ী হইলেও আমার নিকট অতীব দুঃখময়ী হৃদয়-বিদারক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। গুরুদাসগণ ইহাতে বিরহানুতপ্ত হইলেও আমার তাহাতে শূদ্রের ন্যায় শোক হইতেছে। আপনাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, বিচ্ছেদ বা বিরহ সেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করে এবং উদ্দীপনের বস্তুসকল নয়নপথে



আসিলেই উত্তরোত্তর সেব্যের প্রতি আসক্তি দৃঢ়তর হয়। তাহাতে সেব্যের আনন্দের প্রচুর পরাকাষ্ঠাই লক্ষ্য করা যায়। আর শোকে বন্ধ-জীব অভিভূত হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে—শক্তি-সামর্থ্য লোপ পায়—কাতর হইয়া পড়ে এবং সেবার (?) অভাব-হেতু তাহার আনন্দবর্দ্ধনরূপ কোন ক্রিয়াই দৃষ্ট হয় না। তাই আমি অজ্ঞ মূঢ়ের ন্যায়—শূদ্রের মত শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমার কোনরূপ উৎসাহ হইতেছে না। “হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং” আমার পক্ষে দুর্লভ হইয়া পড়িল।

### আচার্য্যের ভক্ত-বাৎসল্য

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার তিরোভাবের কথাই সর্বদা মনে উঠিতেছে। তাই হরিষে বিষাদ গণিতেছি। মঙ্গলময় শ্রীল প্রভুপাদ আমার এইপ্রকার দুরাবস্থা দর্শন করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই প্রতিবৎসর বিরহ-তিথি অতিক্রম করিয়াই পুনঃ প্রকট-তিথি প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার প্রেষ্ঠগণের ভিতর দিয়াই তাঁহার পুনর্দর্শন লাভ করিবার আশায় আপনাদের পাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। মিলন না হইলে হৃদয়ের তীব্র যাতনার অবসান হয় না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে কৃপা করিয়া তাঁহাদের বিরহ-কাতরতায় সান্ত্বনা দিবার জন্যই অপ্রকটকালের অনতিকাল পরেই প্রকট-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ইহা তাঁহার যে কতবড় দয়া ও ভক্ত বাৎসল্যের পরিচয় তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম।

### আচার্য্যের শ্রীধামে আগমন

আমাদের মধ্যে বাণীর অনাদর আশঙ্কা করিয়া অভিমানভরে শ্রীল প্রভু-পাদ তাঁহার নিত্যপ্রিয় রাধাকুণ্ড-তীরে চলিয়া আসিবার মানসে গভীর তৃষ্ণীম্-ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুদূত বৈষ্ণবগণ তাঁহারা অন্তরুদ্ধেণ বৃষিতে পারিয়া তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া বহুপ্রকোষ্ঠ-সমন্বিত একটি বিশিষ্ট সুসজ্জিত রথে\* আরোহণ করাইয়াছিলেন। প্রভুপাদ সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রিয় সেবকগণসহ প্রবেশ করিলে অগ্ণাৎ সেবকগণও তাঁহার অনুগমনে যথাযোগ্য কক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন।

ভুলোকাগত গোলোক-রথ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া অতি-দ্রুতবেগে অনিমেষে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শ্রীকৃষ্ণধামো আসিয়া উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। পথে কেবলমাত্র ‘বিদ্যা-বেদনের’ রণক্ষেত্রে† সারথি রথের গতি

\* Special Train এ। † কৃষ্ণনগরে। ‡ রাণাঘাটে



সম্ভোপন করিলে লক্ষবেদনজ্ঞান আচার্য্যাপাদের বাল্যলীলার আদি জ্ঞানো-  
 মোষলীলাক্ষেত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তিনি আমাকে আহ্বান  
 করিয়া বাধ্ব-ঋষির ন্যায় নিঃশব্দে আমাকে অনেক কথা জানাইয়াছিলেন।  
 কিন্তু আমার অজ্ঞানতাবশতঃ তখন আমি তাঁহার কিছুই বুঝিতে না পারিলেও  
 ‘অপ্রাকৃত বাণী-বিগ্রহের বাণী প্রাকৃত কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিবার চেষ্টা  
 বুঝা’—তাহা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। শ্রীবানী-বিগ্রহ শ্রীল  
 সরস্বতীপ্রভু কৃষ্ণধাম হইতে তদভিন্ন গৌরধামে শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল  
 ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আগমন-বার্তা  
 জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীধামমায়াপুরে চন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠে  
 আচার্য্য-প্রকটিত শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে আসিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের সহিত  
 সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারই নিকটে কুণ্ডতীরে সেবাকুণ্ডে এ অধর্মের সংগৃহীত  
 বিবিধ পুষ্পমালা-চন্দনাদি উপায়ন-সমভিব্যাহারে হতভাগ্যের দ্বারা লাভণ্যযুক্ত  
 হইয়া শ্রীরাধামদনমোহনের প্রেষ্ঠরূপে সমাধিস্থ হইলেন। এবং আমাকে  
 তাঁহার আনুগত্যে যুগল-সেবা করার অধিকার দিবার জন্য নিত্যকাল তথায়  
 অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা  
 কৃপা করিয়া যেন গুরুপাদপদ্ম-মনোহভীষ্ট-সেবার কিঞ্চিদ্মাত্রও যোগ্যতা  
 আমায় প্রদান করেন।

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।

শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্বরস্বতীতিনামিনে ॥

নমস্তে গৌরবানী শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে ।

রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥



জগদগুরু ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী  
শ্রীমদুক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী  
প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্য-সরোজে

পাতিতের-নিবেদন

জয়, জয়, জয় পতিতপাবন, শ্রীগুরু-চরণ করুণাময় !  
অশোক, অভয়, অমিয়-নিলয়, জয় জয়, নিতি তোমারি জয় ।  
আবির্ভাবে জয়, তিরোভাবে জয়, জয়-মণ্ডিত লীলা যে তব ।  
তব স্মরণে, মননে, বরণে, পূজনে, চিত্তে জাগায় মহোৎসব ॥  
কোটি ইন্দুর শীতলতা মথি', স্বপ্রকাশ পদ-কমল ছু'টি ।  
শরণাগতের বিমল হিয়ায়, ব্রজ-সুখমায় র'য়েছে ফুটি' ॥  
নিখিল উগ্র তাপের প্রবাহ, কে করিবে নাশ ? শক্তি কা'র ?  
শ্রীগুরু-চরণ মহা-মহীয়ান্, বলদেব তিনি, শক্তি তাঁ'র ॥  
ঐ পদ-পরিমল করিলে বরণ, ভব-বন্ধন নিমেষে টুটে,  
মায়ার ভূত্য, দাস্য তেয়াগি', সেবার আশায় হ্রিতে ছুটে ।  
ওহে গৌর-বানি ! মুরতি ধরিয়া, নরোত্তম-রূপে, নরের মাঝে,  
এসেছিলে প্রভো, কত করুণায়, গোরার নিগূঢ় অভীষ্ট কাজে ॥  
নীলাচল-ধামে সমুদিত হ'য়ে, সারাটি জগতে ক'রেছ দান,—  
নিরন্ত-কুহক বাস্তব-গাথা, অমল-সত্য শ্রীহরি-নাম ॥  
অসদ্-বারতা-মুখর জগতে, কৃষ্ণ-নামের বিজয়-ডঙ্কা—  
বাজায়ে সঘনে, ঘোষিয়াছ দেব, “এস এস সবে ত্যজিয়া শঙ্কা ;  
অমৃত-তনয়,—শুদ্ধ চেতন ; ওহে জীব ! তুমি প্রবাসী হেথা,  
তোমার স্বদেশ—নিত্য নিকেতন, শ্রীহরি-সেবন কৃত্য যেথা ।  
হরি-সেবাহীন ব্যর্থ-জীবন ‘মরণ’ কেবল তাহারি নাম ।  
প্রাণীর ধর্ম প্রাণপতি-সেবা, বিপাক তাহার জড়ীয় কাম ॥”  
তব চেতন জাগানো—‘জাগরণী’ গীতি, অতি সক্রমণ আহ্বান  
পশিয়াছে যা'র, মরমের দেশে, পাতিয়া শ্রবণ-আকুল-কাণ ॥



বিমোহিনী মায়া-ছলনার জাল, সুদৃঢ় চরণে সবেগে দলি'  
 পরম যতনে, হরি সেবাধন, নিয়েছে সেজন ভূষণ বলি' ॥  
 কৰ্ম্ম-জ্ঞানের বিপুল নেশায় ভুলিবে না কভু তোমার জন ।  
 সব বাহাছুরী, জানিয়া চাতুরী, কৃষ্ণ-ভজনে তাঁদের মন ॥  
 জানায়েছ তুমি, ভোগ আর ত্যাগ—তু'টিই পিশাচী, কঠিন রোগ ।  
 কৃষ্ণ-তুষ্টি-হীন অসার সকলি,—যজ্ঞ, দান, ব্রত, যোগীর যোগ ।  
 পুণ্য ব'লে যাহা আদৃত ভবে, মূল্য তাহার নহে কপদ্বক—  
 কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বিমুখ প্রয়াস ; ছলধ্ব্মিগণ কেবল বক' ।  
 কলি-তাণ্ডব চূর্ণ করিতে ভাগবত-সার শিক্ষা যত,—  
 আদর্শ আকারে, সহজবোধ্য সংপ্রদর্শনী প্রকাশি' কত,—  
 মরণ-আহত বিশ্বজনেরে মৃত-সঞ্জীবন করিলে দান ।  
 কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজিছে আজি, গৌরচাঁদের আরতি গান ॥  
 দেশে দেশে রচি' শ্রীহরি-মন্দির, কৃপা-আকর্ষণে টানিলে সবে,—  
 জগন্নাথের তোষণ-যজ্ঞে, জগজন কেন পিছিয়ে র'বে ?  
 হে মহাবদান্ত, করুণার খনি, আজিকে তোমার চরণ-তলে ।  
 হৃদয়-বেদনা জানা'তে আসিহু, নীরব তপ্ত নয়ন-জলে ॥  
 শুভ-মতি মোর জাগিল না দেব ! বিরূপের মোহে রহিহু ভুলি'  
 মায়া-যাছুরী শতেক প্রকারে শুনায় কেবল অসত বুলি ॥  
 আশা মোর নাই, পতিত পামর,—চরণ-পদ্মে ভকতি-হীন,—  
 এ ভব-সাগরে, ওহে কাণ্ডারি ! শ্রীচরণ-তরী পা'বে কি দীন ?  
 অভিন্ন-নিতাই, প্রভু দয়াময়, পতিত অধম করুণা মাগে ॥  
 জীবনে-মরণে—যেখানে সেখানে, তব স্মৃতি যেন মরমে জাগে ॥  
 ( তব ) পাদপদ্মের মধুকর-কুল, জানিয়া নিগূঢ় মরম বাণী ।  
 শ্রীহরি-সেবায় দিয়েছে সঁপিয়া, ভকতি-সরস মানসখানি,  
 আচার্য্য-ধারার বীণা-বাক্সারে, ঢালিলা ক্ষুদ্র আকুল তান,  
 কোন দিন যেন অকপট চিতে, গাহিবারে পারি তোমার দান ॥

—জনৈক শিষ্যাভিমानी



## বেদান্তের বাণী \*

পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ, শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি ! আমি “বেদান্তের বাণী” সম্বন্ধে কিছু বলিতে আদিষ্ট হইয়াছি, কিন্তু বেদের অন্ত পাওয়া আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অসম্ভব, তবে আপ্তবাক্যই আমার অবলম্বন। আমি পূজাপাদ গুরুবর্গের নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই যথাস্রুত কীর্তন করিব। ‘বেদান্ত’ বলিতে বেদের অন্ত—চরম উপদেশ বা শিরোভাগ উপনিষৎসমূহকে বুঝায়। বেদান্ত-সমূহ উপনিষৎ-আকারে নিত্য বর্তমান ; কিন্তু উপনিষৎসমূহ সর্ব-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও দুর্বোধ্য। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ, তাহা সহজে বুঝা যায় না। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যার্থীর পক্ষে উপনিষৎ-পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন, সদগুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এজন্যই শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিয়াছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্মৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

ভগবান্ বাদরায়ণ এইবিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষৎ-বাক্যের বিষয় বিভাগপূর্বক যে-সকল সূত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মবস্তুর সূচীত বা প্রকাশিত হন, তাহাই ব্রহ্মসূত্র।

অনেকের ধারণা—ব্রহ্মসূত্রের আদি ভাষ্যকার আচার্য্য শ্রীশঙ্কর ; কিন্তু শঙ্করেরও বহুপূর্বে প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়ন, উপবর্ষ, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপদ্বী, ভারুচি, কাশকৃৎস্ন, কাশ্যজিনি, আশ্বারথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। শঙ্করের সমসাময়িক ও তৎপরবর্ত্তিকালে ভেদা-ভেদবাদী ভাস্করাচার্য্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজ, দ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচার্য্য, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীনিম্বার্ক, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবরভাচার্য্য, শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ, সমন্বয়বাদী, বিজ্ঞানভিক্ষু ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

---

\* বিগত ১৯শে ভাদ্র ১৩৪৪ (ইং ৪।৯।১৯৩৭) তারিখে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের “আশুতোষ হল” পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজ-প্রদত্ত ভাষণ। —প্রকাশক-কর্তৃক সংগৃহীত



শ্রীল রামানুজ আচার্য্য বোধায়ন বৃত্তি অবলম্বনে শ্রীভাষ্য রচনা করেন। শঙ্কর ঐবৃত্তি সারদাপীঠে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ বহু কষ্টে উহা সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু শঙ্করের অনুগত ব্যক্তিগণ তাহা জানিতে পারিয়া কাড়িয়া লইয়া যায়। রামানুজের জনৈক শিষ্য পূর্বেই উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া তাহা পাইতে কষ্ট হইল না। শ্রীভাষ্যে যে অপূর্ব মধুর রসান্বিত তত্ত্ব অনাবিলম্বিত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুগণকে প্রদান করিবার জন্য শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবের কৃপাশক্তিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাত্মক প্রভু গোবিন্দভাষ্য রচনা করেন। ইহা সকল ভাষ্য অপেক্ষা পরম উপাদেয়।

ব্রহ্মসূত্র চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার, তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন এবং চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থরূপে উক্ত হইয়াছে। নিকামধর্ম্ম নির্মূল চিত্ত সংপ্রসঙ্গলুপ্ত শ্রদ্ধালু শমদমাদিসম্পন্ন জীব ইহার অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য। সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক সম্বন্ধ। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়—নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্দ-শক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অশেষদোষ বিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন।

এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটি ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশ বিশেষের নামই ন্যায়। বিচার-যোগ্য বাক্যের নাম বিষয়। এক ধর্ম্মিত্বে পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার অর্থ বিচারের নাম সংশয়, প্রতিকূল অর্থের নাম পূর্বপক্ষ, প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম সিদ্ধান্ত এবং পূর্বোক্তের অর্থদ্বয়ের নাম সঙ্গতি। বেদান্তের বহু ভাষ্য, সুতরাং কাহার বাণী গ্রহণ করিব? এ বিষয়ে শ্রীমন্নুহাপ্রভুর পার্শদ ভক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।

আর্থ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥

মনুষ্য মাত্রেরই এই চারিটি ভ্রম আছে। ভ্রমের কারণ—দূরতা, পিত্ত-ব্যাধি ও ভয়। দূরত্বহেতু পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণে অধিক বৃহৎ সূর্য্যকে



খালার ন্যায় দেখায়, কামলা রোগীর চক্ষে শ্বেতবর্ণ দ্রব্যও হরিদ্রাবর্ণ দেখা যায়, আর সর্পভয়ে ভীত ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিয়া থাকে। প্রমাদের অর্থ অনবধানতা বা অন্যমনস্কতা। বিপ্রলিপ্সা অর্থে বঞ্চেচ্ছা, আর করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, জড় দেহের শৈশব, কোমার, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থার নিমিত্ত শরীরের শক্তিহীনতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু নিত্যতনু যাঁহাদের, তাঁহারা জড় শরীরের গুণবিশিষ্ট নহেন। আমরা তুচ্ছ স্বার্থবশে প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া অপরকে বঞ্চেচ্ছা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কিছু স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু পরম মঙ্গল-বিধাতা জগৎপিতা পরমেশ্বরের সেই দোষ থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ সকল দোষদৃষ্ট নহেন। বিশেষতঃ যিনি সূত্রকার তিনি যদি নিজেই তাহার ভাষ্য করেন, তাহাই সর্বাগ্রে গ্রাহ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য বেদ-বিভাগ, বেদান্ত ও মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রকাশ করার পরও চিত্তে কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিয়া নিজ আশ্রমে শম্যাপ্রাসে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমতকালে দেবর্ষি নারদ তথায় গমন করেন। তিনি বেদব্যাসের নিকট বলেন, আপনি ভগবানের চিদ্ বিলাসের কথা প্রচুর পরিমাণে কীর্তন করেন নাই বলিয়া হৃদয়ে অপূর্ণতা অনুভব করিতেছেন ; আর তাঁহার নিকট **ভুগ্লোকী ভাগবত কীর্তন করিয়া গুরুপরম্পরার ধারা প্রবাহিত করেন।** ব্যাসদেবের গুরু-করণের আবশ্যকতা না থাকিলেও গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা বদ্ধজীবের আছে—জানাইবার জন্য স্বয়ং তাহার আদর্শ প্রদর্শনপূর্বক ভক্তিযোগে সমাধিস্থ হইয়া জীবগণের প্রকৃত মঙ্গলের বিষয় অবগত হন এবং বেদান্তের ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। তাহারই শ্রবণ ফলে অজ্ঞ জীবগণের অধোক্ষজে ভক্তিযোগ উদিত হইয়া থাকে। তদ্বারা শোক, মোহ ও ভয় বিদূরিত হয়। এ জন্য ভাগবত সন্থকে “অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্” বলিয়া গুরুড় পুরাণে উক্ত আছে।

বেদান্তে অনেক কথা আছে, অতীকার এই সামান্য সময়ের মধ্যে সে সন্থকে কতটুকু বলিতে পারিব, তাহা জানি না ; কিন্তুকের মধ্যে সমুদ্রকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টার ন্যায় তাহা অসম্ভব, তবে সংক্ষেপে তাহার সন্থকে একটুকু আভাস মাত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মতে ইহাতে সন্থক, অভিধেয় ও প্রয়োজন—তিনটি তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্থকজ্ঞান, তৃতীয়ে সাধন ও চতুর্থে ফল বা প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে।



বেদান্ত সম্বন্ধে পৌরাণিক উক্তি,—

তাবদগর্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা ।

ন গর্জন্তি মহাশক্তির্যাবদ্ বেদান্তকেশরী ॥

বেদান্ত-সূত্রের অপর নাম—উত্তর মীমাংসা । জৈমিনীসূত্রগুলি পূর্ব-মীমাংসা । তাহা “অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” সূত্রে আরম্ভ হইয়া ভোগপর বাক্যেই পূর্ণ ; কিন্তু তাহাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বেদব্যাস প্রথম সূত্রেই “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”র কথা জানাইলেন । এখানে পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে—“অপাম সোমমমৃতা অভূম, অক্ষযাং হ বৈ চাতুর্ন্যাসাযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি” প্রভৃতি মন্ত্রসমূহে ভোগের যথেষ্ট ইন্ধন প্রদান করিয়াছে, তদুত্তরে ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে যে—

“তদ্যথেষ কস্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে”, “যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নান্যৎ সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্তে বিজিজ্ঞাসিতব্য ।” “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী” ইতি । “পরীক্ষ্য লোকান্ কস্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াং নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ; তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।” অর্থাৎ “এই জগতে যেরূপ কস্মার্জিত ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুণ্যার্জিত ফলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।” “হরিই সুখ স্বরূপ, তদতিরিক্ত সুখ নাই, তিনিই সুখ, তিনিই জিজ্ঞাসা” ; “মৈত্রেয়ী পরেশই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও জিজ্ঞাসিতব্য ।” “কস্মনিষ্পাদিত লোকসকল পরীক্ষা করত অনিত্য জানিয়া তাহাতে নির্বেদযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমনপূর্বক উপার্জিত জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মবস্তুর লভ্য করিবে । কারণ অনিত্য কস্ম দ্বারা নিত্যলোক লাভ করা যায় না ।”

এই সকল উপনিষদাক্যানুসারেই বেদান্তের প্রথম সূত্র—

“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”

এখানে ‘জিজ্ঞাসা’ শব্দটিতে গুরুপদটির কথা আছে । কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব ? তদুত্তরে মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন,—“তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।” এতদ্বারা গুরুর নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখানে যদি পূর্বপক্ষ করা হয় যে, বর্তমানে প্রকৃত গুরুর অভাব ; অতএব এখন ঐ সকল কার্য বন্ধ রাখিতে হইবে । তাহা হইলে বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতের “লব্ধা সুত্বল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।



তুর্গং যতেত ন পতেদনুমুত্যাযাবনিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ”, “কৌমার  
আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধৰ্ম্মান্ ভাগবতানিহ দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্বমর্থদম্”  
প্রভৃতি বাক্যগুলির প্রতি অনাদর বা অনাস্থা প্রদর্শিত হয়। ভগবান্ অপার  
করুণাবশে নিত্যকাল গুরুরূপে জগতে প্রকটিত আছেন, কিন্তু অন্যাভিলাষীর  
দল তাহা দেখিতে পায় না। তাহাদের ঔলুকা ধৰ্ম্মবশতঃ আচার্য্যস্বরূপ  
তাহাদের চক্ষে দৃষ্ট হয় না। এই সূত্রে আমায়-ধারার কথা বেদব্যাস  
জানাইয়াছেন। গুরুর লক্ষণ কি? “শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্” শ্রোত্রিয়ং—  
বেদজ্ঞং, অন্যথা সংশয়ং ছেত্ত্বং ন শকুয়াৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠম্—ভগবদনুভাবিনম্  
অন্যথা তদুপদিষ্টৌ হরিঃ শিষ্যহুদি ন স্ফুরেৎ, (শ্রোত্রিয় অর্থে বেদজ্ঞ,  
অন্যথা সংশয়ছেদনে সমর্থ হইবেন না। আর ব্রহ্মনিষ্ঠ-শব্দে ভগবদনু-  
ভাবী, অন্যথা তাঁহার উপদেশে শিষ্যহুদয়ে হরি উদিত হইবেন না।)  
গীতাতেও শ্রীভগবতুক্তি—

“তদ্বিক্রি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥”

এখন এই ব্রহ্মত্ব কাহার? জীবের কি তদতিরিক্ত কোন বস্তুর?  
তদ্বত্তরে দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা—“জন্মান্তস্য যতঃ”

ইহার অনুকূল শ্রুতিবাক্য—

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি

যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বন্ধ তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব” ইতি।

অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে, যাহা কর্তৃক পালিত  
হয় এবং প্রলয়ে যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা  
কর। সুতরাং তিনি জীব নহেন, সর্বৈশ্বর। বেদান্তের কতিপয় সূত্রে জীব  
হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে—

“ভেদব্যাপদেশাৎ”, “অংশো নানাব্যাপদেশাৎ অন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বম-  
ধীয়ত একে”, “ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মমে কিতবাঃ” ইতি, “মন্তবর্ণাৎ”,  
“কৰ্ম্মকর্তৃব্যাপদেশাৎ”, “জগদ্ব্যাপারবজ্জং”, “প্রকরণাদসমিহিতত্বাৎ”, “স্মৃতেশ্চ”,  
“মুক্তোপসৃপ্য ব্যাপদেশাৎ” “আকাশোহর্থান্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ”, “ভোগমাত্র-  
সাম্যালিঙ্গাৎ” “দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানৈঃ” প্রভৃতি। ইহার মধ্যে কতিপয়  
সূত্রে মোক্ষো উভয়ের ভেদ দৃষ্ট হওয়ার উক্তি আছে। (ক্রমশঃ)



## শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমা, গোড়দেশ ও গোড়ীয়

বাঙ্গালাদেশে একটা কথা আছে, “শারদীয়াপূজার দিন বৎসরের দিন” —এই কথাটি যাঁহারা কামনার বশবর্তী হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগের। আর যাঁহারা সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বৎসরের দিন শ্রীগৌরজন্ম-তিথি ফাল্গুনী-পূর্ণিমা। সকাম শিশু শারদীয়া পূজার দিন গণনা করে, নিষ্কাম বর্ষীয়ান্ বৃদ্ধ শ্রীগৌরহরির জন্মদিনের প্রতীক্ষা করেন। শারদীয়া পূজার দিনে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ, শ্রীগৌরহরির জন্মদিনে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শারদীয়া পূজায় দেবীর নিকট বর-প্রার্থনা, ধন-প্রার্থনা, বশঃ-প্রার্থনা, শত্রুবিজয় প্রার্থনা; শ্রীগৌরহরির নিকট তদৃশ কামনার লোল-জহ্বার তাণ্ডা নৃত্য কিছুই নাই।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা আমরা পড়ি—“শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।” সকাম গৃহস্থগণ খোলাবেচা শ্রীধরকে বলেন—“তুমি নারায়ণকে এত করিয়া দিনরাত্র ডাক, নারায়ণ তোমার ঘরের খড় পর্য্যন্ত দেন না। উদরের জ্বালায় রাত্রে ঘুম না হওয়ায় তুমি চীৎকার করিয়া হরিনাম কর। আমাদের উপাসনা সেক্ষপ নহে। দেবীর কৃপায় আমরা ভদ্রলোক হইয়া শাঁসে-জলে দিন কাটাই। আমাদের সকলদিকেই লাভ। আমরা ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীবান্। তোমারা গৌরভজন করিতে গিয়া পৃথিবীতে থাকার সময় অভাবে এত কষ্ট পাইলে! আর মরণের পরে তোমাদের স্বর্গস্থানাদির পরিবর্তে কেবলমাত্র কষ্ট পাওয়া। তোমাদের নদীয়া-টাঁদ ঘরে থাকার কালে অনবজ্ঞের দারিদ্র্যের কতই না দুঃখ ভোগ করিলেন আবার তা’র উপর সন্ন্যাস! তোমাদের ঠাকুরের ধনে-পুত্রে, লক্ষ্মীলাভ, নিজেরই নাই, সেই কাজাল ঠাকুর আবার কি করিয়া তোমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ-পিপাসা পূরণ করিবেন?”—শ্রীধর বলিলেন—“জন্মে জন্মে আমার এইরূপ দরিদ্রতা থাকুক, আর জন্মে জন্মে শচীর ছলল আমার প্রভু থাকুক; জন্মে জন্মে আমার ঘরের চালে খড় না থাকুক, জন্মে জন্মে যেন আমার ক্ষুৎপিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকুক; কিন্তু জন্মে জন্মে যেন আমি দ্রোপদীর জ্বায় বলিতে পারি যে, বিপদপতি আমার নিত্য সহচর হউক, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ আমার স্মৃতিপথে থাকিবেন।” শ্রীধর বলিলেন—“আমার ব্রাহ্মণকূলে জন্মে ধিক্”, সার্কভৌম বলিলেন—“আমার পাণ্ডিত্যকে ধিক্” প্রতাপরুদ্র বলিলেন



—‘আমার ঐশ্বর্যকে ধিক্’, শ্রীল দাস গোস্বামী বলিলেন—‘আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণকে ধিক্’ অর্থাৎ ঐশ্বর্য, রূপ, আভিজাত্যকে ধিক্, প্রতিষ্ঠাকে ধিক্ সৌন্দর্য্যলোভকে ধিক্,—আমি যেন কাঙ্গাল হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ছাড়িয়া দিয়া পথের ভিখারী গোরার চরণ-সম্বল করিতে পারি। বৈকুণ্ঠের কমলাদেবী গৌরহরির ঐশ্বর্য্য দেখিতে না পাইয়া নিজের গৃহে চলিয়া গেলেন। সেখানে শেখশায়ীর অহি তাঁহার রত্নাকরগৃহ হইল। ভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌর-নারায়ণের হরিসেবার ঈশ্বরী সহচরী হইলেন। আবার তাঁহার অমুগত জনকে ভক্তির স্বরূপ প্রদর্শন করাইবার জন্ত সর্ব্বৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন গৌর-নারায়ণ সংসারে সুখসৌভাগ্যরূপ ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্ হইয়া পথের ভিক্ষুক হইলেন। লীলাদেবী যাহাকে কামনার জগৎ ‘দুর্গা’ বলেন, তিনিও শ্রীগৌর-হরির নদীয়া হইতে চলিয়া যাইবার দিনে অনাথিনী হইলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীধাম দুর্গাদেবী বিশ্রলস্তরসময়মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে হৃদয়ের প্রভু-রূপে পাইয়া সেবা করিলেন, আবার প্রভু মাথুরবিরহিণী গোপীগণের শীলতা, ভক্তনের নিত্যঙ্গ আনাইবার জন্ত দেবীত্রয়কে শ্রীধামে রাখিয়া কৃষ্ণাঘেষণরূপ বিশ্রলস্তরসসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

এস ভাই, সেই শচীদুলালের আবির্ভাব-দিনে আমরা ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃষ-ভামুসুতাকে দোলায় আরোহণ করাইয়া যোগপীঠে সেই অপ্ৰাকৃত মিলিততনু-দ্বয়ের সেবায় নিযুক্ত হই।

তুলিতে তুলিতে,

ব্রজেন্দ্রনন্দন,

আইলা শচীর ঘরে।

ভামুসুতা-সাথ,

সর্ব্বগোপীনাথ,

তুলাল নামটী ধরে ॥

শচীর তুলাল,

ব্রজের রাখাল,

গোড়ীয়-জীবন হ’য়ে।

নিজ-পূজাবিধি,

সকলি শিখান,

নিজের কাঙ্গাল ল’য়ে ॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমা,

সন্নিকট অতি,

গোরার জনম দিন।

গোরা-কানু, তুই

ব্রজগোড়বন

কোন দিন নহে শুনি ॥



ভাই গৌড়ীয় ! তোমার ভাই গৌড়ীয় তোমাকে আজ দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া তোমার দু'টী পায় পড়িয়া শত শত কাকুর সহিত নিবেদন করিতেছে যে, তুমি তোমার অগৌড়ীয়স্বভাব সর্বতোভাবে পরিবর্তন করিয়া গৌড়ীয়-গণের উপাশ্রয় শচীতুল্যলৈক পদানুসরণ কর—তুমি প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌড়ীয় হইতে পারিবে। শ্রীগৌড়ীয়ের উপাশ্রয় শ্রীগৌরহরি গৌড়ীয়রাজেন্দ্রসভা-বিভূষণ-মণি প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস ।

কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥

ভাই গৌড়ীয়, তুমি যে নিত্যবস্ত ! তোমার কেন অনিত্য ধারণা এত প্রবল ? পরমপবিত্র গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগদগুরু গৌড়ীয়ের প্রভু শচীতুল্যলৈক উপাসক হইয়া তুমি আবার স্থানবিশেষকে গৌড়দেশ বল কেন ? তুমি যে গৌড়ের অধিবাসী, সে গৌড়ের সহিত পৃথিবীর অত্র কোন দেশ-নগরাদির ভেদ নাই ; তবে হরিভজন ছাড়িয়া পরমপবিত্র গৌড়দেশকে দেশ-বিশেষ মনে করিয়া অত্র দেশের নাম গৌড়দেশ না বলিয়া ইতর দেশ বলিতেছ,—ইহাই তোমার হরিবিমুখতা । ভাই গৌড়ীয়, তুমি ত শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের মুখে শুনিয়াছ :—

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি

যেবা জানে চিন্তামণি,

ভার হয় ব্রজভূমে বাস ।

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি ত' অপ্ৰাকৃত চিন্তামণি-ধাম ! তুমি ত সেই গৌড়মণ্ডলের অধিবাসী—তুমি ত ব্রজবাসী, তোমার আবার কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া অত্র নম্বর কার্য্য পড়িয়া গেল কেন ? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিবর্গ ! ভাই, তোমরা সকলেই বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয়, তোমাদের সহিত গৌড়ীয় আমরা, আমাদের দেশগত পার্থক্য নাই । আমাদের ব্রজমণ্ডলে নিত্যবাসস্থান বুঝিয়া লইতে পারিলে আমাদের দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় । নিজেকে 'গৌড়ীয়' বলিয়া দিব্য জ্ঞানের উদয়ই আমাদের দীক্ষা, আমরা গৌড়ীয় হইতে পারিলে পৃথিবীর অত্রাত্ত দেশ-বাসীর সহিত ভোগময় কলহে প্রবৃত্ত হইব না । আমরা অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবক বলিয়া আপনাদিগকে বুঝিতে পারিলে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা আমাদের গ্রাস করিবে না । আমরা গৌড়ীয় হইতে পারিলে মায়াবাদের বর্ষ ও জ্ঞানের



বিষমর দত্তদ্বয় আমাদিগকে বিষদংশনে জর্জরিত করিতে পারিবে না, ভোগ-  
পিপাসা আমাদিগকে মত্ত করিতে পারিবে না, আমরা জড়ভোগে মত্ত হইব না,  
আমরা বহুবীশ্বরবাদী হইব না, আমরা কাল্পনিক একেশ্বর-বাদী হইব না,  
আমরা নিতাসত্য নিরন্তরকুহকের সেবায় নিত্যকাল অবস্থিত থাকিব । আমরা  
গোড়ীয়,—আমরা ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, শৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, শ্বেচ্ছ-  
অন্ত্যজ নহি ; আমরা সন্ন্যাসী নহি, বানপ্রস্থ নহি, গৃহস্থ নহি, ব্রহ্মচারী নহি ;  
যথেচ্ছাচারী নহি ; আমরা ধনী নহি, ধীন নহি, মধ্যবিত্ত নহি ; আমরা  
বঙ্গ-গোড়বাসী নহি, উৎকল-গোড়বাসী নহি, মৈথিল-গোড়বাসী  
নহি, মধ্য গোড়দেশবাসী নহি, কাণ্ডকুজ-গোড়বাসী নহি, সারস্বত-  
গোড়বাসী নহি,—আমরা আক্স-দ্রাবিড়ীয় নহি, আমরা মহারাষ্ট্রীয় দ্রাবিড়ীয়  
নহি, আমরা কেরলদ্রাবিড়ীয় নহি ; আমরা ইংলণ্ডের অধিবাসী নহি,  
ফ্রান্সের অধিবাসী নহি, জার্মানীর অধিবাসী নহি, মেসোপটোমিয়ার অধিবাসী,  
জাপানের অধিবাসী নহি, পোলাণ্ডের অধিবাসী নহি, আমরা কামস্কাটকার  
অধিবাসী নহি, প্রিটোরিয়ার অধিবাসী নহি,—আমাদের জাতীয় জীবন  
এরূপ কোন জড়ীয় দেশে আবদ্ধ নহে, ভোগময়ক্ষেত্রে আবদ্ধ  
নহে—আমরা গোড়ীয়—নিত্য কৃষ্ণদাস । আমাদিগের সহিত  
কাহাদেরও বিরোধ নাই, ঘনিষ্ঠতাও নাই । গোড়ীয় কৃষ্ণদাসগণ  
কোন নশ্বর দেশবাসী, অগোড়ীয়-পরিচিত দেশবাসীর সহিত মিত্রতা বা শত্রুতা  
করেন না, কোন প্রাকৃত পণ্ডিত বা মূর্খের সহিত বিরোধ করেন না । কোন  
আভিজাত্য-প্রতিষ্ঠাদির বশবর্তী নাক্তির রূপাপ্রার্থী হন না ;—তাহারা সর্ব-  
জনাদৃত প্রেমধর্মের যাজক, তাহারা গৌরীশ্বরের দাস । তাহাদের স্কুল বা  
স্কুল উপাধিদ্বয় অপর স্কুল বা স্কুলের সহিত বিবাদপ্রিয় নহে—গোড়ীয়গণ নিত্য-  
সত্যের উপাসক । সেই গোড়ীয়গণ গৌরনাগরী-বাদের প্রশয়দাতা নহেন,  
আউল-ধর্মের, বাউল-ধর্মের, নেড়া-ধর্মের, কর্ত্তাভজা ধর্মের, দরবেশ-ধর্মের,  
সাঁই-ধর্মের, অতিবাড়ী-ধর্মের, স্মার্ত্ত-ধর্মের জাতি-গোসাঞি ধর্মের দালাল  
নহেন—ঐগুলিকে গোড়ীয় ধর্ম বলিয়া চালাইবার পক্ষপাতী নহেন । গোড়ীয়  
গণের উপাস্ত্রী শ্রীগৌরসুন্দর প্রাপ্ত ধর্মসকলের ধাত্মিকগণের  
উপাস্ত্রী নহেন—এিনি কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ নিকৃপাধিক  
গোড়ীয়ের নিত্য উপাস্ত্রী বস্তু । শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ব্যতীত গোড়ীয়ের আর  
অন্য কার্য্য নাই । কিন্তু যাহারা অগোড়ীয়ের চিন্তাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আপনা-



দিগকে গোড়ীয়-অভিমাণে গোড়ীয়াচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীর হিংসা করেন' তাহাদিগের ব্যবহারকে আমরা গোড়ীয়-জনোচিত বলিতে পারি না। তাঁহারা যে-দিন শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-দিবসের সেবা করিতে পারিবেন সেই দিনই তাহাদিগকে প্রকৃত কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণপানুগ পরমোদার শ্রীগুরুদেব বলিয়া জানিতে পারিব। কাম-ক্রোধ-হিংসা-মৎসরতা যেখানে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয়, সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমের কোন চিহ্নই আমরা দেখিতে পাই না। প্রেমের অভাব কিছু প্রেম নহে, ইচ্ছিততর্পণ কখনই প্রেম' শব্দবাচ্য হইতে পারে না। শ্রীগৌরাজের সেবা না করিলে কৃষ্ণপ্রীতির স্বরূপ আমাদের জ্ঞায় অগৌড়ীয়ের ধারণার বিষয় হয় না। দলাদলী জড়ভোগপরতা আমাদের দিগকে কখনই শ্রীগৌরাজের নির্ম্মল পদনখশোভা দেখিতে দিবে না। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী গৌড়ীয়ের যে পরিচয় দিয়াছেন শ্রীগৌর-জন্মদিনে আমার উহাই পুনঃ পুনঃ গান করিতেছি :—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিংশপূরাকালপুষ্পায়তে  
 দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোংখাতদংষ্ট্রায়তে ।  
 বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে  
 যংকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

## পাষাণরাজ

সে বহু প্রাচীনকালের কথা। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে গিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী রাজবেশধারী শূদ্র ব্যক্তি অযথা একটী গাভী ও একটী বৃষকে দণ্ডদ্বারা প্রহার করিতেছে এবং তাহাতে উক্ত নিরীহ জীবদ্বয় অনাথের জ্ঞায় ক্রন্দন করিতেছে। কল্পিতকলেবর ঐ বৃষটী একপদে দাঁড়াইয়া মূত্র ত্যাগ এবং গাভীটী বৎসহারার জ্ঞায় অশ্রু-বির্জ্জন করিতেছিল। রাজা পরীক্ষিৎ ইহা দর্শন করিয়া ঐ পাষাণ ব্যক্তিকে যথোচিত তিরস্কারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—“ওরে মূঢ়, অচিরেই তোরা দণ্ডবিধান হইবে।” এই বলিয়া রাজা পরীক্ষিৎ বৃষ ও গাভীর দিকে দৃষ্টি-নিষ্ক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে অশ্রয় প্রদান করিলেন।



ঐ দুইটা প্রাণী আর কেহ নয়;—ধর্মই বুকের রূপ এবং পৃথিবীই গাভীর রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছিলেন।

অতঃপর বুধরূপধারী ধর্ম মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন,—“হে রাজন্! সুখ-দুঃখের কর্তা কে এ বিষয়ে নানাজনের নানামত, কেহ বলে—নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের কর্তা, কেহ বলে—গ্রহদেবতারাই সুখ-দুঃখের বিধাতা, কেহ বলে—যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল ভোগ করে, আবার যাহাদের ভগবানে বিশ্বাস নাই তাহারা বলেন—স্বভাব বা প্রকৃতিই সুখ-দুঃখের কারণ। আবার কেহ বলে—পরমেশ্বরই সুখ-দুঃখের বিধানকর্তা। কিন্তু ইহাদের সকলের মতই মনগড়া বলিয়া বোধ হয়। কেহই ঠিক তত্ত্ব জানে না। আপনি রাজা ও ঋষি, সুতরাং সাত্ততগণ সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আপনার অবিদিত নাই।”

তখন রাজা বলিতে লাগিলেন,—“হে ধর্ম! শ্রীভগবানের সেবাতে নিযুক্ত থাকিলে জীব নিত্য আনন্দে মগ্ন থাকেন—ভগবানের সেবাবিমুখ হইলে ভোগ-বুদ্ধিবশতঃ জীব মনে কখনও সুখ, কখনও বা দুঃখ কল্পনা করে। সত্যযুগে ভগবদারাধনা, সদাচার, দয়া ও সত্য—এই চারিটা বস্তু থাকাতে তোমার চারিটা পদই বর্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়, এখন কলিতে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুতি ও সৌন্দর্য্যের অভিমানে স্ত্রীলোকে আসক্তি, নেশার বশবর্তিতা—এই তিনটি অধর্ম্মকার্য্য দ্বারা তোমার তিনটি পদ ভগ্ন হইয়াছে। এই কলিতে “সত্য” মাত্র এই একটি পদ ছিল। তাহার উপরে তুমি কোনওরূপে দাঁড়াইয়াছিলে—তাহাও কলি “মিথ্যা” দ্বারা ভাঙিয়া দিতে চাহিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তিনি দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পৃথিবীকে পুনরায় শূদ্ররাজগণ ভোগ করিবে বোধ হয় ইহা মনে করিয়া পৃথিবীমাতা কাঁদিতেছেন।”—এই বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিত ঐ রাজবেশধারী শূদ্র পাষাণ ব্যক্তিকে খড়্গদ্বারা মারিতে উদ্বৃত্ত হইলেন।

ঐ পাষাণ ব্যক্তিটিই কলি। কলি তখন আসন্নমৃত্যু বুঝিতে পারিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আপনার সকলেই নিশ্চয় জানেন, কলি নানাবিধ দোষের আকর। কলিতে অশেষ গুণ-সম্পন্ন ভগবদ্ভজন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ দুর্লভ। তজ্জন্মই শাস্ত্রে বলেন—



“অশুদ্ভাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।”

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ছাড়িয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের অধস্তনশূত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের অভাব লক্ষিত হইবে। তাঁহারা শূদ্রত্বলাভ করিয়াও কলিকালে এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিবেন—

“শূদ্ভাঃ প্রতিগ্রহিষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।

ধর্ম্যং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্যজ্ঞা অধিকৃহ্যন্তমাসনম্ ॥” ( ভাঃ ১২।৩।৩৮ )

ইহারা কেবল উদর-পোষণের জন্ত তিলকমালা ছাপ প্রভৃতি লোক-দেখান তপস্কার চিহ্নগুলি ধারণ করিবেন এবং যে আসন উদ্ধরেতা ষড়্বেগ-বিজয়ী শ্রীশুকদেব গোস্বামীর মত পরমহংস পুরুষগণ গ্রহণ করিতে সমর্থ, এই কলিতে বহিরর্থমানী অদাত্তগো অধর্ম্যজ্ঞ পুরুষ সেই আসনে আরোহণ করিয়া ধর্মের নামে অধর্ম্য বলিয়া ব্যবসার অবতারণা করিবে। পূর্ব পূর্বজন্মে বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কলি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মযোনিতে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবগণের মৎসরতা করিবে। তাহারা জানিবে না যে—

“ন শূদ্ভা ভগবদুজ্জাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্ভা যে ন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥”

জগতের পরমগুরু সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীঅচ্যুতকে পূজা না করিয়া বিভিন্ন কামনার বশবর্তী হইয়া নানা পাষণ্ডমত ও নানা পাষণ্ডপথ কলিতে উদ্ভাবিত হইবে। অপরাধশূন্য হইয়া নিকপটে একবারমাত্রও হরিনাম যে-কোনও অবস্থায় গ্রহণ করিলে উত্তমাগতি লাভ হয়, কলিতে জনগণ তাহা গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক হইবে। কেহ বা নামাপরাধকেই নাম বলিয়া চালাইয়া নিজের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার যোগাড় করিবে। এইরূপ বহু বহু দোষ থাকিলেও কলিতে একটি মহৎগুণ আছে—

কলেদৌষনিধে রাজন্নস্তি হেকো মহান্ গুণঃ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণশ্চ মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেন ॥

একমাত্র মহৎগুণ এই যে, যদি সত্য সত্য কৃষ্ণের কীর্তন হয় তাহা হইলে ভোগময় মায়ার কীর্তন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু, কৃষ্ণের কীর্তনও অপ্রাকৃতবস্তু; সেই অপ্রাকৃত বস্তু “সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্মরত্যদঃ”— শ্রীকৃষ্ণ সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে অপ্রাকৃত কীর্তন স্বতঃই জীবের জিহ্বায় স্মারিত হয়। সেই কীর্তনে অণু



অভিলাষ যথা—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা, মির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপরজ্ঞান, পাপ-পুণ্যময়-কর্মাধিকারপাশ মাণ্ডিক আবরণ থাকে না, সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের দ্বারাই কলিযুগে জীব সর্ববন্ধ মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। বৈষ্ণবরাজর্ষি পরীক্ষিৎ পূর্বেই এইসকল তত্ত্ব জানিয়া শরণাগত কলিকে প্রাণে একেবারে বিনাশ না করিয়া কৌশলজাল বিস্তারপূর্বক তাহাকে নির্যাতিত করিয়া রাখিলেন। মহারাজ বলিলেন,—এটি আশ্চর্য্যবর্ত্ত দেশ। এখানে গোড়ীয়গণ নিত্যকাল যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেন। সুতরাং যথায় তথায় তুমি থাকিতে পারিবে না। তোমাদের এই চারিটি স্থান দিতেছি, তুমি সেই খানেই সর্বদা থাকিবে—(১) দাবা তাস-পাশা প্রভৃতি জুয়া খেলা, (২) নেশা করা, (৩) স্ত্রীসঙ্গ এবং (৪) প্রাণীবধ। তাস-পাশা খেলাতে মিথ্যাকপটতা প্রভৃতি, নেশা করাতে তপস্তা নষ্ট, স্ত্রীলোকে শোচনীয়, প্রাণী হিংসাতে দয়া নষ্ট। এই চারিটি স্থান পাইয়াও কলির মন উঠিল না। কলি এমন একটি স্থান চাহিল যেখানে একই সময়ে এই সবগুলি অধর্ম্ম সমভাবে বিরাজিত আছে। তখন পরীক্ষিৎ কলিকে এক তাল সোণা দিয়া বলিলেন, এই স্বর্ণমধ্যে তুমি সবই পাইবে। সোণাতে জুয়াখেলার মত্ততা, নেশা করার ইচ্ছা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের স্পৃহা ও প্রাণীহিংসা সবই আছে। এই সোণা হইতে আবার পাঁচটি বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, (১) মিথ্যাকথা, (২) অহঙ্কার (৩) কাম, (৪) হিংসা ও (৫) শত্রুতা। তখন হইতে কলি এইসকল স্থানে বাস করিতে লাগিল। সুতরাং যাহারা মঙ্গল চান তাহারা কখনও এই সকল গ্রহণ করিবেন না। বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল রাজা ও যিনি আচার্য্য বা গুরু তিনি কখনও (১) জুয়া খেলা, (২) মদ, গাজা-তামাক পান, প্রভৃতি নেশা করা, (৩) স্ত্রীসঙ্গ (৪) প্রাণীহিংসা অর্থাৎ মৎস্য-মাংস গ্রহণ ও (৫) নিজের ভোগের জন্য কনকাদি গ্রহণ করিবেন না।

অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ কচিৎ।

বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতিগুরুঃ ॥ (ভাঃ ১।১৮।৪১)

যাহার কনক আছে তিনি কনকের দ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন। কামিনীকে নিজভোগ্য জ্ঞানের পরিবর্ত্তে তাহাদের দ্বারা ভগবানের সেবা করাইবেন—

“তোমার কনক,                      ভোগের জনক,  
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

কামিনীর কাম,                      নহে তব ধাম,  
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥”



## গৌড়ীয়ের পঞ্চবিংশ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা চতুর্বিংশ-বর্ষ অতিক্রমপূর্বক নূতন বর্ষে শুভপ্রবেশ করিলেন। জড়প্রকৃতির চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের প্রভাবমুক্ত হইয়া শ্রীপত্রিকার নববর্ষে শুভপদার্পণ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ভৌম জগতে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার মুখপত্র 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র 'সাপ্তাহিক গৌড়ীয়' প্রাকৃত কাল-গণনায় চতুর্বিংশতি বর্ষশেষে অন্তর্হিত হন। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুরু-গৌড়ীয় উভয় সভারই একনিষ্ঠা প্রেষ্ঠা সেবিকা বিধায় শ্রীল রূপ-রঘুনাথের বাণীর অভিনা প্রতিমূর্তিরূপে অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রী গীরাধা-বিনোদাবহারীজিউর নিত্য স্মারসিঞ্চী সেবার নিমগ্ন থাকায় শ্রীবেদান্ত সমিতির মুখপত্র গ্রন্থকাকো জড় কালাতীত আনন্দ্য-ধর্ম লাভ করিয়াছেন। সুতরাং সেব্য-সেবক-ভাব নিত্যতত্ত্ব হওয়ায় এ ক্ষেত্রে শ্রীপত্রিকার অন্তর্ধানেরও কোন প্রশ্ন আসে না। সেবাপর ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহেই ইহার প্রাণধারণ ও তুষ্টি-পুষ্টি হইয়া থাকে।

### সেব্য-সেবক সম্বন্ধে শ্রীপত্রিকার নিত্যত্ব ও

#### শ্রীপত্রিকার নিরপেক্ষ নীতি

ধর্মজগতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদির প্রকাশ ও প্রচার আছে সত্য, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নির্ভীক নিরপেক্ষ নীতি অত্যাশ্চর্য্য অপসিদ্ধান্তপর মতবাদসমূহকে নিরাস করিবে, সন্দেহ নাই। রূপানুগ শুদ্ধভক্তির বিরোধী চিন্তাধারা রূপানুগত্য নহে, তাহাতে বিশুদ্ধ ভাগবতগণের হৃদয়োল্লাস বর্ধিত হয় না। জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাই যাহাদের একমাত্র কাম্য, তাহারা অপরের সেবা-সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুখ ও অসমর্থ। তাহারা যতই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করুন না কেন, ঈর্ষা-হিংসা-মাৎস্যর্য্যই তাহাদগকে নিকৃষ্টপর্য্যায়ে উপনীত করে।

### ধর্মনীতিই যাবতীয় নীতির মূল ও নিখিল

#### সমস্তা সমাধানে সমর্থ

শ্রীহরিসেবাবিহীন শিক্ষা, সমাজ, অর্থ ও রাজনীতি যখন ধর্মীয় চিন্তা ও আচার-ব্যবহারের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে চাহে, তখনই উহার ঘোরতর প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম-



নীতিই বিশ্বের সৃষ্ট যাবতীয় নীতির প্রাণস্বরূপ এবং তাহার অবমাননাই সমগ্র মানবজাতির অধঃপতনের মূলভূত কারণ। ধর্মই ভারতের গৌরব ও নৈশিষ্ট্য; এইজন্য ধর্মক্ষেত্র ভারতভূমিই জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। সনাতন ধর্মে কোনরূপ হেয়তা বা সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। অধার্মিকগণের অসদাচার, স্বার্থপরতাদি লক্ষ্য করিয়া বাস্তব ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা উচিত নহে। কেবল খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থাতেই মানুষ প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত পৃথিবীর ভোগক্লান্ত দেশসমূহ ‘ঠাণ্ডা লড়াই’এ ব্যস্ত হইয়া চরম অশান্তি ভোগ করিতেছে। দুনিয়া শান্তি লাভ করিতে চাহে, কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব, সে-বিষয়ে সকলেই গভীর অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত। একমাত্র সনাতন ধর্মই সেই নিত্যশান্তি—পরা শান্তির সন্ধান দিয়াছেন, যাহা লাভ করিলে সকল সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়।

### শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনই সনাতন ধর্মের মূলসূত্র

এই কলিযুগে কীর্তনাখ্যা ভক্তরই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যান্য সাধনাজ্ঞ ও শ্রীনাম-সংকীর্তনেই পূর্ণত্ব লাভ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” মন্ত্রই কীর্তনকারীর অধিকার বা যোগ্যতা নির্ণয় করিয়াছেন। অমানী-মানদ-ধর্মে দীক্ষিত হইতে না পারিলে কীর্তন সম্ভব নহে এবং প্রাকৃত-সহজিয়ার ‘আকু পাকু’ ভাব দৈন্ত ও অমানী-মানদত্বের ধারক বা বাহক হইতে পারে না। চিত্ত-দৌর্বল্যকে সহিষ্ণুতা গুণ বলিয়া ধারণা করা ভ্রম ও অশ্রায়। শ্রবণ হইলেই কীর্তনে অধিকার লাভ হয়, আবার কীর্তন-প্রভাবেই লীলা-স্মরণাদির যোগ্যতা আসে—“কীর্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব” বাক্যে নাম-কীর্তনেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

### শ্রীপত্রিকার বিরোধী মতবাদসমূহ ও তন্নিরসন

বর্তমান সময়ে দেশবাসীর ধর্মীয় চিন্তাস্রোত প্রতিকূল খাতে প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা অন্তায়, কুসিদ্ধান্ত ও দুর্নীতিকেই আদর্শ বলিয়া চালাইবার অবৈধ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছেন। “যত মত তত পথ” বাক্য প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ও মনোধর্ম্মিগণের লোক-বঞ্চনাবিশেষ। “নির্বিশেষ মুক্তি” জীবের আত্মহত্যা-স্বরূপ; ভোগ-মোক্ষ-কামনা—পিশাচী-স্বরূপ, তন্মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা—অধিকতর কপটতা। “গণমত ও বাস্তব সত্য” এক নহে;



একটি পার্থিব বস্তু নিরূপণকারী, অপরটি তত্ত্ব-প্রকাশক। “জীবসেবা ও জীব-প্রেম” শব্দ নাস্তিকতাপ্রসূত। বদ্ধ জীবের প্রতি দয়া এবং মুক্তপুরুষের প্রতি সেবা-শব্দ প্রযুক্ত হয়। শ্রীভগবান্ প্রেমাম্পদ, এই শব্দ বিষয়-বিগ্রহের প্রতিই প্রযোজ্য। “সকল দেব-দেবীই সমান” নহেন; শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম তত্ত্ব, আর সকলেই তাঁহার দাস বা অণু অংশ। কৃষ্ণ—অংশী—অবতারী এবং রাম-নৃসিংহাদি অবতার বা অংশ। “শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা” এক নহে; বদ্ধজীবের কল্লিত বস্তুই পুতুল, আর শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত স্বরূপে প্রপঞ্চে সেবাগ্রহণের নিমিত্তই অবতরণ। “পঞ্চেপাসনা”র দ্বারা নামাপরাধ হইয়া থাকে, আর বৈষ্ণব অপ্রাকৃত বিষ্ণুর সেবা করেন। “বৈষ্ণবধর্ম্য হিন্দুধর্ম্যের শাখাবিশেষ” নহে, ‘হিন্দু’ শব্দটি অবৈদিক ও বৈদেশিক; বৈষ্ণবধর্ম্যের অপর নাম—আত্মধর্ম্য, ভাগবত-ধর্ম্য, জৈবধর্ম্য বা সনাতন ধর্ম্য।” বৈষ্ণব-ধর্ম্য—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্য” নয়, অথচ শাস্ত্রানুমোদিত বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্য্যধর্ম্যের গৌরব। “গুরু ও ইষ্টমন্ত্র রুচি অনুযায়ী গ্রহণ করা উচিত” নহে; কারণ গুরু ও শিষ্যের গুরুত্ব ও শাসন-স্বীকার এক নয়। ‘মন্ত্র’ মনন ধর্ম্য হইতে ত্রাণ করেন এবং ‘দীক্ষা’ দ্বারা দিব্য-জ্ঞানের উদয় হয়। “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা”—বিচার পৌত্তলিকতা-বিশেষ, মানুষ কখনও ভগবানের শ্রীরূপ কল্পনা করিতে পারে না। “চিনি হ’তে চাই না, চিনি খেতে চাই”—তাই বিচারই অভক্তি বা সন্তোগবাদে পূর্ণ। “টেকি ভজিলে ভবনদী পার হওয়া যায়” না। কৃষ্ণভজন ব্যতীত অপ্রাকৃত প্রেম লাভ হয় না। “অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী” বাক্যে কালীকে কৃষ্ণ সাজাইবার অবৈধ অপচেষ্টা; কিন্তু কৃষ্ণ কালী হইতে পারেন, কালী কখনও কৃষ্ণ হন নাই। “জীব—শিব, শিবজ্ঞানে জীবসেবা”—জগদগুরু বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শক্তুর অবমাননাবিশেষ ও একপ্রকার নাস্তিকতা। “খাদ্যের সহিত ধর্ম্যের সম্বন্ধ নাই”—বাক্য অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক; আহার-বিহার, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব প্রয়োজন; ইহাতে স্বাস্থ্য, মন ও আত্মা পবিত্র থাকে। “ফল্গুত্যাগই—আচরণ, কাম্বীরত্বই—বাস্তবতা, ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলন—বোধশক্তির ব্যায়াম-বিশেষ বা আদর্শ-ভাববাদ” নহে। কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগী ও সহজিয়া-গণের আচরণ ভক্তের আচরণের সহিত এক নহে। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনই—উত্তমা ভক্তির লক্ষণ।



## বহুমুখী নাস্তিকতার মধ্যে সুবিধাবাদও অন্যতম ; জগদগুরুত্বের ব্যাখ্যা

বহু বাক্যবাণীশ সমালোচক বলেন,—“জগদগুরু একজন, বহু নন।” কিন্তু ভগবৎপ্রেরিত নিজজন বা তাঁহার প্রকাশবিগ্রহই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তিনিই ‘জগদগুরু’। এককালে ষড়্গোশ্বামী ও তদনুগত আচার্য্যগণ গুরুর কার্য্য করিলেও বহুগুরুবাদ স্বীকৃত হয় নাই। কল্পনার দ্বারা কোন লঘুবস্তুকে বড় করিয়া দেখিলে তাহা গুরুর গুরুত্ব বলিয়া প্রমাণিত হয় না। ঐহিক-পারমাণ্বিক উভয়ক্ষেত্রেই সদগুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে। পার্থিব ব্যক্তি-বিশেষকে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিয়া গুরুত্বেরই আদর শাস্ত্রাদিতে স্বীকৃত। অসদ্ গুরুকরণ অপেক্ষা অনাশ্রিত-জীবনযাপনও শ্রেয়ঃ। গুরুত্বে প্রাকৃত সাধনা, জন্ম-জাতি, পুং-স্ত্রীত্ব, বর্ণাশ্রমাত্মক ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি ও গৃহী অথবা সন্ন্যাসীত্ব আরোপ করা উচিত নহে। অনুক্ষণ তরিকীর্তনকারী, দিব্য-জ্ঞানপ্রদাতা, সর্বত্র গুরুদর্শনকারীই প্রকৃত গুরু। বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎপ্রেরিত অপ্রাকৃত নিত্যজনই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গুরুদেব আশ্রয়-ভগবান, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে কৃষ্ণসবাধিকার লাভ হয়। শ্রীরাধা-গোবিন্দের সর্বোত্তম সেবা তিনিই অবগত অছেন। মানুষ ভগবান নহে, আবার ভগবান বা গুরু সাধক বা শিষ্যের মনোধর্ম্মে সৃষ্ট বস্তু নহেন। শিষ্য কখনও গুরুর শাসনের পাত্র হইতে পারেন না। গুরুবস্তু প্রাকৃত দোষমুক্ত, স্মরণ্য তাঁহার দোষ বা ছিদ্রাশ্বেষণ-প্রবৃত্তি ভজন-সাধনের হানিকারক। তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বিচার পরিত্যাগ করিলে গুরুর গুরুত্ব অপ্রমাণিত। জগতের লোকের নির্বাচিত ব্যক্তি সদগুরু, আচার্য্য বা মহাপুরুষ নহেন। নিতামুক্ত মহাপুরুষ-গণের ‘জগদগুরুত্ব’ স্বতঃসিদ্ধ।

### “অপরাধ-ভঞ্জন-পাট” কুলিয়া ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

শ্রীপত্রিকা উপরি-উক্ত সকলপ্রকার নাস্তিকতা, কুযুক্তি-কুসিদ্ধান্তের সং-সমালোচনা দ্বারা বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সঙ্কল্প। যাহারা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগত্যের ভাণ করেন, তাহারাই অপরাধভঞ্জন-পাট কুলিয়া ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সন্দিহান। কুলিয়ায় কাঁহার কাঁহার অপরাধভঞ্জন হইয়াছিল, যে-সম্বন্ধে শ্রীতৈত্তির্য্য ব্রতযুত ও শ্রীতৈত্তির্য্যভাগবতাদি-গ্রন্থকারগণের আপত্তিগ্ৰাহ্যই প্রমাণ। শ্রীভগবান তদায় ভক্তের দ্বারাই অস্বয়-ব্যতিরেক-



ভাবে জগতে বিবিধ শিক্ষাবিস্তার করিয়া থাকেন, তাহাতে ভগবদ্ভক্তের ভক্তত্বের কোন হানি অথবা তাহাদিগকে লোকচক্ষে হীন প্রাপন্ন করা হয় কি ? যদি তাহাই স্বীকার করিতে হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণা, শঙ্কু নারদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত সকলের যে বিকল্প ইতিহাস খোলাখুলিভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণাদি-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন শ্রীল-বেদব্যাসের ভুল ও অপরাধজনক কার্য্য বলিতে হইবে ! শ্রীকৃষ্ণানুগবর জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদও পারমাথিক প্রদর্শনীতে “শ্রীদেবানন্দের অপরাধ-মোচন” এর মূর্তি ও ষ্টল করাইয়া তাহার অবমাননা করিয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে ! আসল কথা, কৰ্ম্মজড়-স্মার্তবাদ, শৌক-ব্রাহ্মণতাব বহুমাননকারী ও প্রশ্রয়দাতাগণের ‘কাণাকড়ি’ রক্ষা করাই এক বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে । তজ্জন্ত তাহারা “মণিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশুতি ছিদ্রম্”—নীতি অনুসারে অতিমর্ত্য আচার্য্যের ছিদ্রাঘেষণে প্রবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয় ।

### সংক্ষিপ্তভাবে বিগত বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ পরিক্রমা ও

#### তাহার গুরুত্ব

বিগত ২৪শ বর্ষ শ্রীপত্রিকায় মঙ্গলাচরণস্বরূপ স্তব-স্তোত্রাদি এবং শ্রীগুরু-বর্গের গভীর দার্শনিক বিচারপূর্ণ প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিবিধ কবিতা, সন্দর্ভসার ( প্রীতি-সন্দর্ভ ), শ্রীশিক্ষাষ্টকের শ্রীল তন্ত্রবিনোদ ঠাকুর বিরচিত সন্মাদন ভাষ্য’র বঙ্গানুবাদ ( ২৩শ-২৪শ বর্ষে প্রকাশিত ), সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রভাব, শ্রীপুরুষোত্তম-মাস মাহাত্ম্যাদি স্মৃতি-প্রবন্ধ-নিবন্ধ, জীবনী, অংতারবাদ, শ্রীনামতত্ত্ব, পারমাথিক ভূগোল-ইতিহাস, প্রশ্নোত্তরাদি বিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গের প্রতি পাঠকবর্গের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । এতদ্ব্যতীত সাধুসঙ্গে শ্রীনবদ্বীপধাম, দক্ষিণভারততীর্থ, কেদার-বদ্রী পরিক্রমাদি এবং শ্রীরথযাত্রা, শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত, অক্ষয়-তৃতীয়া, শ্রীজন্মাষ্টমী-রাধাষ্টমী-ব্রত, শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিরহতিথি, ব্যাস-পূজা-মহোৎসবাদিও সমিতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান । শেষোক্ত পরিক্রমা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠানসমূহ ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত এবং ভজন-পিপাসু সাধক-সাধিকাগণের পক্ষে অতীব মঙ্গলজনক ।



### সতীর্থগণের নিকট কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমরা বর্ষান্ত্রে বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বর্তমান বর্ষেই শুভারম্ভ হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবল্লদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকৃত “সিদ্ধান্তরত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্”, “শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ” পরিমণ্ডিত ও পরিবর্দ্ধিত ( তৃতীয় সংস্করণ ) এবং “শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা” ( ৪৮৭ শ্রীগৌরাক ) প্রভৃতি উপাদেয় দুস্প্রাপ্য গ্রন্থাদি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন । তন্মধ্যে “সিদ্ধান্তরত্নম্ ( শ্রীগোবিন্দভাষ্য-পীঠকম্ ) ও “শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ” প্রকাশনে মদীয় সতীর্থ-প্রবর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্তী মহারাজ এবং শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা সম্পাদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের সকলের নিকট চিরঞ্চনী । তাঁহারা প্রাচীন মহাজনবর্গের রচিত ও সম্পাদিত অপরাপর দুস্প্রাপ্য গ্রন্থাদি প্রকাশপূর্বক শ্রীগুরুবর্গের মনোহীষ্ট সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া এ অকিঞ্চন বরাকাম্য নিজকে বিশেষ সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি ।

### শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বর্তমান পঞ্চবিংশতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে মদভীষ্টদেব গুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীপাদের লিখিত প্রবন্ধ, কবিতা, বক্তৃতা ও পত্রাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করিতেছি । পরম কৃপালু পতিতপাবন বৈষ্ণববৃন্দ ও সতীর্থগণের নিকট বিশেষ নিবেদন,—তাঁহারা যেন এসকল বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন । অন্তে পুনরায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাদ-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউর জয়গানপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিতেছি ।

— — — —



## FORM IV

### STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[ Under Rule 6 of the Registration of Newspapers  
( Central ) Rules, 1956 ]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math  
Tegharipara, P. O.—Nabadwip ( Nadia ), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every  
Bengali month i. e. once in a month.
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari.  
Bhakti-Bandhab.

Nationality — Indian — Goudiya-Vaishnab.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,  
Tegharipara, P. O. — Nabadwip ( Nadia ), W. B.

4. Publisher's Name — Do  
Nationality — Do  
Address — Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti  
Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian — Goudiya-Vaishnab.

Address—Shri Devananda Goudiya Math  
Tegharipara, P. O. Nabadwip ( Nadia ), W. B.

6. Name and Address of Tridandi-Swami Shri  
individuals who own the Shrimad Bhakti Vedanta  
newspaper and partners or Baman Maharaj, President-  
share-holders holding more Acharyya, on behalf of Shri  
than one percent of the Goudiya Vedanta Samiti,  
total capital.—

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that the  
particulars given above are true to the best of my  
knowledge and belief.

*Sd/ Nabajogendra Brahmachari*


Dated 24, 2.73

*Signature of Publisher*



শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্নাঃ সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরম ।  
অধোক্কে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥

অত্ন ধর্ম স্তূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথায় বতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ২৬ বিষ্ণু, ৪৮৭ গোরাঙ্গ  
শুক্লাব্দ. ৩০ চৈত্র, ১৩৭৯ ; ইং ১৩৪১/১৯৭৩ } ২য় সংখ্যা

সান্নিধ্যাদং

শ্রী উৎকর্ষাদশকম্

[ শ্রীল রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]

ছিন্ন-স্বর্ণ-বিনিম্বি-চিকণ-রুচিং স্মেরাং বয়ঃসন্ধিতে  
রম্যাং-রক্ত-সুচীন-পটবসনাং বেশেন বিভ্রাজিতাম্ ।  
উদয়ূর্ণচ্ছিতিকর্ণ-পিঙ্গ-বিলসদেগীং মুকুন্দং মনাক্  
পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন মুদিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥১॥

যাঁহার কান্তি ছিন্ন স্বর্ণের নিন্দাকারিণী ও চিকণ, যিনি বয়ঃসন্ধিতে  
অতিশয় রমণীয়া, যাঁহার বসন সুচিকণ ও রক্তবর্ণ, তথা অতিশয় শোভমান-  
মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যশীল ময়ূরের পিছে যাঁহার বেণী বিলাসযুক্ত হইয়াছে এবং  
যিনি নয়নাঞ্চলদ্বারা মুকুন্দের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মধুর হাস্য-  
মুখী, প্রমুদিতা ও বেশভূষিতা সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে সেবা করিব ? ॥১॥



যশ্চাঃ কান্তঃ-তনুল্লসং পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈ-স্বরদৃ-  
গোপীবৃন্দ-মুখারবিন্দ-মধু তং প্রীত্যা ধয়নপ্যদঃ ।  
মুঞ্চন্ বত্ন নি বংভ্রমীতি মদতো গোবিন্দ-ভৃঙ্গঃ সতাং  
বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে ॥২॥

গোবিন্দরূপ ভ্রমর শোভমানগোপীবৃন্দের মুখপদ্মের প্রসিদ্ধ মধু অতিশয়  
প্রীতিসহকারে পান করিয়াও তাহা সত্ত্বঃ পরিত্যাগ করতঃ যাহার মনোজ্ঞ  
অঙ্গোল্লসিত পরিমূলে সমধিক আকৃষ্ট হইয়া মত্ততাবশতঃ পথে ইতস্ততঃ  
ভ্রমণ করিতেছেন, সেই বৃন্দারণ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাধারূপিণী কল্পলতাকে কবে  
আমি ভজনা করিব ? ॥২॥

শ্রীমৎকুণ্ড-তটী-কুড়ুঙ্গ-ভবনে ক্রীড়াকলানাং গুরুং  
তল্লৈ মঞ্জুল-মল্লি-কোমলদলৈঃ কল্পে মুহুর্মাধবম্ ।  
জিত্বা মানিনমস্ক-সঙ্গরবিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ-  
যুঞ্জানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥৩॥

পরমশোভাসম্পন্ন শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরস্থিত নিকুঞ্জভবনে মনোহর মল্লিকা  
পুষ্পের সুকোমল দল নিম্নিত শয্যায় কেলি-কৌশলসম্পন্ন ব্যক্তির গুরু,  
অহঙ্কারী মাধবকে পাশ ক্রীড়াযুদ্ধে বারম্বার জয় করিয়া তাহাকে উপহাস  
করিবার নিমিত্ত যিনি হাস্যবদনে নেত্রাঞ্চল সঙ্কোচদ্বারা সখীগণকে নিযুক্ত  
করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৩॥

রাসে প্রেমরসেন কৃষ্ণাবধুনা সাক্ষং সখীভিবৃতাং  
ভাবৈবরষ্ঠভিরেব সাত্ত্বিকতরৈর্লাস্ত্রং রসৈস্তন্বতীম্ ।  
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-কিঙ্কিণি-চলস্মঞ্জীর চূড়োচ্ছলদৃ-  
দ্ধানৈঃ স্ফীত-সুগীত-মঞ্জুনিতরাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৪॥

রাসলীলাতে সখীগণ পরিবৃত্তা হইয়া প্রেমরসিক কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত যিনি  
অষ্টপ্রকার মহাসাত্ত্বিকভাবে, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, কিঙ্কিণী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা,  
চঞ্চলনূপুর এবং চুড়িকা ( করভূষণ ) প্রভৃতির উচ্ছলিত শব্দের সহিত  
সুস্পষ্ট ও সুশ্রাব্য গানসমন্বিত সরস, নৃত্য বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে  
আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৪॥

উদ্দাম-স্মরকেলি-সঙ্গরভরে কামং বনান্তঃখলে  
কৃষ্ণেনাক্ষিত-পীন-পর্বত-কুচদ্বন্দ্বাং নথৈরস্ত্রকৈঃ ।  
তদর্পেণ তথা মদোদ্ধুরমহো তং বিদ্ধমাকুবর্বতীং  
দূরে শ্বালিকুলৈঃ কৃতানিষমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥৫॥



কাননের মধ্যস্থলে অনিবারিতা ও অতিশয় কামযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ নখাস্ত্র-  
দ্বারা সুবিশাল শৈলতুল্য কুচযুগলকে অঙ্কিত করিলে, যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের  
ন্যায় অহঙ্কার করিয়া তৎপ্রকারে তাদৃশ মদোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণকে আবদ্ধ  
করিতেছেন এবং তদর্শনে দূর হইতে সখীগণ যঁাহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন,  
সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৫॥

মিত্রাণাং নিকরৈর্বৃতেন হরিণা শৈশ্বরং গিরিদ্ভাস্তিকে

শুঙ্কাদানমিষেণ বজ্রনি হঠাদন্তেন রুদ্ধাঞ্চল্যাম্ ।

সাদ্বিং শ্বেত-সখীভিরুদ্ধুর-গিরাং ভঙ্গ্যা ক্ষিপন্তীং রুঘা

ভ্রাদপৈর্বিলসচ্চকোর-নয়নাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৬॥

গোবর্দ্ধন পর্বতের সমীপবর্তি পথে শুঙ্ক অর্থাৎ করগ্রহণচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ  
সুবলাদি সখাগণসহ পরিবৃত হইয়া দর্পসহকারে স্বচ্ছন্দে হঠাৎ বস্ত্রাঞ্চল ধারণ  
করায় যিনি হাস্যমুখী সখীগণের সহিত প্রগল্ভ বাক্যের ভঙ্গী সহকারে ও  
ক্রোধভরে তিরস্কার করিতেছেন এবং তৎকালে ভ্রক্ষেপদ্বারা যঁাহার চকোর  
সদৃশ চঞ্চল লোচন বিলাসযুক্ত হইয়াছে, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা  
করিব ? ॥৬॥

পারাবার-বিহার-কৌতুক-মনঃপূরণে কংসারিণা

স্ফারে মানসজাহ্নবী জলভরে তর্য্যাং সমুখাপিতাম্ ।

জীর্ণা নৌর্মম চেৎ স্থলেদিতি মিশাচ্ছায়াদ্বিতীয়াং মুদা

পারে খণ্ডিত-কঞ্চুলিং ধৃতকুচাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণ, পরিসর মানসগঙ্গার গভীরজলে পারাবার অর্থাৎ পারাপার  
বিহারাবিলাসে যঁাহাকে পার করিবার নিমিত্ত একাকিনী নৌকায় উত্তোলন  
করিয়া “আমার নৌকা জীর্ণা, যদি জল মগ্না হয়” এই ছলে কঞ্চুলিকা ত্যাগ  
করাইয়া আনন্দসহকারে যঁাহার স্তনযুগল ধারণ করিয়াছিলেন, সেই  
শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৭॥

উল্লাসৈজ্জলকেলি লোলুপ মনঃপূরে নিদাঘোদগমে

ক্ষেপী-লম্পটমানসাভিরভিতঃ সায়াং সখীভিবৃতাম্ ।

গোবিন্দং সরসি প্রিয়েহত্র সলিল-ক্রীড়া-বিদগ্ধং কণৈঃ

সিঞ্চন্তী জলযন্তুরেণ পয়সাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৮॥

জলকেলিলোলুপ স্বীয় মনের তুষ্টি সাধনার্থ গ্রীষ্মকালীন সায়াং সময়ে  
ক্রীড়াকৌতুকমনা সখীগণপরিবৃত হইয়া যিনি রাধাকুণ্ডের জলে জলযন্ত্র-  
দ্বারা জলকেলিকুশল শ্রীকৃষ্ণকে জলকণাসমূহে সেচন করিতেছেন, সেই  
শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৮॥



বাসন্তী-কুমুমোৎকরেণ পরিতঃ সৌরভ্য-বিস্তারিণ।

শ্বেনালঙ্কৃতি-সঞ্চয়েন বহুধাবিভাবিতেন স্ফুটম্ ।

সোৎকম্পং পুলকোদগমৈর্মুরভিদা দ্রাগভূষিতাঙ্গীং ক্রমৈ-

মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লুতাং পুলকিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৯॥

পুলকাকুল ও কম্পমান শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক, সর্বত্র সৌগন্ধ্য-বিস্তারকারী  
বসন্তকালীয় কুসুমসকলদ্বারা তথা স্বনির্মিত নানা অলঙ্কারসমূহে যিনি  
শীঘ্র ভূষিতাঙ্গী হইয়া হর্ষজন্য অশ্রুসমূহে পরিব্যাপ্তা ও পুলকিতা হইয়া-  
ছিলেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৯॥

প্রাণেভ্যোহপ্যধিক-প্রিয়া মুররিপোর্ধা হন্ত যন্তা অপি

স্বীয়-প্রাণ-পরাক্রান্তোহপি দয়িতাস্তংপাদরেণোঃ কণাঃ ।

ধন্যাং তাং জগতীত্রেয়ৈ পরিলসজ্জজ্বাল-কীর্ত্তিং হরেঃ

প্রেষ্ঠাবর্গ-শিরোহগ্রভূষণ-মণিং রাধাং কদাহং ভজে ॥১০॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসমূহ হইতেও অধিক প্রিয়তমা, কি আশ্চর্য্য !  
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদরেণুর কণা যাহার স্বীয় প্রাণসমূহ হইতেও অধিক  
প্রিয়, যাহার কীর্ত্তি শোভমানা অথচ ত্রিজগতে সর্বত্র বেগবতী এবং যিনি  
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসীবর্গের শিরস্থিত উৎকৃষ্ট ভূষণমণিস্বরূপ, সেই ধন্যতমা  
শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥১০॥

উৎকণ্ঠাদশক-স্তবেন নিতরাং নবোন দিষ্টৈঃ স্বরৈ-

বৃন্দারণ্য-মহেন্দ্র-পটুমহিষীং যঃ স্তোতি সম্যক্ সুধীঃ ।

তস্মৈ প্রাণসম-গুণানুরসনাং সঞ্জাত হর্ষোৎসবৈঃ

কৃষ্ণোহনর্ঘমভীষ্টরত্নমচিরাদেতৎ স্ফুটং যচ্ছতি ? ॥১১॥

যে ব্যক্তি সম্যকরূপে সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উৎকৃষ্ট স্বরসংযোগপূর্বক  
অভিনব এই উৎকণ্ঠাদশক স্তবদ্বারা বৃন্দারণ্যমহেন্দ্র পটুমহিষী অর্থাৎ  
বৃন্দাবনের মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রধান মহিষী শ্রীরাধারানীকে নিরতিশয়  
স্তব করেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রাণসমা শ্রীরাধার গুণান্বাদন করতঃ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া  
তাহাকে শ্রীরাধার সেবানুরূপ অমূল্য অভীষ্টরত্ন শীঘ্র স্পষ্টরূপে প্রদান  
করেন ॥১১॥

॥ ইতি উৎকণ্ঠাদশক সম্পূর্ণ ॥



# পাত্রাবলী \*

[সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসভাষ-দোষ]

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ

পোঃ চুঁচুড়া ( হুগলী )

ইং ৩/১/১৯৬০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিতিপূর্ব্বিকেষম্—

\* \* তোমার ২৫।১২।৫৯ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। গত বৎসরের ত্রায় এবৎসরও তোমার ওখানে ব্যাসপূজায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। তবে এবার উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব কিনা সন্দেহ আছে। অন্তত কোথাও ব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশন নাই। পরে কি হইবে বলিতে পারিনা।

তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে লিখিতেছি,—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব অর্থাৎ গুপ্তভাবে বলদেব-বিগ্রহই নিত্যানন্দ। সুতরাং লীলাগত বৈশিষ্ট্য থাকায় নিত্যানন্দ প্রভুকে রাধারানীর সহিত এক সিংহাসনে রাখা হয় না। কিন্তু রাম-নৃসিংহ-বরাহাদি সকলেই সাক্ষাৎকৃষ্ণের অংশ বা কলা। তাঁহারা বলদেব-তত্ত্বের অংশ বা কলা নহেন। অবশ্য এস্থলে লীলাগত তত্ত্বের কথাই স্মরণ রাখিতে হইবে। শালগ্রাম শিলাদ্বারা শক্তি ও শক্তিমৎতত্ত্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি অর্চ্যরূপে সর্বত্রই অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকারী। বিশেষতঃ তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ—লক্ষ্মী-পতি। শ্রীমতী রাধারানীকে লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, সর্বলক্ষ্মীময়ী প্রভৃতি বলা হয়। সুতরাং শালগ্রাম শিলার সহিত এক সিংহাসনে রাধারানীর থাকিতে রসভাষ দোষ হয় না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, বলদেব, লক্ষ্মণ প্রভৃতি বিগ্রহগণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও লীলা ও রসগত-বিচারে সদসময়ে একস্থানে অবস্থান করিতে পারেন না। যেখানে রসভাষ-দোষের সম্ভাবনা, সেখানে পৃথক্ থাকেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা-বিধায় দেবরূপে জোষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর নিকটে স্নেহের পাত্রস্বরূপে অবস্থান করিলে রসভাষ দোষ হয় না।

অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে বা তোমার আরও কিছু জানার থাকিলে পত্র দিবে। ইতি—

শ্রীগৌরজনকিস্কর—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

\*পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকল্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—শ্রীগৌঃ পঃ সঃ



[ শ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষা প্রেমধর্ম—প্রাদেশিকতা ও  
ভাষা-সমস্যার উর্দ্ধে অবস্থিত এবং বিশ্বশান্তি-  
মৈত্রী স্থাপনে সমর্থ ]

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নদীয়া (নদীয়া)

ইং ১৯১২৬০

স্নেহাস্পদেষু—

ভক্তিতে কোন প্রাদেশিকতা নাই। স্বয়ংভগবান্ দেশ-কালের অতীত বলিয়া দেশ-কালাতীত-চিন্তাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষা—কোন দেশ-কালের অন্তর্গত নহে। তবে কোন কোন মহাজন বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে কৃপা করিয়া বাংলা-ভাষায় কিছু গ্রন্থ লিখিলেও তাঁহাদিগকে বাঙালী মনে করা উচিত নহে।

যে-কোন ভাষাতেই মহাপ্রভুর প্রদর্শিত চিন্তাধারা প্রকাশিত হইতে পারে। একেবারে সাত্তাল প্রভৃতি ইংরেজী ভাষায় প্রচার করিয়াছেন, শ্রীনিমানন্দ প্রভু অসমীয়া ভাষায়, নারায়ণ মহারাজ হিন্দী ভাষায় ও মধুসূদন মহারাজ প্রভৃতি ওড়িয়া ভাষায় মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আপনি শিক্ষিত ব্যক্তি। মহাপ্রভুর কথা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দূততার সহিত \* দেশে \* ভাষায় প্রচার করিতে থাকুন। শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রেমধর্মই সমগ্র বিশ্বে শান্তি, মৈত্রী ও প্রীতি আনয়ন করিবে। কোন দেশই আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে শান্তি লাভ করিতে পারে নাই।

রাজনৈতিক-চিন্তা অত্যন্ত প্রাকৃত ও জড়ীয় ভাবে পুষ্ট, স্তবরাং অনিত্য। অনিত্য চিন্তাধারা কখনই মনুষ্যকে নিত্য সুখ-শান্তি দিতে পারে নাই। শ্রীমন্নহাপ্রভুর ধর্ম আত্ম-ধর্ম; দেহ মনের উচ্ছ্বাস-পোষক জড়ীয় অনাত্ম-ধর্ম নহে। দেহ ও মন জড় বস্তু; ইহাতে আবদ্ধ থাকাই বদ্ধতা। আপনি নিষ্ঠাবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি; স্তবরাং সর্বদাই নিত্যধর্মের প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। অনাত্মধর্মের প্রতিষ্ঠিত থাকিবার আবশ্যকতা নাই। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব



# শ্রীগুরু-তত্ত্ব শ্রীগুরুপূজা

[ পূর্বকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠার পর ]

## তর্কপন্থী গুরুবজ্জাকারী—সদগুরু দর্শনে অনধিকারী

মানব যে-কাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সে-কাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন লাভ ঘটে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী বা সত্য হ'তে পার্থক্য লাভ ক'রে অন্য কোন সত্য হ'তে পারে না—একুপ বাস্তব সত্যের প্রতি নিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্য যে বিপরীত মত, সন্দেহ উপস্থিত হয়, তা'ই তর্কপথ। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কথা থাকতে পারে, গুরুপাদপদ্ম যে-কথা ব'লেছেন, তা'তে সম্পূর্ণ সত্য নেই, কিঞ্চিৎ অসত্যও মিশ্রিত থাকতে পারে, আমি সেগুলি বাজিয়ে নেবো—একুপ বিচারের নাম তর্কপথ। যা'রা তর্কপন্থী, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা করেন। একমাত্র গুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন ক'রতে সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। আশ্রয় পথে—শ্রৌতপথে—বেদপথে-বিষ্ণুপথে যে-সত্য আগত হয় তা' পরিবর্তনীয় নয়। সেই অপরিবর্তনীয় সত্যের—শব্দের প্রদাতাকে আমরা 'গুরুপাদপদ্ম' ব'লে থাকি। গুরুদ্রোহীর তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে যে বিচার-প্রণালী, তা'তে গুরুবজ্জা, শাস্ত্রাবজ্জা থাকে। সুতরাং ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য আমাদের বিশেষভাবে বিচার্য্য বিষয়,—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে ।

যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্ ॥

শিবস্য শ্রীবিষেগার্থ ইহ গুণনামাদিসকলম্ ।

ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥

গুরোরবজ্জা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্ ।

নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদুতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥

ধর্ম্মব্রতত্যাগহতাди-সর্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ ।

অশ্রদ্ধধানে বিমুখেহ্পাশ্রুতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥

শ্রুতেহপি নামমাহান্নো যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ ।

অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোহপ্যপরাধকৃৎ ॥

---

\* জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ কত্বক তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথিতে প্রদত্ত বক্তৃতা ।

—সম্পাদক



[১] সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে ; যে-সকল নামপরায়ণ সাধুগণ হইতেই জগতে কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য ঐন্দ্রি হন, শ্রীনাম সেই সকল সাধুগণের নিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিবেন ? [২] এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিতে যে-ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-নামী শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন—এইরূপ মনে করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা সমানজ্ঞান করে, তাহার সেই হরিনাম (নামাপরাধ) নিশ্চয়ই অহিতকর ; [৩] যে ব্যক্তি নামতত্ত্ববিদ গুরুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি ; [৪] বেদ ও সাহিত্য পুরাণাদির নিন্দা ; [৫] হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিশ্রুতি ; [৬] ভগবন্নাম-সকলকে কল্লিত মনে করে, সে নামাপরাধী ও [৭] যাহার নামবলে পাপাচরণে প্রবৃত্তি হয়, বহু যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণাদি কৃত্রিম যোগ-প্রক্রিয়াদ্বারাও তাহার নিশ্চয়ই শুদ্ধি ঘটে না ; [৮] ধর্ম, ব্রত, হোমাদি—এই সকল প্রাকৃত শুভকর্মের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমানজ্ঞান করাও অনবধানতা ; [৯] শ্রদ্ধাহীন, নাম-শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ প্রদান—তাহাও মঙ্গলপ্রদ নামের নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য এবং [১০] যে ব্যক্তি নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও ‘আমি’ ও ‘আমার’ এইরূপ দেহাত্ম-বোধযুক্ত হইয়া তাহাতে প্রীতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী ।

### শ্রীগুরুদেব—শ্রৌতবাণী কীর্তনকারী ও একমাত্র রক্ষাকর্তা

শ্রুতি-শাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ গুরু-কথিত বাক্য শ্রবণ করবার পর সেই শ্রৌতবাণীর নিন্দা । এইরূপ নিন্দা-প্রবৃত্তি গুরুপাদপদ্ম হ’তে বিচ্ছিন্ন করিয়ে তর্কপন্থায় পাতিত করে । বাস্তবরাজ্যে এইরূপ ধরনের বিপত্তি বা আশঙ্কা থাকতে পারে না । যেখানে নিত্যানিত্য বিবেকের পূর্ণ স্থান, সেখানে অজ্ঞান বা নিরানন্দের প্রবেশাধিকার নাই । সেই সচ্চিদানন্দরাজ্যে যে-সকল বাণী আছে, সেই বাণী ভূতাকাশ ভেদ করে, জীবের কর্ণবেধ ভেদ করে কর্ণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং আমাদের পূর্ববোধ বা প্রমার দ্বারা সঞ্চিত শব্দ-রাশিকে বিপর্যাস্ত করে, সেখানে শুদ্ধ চেতনের রাজ্য আবিষ্কার করে । এইরূপ শ্রৌতবাণী যিনি কর্ণে প্রদান করেন, সেই শ্রুতির কীর্তনকারীই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম । তিনি নিরন্তর আমাদের কর্ণে শ্রৌতবাণীর অভিষেক করে, আমাদের স্মৃতি সূনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী,



































১৯। সাধকের ভবিষ্যদাশ। ও স্বরূপের বৃত্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি কি ?

“For thee thy Sire on High has kept  
A store of bliss above,  
To end of time, thou art Oh ! His  
Who wants but purest love.”

—Saragrahi Vaishnava.

২০। মনুষ্য স্বীয় জীবন-রহস্যভেদে অসমর্থ হইলে অন্তর হইতে কে তাহার অমরত্বের সন্ধান দেয় ?

“Man's life to him a problem dark !  
A screen both left and right !  
No soul hath come to tell us what  
Exists beyond our sight !!  
But then a voice how deep and soft,  
Within ourselves is left :—  
Man ! Man ! thou art immortal soul !  
Thee Death can never melt !!”

—Saragrahi Vaishnava.

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## সন্দর্ভ - সার ( প্রীতিসন্দর্ভ—২৮ )

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মমতার আধিক্যে প্রীতির উৎকর্ষও অধিক হয়। শান্ত ভক্তগণ শ্রীভগবান্কে কেবল পরমানন্দমূর্তিরূপে অনুভব করেন, তাহাতে মমতাবুদ্ধি নাই। এক্ষণে ভগবদনুভব প্রীতি-উৎকর্ষের যথেষ্ট কারণ না থাকায় প্রীতি প্রথম স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। কেহ বলিতে পারেন,—  
সনকাদি শান্তভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

কামঃ ভবঃ স্বর্জিনির্নিরয়েষু নঃ স্তাৎ

চেতোহলিবদ্ যদি হু তে পদয়ো রমেত ।



বাচস্প ন স্তলসীবদ্ যদি তেহজ্জিশোভা:

পর্যোত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরঞ্জঃ ॥ (ভাঃ ৩।১৫।৪২)

যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের ছায় তোমার চরণকমলে রমণ করে, যদি আমাদের বাক্য তুলসীর ছায় তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের কর্ণ তোমার গুণসমূহে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে নিজের অন্তঃকর্ণফলে যথেষ্ট নরকবাস হউক তাহাতে ক্ষতি নাই।

এই বাক্য ত তাঁহাদের রাগেরই পরিচায়ক, এ কথার উত্তরে বলা হইতেছে যে, তাঁহাদের তাদৃশ রাগের প্রার্থনা সাক্ষাৎ রাগ নহে।

পাল্য ভক্তগণে স্পষ্টভাবে মমতা বর্ত্তমান থাকে বলিয়া প্রেম পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রীতির সীমা। ইহার পরে স্নেহাদি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। তাঁহাদের সম্বন্ধ বিশেষ দূরবর্ত্তী; এই হেতু প্রীতির স্নেহাদিরূপে পরিণতি হয় না। আর—

যর্হাশুজ্জাক্ষাপসসার ভো ভবান্

কুরুন্ মধুন্ বা সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।

তত্রাদ্বকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্

রবিং বিনাক্ষোরিব ন স্তবাচ্যত ॥

হে কমলনয়ন! যখন আপনি সুহৃদগণের দর্শনের নিমিত্ত কুরু অথবা মধুপুরীতে গমন করেন, তখন ক্ষণকালও আমাদের পক্ষে কোটি বৎসরের মত হয়; হে অচ্যুত! সূর্য্য বিনা চক্ষুর যে দশা হয়, আপনার অদর্শনে আপনার জন আমাদেরও সেই দশা হয়—এই দ্বারকাপ্রজাবাক্যে প্রেম হইতেও যে অধিক প্রীতি দেথা যাইতেছে, তাহা দ্বারকারই নাপিত, মালাকার প্রভৃতি সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবাসৌভাগ্যপ্রাপ্ত ভাববিশেষধারী কাহারও উক্তিরূপে সম্ভব হয়।

যে নাপিত ও মালাকারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা পাল্যগণের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া ভূতাক্রমেই জানিতে হইবে, এজন্য তাঁহাদের রাগ পর্য্যন্ত প্রীতির আবির্ভাব অসম্ভব নহে। তাঁহাদের ক্ষণকালকে কোটি বৎসরের অদর্শনের মত মনে করা রাগেরই লক্ষণ। বিরহে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা, কিন্তু মহাভাবের লক্ষণ বিয়োগে ক্ষণকল্পত্ব উহাদের নাই।



লালাগণে ( শ্রীপ্রহ্ময় অনিরুদ্ধাদি পুত্র-পৌত্রে ) সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহের সঞ্চক্কেতু ভূত্যগণ হইতেও মমতার প্রবলতানিবন্ধন রাগের প্রাচুর্য জানিতে হইবে। সহবিহারশালী প্রণয়বিশিষ্ট সখাগণ হইতেও ইহাদের মমতা প্রচুর।

মুখ্য বৎসল মাতাপিতার পুত্রভাবাপন্ন শ্রীভগবানে সকল ভক্ত হইতে অধিক রাগ। কুন্তীবেদীর বাণী হইতেই জানা যায়—

বিপদঃ সন্ত তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো।

ভবতো দর্শনং যৎ স্মাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥ ( ভাঃ ১।৮।২৪ )

হে জগদ্গুরো ! যাহাতে আপনার অপুনর্ভব দর্শন মিলে, সে সেস্থানে নিরন্তর সেসকল বিপদ হউক। পূর্ব প্রবন্ধে ইহা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সখাগণে প্রণয়োৎকর্ষাংশে রাগের আধিক্য বর্তমান। স্নহদগণের প্রচুর সন্নৈকটের অভাবহেতু প্রেমই অধিকরূপে বর্তমান। প্রণয় ও মান সখা প্রেমসী উভয়েই সম্ভব। পটুমহিষিগণে মহাভাবতাউন্মুখ অনুরাগ পর্য্যন্ত প্রীতির সীমা। মহিষী ব্যতীত অত্র অনুরাগাবির্ভাবের কথা শুনা যায় না। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

সতাময়ং সারভূতাং নিসর্গো

ষদর্থবাণী শ্রুতিচেতসামপি।

প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতশ্চ যৎ

স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্তা ॥ ( ভাঃ ১০।১৩।২ )

অচ্যুতের বার্তাই যাহাদের বাক্য, কর্ণ ও চিত্তের বিষয়, এমন সার-গ্রাহী সাধুগণের স্বভাব এই যে, স্ত্রী পুরুষগণের কামিনী বার্তার শ্রায় অচ্যুতের কথা তাঁহাদের নিকট নূতনের মত হইয়া থাকে। এ বাক্যে অনুরাগের লক্ষণ নাই। প্রতিক্ষণে নব্যত্বক্ষুরণ অনুরাগের লক্ষণ নহে।

শ্রীব্রজদেবীগণের প্রীতির সীমা মহাভাব পর্য্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা

ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।

ক্ষণাদ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং

হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥ ( ভাঃ ১১।১২।১১ )



আমি যখন বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন ব্রজদেবীগণ আমার সহিত যে সকল রজনী বিহার করিয়াছিলেন, সে সকল রজনী তাঁহাদের পক্ষে ক্ষণাঙ্কের মত অতিবাহিত হইয়াছিল ; আর আমার সহিত বিচ্ছেদ হইলে রজনীসকল কল্পতূলা হইয়াছিল।

এই শ্লোকে মহাভাবত্বের লক্ষণ বলা হইয়াছে। যোগে কল্পক্ষণস্থ আর বিখোণে ক্ষণকল্পত্বের প্রসিদ্ধিহেতু ব্রজদেবীগণের মহাভাবত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের মহাভাবত্বের অপর লক্ষণ বলা হইতেছে—

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে

জড উদীক্ষতাং পক্ষকদৃশাম্ ॥ ( ভাঃ ১০।৩১।১৫ )

কুটিলকুন্তল যাঁহার উপরিভাগে শোভা পাইতেছে এমন শ্রীমুখ-দর্শন সময়ে নিমেষমাত্র ব্যবধান হওয়ায় চক্ষুর পক্ষস্থষ্টিকারী ব্রজাকে অরসত্ত্ব বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

যস্থাননং মকরকুণ্ডলচাক্ষরকর্ণ-

ভ্রাতৃকপোলসুহৃৎ সুবিলাসহাসম্।

নিতোৎসবং ন তত্পদুর্শিভিঃ পিবন্ত্যো

নার্যো নরাস্ত মুদিতাঃ কুপিতা নিমেষচ ॥ ( ভাঃ ৯।২৪।৬৫ )

যাঁহার বদনকমল মকরকুণ্ডলদ্বারা দীপ্তিমান কর্ণযুগলের সহিত উজ্জ্বল কপোলদ্বয়ে সুন্দর, হর্ষোৎসুকা চাপল্যাদিযুক্ত হাস্যদ্বারা শোভিত, যাহা নিত্য উৎসবস্বরূপ, সেই বদন-সৌন্দর্য্য যখনদ্বারা পান করিয়া নরনারী আনন্দিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৃপ্ত হয় নাই। ( ব্রজবধূগণ ) নিমেষকর্তা নিমির প্রতিও কুপিত হইয়াছিলেন। এই শ্লোকে নরনারীর আনন্দ হইয়াছিল বটে, কিন্তু নিমেষ-অসহিষ্ণুত্ব কেবল ব্রজদেবীগণেরই হইয়াছিল অথ নরনারীর তাহা অসম্ভব।

যদিও শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে নিমেষাসহতা উপস্থিত করায় তথাপি আধারের গুণের অপেক্ষা আছে। স্বাতী নক্ষত্রের বারি হইতে মুক্তার উদ্ভবের মত আধারের গুণের অপেক্ষা জানিতে হইবে।

স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টির জল শুষ্কি, গজ ও সর্পের উপর পতিত হইলে যথাক্রমে মুক্তা, গজমুক্তা ও মণি উৎপন্ন হয়। অথ নক্ষত্রের জলে তাহা হয় না। স্বাতী নক্ষত্রের জলেরই এই গুণ আছে। কিন্তু সে জল যাহাতে পড়ে, তাহাতে মুক্তা জন্মায় না। কেবল শুষ্কিতেই জন্মে। তদ্রূপ



মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমাবির্ভাব করা শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব হইলেও কেবল ব্রজদেবীগণেই সেই ভাব আবির্ভূত হয়। অত্রে হয় না।

ক্লট অধিকৃত ভেদে মহাভাব দ্বিবিধ। নিমেষাসহতা প্রভৃতি ক্লট মহাভাবের অন্তর্ভাব। কুরুক্ষেত্রযাত্রায় নিমেষাসহতা ক্লট মহাভাবের আবির্ভাবেই জানিতে হইবে।

পটুমহিষিগণের প্রীতির সীমা অমুরাগ পর্য্যন্ত। গোপিগণের যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মহিষিগণের দুর্লভ।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং

যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।

দৃগ্ভিত্ত্বদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-

স্তদ্রাবমাপুরপি নিত্যযুক্তাং দুরাপম্ ॥ ( ভাঃ ১০।৮২।৩৯ )

যাঁহার দর্শনে চক্ষুর পক্ষ্ম নির্মাতা বিধাতাকে শাপ দেন। গোপিগণ সেই প্রাণবল্লভ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘকাল পরে প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুদ্বারা হৃদযন্ত্র করত আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিত্যযুক্তগণের দুর্লভ তদ্রাব প্রাপ্ত হইলেন।

“নিত্যযুক্তগণের দুর্লভ” বলিতে এখানে পটুমহিষিগণের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতিকেই বুঝিতে হইবে।

সেই নিত্যযুক্তাগণ কীদৃশী? যে সকল নিত্যযুক্তা পটুমহিষী শ্রীব্রজ-দেবিগণকে দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন ইঁহারা বিরহিনী। আমরা প্রতিদিন প্রিয় ( শ্রীকৃষ্ণ ) সঙ্গ প্রাপ্ত হই। সুতরাং আমরা পরমপ্রেমসী। এখন মহিষিগণের যাহা দুর্লভ তদ্রূপ ভাব ব্রজদেবিগণের উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব তাহারাই শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গা—ইহাই শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায়ে বক্তব্য জানিতে হইবে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বক্তৃত্বদেব শ্রীমতী মহারাজ



## কুলগুরু

আজকাল পরমার্থপ্রয়াসী বাক্‌রিমাত্রেবঠে প্রশ্ন হইয়াছে—“মহাশয়, কুলগুরু কি ত্যাগ করা যায়?” —তদুত্তরে বলি যায যে, তিনটী বস্তু আমাদিগকে সংসিদ্ধান্তে উপনীত করায় :—(১) বেদ বা ভক্তি-শাস্ত্র-প্রমাণ, (২) পূর্ববর্তী ভক্তমহাজনদিগের আচরণ, (৩) নিত্যানিত্য-বিবেক বা আত্মানাত্ম-বিচার। কেবল মনঃকল্লিত বিচারে ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু সেই বিচার যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও মহাজনদিগের আচার-পুষ্ট হয় তবে তাহাটী সংসিদ্ধান্ত।

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য

হৃদয়ে করি ঐক্য,

আর না করিও মনে আশ—

—( শ্রীমদনন্দোত্তম ঠাকুর )

(১) গুরুকরণ-বিচারে বেদ বলেন,— “তদ্ বিজ্ঞানার্থং সদগুরুমেবাভিগচ্ছৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।” অর্থাৎ ভগবানকে বিশেষভাবে জানিতে হইলে প্রধানতঃ ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ এবং গোণতঃ বেদবিৎ গুরুর সন্নিধানে সর্বস্ব সমর্পণপূর্বক গমন করিবে। তাহা হইলেই দেখা গেল, যিনি ভগবানের সেবা-তৎপর এবং শাস্ত্র-ত্যাগপর্যাবিৎ, তিনিই গুরু। আবার যিনি সেবা ভগবৎ-সেবা-নিষ্ঠ, তাহার মায়া বা ভোগ্য-বিষয়ের সেবা থাকিতে পারে না। তিনি সর্বক্ষণই ভগবানের সেবাতে নিযুক্ত—এক মুহূর্তের জন্যও ভগবদিতর নশ্বর মাণিক বস্তুতে দৃষ্টিপাত করেন না; যিনি করেন তিনি গুরু (ভারি) নহেন, তিনি লঘু (হাল্কা) জিনিষ। শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বেদান্তগ বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রে এবং বহু বহু সাত্ত্বত পুরাণে অসদগুরু-ত্যাগের বিধি বিশেষভাবে লিখিত আছে—

“গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজ্ঞানতঃ।

উৎপথপ্রতিপন্নস্ত ত্যাগো এব বিধীয়তে॥”

অর্থাৎ বাহ্যতঃ গুরু হইয়াও যদি তিনি বিষয়-ভোগে লিপ্ত থাকেন, কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ে অজ্ঞ এবং উন্মার্গ-গামী বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাহা হইলে তাহার অক্ষজ-জ্ঞানবশতঃ লঘুত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাহাকে ত্যাগ করা বিধেয়। আবার—

অবৈষ্ণবের অর্থাৎ ষড়্বেগদাস ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধি-কামীর উপদিষ্টমন্ত্রের সাধনে নরকলাভ হয়। পুনশ্চ বৈষ্ণবগুরু অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবাজ্ঞানবিশিষ্ট



নিষ্কিঞ্চন মহাভগবতের নিকটেই আত্মসমর্পণ পূর্বক যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে।

শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু “ভক্তি-সন্দর্ভে” লিখিয়াছেন,—“পরমার্থ-গুরুশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুরাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্তব্যঃ।” ব্যবহারিক, কোলিক, বা লোকিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক সৎগুরুর আশ্রয় করা কর্তব্য।

(২) এই অযোগ্য-কুলগুরু-প্রথা বঙ্গদেশে ব্যবসায়িগণকর্তৃক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচলিত হইয়াছে। পূর্বাচার্য বা মহাজনগণ কেহই বিষয়াসক্ত কুলগুরু স্বীকার করেন নাই। লোকশিক্ষক জগদগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা-অভিনয়, লীলা দেখাইয়াছেন। শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু যতিরাজ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী বা মতান্তরে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থকে, শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকে দীক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু যতিরাজ বৈষ্ণবত্রিদণ্ডী শ্রীপাদ প্রবোদানন্দ সরস্বতী পূর্বে রামানুজীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপাপ্রাপ্ত হইয়া একান্তভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা গ্রহণ করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর নিকট এবং শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। আবার শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ঠাকুর ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ঠাকুর শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে গুরুপদে বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এইরূপে দেখা যায়, আচার্য্যগণ প্রায় সকলেই তথাকথিত অজ্ঞ কুলগুরু ত্যাগ করিয়া সৎগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্বক লোকশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং কাহারও কোলিক, লোকিক গুরুর অপেক্ষায় বা মিথ্যা অভিশাপের ভয়ে চরম-কল্যাণপ্রদ পরমার্থ-রাজ্যের প্রবেশাধিকার হইতে বিচ্যুত হওয়া কর্তব্য নহে। সাধারণ বিচারেও দেখা যায় যে, নিজের বা প্রিয়তম আত্মীয়ের মুমূর্ষু অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই পারিবারিক চিকিৎসকের অসামর্থ্য দেখিলে কৃতকর্ম্ম ও চিকিৎসানিপুণ কবিরাজকেই ডাকিয়া থাকেন। বাস্তবিক এক অন্ধ কখনও আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। যিনি গুরু নহেন (ন গুরুঃ শ্রাদ্ অবৈষ্ণবঃ), তাঁহাকে আবার ত্যাগ কি? তাহা বাস্তবিক গুরুত্যাগ নয়, লঘু বস্তুরই ত্যাগ। অসৎসঙ্গ-ত্যাগ কখনও ত্যাগ নহে,



পরন্তু তাহাই সদাচার; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বচন অগ্রাহ্য করিয়া—

“যতপি আমার গুরু শুঁড়ী-বাড়ী যায়।

তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

শিষ্য-ব্যবসায়ী অনেক অযোগ্য ব্যক্তি বোকা শিষ্যদিগকে ঠকাইতেছে। নিত্যানন্দস্বরূপ সদগুরু প্রাকৃত-ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাদি দোষযুক্ত মনুষ্য নহেন, স্তুরাং তাহার কোনও অন্যায় আচরণ থাকিতে পারেনা! শিষ্যের প্রাকৃত দৃষ্টি যদি ঐপ্রকার সদগুরুর কোনও অন্যায় আচরণ দেখিতে পায়, তাহা বাস্তবিক গুরুর দোষনহে, শিষ্যেরই দৃষ্টির ভ্রম-মাত্র। এই জগুই শ্রীমন্নহাপ্রভুর বাক্য—

“মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।

তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য, কাহিল তোমারে॥”

বাস্তবিক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কখনও মদিরা যবনী গ্রহণ করেন নাই বা করিতে পারেন না অথবা শ্রীরায়রামানন্দ কি শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কখনও বিষয়ী বা ভোগী হন নাই বা হইতে পারেন না। তাহারা কখনও ভোক্তার সজ্জায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেহ-মনের তৃপ্তি সাধন করেন নাই। পরন্তু সর্বৈ-ন্দ্রিয়দ্বারা সর্বক্ষণ অধোক্ষজ হৃষীকেশেরই সেবা করিয়াছেন—তাহারা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত্ত পরমহংস। কিন্তু প্রাকৃত লোকের অক্ষজ-দর্শনে যদি তাহাদের আচরণ ইন্দ্রিয়-তর্পণের চলে অনুকরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহা অক্ষজ-স্রষ্টার দর্শনেরই দোষ, তাহাদের দোষ নাই বা হইতে পারে না। স্তুরাং হরিবিমুখ বুদ্ধিতে তাহাদের ক্রিয়া-মুদ্রার বিচার করা ধুষ্টতা বা দান্তিকতার চূড়ান্ত পরিচয়, কেননা, তাহারা চিরকালই নিখিল বর্ণাশ্রমী জীবগণের গুরু। কিন্তু তাই বলিয়া যিনি বাস্তবিক গুরু নহেন, ইন্দ্রিয়াধীন লঘুবস্তু বা প্রাকৃত বদ্ধজীব, স্তুরাং অবধূত পুণ্ডরীক বা রামানন্দের মত পরমহংস নহেন, তাহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করিতেই হইবে। মহাকুলজাত হইয়া সকলেই শুঁড়ী বাড়ী গিয়া বা ষড়্বেগলম্পট হইয়া নানাভোগ-বিলাসে মত্ত হইলেই যে তাহাদের এক এক মূর্তি নিত্যানন্দ হইবেন—শাস্ত্রের এখন অর্থ বা অসদাচারের প্রকাশ্য বা গোপনে পোষণ-চেষ্টা কোনপ্রকারেই কোন পরমার্থলিপ্সু নিষ্কপট ব্যক্তি করিবেন না বা করিতে পারেন না। নীলকণ্ঠের ত্রায় ঐশ্বর্য লাভ না করিয়া বিষপানের ত্রায় ঐ সকল অসৎ কনক-কামিনীপ্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তিগণের অসদাচরণ তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের



শিষ্যবর্গকে নরকে লইয়া গিয়া মৃত্যুরই কারণ হয়। দেখিতে হইবে, তাঁহাদের বিসম্বাসক্তি আদৌ ছিল কিংবা আছে কি না? আর তাঁহার কতদূর কৃষ্ণেকশরণ বা গৃহৈকশরণ ॥ অতএব এই প্রমাণিত হইলে যে ইন্দ্রিয়তর্পণশীল বদ্ধজীব কেবল জড় বিদ্যায় পণ্ডিত হইলেই বা উচ্চকূলে উদ্ভূত হইলেই গুরু হইতে পারে না! কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবই গুরু। এই জন্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন—

“মহাকুলপ্রসূতোইপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।

সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্তাদবৈষ্ণবঃ ॥”

আর নিখিল জীবের একমাত্র বন্ধু পরমদয়াল গৌরসুন্দর সমস্ত শাস্ত্রের সার একটি মাত্র পড়েই বলিয়াছেন—

“কিবা বিপ্র, কিবা ব্রাহ্মী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥”

এই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাকেই ভাগবত “শাক্তে পরে চ নিষ্ণাতং” বলিয়াছেন। তবে কুলগুরুর মধ্যেও যদি তাদৃশ বৃত্ত, লক্ষণ বা স্বভাব বর্তমান থাকে, তাহা হইলে তিনিও ‘সদগুরু’ শব্দবাচ্য হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সদগুরুর মুখ্য লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করিয়া সমাজে এই যে অযোগ্য-কুলগুরুকরণ-প্রথা প্রচলিত আছে, দেখা যায়, তাহা কামী প্রকৃতিজন-সমাজের দৌর্বল্য-পোষণ-চেষ্টামাত্র, উহা কুযোগী ব্যবসায়ী স্মার্তগণের স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিমূলক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা কখনই ভগবদ্বন্ধুত্ব চেষ্টা নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদাত্ত হরিজন মহারাজ



নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ঔ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
শুভানির্ভান-তিথি-পূজা-বাসরে  
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

[ ১ ]

জয়তু গুরুজী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান

জয় ভক্ত-প্রাণ-নাথ

দেব-ঋষিগণ মাগয়ে নিয়ত

তব পূত পদরজ ।

মাঘের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে

উদিত হইয়া এ মর জগতে

বাল-পৌগণ্ড-যৌবন-বার্দ্ধক্যে

লীলা কৈলে নিতি নব,

জগজনে সবে হ'ল বিস্মিত

হেরি' তব বৈভব ।

তব শৈশব-লীলা-কথা স্মরি'

মম হৃদি ওঠে তুলে,

শিশুরূপে কত বিচিত্র খেলা

খেলিলে জননী-কোলে ।

গাহি' হরিণাম আধ আধ স্বরে

নাচিয়া বেড়া'তে শরচ্চন্দ্র-ঘরে,

ভাবাবেশে কভু প্রণমি' নামীরে

ভাসিতে নয়ন-জলে,

নেহারি' সে' লীলা মাতা ভগবতী

নি'ত তোমা' কোলে তুলে ।



‘প্রভুপাদ’-নাম শুনিয়া একদা

গৃহের বাঁধন ছিঁড়ি’

ত্বরায় মিলিলে প্রভুপাদ-পাশে

ভজিতে গৌরহরি ।

নৃলোকে তোমারে হেরি’ প্রভুপাদ

তব শিরোপরে বুলাইয়া হাত

কহে,—‘বহু পরে পাইলু সাক্ষাৎ

ছিলে কত ছাড়াছাড়ি !’

তুমিও কহিলে, ‘প্রভুজী তোমারে

কভু কি ভুলিতে পারি ?’

প্রভুপাদ-সাথে মিলিয়া তোমার

ঘুচিল জীবন-বাথা,

তোমার হৃদয়-রাগিনী কি শুধু

প্রভুপাদ নামে সাধা ?

গোলোকে তোমরা একসাথে মিলি’

রাধা-শ্যাম সনে কর কত কেলি,

এখানে এসেও যাওনি’ক ভুলি’

তোমাদের প্রীতি-কথা ।

তব মন-প্রাণ ছিল যে নিয়ত

কৃষ্ণ-চরণে বাঁধা !

প্রভুপাদ-আজ্ঞা পালনে কভুও

কুণ্ঠা ছিল না তব,

নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া

ছিলে গুরু-সেবা-রত ।

দেখেছি তোমার দিবা জীবনে

সবই সঁপিয়াছ শ্রীগুরু-চরণে,



গুরুর লাগিয়া অকার্য্য-করণে

ছিলে সদা নিয়োজিত ।

হে মহাজীবন, তোমাতেই শুধু

হেন নিষ্ঠা সম্ভব !

কত দিকে তুমি জীনাং প্রচারি’

জীবেরে করিলে ত্রাণ,

মঠ-মন্দির স্থাপি’ দেশে দেশে

করিলে ভকতি দান ।

যা’র প্রতি তুমি করে থাকো দয়া,

অনায়াসে তারে ছেড়ে যায় মায়া,

চির-পবিত্র হয় তার হিয়া,

নামে ভরে ওঠে প্রাণ ।

নাম নিতে ক্রমে দেখে সে নয়নে

নামী-রূপ-অভিরাম !

গৌর-করুণা-শক্তি তুমি গো

প্রভুপাদ-নিজ-জন,

তোমার চরণ-ছায়ায় থাকিলে

মিলে-গৌর-প্রেম-ধন ।

তনু-মন-প্রাণ-যৌবন-ধনে

সঁপিয়াছি আজি তোমার চরণে

আর কতকাল এ ভব-বাঁধনে

র’বে মম এ জীবন !

লহ দেব মম ভকতি-অর্ঘ্য

কর কৃপা বিতরণ ।

নিত্যদাসাভিলাষী—

“চিত্তরঞ্জন”



[ ২ ]

অজ্ঞান তিমিরান্ধ্র জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া ।  
 চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥  
 মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিम् ।  
 যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥  
 জয় জয় শুভ কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথি তুমি ।  
 পূণ্যময়ি তিথিবরা তোমারে প্রণমি ॥  
 শ্রীকেশব গুরুদেব তব আশ্রয়েতে ।  
 মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ ব্রজধাম হৈতে ॥  
 সম্বৎসর অন্তে তব শুভ আগমন ।  
 প্রেমভক্তি দাতা তিথি পূজে সর্বজন ॥  
 নিতান্ত অযোগ্য আমি অপরাধ যত ।  
 প্রীতি ভক্তিহীন সদা সুকঠিন চিত ॥  
 শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রেষ্ঠজন ।  
 জয় শ্রীল গুরুদেব পতিত পাবন ॥  
 কেমনে পূজিব তব চরণ কমল ।  
 শ্রদ্ধাভক্তি শূন্য মম নাহি কোন বল ॥  
 অতান্ত বিহ্বল আমি না দেখি উপায় ।  
 তবপদে ভূপতিত প্রণতি জানাই ॥  
 নবদ্বীপ মাঝে তুমি শ্রীকোলদ্বীপ ধামে ।  
 নিরমিলে মঠগৃহ অতি মনোরমে ॥  
 অভীষ্টদেবের সেবা প্রকাশিলে ।  
 তব প্রভুর আশীর্বাদ লভিলে ॥  
 শ্রীবিগ্রহসেবাবিধি আপনি আচরি ।  
 শিখাইলে অনুগত জনে কৃপাকরি ॥  
 নবদ্বীপ পরিক্রমা কৈলে প্রবর্তন ।  
 আচণ্ডাল-সবে প্রেম কৈলে বিতরণ ॥



ধামের চিন্ময় ধূলি মাখিয়াছ গায় ।  
 অপূর্ব লাবণ্য জ্যোতি শোভাময় ॥  
 নৃত্যকালে তব সত্ত্বভাবাদি উদগম ।  
 দরশনে হরষিত হইত ভক্তজন ॥  
 শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে তব ভাব উদ্দিপনে ।  
 সর্বক্ষণ রত কৃষ্ণলীলা আশ্বাদনে ॥  
 বিপ্রলভ্য ভাব তব দেখি' ভক্তজনে ।  
 বিহ্বলিত হোয়ে সবে শঙ্কায়ুত মনে ।  
 এইরূপ অত্যদ্ভুত তব লীলাবলী ।  
 করুণা করহ যেন নিত্যকাল স্মরি ॥

—অধমা 'গিরিবালা'

[ ৩ ]

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

আজ আমাদের শ্রীশ্রীগুরুপূজার দিন । মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ  
 ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ৭৫ বৎসর পূর্বে মাঘী-  
 কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে মাদৃশ হরি বিমুখ পতিত দুর্গত জীবগণকে কৃষ্ণসেবা  
 লাভের পরম সুযোগ প্রদান করিবার জন্ত, আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সংসারে  
 পৌঁছাইয়া দিবার জন্ত, কৃষ্ণেচ্ছায় এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।

তিনি রূপাপূর্বক এজগতে আগমন করিয়া হরি বিমুখ আমাদিগকে  
 হরি-উন্মুখ করিবার জন্ত বহুবিধ উপায় ও বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।  
 কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া আমরা মাঘার সংসারে আসিয়া পড়িয়াছি । “কৃষ্ণ ভুলি’  
 সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ । অতএব মাঘা তারে দেখ সংসারাদি দুখঃ ॥”  
 কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম সেবাচুত আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া  
 দিবার জন্তই শ্রীগুরুমহারাজ “আচার্য্য-সিংহরূপে” এই প্রপঞ্চে আসিয়াছিলেন ।  
 তিনি নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য—জগদগুরু । তিনি সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ । তিনি  
 পরমকরুণাময় ।

শ্রীল গুরুমহারাজ পতিত জীবের মঙ্গলের জন্ত যে বহুবিধ উপায় ও  
 বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার দু’একটি বিষয় কীর্ত্তন করিয়া



নিজের আত্ম-মঙ্গল সাধন করিতে যত্নশীল হইব। শ্রীবাস পুজায় বাসা-  
ভিন্ন শ্রীগুরুদেবের গুণগান কীর্তন করিলেই শিষ্যের মঙ্গল সাধিত হয় ;  
এই শ্রুতি বাক্যই আমার জীবাত্ম হউক।

হে গুরুদেব, আপনার মহিমা অপার। এই নরাধম আপনার গুণ-  
গান কীর্তন করিতে সম্পূর্ণ ভাবেই অযোগ্য তবুও আশাহত জীবনে অজিকার  
এই শুভ-তিথি ও লগ্নকে আশ্রয় করিয়া নিজের আত্মমঙ্গলের জন্ত আপনার  
মহিমা কীর্তনের অভিনয় করিতেছি।

হে গুরুদেব, আপনি আপনার গুরুপাদপদ্ম জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরম-  
হংস স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোহরীষ্ট  
স্থাপন করিবার জন্ত স্বয়ং সহর নবদ্বীপে কৃপাপূর্বক সমাগত হইয়া  
“শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি” প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই মূল মঠ শ্রীনবদ্বীপ  
ধামের অন্তর্গত কোলদ্বীপে “শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ” প্রতিষ্ঠিত করিলেন ;  
কোলদ্বীপে অপরাধ-ভঞ্জন-পাটে কলিহত জীবের সঞ্চিত অপরাধ দূরী-  
করণ-মানসে সুউচ্চ মঠ প্রকট করিয়া বিভিন্ন প্রকৃষ্টে শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গ-  
রাধা-বিনোদবিহারী-বরাহদেবের ( কোলদেব ) শ্রীমূর্তিসকল প্রতিষ্ঠিত  
করিয়া জগৎসভায় গুরুসেবা-নিষ্ঠার এক আশ্চর্য্য আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

হে গুরুদেব, আপনি ভারতের বিভিন্নস্থানে বহু মঠ-মন্দির স্থাপন  
করিলেও শ্রীকোলদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত মঠের বৈশিষ্ট্য সর্বসাধারণের নিকট  
আলোচনার বিষয়-বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যা-কুল-ধনে-মদ-মত্ত হইয়া  
শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীল শ্রীবাসপণ্ডিতের পাদপদ্মে যে অপরাধ করিয়াছিলেন  
সেই অপরাধের স্মৃষ্কণাগুলি নবদ্বীপ সহর তথা ভারতের বিভিন্নস্থানে  
প্রসার লাভ করিয়া, কোমল-শ্রদ্ধা জীবসমূহকে শুদ্ধাভক্তি পথ হইতে  
আকর্ষণ করিয়া, অভক্তস্থানে নিক্ষেপ করিতেছিল। হে গুরুদেব, তাহাদের  
এই প্রকার দুরাবস্থা দর্শন করিয়া, পরদুঃখেদুঃখী আপনার হৃদয় চঞ্চল  
হইয়া উঠিয়াছিল ; সেই হেতু, আপনি কৃপাপূর্বক কলিযুগ-পাবনাবতারী  
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গোরহরির নিখিল-ভুবন মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-  
তিথিপূজা ( ফাল্গুনী-পূর্ণিমা ) উপলক্ষে শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার বিপুল  
আয়োজন করিয়া ভারতের নানাদিক হইতে ভক্তগণকে আকর্ষণ করতঃ  
তাহাদের অপরাধ অপনোদন করিবার জন্ত, অপরাধ-ভঞ্জন-পাটে আপনার  
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরি-কীর্তন নাট-মন্দিরে আপনার



শ্রীমুখনিঃসৃত দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ শুদ্ধ সত্যকথা শ্রবণে সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলী  
বিমোহিত হইয়া সজ্জন-বর্জিত, সদা অনর্থমনা দুর্জ্জন অপরাধী জীবনকে  
ধিকার দিয়া বিগলিতদেহে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। হে গুরুদেব, এবশ্বিধ  
দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য এ দাসের কবে হবে ?

হে গুরুদেব ! আপনিই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচারকরূপে  
শ্রীমঠের বিজয় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে অগ্রে রাখিয়া কীর্ত্তন মুখে শ্রীকেদার  
বদ্রীনাথ পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া হিমাদ্রির কোলে লালিত-পালিত  
জীবকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আপনার গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট  
পূরণ করিয়াছিলেন। দুর্গম গিরিশৃঙ্গে, পাহাড়-পর্বতের ভয় শঙ্কুল পথে  
খোল-করতাল সহযোগে শতশত ভক্তবৃন্দেরদ্বারা শোভাযাত্রা করিয়া,  
ধ্বজা পতাকায় সুশোভিত সিংহাসনে শ্রীমঠের চিত্তাকর্ষক বিজয়-বিগ্রহ  
রাধাভাবছাতি সুবলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরকে অনুগমন করিয়া যে তরিনাম-  
প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া অলকানন্দা-মন্দাকিনীর জলরাশিকে প্লাবিত  
করিয়াছিলেন ; তাহার একটি ধারা শ্রীবদ্রিনারায়ণের পাদদেশ ধৌত করিয়া  
শ্রীবাস-গদীর উৎসস্থল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই প্রেম-বন্যায়  
প্লাবিত অত্র একটি ধারা মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া কুলকুল রবে শ্রীকেদার  
নাথে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবাগ্ৰগণ্য শ্রীশঙ্করের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া শ্রীহরি-  
কীর্ত্তনের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। হে গুরুদেব, এরূপ অলৌকিক  
প্রচার ধারা বাঁহার লীলাতে প্রকটিত হইয়াছেন ? তাহার ভজন না করিয়া  
মাদৃশ অথম অত্র কাহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিব ?

হে গুরুদেব ! আপনি স্বয়ং ভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নাত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত  
রূপ ফুলটিকে মস্তকে ধারণ করিয়া “সারস্বত ধারা” প্রচার মানসে ভারতের  
দিকে দিকে প্রচারক প্রেরণ করিয়া এবং কখনও স্বয়ং প্রচারক হইয়া  
বিভিন্ন অপসম্প্রদায়ের ভক্তিবিরোধী মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন। বেদের  
শুদ্ধ ভক্তিশাখা, পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণ, সকল দর্শণের মধ্যে বেদান্ত-  
দর্শন ও তন্ত্রের মধ্যে সাত্ত্বত-পঞ্চরাত্র সমূহের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিভিন্ন  
সভা-সমিতিতে বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করতঃ শ্রীগুরু-  
সেবার এক অপূর্ব আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়াছিলেন। হে গুরুদেব,  
আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী স্মৃদুভাবে প্রকটিত হওয়ায়, শুদ্ধ-ভক্তিমার্গে  
বিশ্বাসীজনের যে কতবড় উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার  
সুষুক্টি এ দাসের কবে হবে ?



হে গুরুদেব ! আজ এই শুভ-প্রকট-বাসরে আপনার অনন্ত মহিমার কথা পুনঃ পুনঃ মানসপটে উদ্ভিত হইতেছে। হে গুরুদেব, আপনি আপনার প্রকটনীলায় যে “নরহরি তোরণের” ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনার মনোহরীষ্ট পুরণকারী আপনার বিশ্রুত সেবকবৃন্দ ঐকান্তিক সেবা ও যত্নসহকারে তাঁহার নিৰ্ম্মাণ কার্য সম্পন্ন করিয়া দর্শক সমাকুলের প্রচুর আনন্দবর্দ্ধন কারয়াছেন। আপনার দার্শনিক বিচারগুলি আপনার অমুগত সেবকবৃন্দ উক্ত নরসিংহ তোরণের গাত্রে রূপদান করিয়া, নিশ্চয়ই আপনার প্রীতি উৎপাদন কারিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গুরুদেবের অনন্ত মহিমা অনন্ত মুখে কীৰ্ত্তন করিলেও শেষ হইবে না। দু’একটি বিষয়ের দিগ্‌দর্শন করিয়া আমি আমার ভক্তিকুসুমাজলি শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতেছি।

গুরুদেব আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। তিনি বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ সেবার মহিমা প্রচার করিবার জন্ত এ জগতে আসিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে ভোগ করিবার জন্ত আসেন নাই। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তু এবং কৃষ্ণের নিজজন সেই হেতু কৃষ্ণকে দান করিবার ক্ষমতা গুরুদেবের আছে। “কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে।” হরিভক্তির মূলেই শ্রীগুরু পাদপদ্ম। গুরুপাদপদ্মকে বাদ দিয়া হরিভজন হয় না। গুরুকে বাদ দিলে হরির হরিত্ব বা কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব থাকে না। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। তিনিই আকর্ষণ করিয়া সকলকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী। কৃষ্ণ তাঁহার প্রেমবশ্য।

বড়ই দুর্ভাগ্য, আমি নিজেকে পতিত জানিয়া পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণস্বরূপ ও নিত্য প্রভু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিতে পারিলাম না। বড় আদরের বস্তু আজ আমার নিকট আদর পাইলেন না। তাই তাঁহার আবির্ভাব তিথিবরা বৎসরান্তে একবার করিয়া হতভাগ্য বঞ্চিত আমরাগকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্ত আসিয়া থাকেন। এই মাধব-তিথিবরার কুপালাভ হইলেই ভক্তিলাভ হইবে। নতুবা অত্ন কোন উপায় নাই।

“মাধব তিথি ভক্তিজননী যতনে পালন করি।

কৃষ্ণ বসতি, বসতি বলি পরম আদরে বরি ॥” [ ক্রমশঃ ]

সেবকাধম—“জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী”



## সদসদাচার

আহার বিহারের সঙ্গে ধর্মের কোন সংশ্রব আছে কিনা এই জিজ্ঞাসা অনেকের মনেই উঠে। তাই চারিদিকে নানালোকে কেউবা সন্ন্যাসী সেজে, কেউবা নামের আগে পরমহংস জুড়ে দিয়ে হিমালয়ের খুব স্বাস্থ্যকর জায়গায় বসে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করা শক্তি সঞ্চয় করতে করতে হাম খোদাই মত (আমিই স্বয়ং ভগবান্) প্রচার করতে করতে সকলের দণ্ডমুণ্ডের মালিকের মত হুকুম চালালেন, যা খুসী খাও দাও, আর হামখোদাই সাধ। বাস্ তবেই সিদ্ধি। নইলে রোগা পটকা হয়ে কি হ'বে?" এসব চার্কাক ঋষির সাক্ষরিত। তাদের মতলব 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' ধার কর চুরি কর, যা খুসী করে খুব পোষ্টাই খাওয়া সংগ্রহ কর, সন্তোষাদিতে মত্ত হও, ভগবান আবার কি? সব নিজে নিজে ভগবান বনে' যাও, ছোট কেন হ'তে যা'বে? খাও দাও মজা লোট। আবার কি? মলে' বুঝি আবার কেউ ফেরে? ভস্মীভূতশ্চ দেহশ্চ পুনরাগমণং কুতঃ। "পাপ ফাপ ওসব দুর্বলের কথা। যাদের গায়ে জোর নেই, তা'রাই পাপ পুণির দোহাই দেয়। এইমত তা'রা নানা ভাষাতে প্রচার করে' কত লোক জড় করে বাহবা নিচ্ছে। আর তা নেবে না কেন? বদ্ধ জীবের ত সাধারণ প্রবৃত্তিই যে ভোগ করবে। পশু ধর্ম্মে ত তা ছাড়া আর কিছু কথা নাই। আহার নিদ্রা ভয় ইন্দ্রিয় চেষ্টা নিয়েই ত বদ্ধভাব, সংসার। এ জগতে ঐ কথাইত প্রবল। মনুষ্যই বা কি? দেহে আত্মবুদ্ধি যার আছে তারই ঐ কথা। তবে তারই ভেতরে যারা একটু চালাক তারা একটু রয়ে সম্ভজে চলে। ভোগের মাত্রাটা একটু কম করে, কেননা তাতে বেশী দিন চলবে। তা মানুষের স্বভাবের চেষ্টায় যখন ভোগ, তখন যদি একজন দলপতি পায়, আর সে দলপতি বলে "যা খুসি খাও। যত পার মজা লোট, কুছ পরোয়া নেই" তখন তাদের আর পায় কে? সব তার চারধারে এসে জড়। আর সেও মাঝখানে থেকে নাম কিনে নিলে। আর বেদ থেকে একটা একানে কথা কার মুখে শুনে (সোহং) সেইটের উল্টো মানে জাহির করে নিজে এক স্বামী হয়ে বসে লোকগুলোর দফা রফা করছে। তাদের বোঝাচ্ছে শাস্ত্রে ওসব ব্যবস্থা আছে। বলছে ইন্দ্রিয় তর্পণ ছাড়া আর কি, জ্যোতিষ্ঠোমাদি



যজ্ঞ মাংস ভক্ষণের আয়োজন ছাড়া আর কি? সোম পান মদ খাওয়ার হুকুম ছাড়া আর কি? এই সব শাস্ত্রের কথা নিজের চশমায় দেখে লোকগুলো সব উৎসন্ন যেতে বসেছে। বেদে যখন যজ্ঞের পশু বধের কথা আছে তখন আর কি? কসে পশু মাংস ভোজন কর। বিবাহের আদেশ আছে, তার মানে হল যত পার বিচার শূন্য হয়ে যখন তখন সুরবিধে হলেই ইন্দ্রিয় তর্পণে রত হও। সোমপানের ব্যবস্থা মানে আর কি সুরাপানে মত্ত হও। কিন্তু বেদেই যে বলেছে—‘মা হিংস্তাং সর্কীণি ভূতানি’ বেদের এই আদেশ ভেসে গেল। আর বেদেই যে ঐ সব ব্যবস্থার বেশ বাখা করে দিচ্ছে, তখন অন্ধ সেজে গেল। হায় হায়! মায়াদেবী জীবকে এমনি মোহবদ্ধ করে কষ্ট দিচ্ছে গো। “লোকে ব্যবসামিষমত্তসেবা নিত্যাস্তু জন্তোন্নাহ তত্র চোদনা। ব্যবাস্ততিস্তেযু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরা-  
 ত্তনিবৃত্তি রিষ্টা।” এ জগতে জীবের এসব দুঃপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক, ওর জন্তু আর আলাদা করে বেদে হুকুম দিতনা। এমন কথা নয় যে লোকের কাম ছিলনা, বেদে জোর করে ইন্দ্রিয় তর্পণ করচ্ছে। মাছ মাংস খাবার লোভ ছিলনা, তাই বেদে যজ্ঞ করতে বলছে, মাতাল হবার মতলব ছিলনা, তবু বেদ সোমপানে রত করছে। ও সকল দুঃপ্রবৃত্তি বদ্ধজীব-  
 মাত্রেরই আছে। ঐ দুঃপ্রবৃত্তি কম করবার জন্তেই যে ঐ সব ব্যবস্থা দে হুস আর বোকা লোকের হচ্ছেনা। বেদে যে নিবৃত্তিকে লক্ষ্য করেই বিবাহ যজ্ঞ সুরাগ্রহের ব্যবস্থা করেছে এই সোজা কথা মাথায় কোন মতে ঢুকছে না। হায়, হায়! দুর্ভাগার এইত লক্ষণ। বেদের উদ্দেশ্যই লোককে এই সব প্রবৃত্তি থেকে ছুটি করে দেওয়া, এই ছুটি হলে তবে তাদের মঙ্গলের রাস্তা আরম্ভ হবে এ বিচার না হয়ে হল কিনা উলটা বুঝলি রাম। ঘোড়া চাওয়া গেল চড়তে, রাম ঘোড়া দিল বইতে। বেদের উদ্দেশ্য হল নিবৃত্তি, আর বোকা লোকগুলো বলছে যে তাদের সুরবিধেই বেদ করে দিয়েছে। বেদে শিক্ষা দিচ্ছে যে বেদের ব্যবস্থা ছাড়া অগ্র ভাবে ইন্দ্রিয় সেবায় মাংসাদি খাওয়া বা মদ খাওয়াতে পাপ হবে। সে কথা গেল চুলোর দরজায়। বলেছে, আমরা বেদ মানি, আমরা হিন্দু, তাই মাছ মাংস খাচ্ছি। ইন্দ্রিয় তর্পণ করছি মদও খাচ্ছি। তাতে কি? এতে কেন দোষ হবে।” বেশ বিচার, তোমাদের বুদ্ধি তোমাদেরই থাক, তোমাদের হাওয়া যেন আমাদের না লাগে। মনুসংহিতাতেও



আছে “প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।” আমরা জানি যে তামসিক রাজসিক নিবৃত্তি শেখাবার জন্তে, প্রবৃত্তি সংকোচ করবার জন্তে লোকদের শাস্ত্রে বিবাহ ব্যবস্থা। বেদের নিবৃত্তিরিষ্টা আর মমুর “নিবৃত্তিস্তু মহাফলা” হ’তে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকেরই’ত বোঝা উচিত যে মাছ মাংস খদ খাবার হুকুম দিচ্ছে না। আর বেদের প্রপকফল শ্রীমদ্ভাগবতে কি বলেছেন দেখুন “পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদযং প্রিয়তমং নৃণাম্। অনন্তসুখ-মাপ্নোতি তদ্বিধান্ যত্নকিঞ্চনঃ। সামিষং কুররং জঘ্নুর্বশিনোহস্তে নিরামিষাঃ। তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত ॥ (১১।১।১-২) মানুষের যেটা খুব প্রিয়বস্তু তাতে আসক্তি সকলের দুঃখের মূল, যে অকিঞ্চন লোক এটা বেশ বোঝেন তিনিই সুখে আছেন। কুরর পাখী আমিষ ত্যাগ করিয়া সুখ লাভ করিয়াছিল। খাওয়া বিচার করতে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন, ‘পথাং পুতমনায়ন্তমাহার্যাং সাত্ত্বিকং স্মৃতং। রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চ আন্তি-দাশুচিঃ ॥ (১১।২।৫।২৮) পবিত্র, হিতকর, সহজে পাওয়া যায় এমন আহারই সাত্ত্বিক আহার, যাতে ইন্দ্রিয়ের বেশ তৃপ্তি সে রাজসিক, আর অন্তি কষ্টদায়ক আহার তামস। এখানে শ্রীধর স্বামিপাদ টীকাতে বলেছেন, “চশদান্মন্নিবেদিতস্ত নিগুণমিত্যভিপ্রেতম্।” অর্থাৎ ভগবানে নিবেদিত প্রসাদী বস্তুই নিগুণ। ভগবানকে ত আর মাছ মাংস নিবেদন করা যায় না। বখন কোন ঠাকুরকে ওসব নিবেদন করা হয় ঠাকুর নেয়না। ওসব গুলো অমেধ্য বা ঠাকুর সেবার অযোগ্য। লোকে বখন কোন কামনা সিদ্ধির জন্তে ঠাকুরের পূজা করে, তখন রক্ত আর তমগুণের আশ্রয়ে করে, সে পূজা সাত্ত্বিক নয়, নিগুণ ত নয়ই। কাজেই ও নিবেদন করলেও ভগবানের প্রসাদ হয় না। ওসব খেলে রক্তোত্তপ্ত ও তমোত্তপ্ত বাড়তে থাকে, তার মানে আমরা সংসারে আরও বাঁধা পড়ি। ষাঁরা সে বাধা এড়াতে চায় তাঁরা নিগুণ প্রসাদী জিনিষ পাবে, সে কখনো নিরামিষ ছাড়া হতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে আর এক স্থলে (১১।৫।১৩-১৪) আছে—যদ্ব্যাণভক্ষো বিহিতঃ সুরাসান্তথা পশোরালভনং ন হিংসা। এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্যং ॥ যে ভুনেবদ্বিদোহসত্ত্বঃ শুদ্ধাঃ সদ্ভিমানিনঃ। পশুনক্রহস্তি বিশুদ্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।” শাস্ত্রে যে সুরাগ্রহণের কথা সে কেবল ঘ্রাণ লইয়া, পশু বলি কেবল কিঞ্চিং অজ্জৈদন—বধ নহে, আর বিবাহ কেবল সন্তানের জন্ত ইন্দ্রিয় সেবায় নহে। বোকা



লোকেরা এই ধর্ম না জানিয়া কেবল নিজের সুখের জন্তে ঐ সব জিনিষ ব্যবহার করে। যে সব অসং লোক নিজেদের সং বলে অভিমান করে তারা প্রাণিবধকে অধর্ম না জেনে বেশ মজা করে প্রাণী মারছে, সেই সব প্রাণী পরলোকে সেই সব ঘাতকে খায়। দেখুন, পাঠকগণ শাস্ত্রের কি ব্যবস্থা দেখুন। আবার ভবিষ্যপুরাণেও এই কথা—মাংস ভক্ষয়িতামমৃত যশ্চ মাংসম্ ইহাদ্ভ্যহং। ইতি মাংসস্ত মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ এই জন্মে ষার মাংস খাওয়া যায় পর জন্মে সে আমার মাংস থাইবে, “মাং (আমাকে) সঃ (সে)।” আর প্রাচীন বর্হি রাজাকে হতযজ্ঞপণ্ডদের প্রত্যক্ষ দেখিয়ে নারদ বলেছিলেন, “ভো ভো প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশু তয়াধ্বরে সংজ্ঞাপিতান্ জীব সজ্ঞান্ নিষৃগেন সহস্রণঃ। এতে স্বাং সংপ্রভীক্ষন্তে মরন্তো বৈশসংতন॥” রাজা তুমি নির্ধূর হট্টয়া সহস্র সহস্র যে সকল জীবকে যজ্ঞে বলি দিচ্ছিলেন, এই দেখ তাহারা তোমার বধ চিন্তা করে তোমারই অপেক্ষা করছে। যজ্ঞে পশুবধের এই ফল। এই জন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে “পশোরালভনং ন হিংসা” বলেছে, সুরার ‘ভ্রাগভক্ষ্য’ বলেছে অর্থাৎ পান-বিহিত নয়, সন্তাননিমিত্ত নিশিচর্য্যার বিধি-মাত্র, তদধিক আসক্তিতে ধর্ম্মলোপ উদ্দেশ্য করিয়াছে।

বাংলা দেশের লোক আবার ধুষো ধরে আছে “এটা মাছের দেশ, মাংস না খেলেও এখানে মাছ খেলে কোন দোষ নাই। কিন্তু মনু কি বলেছেন শুনুন—“মৎস্তাদাঃ সর্কমাংসাদাস্তান্মাংস্তান্ বিবর্জ্জয়েৎ,”—“বিবর্জ্জয়েৎ” এখানে বিধি দিচ্ছেন, অপালনে পাপ, কেননা যাহারা মাছ খায় তা’দের সব মাংসই খাওয়া হ’য়ে যায়, নিসিদ্ধ মাংসগুলি’ও বাদ পড়ে না। সুখের বিষয় বাঙ্গালী আজ একথা বুঝতে শিখেছেন, আজকাল মনে হয় অনেক ঘরে মাছ চলে না, মাংস ডিম্বত’ নয়ই। আশা করা যায় শীঘ্রই এমন দিন আসবে যে দিন পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে মহলি খোর বলিয়া সেখানকার লোকেরা বাঙ্গালীকে আর ঘৃণা করবে না।

আবার এমন অনেকে আছেন যারা নিজেরা মাছ মাংস খান না, অথচ পশুহত্যার পাপ থেকেও তাঁহাদের নিস্তার হয় না। নিজে খাবার লোভ ছাড়লেন, তবু পাপ ছাড়ে না, এও ত এক মুশ্কিল। সাধ করে এরকম মুশ্কিলে পড়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? মনুর ঐ জায়গাতেই (মে অঃ) লেখা আছে, পড়ুন—“অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী। সংস্কর্তা



চোপহর্তা চ খাদকাশ্চেতি ঘাতকাঃ ॥ ঘাতক আট রকম, (১) যে অমুয়োদন করে, যেমন স্বামী মাছ খায় না, স্ত্রীপুত্রকে খেতে নিষেধও করে না, তার পরসী জোগায় ; অথবা যেমন গুরু নিজে খায় না, তবে শিষ্যের খাওয়াতে বাধা দেয় না ও তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে, কিংবা যেমন আমিষ খাওয়া গুরুর নিরামিষ খাওয়া শিষ্য (২) যে বধার্থে সংগ্রহ করে—যেমন মাছ ধরা (৩) যে বধ করে মাছ কোটে বাছে। (৪) ও (৫) যে কেনে বা বেচে। (৬) যে সংস্কার করে বা রাঁধে। (৭) যে পরিবেশন করে। (৮) আর যে খায় সেত' বটেই। অনেক বিধবা মা ঠাকরুণ এই (৩), (৬) ও (৭) এর দায়ে দায়ী হয়ে পাপে পড়ছেন। তাঁদের কাছে নিবেদন পেটও ভরল না। জাতিও গেল এটা আর তাঁরা যেন না করেন। এই থেকে সোজা বোঝা যাচ্ছে যে যেখানে আমাদের কথা চলে সে জায়গায় যদি উঠে পড়ে আমরা জীবহিংসা নিবারণ না করি আমরা ঘাতক।

এই হ'ল সাধারণ ধর্মের কথা। রাজসিক বা তামসিক আহার বিহারে সম্ভাশ্রিত ধর্ম হয় না। আর যাহারা ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তনের যত্ন করছেন তাঁদের ত' কথাই নাই। ভগবদ্ভক্তের কোন অসদাচার সম্ভব নয়। পাঠকপাঠিকাগণ, আপনারা যেখানে এই অসদাচার দেখবেন, যেখানে সংসার-সুখভোগে খুব টান দেখবেন, সেখানেই তাদের ভগবদ্ভক্তদের তালিকা থেকে নাম কেটে দেবেন। অভক্তকে ভক্ত বলে ধরলে ভক্তকে ছোট করা, সাধুর নিন্দা ই'য়ে যায়। যেখানে এইরূপ অভক্তরা ভক্ত সেজে বেড়াচ্ছে, লোকের সামনে ছরাচারের দোষ দেখিয়ে সাবধান না করে দিলে আমাদের সাধুনিন্দা অপরাধে পড়তে হ'বে। তা'তে আমাদের সমূহ অমঙ্গল। সদাচার প্রচার ও অসদাচার নিবারণ প্রত্যেকেরই কর্তব্য। সেজন্তু নিজের অসদাচার দূর ও সদাচার পালন সকলের আগে দরকার। আশাকরি সহৃদয় জনগণ আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া অহুগ্রহ দেখাইতে সঙ্কোচ করিবেন না।

সংগৃহীত



# শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

নিত্যলীলা প্রবিষ্টে ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্বক্তা প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পুনঃ প্রবর্তিত শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা অগ্ৰাণ্ণ বৎসরের ত্রায় এ বৎসরও সমিতির বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তাবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় যথারীতি উৎযাপিত হইয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভুবন মঙ্গলময়ী শুভাবির্ভাব তিথিকে আহ্বান জানাইবার জন্ম তথা জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ধারাকে অনুসরণ করিয়া সমিতির সদস্যবর্গ সপ্তাহ-ব্যাপি নবধাভক্তির পীঠস্থান শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার দ্বারা নবধাভক্তির যাজনোদ্দেশ্যে এই বৃহৎ মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন।

উক্ত মহামহোৎসব বিগত ২৪ গোবিন্দ ২৯শে ফাল্গুন ইং ১৩ই মার্চ মঙ্গলবার হইতে ১লা বিষ্ণু ৫ই চৈত্র ইং ১৯শে মার্চ সোমবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই বৎসর প্রায় চার সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে শ্রীধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর জন্মোৎসবে যোগদানের নিমিত্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমাগত ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইবার ও শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার সংকল্প গ্রহণ উদ্দেশ্যে মঠস্থ শ্রীহরি কীর্তন নাট্য মন্দিরে সন্ধ্যায় এক মহতী সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তা বেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি ও সমিতির সহঃ সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তাবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ বক্তৃতা মাধ্যমে শ্রীনবদ্বীপ ধামই যে অভিন্ন ব্রজধাম তাহা সূচরূপে পরিবেশন করেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে শ্রীধামের মহিমা কীর্তন করেন।

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবৃন্দ ও তদনুগতভক্তবৃন্দ পরিক্রমা-সূচী অনুযায়ী ২৯শে ফাল্গুন হইতে ৩রা চৈত্র পর্য্যন্ত যথাক্রমে শ্রীগোক্রম-দ্বীপ ( কীর্তনাখ্য ), শ্রীমধ্যদ্বীপ ( স্মরণাখ্য ), শ্রীকোলদ্বীপ ( পাদ-সেবনাখ্য ) শ্রীঋতুদ্বীপ ( অর্চনাখ্য ), শ্রীজহ্নুদ্বীপ ( বন্দনাখ্য ), শ্রীমোদক্রমদ্বীপ ( দাস্তাখ্য ),



শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ ( সখ্যাখ্য ), শ্রীসৌমন্তদ্বীপ ( শ্রবণাখ্য ) ও শ্রীঅন্তদ্বীপ ( আত্ম-নিবেদনাখ্য ) পরিক্রমা সমাপ্ত করেন । উক্ত পরিক্রমাগুলি সহঃ সভাপতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় ও তথা অগ্রান্ত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দের সহযোগিতায় সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিলেন । শ্রীধামের বিভিন্নস্থানে পরিক্রমাতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীহরি কীর্তন নাট্য মন্দিরে ধর্ম সভার অয়োজন হইয়াছিল । এই সভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বামন মহারাজ প্রতিদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ।


২৯শে গোবিন্দ, ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ রবিবার শ্রীগোরাবির্ভাব বাসরে সমস্ত দিন পাঠ-কীর্তন এবং সন্ধ্যায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলা ও তদীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা হয় । পরদিবস শ্রীশ্রীল-শচীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ-মহোৎসব বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত দিন সকাল ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অগণিত জনগণকে মহা-প্রসাদাদির দ্বারা আপ্যায়িত কর হয় ।

উক্ত পরিক্রমা ও শ্রীগোর-জন্মোৎসবে জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল-সরস্বতী ঠাকুরের অনুগৃহীত পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত শুদ্ধাষ্টেতী মহারাজ, সমিতির সভাপতি আচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহঃ সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদক পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাধাকান্তী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গ্রাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদগণের মুখঃ নিম্নত হরিকণা ভক্তবৃন্দের প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছে । এই পরিক্রমায় ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্ত সকলেই তাঁহারা সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্থ ।

নিজস্ব সংবাদ



ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



ধর্মঃ বহুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথায় যঃ ।

নোৎপাদয়েদযদি রতিং শ্রয়এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়াক্ষাঃ সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।      অতু ধর্ম দুহুঁকপে পালে যেই জন ।  
 অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যশূন্য ॥      হরি-কথায় বক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ২৭ মধুসূদন, ৪৮৭ গৌরব্দ  
 সোমবার, ৩০ বৈশাখ, ১৩৮০ ; ইং ১৪।৫।১৯৭৩ } ৩য় সংখ্যা

সানুবাদঃ

ব্রতাসুরবাক্যম্

( শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে  
 একাদশাধ্যায়ে ২২-২৭ দ্বাদশাধ্যায়ে ৭-১৫ )

পুংসাং কিলৈকান্তুধিয়াং স্বকানাং  
 যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্ ।  
 ন রাতি যদেষ উদ্বৈগ আধি-  
 র্মদঃ কলির্ব্যসনং সম্প্রয়াসঃ ॥ ১ ॥

যাঁহারা ভগবানের প্রতি একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করেন, এবং ভগবান্‌ও  
 যাঁহাদিগকে নিজ জন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বর্গ,  
 মর্ত্য, পাতালে যে সম্পদ বর্তমান রহিয়াছে তাহা দান করেন না । যেহেতু  
 তাহা হইতে শত্রুতা, উদ্বৈগ, ( অলাভে ) মনস্তাপ, গর্ব্ব, কলহ, নাশে দুঃখ  
 এবং রক্ষণে ও বৃদ্ধিকরণে অতিপ্রয়াস পাইতে হয় ॥ ১ ॥



ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎ-

পতিবিধত্তে পুরুষস্ত শত্রু ।

ততোহনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো

যো ত্বল্ভোহকিঞ্চনগোচরোহনৈঃ ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ! আমাদের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি তদীয় ভক্তগণের ত্রিবর্গপ্রয়াস অর্থাৎ ধর্মার্থকামচেষ্টি নিবারণ করিয়া দেন । তদ্বারাই তাঁহার কৃপা অনুমান করা যায় । এতাদৃশ ভগবৎপ্রসাদ একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তেরই লভ্য ; অন্য বিষয়াবিষ্টচিত্তব্যক্তিগণের পক্ষে ত্বল্ভ ॥ ২ ॥

অহং হরে তব পাদৈকমূল-

দাসানুদাসো ভবিতাম্মি ভূয়ঃ ।

মনঃ স্মরেতাস্পৃশ্যতে গুণানাং

গুণীত বাক্ কৰ্ম্য করোতু কায়ঃ ॥ ৩ ॥

হে হরে ! যাহারা তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কি আবার তোমার সেই দাসগণেরও দাস হইতে পারিব ? আমার মন যেন, প্রাণপতি, তোমার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্য যেন তোমারই গুণ-কীর্তন এবং শরীরও তোমারই সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকুক ॥ ৩ ॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং

ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা

সমঞ্জস ত্বা বিরহস্য কাঙ্ক্ষে ॥ ৪ ॥

হে সর্বসৌভাগ্যানিধে ! আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একছত্র আধিপত্য এবং অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষপ্রাপ্তিও ইচ্ছা করি না ॥ ৪ ॥

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ

স্তম্ভং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ ।

প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা

মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥ ৫ ॥



হে কমললোচন ! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে ; রজ্জুবদ্ধ বৎস যেরূপ পীড়িত হইয়া কোন্ সময় স্তন্য পান করিবে, তজ্জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে ; বিষণ্ণা প্রেয়সী পত্নী যেরূপ প্রবাসিপতির দর্শনের অভिलाষ করে, আমার মনও সেইরূপ একমাত্র তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৫ ॥

মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং

সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকৰ্ম্মভিঃ ।

তন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহে-

স্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥ ৬ ॥

হে নাথ ! নিজকৰ্ম্মবশে সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছি। অতঃপর আমার যেন ত্বদীয় পুণ্যকীর্ত্তি ভক্তগণের সঙ্গে সখ্যলাভ হয় এবং তোমারই মায়ায় আমার চিত্ত যে, দেহ, পুত্র, কলত্র, গৃহ প্রভৃতিতে বর্ত্তমানে আসক্ত হইয়াছে, তাহাতে যেন আর আসক্তি না থাকে ॥ ৬ ॥

যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং

জয়ঃ সदैকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্ ।

বিনৈকমুৎপত্তিলয়স্থিতীশ্বরং

সর্ব্বজ্ঞমাচ্যুং পুরুষং সনাতনম্ ॥ ৭ ॥

( হে ইন্দ্র ), উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ ও অনাদি, সনাতন পুরুষ এক ভগবান্ ভিন্ন দেহধারী বা পরতন্ত্র জীবাত্মা যুদ্ধেচ্ছু শত্রুগণের সর্ব্বদা জয় হইবে,—এরূপ নিয়ম নাই, কোন স্থলে জয় ও কোন স্থলে বা পরাজয় হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

লোকাঃ সপালা যন্তোমে শ্বসন্তি বিবশা বশে ।

দ্বিজা ইব শিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্ ॥ ৮ ॥

লোকপালের সহিত এই লোকসমূহ যাঁহার বশে থাকিয়া জালবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় অবশভাবে চেষ্টা করিতেছে, সেই কাল অর্থাৎ ভগবান্‌ই জয়-পরাজয়ের একমাত্র কারণ ॥ ৮ ॥

ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ ।

তমজ্জায় জনো হেতুমাআনং মন্যতে জড়ম্ ॥ ৯ ॥



ওজঃ ( ইন্দ্রিয়শক্তি ), সহঃ ( মনঃশক্তি ), বল ( শরীরের শক্তি ) এবং  
প্রাণ, অমৃত ও মৃত্যু-স্বরূপ সেই ভগবান্কে না জানিয়া মূঢ়জন এই জড়-  
দেহকেই জয়-পরাজয়ের হেতু বলিয়া মনে করে ॥ ৯ ॥

যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ ।

এবমুতানি মঘবনশীততন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ ॥ ১০ ॥

হে মঘবন, ( ইন্দ্র ), দারুময়ী নারী কিংবা পত্রময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় নৃত্য  
করিতে পারে না, কিন্তু নর্তকের ইচ্ছায়ই নৃত্য করে, সেইরূপ সর্ববস্তুই  
ভগবানের অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে ॥ ১০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিবাক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়াশয়ঃ ।

শরুবন্ত্যস্ত সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি পঞ্চভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়  
এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত এই সকল বস্তু ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সৃষ্টি  
কার্য্য করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেহশীশমীশ্বরম্ ।

ভূতৈঃ সৃজতি ভূতানি এসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥

অতএব সর্বনিয়ন্তা স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে জীব জানিতে না পারিয়া অনীশ্বর  
( পরাধীন ) স্বকীয় আত্মাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া মনে করে । কস্ম-সহযোগে  
পিতাদিহি স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্রাদি হন্তা,—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ  
প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ই ভূতদ্বারা ভূতের সৃষ্টি ও ভূতদ্বারা ভূতের  
বিনাশ করেন, অতএব তাহাতে ভূতের কোন স্বতন্ত্রতা নাই ; ঈশ্বরই  
স্বতন্ত্র ॥ ১২ ॥

আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যমাশিষঃ পুরুষস্য যাঃ ।

ভবন্ত্যেব হি তৎকালে যথানিচ্ছাবিপর্ষয়াঃ ॥ ১৩ ॥

বিনাশকালে যেমন পুরুষের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আয়ুঃ, শ্রী ও যশঃ প্রভৃতির  
হানি হইয়া থাকে, সেইরূপ জয়কালেও পুরুষের প্রযত্ন ব্যতিরেকেই আয়ুঃ, শ্রী  
ও যশঃ প্রভৃতির লাভ হয় ॥ ১৩ ॥

তস্মাদকীর্ত্তিযশসোজয়াপজয়য়োরপি ।

সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুর্জীবিতয়োস্তথা ॥ ১৪ ॥



অতএব সমস্তই ঈশ্বরাদীন বলিয়া অকীৰ্ত্তি ও যশঃ, জয় ও পরাজয়, মৃত্যু ও জীবন এবং ইহাদের কার্য্য, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থায়ই সমভাবে অবস্থান করিবে ॥ ১৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ ।

তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ স ন বধ্যতে ॥১৫॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ, আত্মার গুণ নহে ; এই সত্ত্বাদির পরিণামভূত দেহে অবস্থিত আত্মাকে যিনি একমাত্র সাক্ষী বলিয়া জানেন, তিনি হর্ষ-বিষাদাদিতে লিপ্ত হন না ॥ ১৫ ॥

## পত্রাবলী \*

অনুক্ষণ শ্রীভগবন্মাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণদ্বারা যাবতীয় বিপদাপদের  
শান্তি ও অনিত্য জীবনের সার্থকতা (৩)

শ্রী শ্রী গুরু গোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

ভেঘরিপাড়া, পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া)

১৩/৮/১৯৬০

স্নেহস্পন্দেয়ু—

\* \* তোমাকে ১৮/৬০ ও ৮/৮/৬০ তারিখে পত্র দিয়াছি। উহা পাইলে কিনা জানাইবে। তোমার সমস্ত পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়াছি। অতঃ ১৩/৮/৬০ তারিখ। এখানকার সংবাদপত্রে \* এর সম্বন্ধে একটি বিতীষিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তজ্জন্তু মন খুব উদ্বিগ্ন। এক্ষণে সঙ্কট সময়ে ধীর-স্থির হইয়া যে-কোন অবস্থায় প্রাণরক্ষা করা আবশ্যিক। সর্বদাই ভগবানের নাম স্মরণ রাখিবে।

“যায় সকল বিপদ ভক্তিবিনোদ, বলেন যখন ও নাম গাই।”— স্মরণে নাম-কীর্ত্তনই আমাদেরকে নিশ্চিন্ত করিবে। শত আপদ-বিপদেও হরিসেবা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। তথাপি বুদ্ধিমত্তার সহিত

\*পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত। —

শ্রীগোঃ পঃ সঃ



জীবনরক্ষা করিয়া যত অধিকদিন হরিসেবা করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্তব্য।

\* \* \* \* \*

আর একটি পরামর্শ আমার মনে আসিতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের উপাখ্যানে একটি পয়ার লিখিত আছে—“শ্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা” (চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪২)—এই নীতি অবলম্বন করিবে। আমি তোমাকে নিয়ে চরিতামৃতের আটটি লাইন উদ্ধার করিয়া লিখিতেছি—

“ ‘শ্রীগোপাল-নাম মোর—গোবর্দ্ধনধারী।

বজ্রের স্থাপিত, আমি ইহা অধিকারী ॥৪১॥

শৈল-উপরি হৈতে আমি কুঞ্জে লুকাঞা।

শ্লেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা ॥৪২॥

সেই হৈতে রাহি আমি এত কুঞ্জ-স্থানে।

ভাল, আইলা তুমি, আমি কাচ সাবধানে” ॥৪৩॥

এত বলি’ সেই বালক অন্তর্দ্বান হইল।

জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥৪৪॥

( চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪১-৪৪ )

উক্ত বাক্যগুলি আলোচনা করিবে। যদি বিশেষ কিছু অসুবিধা মনে কর, তাহা হইলে \* ভক্তগণের উপর শ্রীবিগ্রহগণের সেবাতার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসিবে। তোমার পত্র বা টেলিগ্রাম পাইলে এখান হইতে \* এবং \* কে ওখানকার মঠ চালাইবার জন্ত পাঠাইতে পারা যায়। \* প্রভুকে ডাকাইয়া এসব বিষয়ে আলোচনা করিবে। আমি তোমাকে সব রকম কথাই জানাইলাম। নিজে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। মঠের অন্ত্যান্ত সেবকগণকে নিরাপদে রাখিতে চেষ্টা করিবে। \* \* \* তবে একথা খুবই সত্য—মানুষের জীবন অনিত্য। যে-কোন মুহূর্ত্তেই জীবন বহির্গত হইয়া যাইতে পারে। কৰ্ম্মফল অনুযায়ী মৃত্যু ঘটয়া থাকে। তথাপি ভগবৎসেবাস্বারাই সর্বপ্রকার কৰ্ম্মফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বিষ্ণুশর্ম্মার ‘মিত্রলাভ’ গ্রন্থে একটি উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—



ধনানি জীবিতকৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসর্জ্যেৎ ।

সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥

অর্থাৎ ধন এবং জীবন—ভগবানের সেবার্থে উৎসর্গ করিবে। জীবন বিনাশশীল হইলেও সংকার্যো নিযুক্ত করা কর্তব্য।

\* এর অত্যাধিক যেরূপ বিপদ-আপদের কথা শুনা যাইতেছে, \* জেলায় বিশেষতঃ তোমাদের ঐ অঞ্চলে যদি সেরূপ কোন অসুবিধা না থাকে, তাহা হইলে ধীর-স্থিরভাবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রহিবে। আবশ্যক বিবেচনা করিলে \* ও \* কে পাঠাইতে পারি। তবে তাহারা এখন \* এর সঙ্গে প্রচারে আছে। সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে আনাহঁতে হইবে। ওখানে বিশেষ ঠেকা না হইলে তাহাদিগকে পাঠাইব না।

এখানে মন্দিরের কার্য চলিতেছে। \* প্রভু ক্রমশঃ ভাল হইতেছেন। \* এখানকার অত্যাধিক সংবাদ ভাল। \* র সহিত আবশ্যকমত পরামর্শ করিবে। তোমাদের জন্ত বিশেষ চিন্তিত। প্রত্যেক সপ্তাহে পত্র দিবে। \* \* সহিত পরামর্শ করিতে পার। ইতি—

নিতামঙ্গলাকাজক্ষী

শ্রীভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব

## শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীগুরুপূজা\*

[পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৪ পৃষ্ঠার পর]

ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়-বর্জিত সাধুগণের শ্রীমুখ-বিগলিত  
বাণীতেই বাস্তব কল্যাণ নিহিত

শ্রবণ ক'রতে হ'বে বটে, কিন্তু কি শ্রবণ ক'রতে হ'বে? স্কুল-কলেজে ত' আমরা অনেক শ্রবণ ক'রে থাকি; কিন্তু যাঁরা আমাদের কাছে ঐসকল শ্রবণীয় কীর্তন করেন, তাঁ'রা কে? তাঁ'দের কি ব্যারামটা ভাল হ'য়েছে? ভ্রম প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—মানবের যেগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, সেই দোষ থাকতে তাঁ'রা কিরূপে স্বতঃ বা পরতঃ আলোচনা ক'রবেন?

\* জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কর্তৃক তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অগ্রকট-তিথিতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

—সম্পাদক



যিনি এসকল দোষ হ'তে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তাঁ'র আশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে আমরা ভ্রমাদি-নির্মুক্ত সত্যকথা শ্রবণ ক'রতে পারি? যিনি ভগবৎপাদপদ্মের সর্বদা অনুশীলন করেন, তাঁ'র আনুগত্যময়ী সেবা-দ্বারা তিনি ঈ'র সেবা করেন, তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যেতে পারে, অন্যভাবে পাওয়া যেতে পারে না,—

“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্তা নমন্তু এব

জীবন্তি সনুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্গনোভি-

র্থে প্রায়শোহজিত জিতোহপাসি তৈস্তিলোক্যাম্॥”

আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা তর্কপথে জ্ঞানসংগ্রহের চেষ্টা বিপজ্জনক। সেইরূপ জ্ঞান-সংগ্রহের আশায় যতদিন আস্তা স্থাপন করি, ততদিন সমগ্র জ্ঞান পাই না, বিকৃতজ্ঞান—অসম্যগ্জ্ঞান বা কখনও কখনও আংশিক জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি। আংশিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'রতে গিয়ে খানিক জানতে জানতেই আয়ুঃ ফুরিয়ে যা'বে। নমস্কারের পন্থাই স্বীকার্য্য অর্থাৎ কাণটা পাতা। সাধুগিদের মুখকথিত বার্তা যিনি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তাঁ'রই মঙ্গল হয়। ভবদীয় বার্তা—কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণভক্ত-সম্বন্ধীয় কথা যিনি আলোচনা করেন, তিনিই সাধু। অন্য সব কথা বায়ুরাশিতে বিলীন হ'য়ে যায়। উহা শত শত বৎসর ধ'রে উচ্চারণ করিলে কি ফল হবে?

“হ্রিয়মাণঃ কালনত্যা কচিৎকুরতি কশ্চন।”

কাল চ'লে যাচ্ছে, তা'তে আয়ুহরণ হ'য়ে যাচ্ছে. এর মধ্যে কে সিদ্ধি-লাভ ক'রবেন? শ্রোতপন্থীই সিদ্ধিলাভ করবেন। বাদের প্রতিবাদ আছে, তর্কের কোনদিন প্রতিষ্ঠা নাই; কিন্তু শ্রোতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্বদা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্বোদ্বিগ্নে হরিকীর্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ ক'রতে পারেন।

**শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-কীর্তনকারী**

**অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত**

কীর্তনীয় বিষয়টি কি?—নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা। যদি বাস্তব-বস্তুর নাম কীর্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর রূপ কীর্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর গুণ কীর্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর পরিকর বৈশিষ্ট্য কীর্তিত



হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর লীলা কীৰ্ত্তিত হয়, তা' হ'লেই আমাদের সমস্ত মঙ্গল হ'বে—আমাদের অহঙ্কার নষ্ট হ'য়ে যা'বে—আমাদের অসহিষ্ণুতা নষ্ট হ'বে। জড় প্রতিষ্ঠার আশাকে বর্জন ক'রে সমগ্র বহির্মুখ জগতের নিকট পরম অসাধু ব'লে খ্যাতি লাভ ক'রেও আমরা পরমানন্দ লাভ ক'রতে পারব। ভাগবতের ত্রিদণ্ডীর প্রতি বহির্মুখ জগৎ হ'তে অনেক অত্যাচার হ'য়েছিল। সত্যের কীৰ্ত্তনকারী—হরিকথা-কীৰ্ত্তনকারীর প্রতি অত্যাচার করবার জন্ত সমগ্র বহির্মুখ জগৎ, এমন কি দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। ত্রিদণ্ডী জগতের বহির্মুখ সমাজের কথায় কর্ণপাত না ক'রে আপন মনে হরিকীৰ্ত্তন ক'রতে ক'রতে ভূমণ্ডলে বিচরণ ক'রেছিলেন,—

“এতাং সমাস্তায় পরান্ননিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূৰ্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।

অহং তরিষ্যামি দূরন্তপারং তমো মুকুন্দাজিঘ্রনিষেবসৈব ॥”

**স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরমুন্দর  
সম্বন্ধে বহির্মুখলোকের বিভিন্ন ধারণা**

কৃষ্ণ যখন “সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” ব'ল্লেন, তখন বহির্মুখ লোক কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকৃতি-প্রসূত প্রাণিবিশেষ মনে ক'রে ব'ল্লেন, কৃষ্ণচন্দ্র নিজের পূজার কথা নিজে ব'ল্ছেন, কৃষ্ণ কিরূপ আত্মসুখপর! সেইজন্ত সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জীবের মঙ্গলের জন্ত গুরুর পোষাকে উপস্থিত হ'লেন। তাঁ'র উপদেশ ও আচরণ হ'লো—কৃষ্ণকে ভজন কর—কৃষ্ণের কীৰ্ত্তন কর। বোকা লোকেরা মনে ক'রলে, একজন সাধক জীব এসে উপস্থিত হ'য়েছেন; বুদ্ধিমানেরা উপলব্ধি ক'রলেন, কৃষ্ণ বড় চতুর, শঠ, তাই ভোল ব'লেছেন, আশ্রয়জাতীয় আবরণ প'রেছেন; তাঁ'কে তাঁ'রা চিনে ফেল্লেন। আর আমার মত লোক মনে ক'রলে, একজন আচার্য্য, একজন ধর্ম্মপ্রচারক উপস্থিত হ'য়েছেন, তিনি সমাজবিপ্লব সাধন করছেন। “হিন্দুর ধর্ম্ম ভাজিল নিমাই। কৃষ্ণের কীৰ্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়। সেই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥”

**শ্রীকৃষ্ণকৃপায় শরণাগতির তারতম্যানুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ**

যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই তা'হ'লে সেই সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যা'দের কপালের



জোর আছে, তাঁ'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি যেকোনভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হ'ন।

আমাদের কপাল বড় মন্দ ছিল, জাগতিক লেখাপড়া শিখে উঠতে পারি নাই, এমন ব্যক্তিকে ভগবান্ দয়া ক'রেছেন—গুরুপাদপদ্মের সম্মুখীন, ক'রে দিয়েছেন।

### ভগবান্-শব্দের সংজ্ঞা ; শ্রীগুরুদেব সাক্ষাদ্ মহাভাবময়ী বৈরাগ্যমূর্তি

‘ভগবান্’ শব্দের অর্থ আলোচনা ক'রতে গিয়ে গল্পের মত স্কুলে প'ড়েছিলাম,—

“ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যেযোশ্চৈব যদ্বাং ভগ ইতীদৃশনা ॥”

‘বৈরাগ্য’ ব'লে কথাটা গল্পের মত শুনেছিলাম, ‘বৈরাগ্যশতক’, ‘শান্তি-শতক’, ‘মোহমুদগার’ প্রভৃতিতে বৈরাগ্যের উপদেশ পাঠ ক'রেছিলাম ; কিন্তু যখন দয়াময় কৃষ্ণ ও দয়াময় কাঞ্চ—উভয়েরই দয়া হ'লো, তখন ভগবানের বৈরাগ্য ব্যাপার শ্রীরূপ ধারণ ক'রে উপস্থিত হ'লেন। মানুষের আকারে এরূপ বৈরাগ্য হয় না। কিন্তু আমরা তা' সাক্ষাৎভাবে দেখতে পেয়েছি, তথাপি আমি ‘যে তিমিরে, সে তিমিরে’। শরীরটা বাধা দিচ্ছে, ২৪ ঘণ্টা গুরুপাদপদ্মের সেবা ক'রতে পারছি না। যে বৈরাগ্যের আদর্শ-মূর্তি দেখেছি, তা' মোহমুদগারের বৈরাগ্যমাত্র নয়—ফল্গুবৈরাগ্য নয়, সে বৈরাগ্য—মহাভাবময়—কৃষ্ণ-সেবার পরাকাষ্ঠাময়।

### শ্রীগুরুর প্রতিজ্ঞা এবং শিষ্যের পূর্ণ শরণাগতি

কেবল কনক-কামিনীতে বৈরাগ্য নয়, প্রতিষ্ঠাশায় পর্য্যন্ত যা'র বৈরাগ্য, এরূপ পুরুষ আমার আরাধ্য হউন—একটি শিষ্যও যিনি করেন না, এমন শ্রীপাদপদ্ম আকাজ্জ্ব ক'রে তাঁ'র নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'লাম এবং তাঁর কাছে কৃপা ভিক্ষা ক'রলাম। তিনি ব'ল্লেন, আমি একটি শিষ্য ক'রেছিলাম, সে প্রতারণা ক'রে চলে গেছে, আর আমি শিষ্য ক'রব না। আমি বাথিত হ'লাম বটে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'রলাম, দেখি, আমি কতবার প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারি। আমি তাঁ'র কৃপা না নিয়ে জগতে বিচরণ করব না।

### জাগতিক বিচার গৌরব পারমার্থিকক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর

সেই গুরুপাদপদ্মের নিকট যখন উপস্থিত হ'লাম তখন তাঁ'র কৃপায় জানতে পারলাম, আমি যা'কে সর্বোত্তম আদর্শ বলে মনে করি, সেই



আদর্শ তাঁ'র নিকট সর্বাপেক্ষা অধম। জগতের সকলের সহিত আমার আদর্শের মিল ছিল না; কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম একটি অলৌকিক বিচার দেখিয়ে দিলেন। পূর্বে 'নেতি নোতি' বিচারপর নির্বিশেষবাদীর অনেক গ্রন্থ আলোচনা ক'রেছিলাম। তাঁর বাস্তব উদাহরণ পেয়ে গেলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে জানালেন, তুমি যে আদর্শের অনুসন্ধান ক'রছ, সেই আদর্শ তোমার নহে। আমি মনে ক'রেছিলাম, আমার গুরুপাদপদ্মে অদ্বিতীয় বৈরাগ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁ'র পাণ্ডিত্য কিছু কম আছে। তিনি পুঁথি-পত্রের বিচার অহঙ্কারকে চূর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন—তাঁ'র কৃপা-মুদগরের দ্বারা। তিনি জানিয়েছিলেন, তোমার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ—প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যখন তাঁ'র এই বাণী কর্ণে প্রবেশ ক'রেছিল—যখন তাঁ'র কৃপা পেয়েছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই দিব্যজ্ঞান ধারণ ক'রবার ক্ষমতা ছিল না। এতবড় কথাটা তিনিই আমার মত বোকা সব-জাত্যাকে শুনবার সুযোগ দিয়েছিলেন।

### জড় ভোগৈশ্বর্যে সজ্জনগণের নিরপেক্ষনীতি

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী, আমি কা'র আশ্রিত, অনুসন্ধান ক'রে আমার গুরুপাদপদ্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব জেনে আমার প্রভুকে ভূম্যধিকারী মহাশয়ের প্রাসাদে তাঁ'র ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্ত উপস্থিত হ'য়েছিলেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সদৈন্ত কাতর প্রার্থনা শুনে আমার গুরুপাদপদ্ম উক্ত ভূপাতকে বল্লেন যে, আমি যদি আপনার প্রাসাদে গমন করি, তা' হ'লে হয়ত' সেখানে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছা হ'বে এবং আপনার লোকজন আমাকে আপনার সম্পত্তির ভাগীদার মনে ক'রে আমার প্রতি মামলা মোকদ্দমা জুড়ে দিবেন। আমার মামলা-মোকদ্দমা ক'রবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আপনি এই শ্রীধামের গঙ্গাপুলিনে আমার নিকট বাস ক'রে নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন। আমি আপনার জন্ত একটি গাড়ীর ছই নিৰ্ম্মাণ ক'রে দিব এবং ভিক্ষা ক'রে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নিৰ্ব্বাহ করা'ব। আর আপনি আপনার সমস্ত বিষয়, সম্পত্তি গোমস্তাগণের হাতে অর্পণ ক'রে বিষয় হ'তে নিবৃত্ত হ'লে বৈষ্ণব হ'তে পারবেন, তখন আমি বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আবদ্ধ থাক'ব। যদি আমি আজ আপনার নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে এই অপ্রাকৃত গৌরধাম হ'তে আপনার প্রাসাদে গিয়ে বাস করি, তা'হ'লে কিছুদিনের মধ্যেই



রাজার স্বভাব লাভ ক'রে বিপুল ভূমি ও বিষয়-সংগ্রহের জ্ঞান আমাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে। তা'তে ফল হ'বে যে, কিছুদিনের মধ্যে আমার কৃষ্ণ-ভজনের অভিলাষ বিষয়-সংগ্রহের পিপাসায় পর্য্যবসিত হ'য়ে আমি রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিগণিত হ'ব। পক্ষান্তরে, যদি আপনি আমার কুটীরের পাশে অপর কুটীর স্থাপন ক'রে ভজন করেন, মাধুকরী গ্রহণ ক'রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তা'হ'লে কোনদিন আমরা প্রণয়চ্যুত হ'য়ে হিংসায় প্রবৃত্ত হ'ব না। যদি আপনার ছায় বৈষ্ণব-বন্ধু মহারাজ আমার প্রতি কোন কৃপা-প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করেন, তা'হ'লে আমার ছায় জীবন অবলম্বন ক'রে হরিভজন করুন, তা'হলেই আমাকে কৃপা করা হ'বে—আমার সঙ্গে আপনার আন্তরিক বন্ধুত্ব হ'বে।

আমার গুরুপাদপদ্মের এইরূপ পরামর্শ শ্রবণ ক'রে বৈষ্ণব-রাজেন্দ্র স্তম্ভিত হ'লেন। যাহাদিগকে তিনি বৈষ্ণব ব'লে পোষণ করেন, তাহাদিগের চরিত্র ও এই মহাত্মার চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করলেন। রাজার আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁ'র রুচির অনুকূল বাক্য ব'লে কিছু ভাগতিক লাভ অর্জনে ব্যস্ত। আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারও নিকট কোন প্রার্থী ন'ন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন—এই তাঁ'র শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞে বাতাস দেওয়াকে তিনি 'কৃপা' জানবার পরিবর্তে ভীষণ 'হিংসা' জ্ঞান করেন।

### আহার-বিহারাদি জীবনধারণে ভগবদ্ভক্তের কঠোরতা

#### ও বৈষ্ণবসেবার আদর্শ

আমার শ্রীগুরুদেব নদীয়া সহরের গঙ্গার তটের বিভিন্ন স্থানে পাগলের ছায় প'ড়ে থাকতেন। তিনি পাক ক'রে খাওয়া, কোন বিষয়ীর ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা, বিষয়ীর ঠাকুর বাড়ীতে খাওয়া প্রভৃতিকে সর্বতোভাবে পরিহার ক'রেছিলেন। কখনও কাঁচা চা'ল জলে ভিজিয়ে খে'য়ে থাকতেন কখনও পাক খেয়ে থাকতেন; অধিকাংশ সময়েই নগ্ন থাকতেন, কখনও কখনও শ্মশানে সংকারার্থ আনীত মৃতের পরিত্যক্ত বসন সংগ্রহ ক'রে তা'দ্বারা অঙ্গ আবৃত করতেন। তাঁ'র কাছে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আসত; অনেক গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার প্রভুকে অনেক টাকা, মূল্যবান শাল প্রভৃতি বস্ত্র দিতেন। টাকা পেয়ে কাপড়ের দুই পাঁচটি গ্রহি দিয়ে



নানা স্থানে রেখেও অর্থের জন্ম ব্যতিব্যস্ততা দেখা'তেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে, তাঁ'র অর্থে প্রচুর লোভ আছে। কেহ তাঁ'কে মূল্যবান বস্তু দিলে তিনি দাতাকে বিশেষ প্রশংসা করতেন এবং সেরূপ বস্তুর অ'কঞ্চিংকরতা জানিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, আমি ত' বৈষ্ণব হ'তে পারলাম না। যে-সকল লোক এ-সকল জিনিষ দিয়ে গেছেন, তাঁ'রা বৈষ্ণবের ব্যবহারের জন্মই দিয়েছেন; সুতরাং বৈষ্ণবেরই উহা গ্রহণ করবার যোগ্যতা--এ ব'লে তিনি অনেক সময় বনমালি রায় ম'শায়ের নিকট ঐ সকল টাকা-পয়সা পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁ'র নিকট চিঠি লিখে জানতেন, তিনি ঐ সকল জিনিষকে বৈষ্ণবের সেবায় লাগিয়েছেন কিনা? বনমালি রায় ম'শায় তখন শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সেবায় তৎপর ছিলেন।

### শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

আমার গুরুপাদপদ্ম জগতের কোন কথায় প্রবিষ্ট হ'তেন না; কেন-না আমার ঞ্চায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি রূপা করবার অভিনয় ক'রেছিলেন। তাঁ'র শতাংশের একাংশের বৈরাগ্যের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবানগণের বৈরাগ্যের তুলনা হ'তে পারে না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য আমার প্রভুতেই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। তাঁ'র চরিত্র যদি জগতে প্রকাশিত হয়, আমার গুরুবর্গ যদি তাঁ'র অতিমর্ত্য চরিত্রের কথা জগতে অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করেন—প্রচার করেন, তা'হলে সমগ্র জগৎ লাভবান হতে পারবেন। আমার গুরুপাদপদ্ম শুধু কনক-কামিনী ছেড়ে দিতে বলছেন, এমন নহে, সাধুগিরি দেখান' পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে বলছেন, তিনি ভাগবত পরমহংস ছিলেন। পরমহংসী সংহিতা ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত কখনও থাকতে পারে না।

### অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে প্রাকৃতবুদ্ধি ধামাপরাধ বিশেষ

একবার একটি কোপীনধারী আমার গুরুপাদপদ্মের নিকট এসে বল্লেন যে, আমি কুলিয়া-নবদ্বীপে পাঁচকাঠা জমি কোন এষ্টেটের কর্মচারীর নিকট হ'তে সংগ্রহ ক'রেছি। তা' শুনে আমার প্রভু বল্লেন, শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত, প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কি প্রকারে এখানে ভূমি প্রাপ্ত হ'লেন যে' তা' হ'তে সেই কোপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হ'তে হ'য়েছেন! এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ধনরত্ন বিনিময়ে প্রদান করলেও অপ্রাকৃত



নবদ্বীপের একটি বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। সুতরাং উক্ত জমিদার অত মূল্য কোথায় পা'বেন যে, তাঁ'র নবদ্বীপের ভূমি বিক্রয় করবার অধিকার আছে? আর কোপীনধারীরই বা কত ভনজ-বল—যা'তে তিনি ভজনমুদ্রার বিনিময়ে অত জমি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। শ্রীনবদ্বীপধামের ভূমিতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করলে ধামবাস হওয়া দূরে থাক, ধামাপরাধ হ'য়ে থাকে। অপ্রাকৃত-ভক্তকে 'অপ্রাকৃত' জ্ঞান করলে ভাবিত লোক তা'কে 'অপ্রাকৃত সহজিয়া' বলেন।

### ভাগবত-পাঠক শাস্ত্র-ব্যবসায়িগণ কনক কামিনী- প্রতিষ্ঠা-লোলুপ

আর এক সময় একজন ভাগবতের কথকতায় বিশেষ নিপুণ, 'গোস্বামী' নামে পরিচিত ব্যক্তির লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা সাধারণের মুখে শ্রবণ ক'রে তিনি সেই ভাগবত-কথক বহুশিষ্য-সংগ্রাহক গোস্বামী ম'শায়ের ভক্তি-প্রচারের সবিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করেন। সেই গোস্বামী ম'শায় 'গৌর গৌর' বলান ও অসংখ্য শিষ্য-সংগ্রহের চাতুরী জানেন শুনে আমার প্রভু বলেন, ঐ প্রতিষ্ঠাশালী পাঠক ভাগবত-ব্যাখ্যা বা 'গৌর, গৌর' বলান নাই, 'টাকা, টাকা', 'আমার টাকা' ব'লে চীৎকার ক'রেছেন, উহা কখনই ভজন নহে, সত্যার্থের আবরণ-মাত্র; তদ্বারা জগতের অনিষ্ট বাতীত কোন উপকার সাধিত হ'বে না।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকপটতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ-স্বরূপ অপার্থিব চরিত্রের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা আমরা শুনেছি ও প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

### সাধু শাস্ত্র-গুরুবাক্য—এক তাৎপর্যাত্মক

সকল শব্দই বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করছে। যে শব্দ বিষ্ণু হ'তে পৃথক হ'য়ে অণু কিছুর উদ্দেশ্য করে তাহা শব্দের অঙ্কুরটি; তা'তে কৃষ্ণের অদ্বিতীয় ভোক্তৃত্ব-বিচারের পরিবর্তে জীবের মায়া-ভোক্তৃত্বের বিচার আনয়ন করে। আমরা দর্শনের বড় বড় কথাগুলি—ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে অতি সরলভাবে আকারিত দেখতে পেয়েছি। যদি ভগবানের অনুগ্রহ হয়, তা' হ'লে তিনি অতি সোজা কথায় মানবজাতিকে এ সকল কথা জানিয়ে দেন। তখনই তা'রা বুঝতে পারে, বাস্তব সত্য কি জিনিষ আর কাল্পনিক ও আপাততঃ জগতের কাজ চালান সত্য বা আপেক্ষিক সত্য কি জিনিষ।



### প্রকট ও অপ্রকট-লীলা উভয়ই লীলা

লোকে বলে,—আজ আমার গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের দিন, কিন্তু আমি মনে করি, আজ তাঁ'র প্রাকট্যের দিবস। তাঁ'র কথা সহস্রমুখে, কোটিমুখে—সহস্র ইন্দ্রিয়ে, কোটি ইন্দ্রিয়ে কীৰ্ত্তন ক'রে নিত্যকাল যেন তাঁ'র পূজা ক'রতে পারি। শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-স্থাপনকারী শ্রীকৃষ্ণ প্রভুর মনোভীষ্ট-স্থাপনে যেন আমাদের সর্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত হয়।

আমার নিত্য প্রভুর কথা বন্বার চেষ্টা দেখা'তে গিয়ে আমি আপনাদের অনেক সময় গ্রহণ করলাম। আপনারা কৃপা ক'রে আমার নিত্যপ্রভুর কথা শ্রবণ ক'রেছেন ; সুতরাং আপনাদের চরণেও গুরু-বুদ্ধিতে প্রণাম করছি।

## প্রশ্নোত্তর

( জীবের প্রতি উক্তি )

২১। শ্রীল ঠাকুর শ্রেয়ঃপথের পথিককে কিরূপ দৃঢ় হইতে বলিয়াছেন ?

“Maintain thy post in spirit world

As firmly as you can,

Let never matter push thee down,

O stand heroic man !”

— Saragrahi Vaishnava

২২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ কি ?

“বেদান্তশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র যেক্ষণ যত্ন-সহকারে সদগুরুর নিকট পাঠ করিতে হয়, সেইরূপ এই মহাগ্রন্থখানি ( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ) পাঠ করিবেন।”

—‘প্রবোধন’—অঃ প্রঃ ভাঃ, সঃ ৩।১১

২৩। সদগ্রন্থ-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ ?

“যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাঠ করিবেন, নতুবা কেবল নিরর্থক বাদপরায়ণ হইয়া অবশেষে তार्কিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

২৪। আধ্যাত্মিক গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি ঠাকুরের সত্বপদেশটি কি ?

“কেবল পুঁথির আলোচনায় আবদ্ধ থাকিবেন না ; সাধুবৈষ্ণবের চরণাশ্রয়ে সাধন, ভাবভক্তি ও প্রেম—এই সকল তত্ত্বের যথাযথ পার্থক্য অনুভব



করিবেন। বৈষ্ণবধর্ম পুঁথিগত তত্ত্ব নয়। ‘নিগ্রহ’ শব্দের দ্বারা শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবদিগকে গ্রহাতিত বলিয়াছেন ; অতএব বৈষ্ণবতত্ত্ব—একটি রহস্য।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ৬।২

২৫। ঠাকুর কর্তৃক কলিভীত ভজনকারিগণের প্রতি কোন্ পথ নির্দিষ্ট হইয়াছে ?

“সর্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটি কলিকাল। যিনি শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাহার সংকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপহা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশানুসারে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।”

—‘বৈষ্ণব-সেবা’ সঃ তোঃ ৬।১

২৬। ঠাকুর সাধকগণকে কিরূপ দৃঢ় ও সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন ?

“তোমাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলুক, অপমানই করুক, অসদ্ব্যক্তি বঞ্চিতই করুক, কেহ বা হিংসা করুক, কেহ বা তাড়না করুক, কেহ বা আবদ্ধ করুক, কেহ বা তোমার সম্পত্তি হরণ করুক, কেহ বা তোমাকে থুংকার করুক, কেহ বা তোমার শরীরে মূত্রত্যাগ করুক এবং অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধরূপে প্রকম্পিত করুক, তথাপি তুমি দৃঢ়রূপে শ্রেয়স্কাম হও এবং মনকে ভক্ত্যাশ্রিতা বুদ্ধির দ্বারা কুবিষয় হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবে।”

—‘সাধনভক্তিঃ’ শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১২।৫

২৭। শ্রীল ঠাকুর শ্রীমন্ন্যমহাপ্রভুর অকপট সেবককে কিরূপ আশ্বাস দিয়াছেন ?

“করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।”

—‘মহাশ্য সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম, প্রথম প্রবন্ধ’, সঃ তোঃ ২।৭

২৮। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচৈতন্যলীলা-দর্শনলালসা ও কৃষ্ণ প্রেমলাভার্থ বিশ্ববাসীকে আহ্বান কিরূপ ?

“যবে প্রভু গৌরচন্দ্র আনন্দ-ভরঙ্গে

রসাইল ভূমণ্ডল, সমুদ্র যেমতি

পুরাকালে ভাসাইল পৃথিবীর উচ্চ

গিরিচূড়া জলবেগে, কেন সে সময়ে

না জন্মিল ভাগ্যহীন নরাধম আমি ?

নারিলাম আশ্বাদিতে সে প্রেমলহরী !!



কেন আমি না রহিছ সে অপূর্বকালে  
 সেবিত্তে চৈতন্য-পদ ? কেন না হইছ  
 রূপ-সনাতন-দাস ? কেন না বহিছ  
 রঘুনাথের করঙ্গ ? রামানন্দ সনে  
 কেন না ফিরিছ আমি চক্রতীর্থ-মাঝে ?  
 কেন না দেখিছ সার্বভৌমের উদ্ধার ?  
 কাশীগামী দণ্ডিপতি প্রকাশ আনন্দ  
 সরস্বতী সঙ্গী সহ কুতর্ক ছাড়িয়া  
 ভক্তিরূপী পরানন্দ লভিল যেকালে  
 প্রভুস্থানে, কেনে আমি না চাকিছ হায়  
 সে তর্কতরঙ্গসুধা হরিভক্তিপূর্ণ ?  
 এহেন বাঞ্ছিত পদ যদিও তুল্যভ,  
 তবুও হ'তাম ধন্য যদি সে সময়ে  
 জন্মিতাম বিপ্রকূলে তর্ককাণ্ডী হয়ে,  
 তা হলে জীবের বন্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য  
 আমা লক্ষি' ছাড়িতেন তীক্ষ্ণ তর্কবাণ,  
 লইতেন দণ্ড দিয়া এহেন পাষণ্ডে  
 পদতলে, সঁপিতেন হরিদাসে মোরে,  
 হরিনামে শুধিবারে এ ছুট্ট হৃদয় !!  
 আহা ! চিৎক্ষে তবু দেখি নিরন্তর,  
 প্রভু যবে, বৈষ্ণব-বেষ্টিত, সিঞ্চিতেন প্রাণ  
 হরিনামামৃত দানে এদম্ব সংসারে,  
 কত যে বাড়িত প্রেম সঙ্গিগণ-মনে  
 সুনির্মল ! দীর্ঘবাহ উত্তোলন করি ;  
 জাগাইয়া জীবগণে মোহনিদ্রা হতে  
 বলিতেন—লহ সবে ভবৌষধি, প্রেম  
 পিয়া নিরবধি হও অমৃতস্বরূপ !!  
 যুখে যুখে শ্রেণীবদ্ধ, অসংখ্য মনুজ  
 বিষয়-দম্বজ-ভয়ে মাগিত আশ্রয়



প্রভুপদে, প্রভু সবে প্রেম-আলিঙ্গনে  
 তুষিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম করিতেন দান !!  
 প্রেমানন্দ বিলিপ্তানে হৃদ্রোগ ঘুচিত !!!  
 চৈতন্তের দাস আমি ! জীব প্রভু মম  
 কর্ণধার ভবারণে। তাঁহার বিধানে  
 আস্থানি' তোমাতে আমি হরিনাম গ'তে।  
 কণ্ঠকাণ্ড, তর্ককাণ্ড, ব্রহ্মকাণ্ড ত্যজি'  
 এস, জীব ! প্রিয় সখে। চৈতন্তের প্রেম  
 অন্তর ভরিয়া লহ ! ঘুচিবে হতাশ !  
 কলিমল-বদ্ধভাব ! পাইবে স্বপদ  
 শান্তিরস ! আচরিবে জীবের স্বভাব  
 কৃষ্ণপ্রেম ! মহাভাব অনন্ত হইবে !  
 বৈষ্ণবদাস কেদারনাথ সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার।

মতিহারী ; ফাল্গুন, ১৩৭৬ ; ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০

—‘বৈষ্ণব-নিমন্তণ’ দঃ তোঃ ১৯।২

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## বেদান্তের বাণী \*

[ পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৫ পৃষ্ঠার পর ]

ব্রহ্মবস্তু কি নির্বিশেষ ?—না ; তাঁহার নির্বিশেষত্বও এই দ্বিতীয় সূত্রে  
 নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

নির্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।

প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।

সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয় ॥

অপাদান, করণ, অধিকরণ-কারক তিন।

ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥

\* বিগত ১৯শে ভাদ্র, ১৩৪৪ (ইং ৪।৯।১৯৩৭) তারিখে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের  
 “অশুতোষ হল” পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদিগ্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজ-  
 ংদত্ত ভাষণ।—প্রকাশক-কর্তৃক সংগৃহীত



ভগবান্ অনেক হৈতে যবে বৈল মন ।

প্রাকৃত শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন ॥

সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন ।

অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন ॥

ব্রহ্মে স্বাভাবিক তিন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। তাঁহাকে নিঃশক্তিক বলিলে তাঁহার পূর্ণতা অস্বীকার করা হয়। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সং, চিৎ ও আনন্দ অংশে সন্ধিনী, সধিং ও হ্লাদিনী প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার “মায়াধীশ দীপ্তরে ও মায়াবশ জীবে ভেদ।” কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর স্বকপোলকল্পিত ভাষ্যমেঘ দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব আচ্ছাদন করিয়া নির্বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম এক অদ্বয় সত্যবস্তু, প্রতিবিম্বিত, পরিচ্ছিন্ন বা ভ্রান্ত ব্রহ্মের জীবত্ব, জগৎ মিথ্যা এবং চিন্মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রই জীবের সংসাররূপ ভ্রান্তির বিনিবৃত্তি।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামানুজ, শ্রীপাদ বলদেব বিভাভূষণ এবং শ্রীমন্নাম্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মতবাদ খণ্ডন করিয়া বিশেষ যুক্তির সহিত ব্রহ্ম ও জীবের পৃথক্ নিত্য সত্তার পরিচয় জানাইয়াছেন।

ব্রহ্মবস্তুর নির্বিশেষবাদ-খণ্ডন-মূলে-ব্রহ্মসূত্রে :—

“অরূপদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ,” “প্রকাশবচ্যাবৈয়র্থ্যম্,” “আহ চ তন্মাত্রম্,” “দর্শয়তি চাখো অপি স্মর্য্যতে,” “দর্শনাচ্চ,” “উভয়ব্যাপদেশাত্ত্বিকুণ্ডলবৎ” প্রভৃতি সূত্রসকল বিরচিত। এতদ্বারা ব্রহ্মের নিত্য জ্ঞানানন্দ-বিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত সূত্রের অর্থ—কুণ্ডলবিশিষ্ট সর্পের কুণ্ডল যেক্রপ বিশেষণ, তদ্রূপ ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দাত্মক হইলেও জ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা হয়। “জ্ঞেহিতএব” সূত্রে তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদিত। জীবের অণুস্বরূপ আমাদের পারগাতীত।

“কেশাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্ত চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥”

তাহা অণু হইলেও এবং পঞ্চকোষের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিত থাকিলেও আলোকবৎ ও চন্দনগন্ধবৎ সর্বদেহব্যাপী হয়, তাহা “গুণাদ্ব্যলোকবৎ,” “অবিরোধশ্চন্দনবৎ” “ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি,” “অবস্থিতি-বৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যাপগমাৎ যদি হি” প্রভৃতি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।



এক্ষণে উপাস্ত হরি অনুমানগম্য বা বেদবাচ্য—এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম-সূত্রের তৃতীয় সূত্রের অবতারণা—“শাস্ত্রযোনিহাং”

তিনি অনুমানাধীন চিন্তা দ্বারা অনুমেয় নহেন। কিন্তু শাস্ত্র তাঁহার বোধহেতুরূপে উক্ত হইয়াছে। “তত্ত্ব সমন্বয়াং”, “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাং” প্রভৃতি সূত্রও ইহার সমর্থন করিয়াছে। অনুমান বা তর্কাদি দ্বারা তিনি গম্য নহেন ইহা অগ্ৰত্বও দৃষ্ট হয়। যথা “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং” “তত্ত্বোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” ইত্যাদি। অর্থাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। সেই উপনিষদবেদ্য পুরুষের কথা জানিতে ইচ্ছা করি।

ব্রহ্মবস্তুরই নিখিল বেদবেদ্য। অগ্ৰ কোন দেবতা বা মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষঃ, কিন্নরাদির কথা বেদাদি শাস্ত্রে কীর্তিত হয় নাই। গীতাতেও ভগবদুক্তি,—“বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।” স্থানে স্থানে বিভিন্ন নামের উল্লেখ থাকিলেও তাহা ব্রহ্মকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যথা—“আকাশস্তল্লিঙ্গাং”

চান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্তি—“অস্ম লোকস্ম কা গতিরিতি আকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপত্ত্ব আকাশং প্রত্যঙ্গ-যাস্ত্যাকাশঃ পরায়ণম্” ইতি। কো হোবাগ্ৰাং কঃ প্রাণ্যাদ্ যন্তেব আকাশ ন আনন্দো ন স্মাং” ইত্যাদি।

শালাবত নামক ঋষি রাজা জৈবলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বিশ্বের গতি কি? রাজা উত্তর করিলেন—‘আকাশ’। কেন না, এই সমস্ত দৃশ্যমান ভূত-প্রপঞ্চ আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং আকাশেই অবস্থিতি করে; এখানে আকাশ-শব্দে ভূতাকাশকে বুঝিতে হইবে না। কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন ভূতাকাশ হইতে কখনও সর্বভূতের উৎপত্তি সম্ভব নহে। বস্তু কখনই নিজে নিজের হেতু হইতে পারে না। আবার অগ্ৰত্ব দৃষ্ট হয়,—যদি এই আকাশরূপী পরমাত্মা আনন্দস্বভাব না হইতেন, তাহা হইলে কেইবা বাঁচিত, কেইবা অপান-চেষ্টা করিত। এই প্রকার—

“অতএব প্রাণঃ”, “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাং”, “কম্পনাং”, “প্রাণস্তথা-নুগমাং”, “পত্যাশিষদেভ্য”, “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাং।” শাস্ত্রদৃষ্টা-ত্বপদেশো বামদেববৎ, স্মর্যমানমনুমানং স্মাং,” “শব্দাদিভ্যোহন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেন্ন তথা দৃষ্টোপদেশাদসম্ভবাং পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে,” “অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ” প্রভৃতি সূত্রগুলির বায়ু, ইন্দ্র, বজ্র, আদিত্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে উদ্দেশ্য করে নাই, কিন্তু উহারা ব্রহ্মবাচক।



এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী—

মুখ্য গৌণ বৃত্তি কিংবা অদ্বয় ব্যতিরেকে ।  
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥

পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

রুদ্রং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনাদিনঃ ।  
ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ততঃ ॥  
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারমাগরাং ।  
গদাধরো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ ॥  
শিবঃ সূখাত্মকত্বেন সর্বসংরোধনাদ্বরঃ ।  
কৃত্বাত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তু প্রবর্তয়ন্ ॥  
কুন্তিবাসাস্তুতো দেবো বিরিঞ্চিচ্চ বিরেচনাং ।  
বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্বর্যাদিন্দ্র উচ্যতে ॥  
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ ।  
বেদেষু সুপুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

স্কান্দেও দৃষ্ট হয়—

ইতি নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ ।  
প্রাদাদতুত্ৰ ভগবান্ রাজবজ্রাঘকং হরম্ ॥

ব্রাহ্মে—

চতুর্মুখং শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরिति ।  
উগ্রো ভাস্করো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্ত চ ।  
বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়াত্মপি কেশবঃ ॥

রুদ্র, অর্থাৎ সংসারপীড়ার দ্রবণ অর্থাৎ অপনয়ন করেন বলিয়া তিনি 'রুদ্র', সকলের ঈশ বলিয়া তিনি 'ঈশান', গদাধর বলিয়া তাঁহার নাম 'পিনাকী', সর্বসুখময় বলিয়া তিনি 'শিব' সকলের সংরোধন করেন, একত্ব 'হর', বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করেন বলিয়া 'কুন্তিবাস', বিরেচন বশতঃ 'বিরিঞ্চি', বৃংহণ বশতঃ 'ব্রহ্ম' এবং ঐশ্বর্য্যাহেতু 'ইন্দ্র' বলিয়া কথিত হন। এইরূপ নানাবিধ শব্দে সেই একমাত্র ত্রিবিক্রমসকল বেদে ও পুরাণে গীত হইয়া থাকেন। (—ব্রহ্মাণ্ডে)। স্কন্দ পুরাণেও লিখিত আছে,—পুরুষোত্তম কেশব রুদ্রকে শ্রীনারায়ণাদি নাম ভিন্ন ব্রাহ্মক, হর প্রভৃতি অগ্ন্যাগ্ন নাম প্রদান করিলেন। ব্রহ্ম পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—কেশব ব্রহ্মাকে চতুর্মুখ, শতানন্দ ও পদ্মভূ এবং শিবকে উগ্র, ভাস্কর, নগ্ন ও কপালী ইত্যাদি নিজ বিশেষ নামসকল প্রদান করেন।



আমরা কেন-উপনিষৎ পাঠ করিলে ইহা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি যে, ব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত দেবগণের পৃথক্ শক্তি নাই। ব্রহ্মের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাঁহারা যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন।

বেদান্তের আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু অল্প সময় এবং অপর বক্তার নিকট হইতে শ্রবণের জন্ত আপনারা উৎকৃষ্টিত ; সুতরাং সংক্ষেপে সাধন ও ফল সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বেদান্তের ২য় অধ্যায়ে অগ্ৰাণ্ড দর্শনের কথা নিরাস করিয়াছেন। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব মীমাংসা, শাক্তেয় বাদ, সমন্বয়বাদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি সমস্ত মতবাদকেই বেদব্যাঙ্গ অসম্পূর্ণ বা বিকৃত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

“আবৃত্তিরসকুতপদেশাৎ,” “প্রকাশচ্চ কস্মিণ্যভ্যাসাৎ,” “অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্,” “ধ্যানাচ্চ,” “আসীনঃ সন্তুবাৎ,” “যত্রৈকাগ্রতা তত্রা-বিশেষাৎ,” “স্মরন্তি চ,” “পরাভিধানাত্তিরোহিতং ততো হুশ্চ বন্ধবিপর্য্যয়োঃ” প্রভৃতি সূত্রে ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে অভিধেয়ের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ক্রটিতেও “শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি,” “ভক্তিরশ্চ ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্ত্রেনৈবাস্মিন মনকল্পনমেব নৈকস্ম্যম্” ইত্যাদি বাক্যে, তথা স্মৃতিতে বহু বাক্যে ভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

এক্ষণে ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল-নির্ণয়ে জীবের চরম ফল নির্ণয়ার্থ কএকটি সূত্র উক্ত হইল,—

“সম্পদ্যাবির্ভাবঃ শ্বেন শব্দাৎ,” “অভিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ,” “ব্রাহ্মণ জৈমিনি-রূপশাসাদিত্যঃ,” “চিতি তন্মাত্রেন তদাত্মকত্বাদিত্যোড়ুণোমিঃ,” সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ,” “অতএব চানন্ত্যাধিপতিঃ” প্রভৃতি সূত্রে জীবের মুক্তির পরে স্ব-স্বরূপে অবস্থান, অপহতপাপাত্মাদি গুণাষ্টকাবির্ভাব, সঙ্কল্পানুযায়ী সিদ্ধি এবং ভগবদ্ ভিন্ন অণু-নিয়ামক-রাহিত্যাদি অবস্থাসকল উদিত হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

“অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ অদ্বাৎ” অর্থাৎ ভগবদুপাসনা দ্বারা অনাবৃত্তি হইয়া থাকে—ইহা শব্দ-প্রমাণগম্য। যথা—“এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানবং নাবর্ত্তন্তে। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাদবায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরা-বর্ত্ততে।”, “নামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্রবর্ত্তি মহাত্মানঃ সংসিকিং পরমাং গতাঃ”, “আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহজ্জুনঃ।



মামুপেতা তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিচতে, ॥”, “যে দারাগার পুত্রাপ্তান্ প্রাণান্  
বিস্তমিমং পরম। হিহ্ম। মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।”  
“ধোতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্তঃ সর্বপরিব্রেশঃ পাত্তঃ স্বশরণং  
যথা ॥” ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতিবাক্যে জীবের আর পুনরাবর্তনের আশঙ্কা নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের ও বেদান্তের বাণীর সার আমাদের পূর্ববর্তী আচার্য্য—  
আমাদের পরাংপর গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপে  
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—

আয়ায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাক্টিং  
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকল্পিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।  
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং  
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥

উপসংহারে প্রকাশানন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তির কতিপয় ছত্র  
এখানে উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা শেষ করিতেছি—

প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।  
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥  
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।  
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥  
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।  
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥  
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।  
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম ॥  
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।  
কণ্ঠে এই করি শ্লোক করিহ বিচারে ॥  
হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্।  
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥

\* \* \*

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।  
যেই জপে তার কৃষ্ণ উপজয়ে ভাব ॥  
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ ॥  
যার আগে ভগতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥



নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ঔ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজা-বাসরে  
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ প্রভু জয় জয় ।  
তোমার আবির্ভাব-লীলা শুদ্ধসত্ত্বময় ॥  
কৃষ্ণের বাসনাপূর্ণ অন্য হইতে নয় ।  
এই হেতু ধরাধামে তোমার বিজয় ॥  
নাম-প্রেমপ্রদান অধমতারণ-লীলা ।  
প্রিয়জনে দিয়া করেন এসব খেলা ॥  
তুমি কৃষ্ণশক্তি হও জগতের গুরু ।  
প্রেম-ভক্তিদাতা তুমি বাঙ্ককল্পতরু ॥  
তোমার প্রকট-তিথি যে করে পালন ।  
অনায়াসে পায় সেই কৃষ্ণের চরণ ॥  
শ্রীকৃষ্ণে পাইতে য়ার একান্ত অভিলাষ ।  
সব ছাড়ি তুয়া পদ সদা করু' আশ ॥  
সর্ববন্ধ-বিমোচন যাহা হইতে হয় ।  
হেন প্রভু জয় জয় ভক্তি-রসময় ॥  
অক্ৰোধ দয়ালু তুমি জীবহিতে রত ।  
মায়াতে মোহিত জনে উদ্ধারিছ কত ॥  
জীবের পরমবন্ধু সাধু জনে গায় ।  
এহেন করুণাময়ে উলুকে না ভায় ॥  
নিত্যানন্দময় তুমি চিন্ময়স্বরূপ ।  
কাঞ্চন জিনিয়া কান্তি শ্রীঅঙ্গের রূপ ॥  
শুধাংসু সদৃশ তোমার শ্রীমুখমণ্ডল ।  
মলয়জজিনি স্নিগ্ধ শ্রীচরণকমল ॥  
সুধাময় তনুখানি সর্বগুণাশ্রয় ।  
দর্শনে পবিত্র হয় সর্বানর্থ যায় ॥



পতিত অধম আমি নাই মোর জ্ঞান ।  
 কিরাপে করিব আমি তিথির সম্মান ॥  
 কাঙ্গালের নাই কিছু পূজিবার ধন ।  
 ব্যাকুল হইয়া পদে লইলু শরণ ॥  
 নিত্যস্বপ্রকাশ বস্তু কোমল চরণ ।  
 ভক্তিহীন হৃদয়ে না হয় ধারণ ॥  
 কামনায় পূর্ণ মোর হৃদয়-গগন ।  
 কেমনে করাব উদয়, তোমার চরণ ॥  
 তব আবির্ভাব প্রভো যেই স্থানে হয় ।  
 পরম পবিত্র তথা সর্বশাস্ত্রে কয় ॥  
 কৃপা করি ঘুচাও মোর চিত্তের বাসনা ।  
 তোমার আবির্ভাব হৃদে করিব ভাবনা ॥  
 সর্ব্ব কুদর্শন প্রবেশ তোমা হ'তে যায় ।  
 সুদর্শনের প্রকাশ সেইকালে হয় ॥  
 তুমি সে করিতে পার কৃষ্ণের বিলাস ।  
 এই হেতু তব নামে কৃষ্ণের প্রকাশ ॥  
 তোমার উদয় হ'লে কৃষ্ণ প্রকটয় ।  
 এই লাগি চৈতন্যগুরুরূপে বাস হয় ॥  
 তব আবির্ভাব সদা যঁার হৃদে হয় ।  
 অনায়াসে হয় তাঁর দৈবীমায়া জয় ॥  
 নিজগুণে কর দয়া অধমের প্রতি ।  
 জন্মে জন্মে যেন তব পদে হয় রতি ॥  
 অধম পতিত আমি কেবা কৃপা করে ।  
 তোমা বিনা নাই প্রভু জগত ভিতরে ॥  
 অগতির গতি তুমি পরশ-রতন ।  
 পুনঃ পুনঃ বন্দি তাই ও' চরণ ধন ॥  
 আজি শুভদিনে করি (এই) আয়োজন ।  
 আত্মনিবেদন জানায় দাস হরিজন ॥

নিত্যদাসাভিলাষী—

—ত্রিদণ্ডিতকু ভক্তিবাদান্ত হরিজন



[ ৩ ]

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৩ পৃষ্ঠার পর )

এ জগদ্বাসী জীব জানে না কিভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে হয়। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম কৃষ্ণের আকর্ষণশক্তি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে না পড়িলে বস্তু যেরূপভাবে আকর্ষিত হয় না, তদ্রূপ কৃষ্ণাকর্ষণী শক্তি শ্রীগুরুদেবের আকর্ষণের মধ্যে না পড়িলে বা Close Connection-এ না আসিলে তাহার সহিত একচিত্ত-বিশিষ্ট না হইতে পারিলে কোন কালেই হরিভক্তন হইবার আশা নাই। অশোক-অভয়-অমৃতাদার শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে হরিভক্তনের অপূর্ব সুযোগ দিয়াছেন। সেই সুযোগের সদব্যবহারই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আনুগত্য আমাদিগকে করিতে হইবে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।

গুরু অন্তর্ধ্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৭)

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

এই গুরুপাদপদ্মের পূজাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কৃত্য। ইহারই নাম ব্যাস-পূজা। এই ব্যাসপূজা যে একদিনেই সম্পন্ন হয়, তাহা নহে, ইহা সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে কৃত্য। ব্যাস-পূজা নিত্য। শ্রীগুরুপূজা নিত্য ও সর্বপ্রথম বলিয়া অন্ত্যাত্ম দেবদেবীর পূজার পূর্বে শ্রীগুরুপূজার বিধান শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীকৃপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এই বিধানকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া তাহাদের ভক্তনের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

“প্রথমন্ত গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনম।

কুর্কন্ সিদ্ধিম বাপ্নোতি অথবা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥”

শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্টপূরণই এই ব্যাস-পূজা। শ্রীব্যাস গুরুর কৃপা হইলেই শ্রীভাগবতের বাণী বুঝা যায় বা নামের অনুশীলন সম্ভব হয়। “কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।” এ জগতে ভগবান নামরূপে বা বাণীরূপে অবতীর্ণ। সুতরাং এই বাণীরূপী কৃষ্ণের সেবা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, যদি শ্রীব্যাস গুরুদেবের কৃপা বা নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের কৃপা না হয়? শ্রীগুরুদেবই নাম প্রদান করিবেন, নাম-সেবার যোগ্যতা বা অধিকার প্রদান করিবেন।



মহাজন গীতিতে পাই—

গুরুদেব !

বড় কৃপা করি,

গোড়-বন-মাঝে,

গোজ্জমে দিয়াছ স্থান ।

আজ্ঞা দিলা মোরে,

এই ব্রজে বসি,

হরিনাম কর গান ॥

কিন্তু কবে প্রভো,

যোগ্যতা অর্পিব,

এ' দাসেরে দয়া করি ।

চিত্ত স্থির হবে,

সকল সহিব,

একান্তে ভজিব হরি ॥

আমরা আত্মনিবেদন করিতে পারি নাই বলিয়াই মনে হইতেছে শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-দিবসে তাঁর পূজার দিন । বৎসরান্তে একদিন করিয়া এই গুরুপাদপদ্মের পূজার অবসর পাওয়া যায় । শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি, ইহা বৎসরে মাত্র একদিন, কিন্তু তাহা নহে । এই পূজা নিত্য এবং অবিরাম চলিবে । গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যেমন নিত্য, গুরুপূজাও তদ্রূপ নিত্য এবং গুরুর মনোহরীষ্ট-পূরণও শিষ্যের নিত্য ও সর্বক্ষণ কৃত্য ।

শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ আমি জানি না বলিয়াই, আমার কোন সংপিপাসা জাগে না । অতএব আমি বঞ্চিত, হতভাগ্য ছাড়া আর কি ? আজ আমার শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা একটা লোক দেখান আড়ম্বর ব্যতীত আর কি ?

তাই আজ এই শুভ-বাসরে কৃপাবঞ্চিত, পতিত, পামর, নরাধম, ঘৃণ্য, কান্দাল আমি, করুণাময় পতিতপাবন শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ—আমার নিত্য প্রভুর অমায়া কৃপাভিক্ষা করিতেছি । তিনি ছাড়া এই হতভাগার বিশ্বে আর কে আছে ? হে শ্রীল আচার্য্যদেব, যদি আপনি আমাকে এই হরিবিমুখ-বিশ্ব হইতে উদ্ধার না করেন তবে আমার গতি কি হ'বে ? মায়ার নানাবিধ প্রলোভন হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে, যদি করুণাময় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবার সুযোগ দিয়া আকর্ষণ করিয়া না রাখেন ? নিত্য প্রভুকে পাইয়াও তাঁহাকে আপন জন, নিজজন আমার একমাত্র রক্ষক প্রভু বলিয়া বরণ করিতে না পারায় কতদিন বঞ্চিত হইয়াছি ।

সেই হেতু, বঞ্চিত আমি আজ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজার দিনে শ্রীগুরুপূজার পূজারী কৃপাময় বৈষ্ণবগণের অমায়া কৃপা প্রার্থনা করিতেছি ।



হে দেব ! সৰ্ব্বাংগে এ' দাসাধমের ভক্তিপূৰ্ণ অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম  
কৃপাপূৰ্ণক অঙ্গীকার করিতে সকাতির প্রার্থনা। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে  
আশ্রয় গ্রহণ করতঃ ( দীক্ষা ও সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া ) বাড়ীতে আসিয়া বহু  
সমস্তায় পড়েছি। কারণ আমাদের সমাজ এমনকি অনেক আত্মীয়-স্বজন  
প্রভৃতিও সবদিক দিয়া আদান-প্রদান বা যোগাযোগ প্রায়ই বন্ধ করিয়া  
দিতেছে। আমাদের পূৰ্বে স্বজাতীয়দের নিকট আমি এখন ঘৃণিত।  
এমতাবস্থায় আমার নিজের ও আত্মীয়ের মধ্যে যদি কেহ মারা যায় বা জন্ম-  
গ্রহণ করে তাহা হইলে আমাকে কিভাবে অশৌচ পালন করিতে হইবে  
এবং যদি নিজের মধ্যে এইরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে



কাহার দ্বারা সে কার্য্য সমাধা করা যাইবে ইহা সঠিক জানা না থাকায় সন্দেহ হইতেছে।

মাছ, মাংস, খাইলে হরিভজন হয় না—এই কথা শুনে এখানকার সাধু-গুরুরা অত্যন্ত খেপেছে তাহারা আমার সঙ্গে গালাগালি করে আর বলে, নিতাই, হরিদাস ঠাকুর নাকি বলেছেন—“মাছ-মাংস-কামিনীর কোল, তাই নিয়ে জীব হরি হরি বল।” আমি বর্তমানে বড়ই বিপদে পড়ে আপনার কাছে পত্র লিখলাম। পত্রের কোন ভুল-ত্রুটি থাকিলে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা। কখন আসিবেন, জানিবার আশায় রহিলাম। ইতি—প্রণত

<p>To His Divine Grace Om Vishnupad 108 Sri Srimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj Sri Devananda Goudiya Math, Tegharipara P. O. — Nabadwip (Nadia)</p>	<p>{ আপনার অহৈতুকী কৃপালেশপ্রার্থী সেবকাধম— গোপীনাথ দাসাধিকারী</p>
--	--

## উত্তর

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,  
পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )  
তাং ১২।৫।৭৩

স্নেহভাজনেষু,

গোপীনাথ ! পূজ্যপাদ বামন মহারাজের নামীয় তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। বর্তমানে পূজ্যপাদ বামন মহারাজ কোচবিহার শহরে শ্রীমুরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের ( কোহিনুর বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিক ) বাড়ীতে আছেন। সেখানে না থাকিলেও তিনি ঐ অঞ্চলে যেখানেই থাকুন না কেন সুরেন বাবুর ওখানে গেলে খোঁজ পাইবে। তুমি তাহার নিকট গিয়া সাক্ষাতে তোমার সন্দেহের যাবতীয় বিষয় নিবেদন করিয়া সমাধান করিয়া লইবে। আমি নিয়ে তোমার প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করিতেছি।



হরিভজ্ঞন করিতে গেলে নানা প্রকারের বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পরম ভাগবত শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ, শ্রীপাণ্ডবগণ, শ্রীল অম্বরীষ মহারাজ, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীল ত্রিদণ্ডিভিক্ষু এবং দ্বিজপত্রিগণের আদর্শ সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত। যাঁহারা সদগুরু আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভাবে হরিভজ্ঞনে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত সমাজ ও স্বজনাক্ষ্য দস্যুগণ তথা আবিকারীক দেবতাগণ এমনকি মায়াদেবী প্রভৃতিও সাক্ষাৎরূপে সাধকের প্রথমাবস্থায় নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করেন। সেই সময় যদি সাধক শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্ম নিষ্কপট-ভাবে আশ্রয় করিয়া ধৈর্য্যসহকারে শুদ্ধভাবে পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে যাবতীয় বিশ্বের আত্মরিকশক্তি, যাবতীয় বাধাবিঘ্ন এমনকি তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পর্যন্তও নতমস্তক হইয়া যান। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি এবং বহির্লুপ্ত-সমাজের কথাই বা কি ?

পরম করুণাময় ভগবান্ সাধকগণের পরীক্ষা-নিমিত্ত এবং শরণাগতি আনিবার জন্ত সাধকের পিছনে পিছনে থাকিয়া এই সমস্ত ব্যাপারসমূহ দর্শন করেন এবং যথাসময়ে তাহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। বহির্লুপ্তলোক ও বহির্লুপ্ত সমাজের কথা কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া অটল-অচল থাকিয়া তুমি বৈষ্ণব-সদাচার পালন করিবে। তাহাতে যদি সম্পূর্ণ সমাজ, দেশ, জাতি, ভাই, বন্ধু, কুটুম্ব এমনকি স্ত্রী-পুত্রাদি বিরুদ্ধ হইয়া যায় তথাপিও ভ্রক্ষেপ করিবে না। কোন না কোনদিন তাহারা তাহাদের ত্রুটী-বিচ্যুতি উপলব্ধি করতঃ তোমাকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবগণের কোন জাত্যাশৌচ বা মরণাশৌচ নাই। শুদ্ধ ভাবে হরিনামগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ সর্বদাই পবিত্র, তাঁহাদের কোন প্রকার অশৌচ পালনের বিধি শাস্ত্রে উল্লেখিত হয় নাই। শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে এইরূপ নির্দেশ দেখা যায়। যথা —

সকল্লং চ তথা দানং পিতৃদেবার্চনাদিকং ।

বিষ্ণুমন্ত্ৰোপদিষ্টেশেন্নকুর্য্যাৎ কুশধারণম্ ॥ ( স্কন্দপুরাণ-রেবাখণ্ড )

অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে উপদিষ্ট ( দীক্ষিত ) হন, তবে তিনি সকল দান, পিতৃ-দেবার্চন প্রভৃতি এবং কুশধারণ করিবেন না।

কিং দত্তৈর্কল্হতিঃ পিতৃগুভয়া-শ্রাদ্ধদিমূলে ।

যৈরর্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্র্যর্থঞ্চ দিনে দিনে ॥ ( স্কন্দ-পুরাণ )



অর্থাৎ, হে ঋষে ! যে-সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির অর্চন করেন, গয়া শ্রাদ্ধাদি বা বহু বহু পিণ্ডদানে তাহাদের কি প্রয়োজন ? গয়াশ্রাদ্ধাদি কোনও আবশ্যিক নাই।

যদি বৈষ্ণব-পরিবারের কোনও ব্যক্তি স্বধামে গমন করেন ( মারা যান ) তাহা হইলে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে কোন অশৌচ পালন করিতে হয় না। তবে বৈষ্ণব-সাত্ত্বতত্ত্ব শ্রীহরিভক্তিবিলাসামুসারে পরলোকগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রীভগবৎপ্রসাদ অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের দ্বারা নিবেদন করাইতে পারেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কখনও মদ্য, মাংস ও মৎস্যাদি অমেধ্য বস্তুগুলি সেবন করেন নাই। তাহারা ঐগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোথাও উল্লেখ নাই। বহির্ন্যূন ধর্ম্মবিরোধী পাষণ্ডীগণ বা শাস্ত্রজ্ঞানহীন মুখগণ ঈর্ষামূলে ঐরূপ অশাস্ত্রীয় কথা প্রচার করিয়া নিজের মরকের পথ পবিত্র করিলেও তুমি মোটেই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবে না।

শ্রুতি, স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্ত্বতত্ত্ব ও ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণের গ্রন্থেও মদ্য-মাংসাদি সেবনের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ দৃষ্টি-গোচর হয়। আমি তন্মধ্যে ২১টি প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি, যথা—

লোকে ব্যাব্যামিষমদ্যসেবা নিত্যাহি জন্তো ন হি তত্র চোদনা।

ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাপু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ (ভাঃ ১১।৫।১১)

বেদের অর্থবাদে রত হইয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে, স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ-ভোজন ও মদ্যপান বেদের প্রেরণারূপে তত্ত্বৎযজ্ঞে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহারা জানে না যে, ঐ সকল প্রবৃত্তি জন্তুমাত্রেরই ত্রিসর্গগত, সূতরাং প্রেরণাকে অপেক্ষা করে না। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্তই বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞবিশেষে আমিষ ভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য।

যদ্ভাগ ভক্ষো বিহিতঃ সুরায়ান্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।

এবং ব্যাব্যঃ প্রজয়া ন রতৌ ইমং বিপুলং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ॥ (১১।৫।১৩)

ক্রিয়াবিশেষে মদের ভ্রাগকেই ভক্ষণরূপে বিহিত হইয়াছে এবং পশুদিগের অবলম্বনই বিধান,—পশুবধের বিধান নাই। সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গ কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্ত বিহিত,—রতির জন্ত নয়। এই বিপুল বেদ-মতই স্বধর্ম্ম, কি বেদার্থবাদকারীগণ তাহা জানে না।

যে ত্বনেবং বিদোহসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদাভিযামিনঃ।

পশূন্ দ্রুহন্তি বিশ্রদ্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।১৪)



অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্বিত, সদভিমানী যে-সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃসঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। মনুসংহিতায়—

যো সশ্র মাংসমশ্রাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে ।

মৎশ্রাদঃ সর্বমাংসাদন্তস্মান্মৎশ্রান্ বিবজ্জয়েৎ ॥ ( ৫।১৫ )

যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত হয় ; কিন্তু মৎশ্রভোজী, সর্বমাংসভোজী (যেহেতু মৎশ্র-গরু-শুকরাদি যাবতীয় প্রাণীমাংসই ভোজন করে, সুতরাং এক মৎশ্রভোজনে সর্বমাংসই ভুক্ত হয়)। অতএব, মৎশ্রভোজন সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

অগস্ত্যসংহিতায়—জলজৈরভিশপ্তানাং নারীনাং বৈধব্যং সদা ।

মাংসং খাদতি নিত্যঞ্চ সুরথঃ সদৃশো যথা ॥

মৎশ্রাদি জলজন্তুগুলিকে যাহারা ভক্ষণ করে সেই মৎশ্রাদির অভিসম্পাতের ফলে নারীগণের বৈধব্য প্রাপ্ত হয়। যাহারা মাংস খায় তাহাদের গতি সুরথ রাজার স্থায় অধঃগতি হয়।

শ্রুতিতেও অহিংসা ‘পরমধর্ম’ বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও মত্স-মাংসাদি সেবনকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। “প্রবৃত্তি-মার্গের মুখ্য তাৎপর্য্য নিবৃত্তি-মার্গের দিকে লইয়া যাওয়া, যথা—“প্রবৃত্তিরেশা ভূতানাং নিবৃত্তি মহাফলা।”

যাহারা এই সমস্ত শাস্ত্রীয় কথাগুলি অবগত নহেন এবং মত্স-মাংসাদিতে আসক্ত তাহারা জনসাধারণের নিকটে কতগুলি অশাস্ত্রীয় এবং খামখেয়ালী কথা বলিয়া তাহাদিগকেও অসংপথে লইয়া যান।

অধিক কি, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীমন্নহাপ্রভুর পার্শদগণের নামে মত্স-মাংস এবং যুবতী নারী ইত্যাদি সম্বন্ধে ভোগপর যে-সমস্ত ছড়াগুলি অসং ব্যক্তির দ্বারা বলে তাহা সম্পূর্ণ কল্লিত এবং অসং উদ্দেশ্যে প্রচারিত। তুমি ঐ প্রকার অসং ব্যক্তির সঙ্গে সাবধানপূর্বক বর্জন করিবে। আরও কিছু অবগত হইবার থাকিলে জানাইবে।

আমি বিস্তৃতরূপে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় আলোচনা করিব।

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

শ্রীভক্তিবাদান্ত নারায়ণ



# শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর ধর্ম

শ্রীগৌড়ীয়গণের উপাশ্রু বস্তু অভিন্ন-ব্রহ্মজ্ঞানন্দন শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর গৌরানন্দ। শ্রীগৌরানন্দের যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন, তাদৃশ শিক্ষাই গৌড়ীয়গণ অনুগমন করেন মাত্র। শ্রীগৌরানন্দের কি আচরণ করিয়াছেন ও কি শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা তাহা বিভিন্ন অক্ষজ-জ্ঞানের চশমা দ্বারা দেখিতে গিয়া নানাপ্রকার দর্শন করি এবং দৃষ্ট বস্তুর অভিজ্ঞতাক্রমে নিজ নিজ মত প্রকাশ করি। আমরা বহুদ্রষ্টা বহুপ্রকার মত প্রকাশ করায় আমাদের মধ্যেও মতভেদ উপস্থিত হয়। এই মত প্রকাশ করিতে যাওয়াই ইন্দ্রিয়জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত অর্থ্যাৎ অধোক্ষজ-সেবারাহিত্য। শ্রীগৌরানন্দানন্দের আমাদের শ্রায় অক্ষজ-জ্ঞানিগণকে সেবক বলিয়া গ্রহণ করেন না, পরন্তু ভোগ প্রদান করিয়া বিড়ম্বিত করেন মাত্র। শ্রীগৌরানন্দ-জ্ঞানের শক্তি মায়া আমাদের অক্ষজজ্ঞানের প্রভু সাজাইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণে মজবুত করাইয়া শ্রীগৌরভক্তি হইতে অনন্তকালের জ্ঞাত্য অপসারিত করে। আমরা 'শ্রীকৃষ্ণ' 'ভক্তি' 'বৈষ্ণবসঙ্গিনী' 'বিষ্ণুপ্রিয়া' 'গৌরানন্দ-সেবক' 'মাধুকরী' পত্রিকার লেখক হই না কেন, নানাপ্রকার কামীশ্বর ও আচার্য্য হই না কেন, নানাপ্রকারে লোকরঞ্জক হইতে গিয়া পাঠক ও শ্রবণকারী-দিগের তোষামোদ করি না কেন, অনিত্য ইন্দ্রিয়দ্বারা সুখ-দুঃখের ভোগী হইলে তাহাতে শ্রীগৌরানন্দ ও তদীয় নিজজনগণ আমাদের প্রতি কখনই প্রসন্ন হইবেন না। ঐ সকল কৃত্য আমাদের ভোগপর প্রত্যক্ষ বিচারে গৌরভক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও বিশুদ্ধ অধোক্ষজসেব্য গৌরানন্দের বিদ্বেষ ব্যতীত অণু কিছুই নহে। শ্রীগৌরভক্তের চরণে অপরাধ করিতে গিয়া আমরা গৌড়ীয় নামে অভিহিত হইতে গিয়া গৌড়ীয়েশ্বরের উপদেশাবলী ও প্রবন্ধাদিতে দোষ দেখিতে পাই। এই দোষ দেখার চক্ষু, আশ্বাদনের জিহ্বা, দৃষ্ট কার্যের হস্ত আমাদের প্রকৃত গৌড়ীয়েশ্বরের নিত্য দাস্য করিতে দেয় না। 'গৌড়ীয় গৌড়ভক্ত আচার্য্যগণ ভ্রমে পতিত, তাঁহাদিগের আচরণ শ্রীগৌরানন্দের অভিপ্রেত নহে এবং আমার অক্ষজজ্ঞানলব্ধ সাংসারিক চিন্তাময় ভ্রান্তিই তাঁহাদিগের শিক্ষক হউক'—এইরূপ বিচার আমার যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি আমার অবিমিশ্র বৃত্তি ভক্তি এবং তাহার স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইব না। যখন আমি বুঝিব যে, আমার ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি দোষচতুষ্টয় আমাকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তখনই আমি শ্রীগৌড়ীয়েশ্বরের আচার্য্যের চরণে নিত্যকালের জ্ঞাত্য আত্মসমর্পণ করিয়া



হরিবিমুখতা বা অজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিব। দিব্যজ্ঞানদাতা শাস্ত্র ও গুরুগণকে কোনও প্রকারে অবজ্ঞা করিব না। সেই শুভদিন উদিত হইলে আমার অহঙ্কারপূর্ণ ভোগপিপাসা ও অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া আমাকে ঐ ভোগময় বিচার হইতে মুক্ত করিবে। তখনই আমি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবৈষ্ণবের নিকট পাঠ করিতে যাইব।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্যঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাত্মা স্প্রসাদভি।

‘অধোক্ষজের সেবা’ বলিলে আমি ইহাই বুঝি যে, আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপলব্ধি ভোগের দ্রব্য কৃষ্ণ নহে এবং আমার ভোগের বৃত্তি কৃষ্ণভক্তি নহে। আমি যাহা কিছু দেখিব, শুনিব, ভ্রাণ লইব, আহার করিব, স্পর্শ করিব বা চিন্তা করিব, সকলগুলিই আমাকে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া কৃষ্ণসেবা হইতে চ্যুত করাইয়া মায়ায় ভোক্তা করাইবে। সেজন্য আমি বারংবার আমার নিম্নেন্দ্রিয়দ্বারা প্রভারিত হইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানলব্ধ বিষয়কে কৃষ্ণ বলিয়া ভুল করিব না। আমার ভোগের তৃপ্তির জন্য কৃষ্ণভক্ত, মহাজন, গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবের দোষ দেখিতে অগ্রসর হইয়া আমার কোন লাভ নাই—এই সত্য বুঝিতে পারিব। এই দিব্যজ্ঞানে শ্রদ্ধা বা স্মৃদু বিশ্বাস হইলেই আমি শুদ্ধভক্তের শ্রীচরণাশ্রয় করিব। তখন আর আমি গৌড়ায়ের ধর্ম্য বলিয়া যে-সকল ভোগের আবাহন করিয়াছিলাম, তৎসমুদায় বুঝিতে পারিয়া সেগুলিকে ভয়ঙ্কর বিপত্তিজনক বলিয়া জ্ঞান করিব। তখনই শ্রীগৌড়ীয়ের উপদেশকে আমার মঙ্গলের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিব। যাহারা আমাকে গৌড়ীয়ের সজ্জায় বিপথগামী করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি আর আমার সেরূপ শ্রদ্ধা থাকিবে না। তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা, গ্রন্থপাঠ, দেবসেবা প্রভৃতি সকল ক্রিয়াগুলিকেই নিজ নিজ ভোগের আবাহন জানিয়া আমি ভোগ হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবার পরিবর্তে—আমি গৌর-নাগরী—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ শ্রীগৌরসেবা নহে, জানিয়া শ্রীগৌরান্নকে নাগর বলিয়া প্রতিপন্ন করিব না। প্রাকৃত পারকীয় গৌরনাগরী-অভিমানকারিগণ নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, জানিতে পারিয়া “প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়নন্দ” বুঝিতে পারিব এবং ঐ ইন্দ্রিয়ভোগ শ্রীগৌরান্নদেবের ধর্মের প্রতিকূল ভাব বলিয়া দৃঢ়ভাবে জানিতে পারিব।



আমার ভোগের জন্ত—ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্ত, সেবাগ্রহণ-ছলনায় শ্রীগোরাঙ্গ লম্পট হইবেন, আমার নাগাল পাইবার জন্ত শ্রীগোরাঙ্গ আমার মত কামাতুর, মুর্থ, দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট না হইলে আমার ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা হয় না, সেজন্ত শ্রীগোরাঙ্গ যখন পরমেশ্বর, তখন তিনি আমার কামতৃপ্তির মন্ত কেন না হইবেন—এরূপ বিচার গোড়ীয়ের নহে। শ্রীগোরাঙ্গের প্রিয়তম শ্রীগৌড়ীয় আচার্যের সহিত আমার নিজের সমবুদ্ধি করিতে যাওয়া বিষম ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে পারিলেই, আমি অধোক্ষজ-সেবা বুঝিতে পারিব। গোড়ীয় আচার্য আমার মত ধর্মার্থকামমোক্ষ-ফলাকাজক্ষী জীব নহেন। বুঝিতে পারিলেই আমি গোড়ীয় হইতে পারিব। অগৌড়ীয় আমি অক্ষজবাদী গোড়ীয় ভক্ত অধোক্ষজ-সেবক শ্রীমদ্ভাগবত। তখন এই বেদমন্ত্র গান করিতে করিতে আমার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি উদিত হইবে—

“দে বিত্তে বেদিতব্যে ইতি হম্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোইথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্লো ব্যাকরণং  
নিরুক্তঃ ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমি অধোক্ষজ-সেবা-বিষ্ঠায় দীক্ষিত হইব।

“নাম্যমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা ক্রতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈব আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজ অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়িয়া দিয়া হৃষীকেশের কৃপাভিক্ষু হইব।

সমানে বৃক্ষে পুরষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচতি মুহমানঃ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তমীশং তন্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥

তদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তরামীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।

যদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ঃ”

এই মন্ত্রদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে—

“এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকান্ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ”

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভক্তিধর্মের অবস্থিত হইয়া গোড়ীয় বেদবক্তা ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায়—

“( আমি ) এইরূপে ব্রজের পথে চলিব গো,”

এই বলিয়া পুনরায় “নাচঃ পহা বিত্তেহয়নায়” মন্ত্র গান করিতে থাকিব।

—প্রাপ্ত



সংগ্রহ করুন !

সংগ্রহ করুন !!

শ্রীবৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়নকারী

# সিদ্ধান্তরত্নম্

বা

## গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য-ভাস্কর

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

কর্তৃক

### বিরচিত স্বটীকাসমম্বিত ভাষ্যপীঠক

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিজেরই উক্তি  
এইস্থানে উদ্ধৃত হইল,—

“শ্রীব্রহ্মসূত্রের স্বরচিত গোবিন্দভাষ্য ও ষট্‌সন্দর্ভাদি গৌড়ীয়  
দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্বদর্শন-  
সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লাভ হয়।”

এই ভাষ্যপীঠক-প্রকাশনে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল সূত্রগুলি  
সুলাক্ষরে এবং বঙ্গানুবাদ সুন্দর হরফে সহজ ও প্রাজ্ঞ ভাষায়  
সমৃদ্ধ রহিয়াছে। এরূপ মনোজ্ঞ অনুবাদ ও টীকা সমম্বিত প্রকাশন  
দুর্লভ। বর্তমানে উক্ত গ্রন্থ টীকা ও মূলানুবাদসহ একান্ত দুপ্রাপ্য।  
অতএব প্রত্যেক ভক্ত্যনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা অবশ্যই সংগ্রহ করা  
কর্তব্য।

সেনাসচিব,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়

পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )।



**শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ**  
**শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং**  
**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব**

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো কৃষতঃ

**শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি**                      **শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ**  
( গভঃ রেজিষ্টার্ড )                      তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া ) ।

৩১শে বৈশাখ, ১৩৮০ ; ইং ১৪।৫।৭৩

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ই আষাঢ়, ১৩৮০ ( ইং ৩০শে জুন, ১৯৭৩ ) শনিবার হইতে ২৫শে আষাঢ়, ১৩৮০ ( ইং ১০ই জুলাই, ১৯৭৩ ) মঙ্গল-বার পর্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগরসঙ্কীৰ্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্তাঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন । এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবানুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে । পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল । ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যস্বন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

---

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য ।



## —ঃ সেবাপঞ্জী :—

- ১। ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন, শনিবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-উপলক্ষ্যে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই, রবিবার—পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীৰ্তন-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন পরে গঙ্গাস্নানান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, সোমবার—শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা। অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্তনমুখে শোভাযাত্রাসহ রথাক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গোঁড়ীয় মঠে অপরাহ্ন ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৪। ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, মঙ্গলবার হইতে ২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭৥ টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগোরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, শুক্রবার হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭৥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
- ৬। ২২শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই, শনিবার হইতে ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ ৫টা হইতে ৭৥ টা পর্য্যন্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ২৫শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই, মঙ্গলবার—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্তন-শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীৰ্তন।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।



# সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের

## সুবর্ণ-সুযোগ

“গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ সঙ্গে ।

সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে ॥”

শুদ্ধভক্তির অঙ্গরূপে তীর্থদর্শন বিশেষ আবশ্যিক, তদুপরি সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ । ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । তীর্থভ্রমণহলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান প্রকৃত তীর্থযাত্রার ফল নহে । সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য । শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে দৃষ্ট হয়—“যে তীর্থেতে নৈষ্কব নাই সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি কাজ হাঁটিয়া দূরদেশ ।”

আজকাল বহু তীর্থভ্রমণ-কোম্পানী নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া তীর্থভ্রমণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গব্যতীত তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল লাভ হয় না ।

আমাদের এই তীর্থভ্রমণের সুদূর্লভ বৈশিষ্ট্য :-

- ১ । মঠবাসীভক্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের মুখে সর্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সঙ্কীর্তন ।
- ২ । সাধুগণ দর্শনীয় তীর্থের মাহাত্ম্য যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দেন ।
- ৩ । চলন্ত ট্রেনে থাকাকালেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের অর্চন-পূজন, আরতি ও ভোগরাগাদি দর্শন ।
- ৪ । প্রত্যহ দুই বেলাতেই শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা ।
- ৫ । সঙ্কীর্তনমুখে যাবতীয় তীর্থ পরিদর্শন ও পরিক্রমা ।
- ৬ । রিজার্ভ টুরিষ্টকারযোগে আরামপ্রদ রেলযাত্রা ।

সর্বোপরি এই পরিক্রমায় সমিতির সভাপতি-আচার্য মহারাজ কৃপাপূর্বক সঙ্গে থাকিয়া ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবেন এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সন্ন্যাসিগণ যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করিবেন ।

অতি অল্পসংখ্যক আসন সংরক্ষিত হইতে অবশিষ্ট আছে, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বরেই আসন সংরক্ষণ না করিলে বিলম্বে হতাশ হইবেন ।



## দর্শনীয়স্থান :-

১। পুরী, ২। সিংহাচলম্ ( জিওড় নৃসিংহ ) ৩। মঙ্গল-  
গিরি ( পানা নৃসিংহ ), ৪। তিরুপতি বালাজী, ৫। বিষ্ণুকাঞ্চী,  
৬। শিবকাঞ্চী, ৭। পক্ষীতীর্থ ৮। চিদাম্বরম্ ( নটরাজ শিব ),  
৯। কুন্তকোণম্, ১০। তাঞ্জোর ( বৃহদীশ্বর শিব ), ১১। ত্রিচিনা-  
পল্লী ( রঙ্গনাথ ), ১২। রামেশ্বর, ১৩। মাদুরা, ১৪। কন্যাকুমারী,  
১৫। ত্রিভেঙ্গাম্ ( অনন্ত পদ্মনাভ ), ১৬। মাদ্রাজ।  
যাত্রাদিবস—৫ই কার্তিক সন ১৩৮০, ইং ২২।১০।৭৩ সোমবার  
প্রত্যাবর্তন দিবস ( আনুমানিক )— ২৭শে কার্তিক ১৩৮০,  
ইং ১৩।১১।৭৩, মঙ্গলবার।

## —ঃ নিয়মান্বলী ঃ—

আগামী ৫ই কার্তিক ইং ২২।১০।৭৩, সোমবার, রাত্র ৮ ঘটিকার  
সময়ে হাওড়া ৮ নং প্লাটফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমায়  
আনুমানিক ২৩ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্তী স্থানের  
জন্ম বাসকুলীভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্ম প্রতি যাত্রীকে  
৫০।১'০০ পাঁচশত এক টাকা ভিক্ষাস্বরূপে প্রদান করিতে হইবে।  
অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের কম) জন্ম ৩৭৫'০০ তিনশত পাঁচাত্তর  
টাকা দিতে হইবে। ১৫ই আশ্বিন, ইং ২।১০।৭৩ মধ্যে অগ্রিম  
১৫০'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট  
ভিক্ষা যাত্রার ১০ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৫ আশ্বিন, ১২।১০।৭৩ মধ্যে  
সম্পূর্ণ জমা দিতে হইবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ  
মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—  
ঠিকানায় অর্থাৎ জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে। যাত্রিগণ  
একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটি সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-  
পত্র ১৫ কিলোর অধিক হইলে ভাড়া লাগিবে, শীতোপযোগী  
বিছানার প্রয়োজন নাই। গরম চাদর সঙ্গে লইলেই চলিবে।

পত্রালাপ করিতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ  
মহারাজ, শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )—ঠিকানায়  
পত্র প্রেরিতব্য। ইতি—৩১শে বৈশাখ, ইং ১৪।৫।৭৩

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অনিবার্য কারণ ও দৈব-দুর্ভাগ্যকে পরিক্রমা-পঞ্জী  
পরিবর্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবে না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয়  
স্থানে পদযজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।



শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যজ্ঞাত্মা স্তপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যশূন্য ॥

অতঃ ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ২৯ ত্রিবিক্রম, ৪৮৭ গোরাঙ্গ  
শুক্লাব্দ, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ ; ইং ১৫।৬।১৯৭৩ } ৪র্থ সংখ্যা

সান্ন্যাসাদঃ

## শ্রীললিতাষ্টকম্

[ শ্রীল-রূপ-গোস্থামি-বিরচিতম্ ]

॥ শ্রীললিতায়ৈ নমঃ ॥

রাধামুকুন্দপদসম্ভবঘর্ম্মবিন্দু-  
নির্মঞ্জুনোপকরণীকৃতদেহলক্ষাং ।

উতুঙ্গসৌহৃদবিশেষবশাং প্রগল্ভাং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ১ ॥

শ্রীরাধামাধবের চরণসম্ভূত ঘর্ম্মবিন্দুর অপনয়নরূপ উপকারে বাহার  
শরীর নিযুক্ত এবং অত্যন্ত সৌহৃদ্যরসে যিনি অবশ্য, সেই সৌন্দর্য্য-গান্তীর্ঘ্যাদি  
মিশ্রণে মনোহারিণী অপ্রগল্ভা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

রাকাসুধাকিরণমণ্ডলকান্তিদণ্ডি-

বক্তৃশ্রিয়ং চকিতচারুচমুরুনেত্রাং ।



রাধাপ্রসাধনবিধানকলাপ্রসিদ্ধাং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ২ ॥

যাঁহার মুখশোভা পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের কাঙ্ক্ষিকের তিরস্কৃত করিতেছে, চকিত যুগের নেত্রতুল্য যাঁহার নয়নবয় অতি চঞ্চল এবং শ্রীরাধিকার প্রসাধনকার্য্যে অর্থাৎ বেশ-রচনাব্যাপারে যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠা, সেই অশেষ-স্বীজনোচিত গুণ-রাশি ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

লাস্যোল্লসদ্ভুজগশত্রুপতত্রচিত্র-

পট্টাং শুকাভরণকঞ্চুলিকাঞ্চিতাস্তীং ।

গোরোচনারুচিবিগ্রহগৌরিমাণং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৩ ॥

উদ্ধত মূর্ত্যে সাতিশয় উল্লষিত ময়ূরের বিচিত্রবর্ণ পিচ্ছের ঞ্চায় পট্টবস্ত্রের ও আবরণ এবং কুচট্টের (কঁপাচুলীর) দ্বারা যাঁহার শরীর অতি ভূষিত এবং স্বকীয় গৌরবর্ণদ্বারা যিনি গোরোচনার রুচিকেও বিগহিত করিতেছেন, সেই অসীম গুণবতী ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

ধূর্তে ব্রজেন্দ্রতনয়ে তনু সূষ্ঠুবামাং

মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি লাঘবায় ।

রাধে গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৪ ॥

হে কলঙ্কিনি ! রাধিকে ! তুমি অতিধূর্ত ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করিও না, সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূলতাই প্রকাশ কর এবং আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, এমন প্রকারে যিনি শ্রীরাধিকাকে শিক্ষাদান করিতেছেন, সেই সমূহ-গুণললিতা ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

রাধামভি ব্রজপতেঃ কৃতমাত্মজেন

কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীং ।

বাগ্ভঙ্গিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অল্প মাত্রও চাতুরীপর বাক্যবিগ্রাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যিনি “তুমি অতি সত্যবাদী, সরল ও বিশুদ্ধ প্রণয়ী”



ইত্যাदि বাগ্ভঙ্গিद्वारा श्रीकृष्णके लज्जित करितेছেন, সেই সকল গুণনিনয়া  
ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

বাৎসল্যবৃন্দবসতিং পশুপালরাজ্য্যঃ  
সখ্যানুশিক্ষণকলাসু গুরুং সখীনাং ।  
রাধাবলাবরজজীবিতনির্বিশেষাং  
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৬ ॥

যিনি পশুপাল রাজমহিষীর অর্থাৎ যশোদাদেবীর বাৎসল্যরসের বসতি-  
স্থান এবং সমূহ সখীদিগের সখ্যশিক্ষা বিষয়ের গুরু এবং রাধিকা ও বলদেবের  
অবরজ ( কনিষ্ঠা ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার জীবনস্বরূপ, সেই নিখিল গুণসিদ্ধ  
ললিতা আমার নমস্কা হউন ॥ ৬ ॥

যাং কামপি ব্রজকূলে বৃষভানুজায়াঃ  
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষপদবীমনুরুদ্ধ্যমানাং ।  
সদ্যস্তদিষ্টঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং  
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবন-ভবনে যে-কোন যুবতিকে দেখিয়া, বৃষভানুন্দিনী রাধার  
স্বপক্ষজ্ঞানে তৎক্ষণাৎ ঐ যুবতীর অভিলষিত কার্যের ঘটনাদ্বারা যিনি কৃতার্থ  
করিতেছেন, সেই গুণগ্রামসম্পন্না ললিতাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

রাধাভ্রজেন্দ্রসুতসঙ্গমরঙ্গচর্যাং  
বর্ষ্যাং বিনিশ্চতবতীমখিলোৎসবেভ্যঃ ।  
তাং গোকুলপ্রিয়সখীনিকুরন্বমুখ্যাং  
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৮ ॥

রাধামাধবের সন্মেলনে যে-বিনোদনক্রিয়া তাহাই যাঁহার শ্রেষ্ঠকার্য্য  
এবং অশ্রান্ত নিখিল উৎসব হইতে তদ্বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা, সেই  
গোকুলের প্রিয়সখীদিগের প্রধানতমা ও সকল গুণাশ্রয়া ললিতাদেবীকে  
প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

নন্দনমুনি ললিতাগুণলালিতানি  
পঠ্যানি যঃ পঠতি নিৰ্ম্মলদৃষ্টিরথৌ ।



প্রীত্যা বিকর্ষতি জনং নিজবৃন্দমধ্যে

তং কীর্তিদাপতিকুলোজ্জ্বলকল্পবল্লী ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীললিতাষ্টকং সমাপ্তং ॥

যে ব্যক্তি আনন্দিত এবং নির্মল অন্তঃকরণ হইয়া লালিত্যগুণে সুললিত এই ললিতাদেবীর অষ্টকপদ্য পাঠ করে, কীর্তিদাপতি বৃষভানুরাজার কুলের উজ্জ্বল কল্পলতা সেই শ্রীরাধিকা তাহাকে প্রীতিপূর্বক আকর্ষণ করিয়া স্বকীয় সখীবৃন্দে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীললিতাষ্টক সম্পূর্ণ ॥

## পত্রাবলী \*

শ্রীহরিনাম ও হরিসেবাবিহীন অবস্থায় রিপুপরবশ হইয়া  
পরনিন্দা-পরচর্চায় অধোগতি

শ্রী শ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীষ মঠ

জ্যেষ্ঠরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )

১লা ভাদ্র. ১৩৬৭

ইং ১৭।৮।১৯৬০

স্নেহস্পদেষু—

\* তোমার পত্র \* কে দিয়াছি। \* এর হাতে যে চিঠিগুলি পাঠাইয়াছি তাহার মধ্যে \* এর লিখিত \* দাসের নামীয় পত্র দেখিলাম। \* কে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল আমি ঐ পত্র দেখি নাই। তাহাকে ঐ পত্র দিলাম। সে পড়িয়া আমাকে ফেরত দিল। \* অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া এই পত্রখানি দিয়াছে। পত্র পড়িয়া আমার মনে হইল—তুমি, \* ও \* \* এর বিরুদ্ধে অত্যাশপূর্বক Propaganda ( প্রোপাগান্ডা ) করিতেছ। আমি এই Propaganda ভাঙ্গিয়া দিব। \* মঠের একজন ট্রাষ্ট্রী। আমি ট্রাষ্ট্রীগণের উপর মঠের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার ছাড়িয়া দিব। তোমরা কেহ মঠের কর্তৃত্বভার লইবার যোগ্য নহ। ক্রোধী ব্যক্তির হস্তে মঠ সমর্পণ করা

পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদভীষপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-  
কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—শ্রীগোঃ পঃ সঃ



একটা বেয়াকুবী। আমি ইহার প্রঞ্জয় দিব না। মঠ ভক্তের স্থান, অভক্ত ক্রোধীর স্থান নহে। \* দাসের নিকট তোমরা ঐ তিন জন যে-সমস্ত কথা \* ও মঠের সম্বন্ধে বলিয়াছ তাহা আমি তাহার নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়াছি। সে সমস্ত আমাকে বলিয়াছে।

\* র টাকার দ্বারা \* এর নামে সম্পত্তি খরিদ করা—আমরই নির্দেশ। উক্ত অর্থ কাহারও নামে বা কোন স্ত্রীলোকের নামে খরিদ করার অনুমোদন আমার নাই বা থাকিবেও না। তাহার টাকার দায়িত্ব তোমা অপেক্ষা বা অর্থ কোন মঠবাসী অপেক্ষা অনেক শ্রেী।

মঠে বসিয়া থাকিয়া সেবাকার্য্যে উদাসীন হইলেই নানা-প্রকার পরনিম্না পরচর্চার সৃষ্টি হয়। তজ্জন্ম প্রতাহ প্রত্যেককে শিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিবার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। সেবাকাজ না থাকিলেই মানুষের চিত্ত নিম্নগামী হইয়া যায়। বৃথা সময় কাটান যাহাদের অভ্যাস, কি করিয়া তাহারা উন্নতি লাভ করিবে? ইংরাজীতে একটি কথা আছে—“A Vacant mind is the devil's workshop” অর্থাৎ “শূন্যমন—কর্মহীন মন শয়তানের কারখানা।” সুতরাং যাহার মনের মধ্যে কোন সেবাকাজ নাই সেইমন নিম্নগামী হইয়া শয়তানী চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়। এইজন্য মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন—“কীর্তনীযঃ সদা হরিঃ”। হরিসেবা করিলেই হরিচিন্তা হইয়া থাকে। হরিসেবা না করিলে হরিচিন্তা হয় না। অসচ্চিন্তা তাহাকে আক্রমণ করিবে। এইজন্য সর্ব্বক্ষণ হরিনামকরিবার বিধি। হরিনাম ও হরিসেবা—একই কথা।

এইসব অবস্থা দর্শন করিয়া আমি সকলকেই প্রচারে বাহির করিয়া দিতে সক্ষম করিয়াছি। প্রচারে গেলে হরি-কীর্তন ও ভিক্ষুকের ভিক্ষা সংগ্রহ হইবে। নচেৎ কোন মঙ্গলই হইবে না। ৪৫ দিন পূর্বে মঠে থাকিবার জন্ম একটি যুবক আসিয়াছিল, আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। হরিসেবা না করিলে বৃথা আহার-নিদ্রায় দিন-কাটান লোকের মঠবাসের আবশ্যকতা নাই। শরীর হরিসেবায় নিযুক্ত হউক। আমার এই পত্র সকলকে পাঠ করিয়া শুনাইবে এবং সকলেই যাহাতে হরিসেবায় মগ্ন হয় সেইভাবে চলিতে নির্দেশ দিবে। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব



## শ্রীচৈতন্যের দান

শ্রীভগবৎপ্রেমই শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব দান

“হেলোকুলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া ।

শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিন্তাপিতোন্মাদয়া ।

শশ্বত্ত্বিক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া

শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

যে গৌরসুন্দরের প্রীতিসন্তোষণ গোড়দেশের অধিবাসিগণ সর্বতোভাবে গৌরবাসিত, যে শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যকথা আলোচনা ক’রে জগতের সকল লোক শান্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর পরম দয়াময় । আমরা সকলেই দয়ার ভিক্ষুক । মানবজাত—অভাব-ক্লিষ্ট ; সেই অভাব যাঁরা মোচন করেন তাঁঁরা ‘দাতা’ ব’লে গৃহীত হন । জগতে যে-সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকালস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ । তাঁরপর জগতের দাতৃ-গণের সমষ্টিও অতি অল্প । যদি দানপ্রার্থীর আশা ভরসা বেশী থাকে তা হ’লে সেই সকল দাতা প্রার্থীগণের আশানুরূপ দান দিয়ে উঠতে পারেন না । পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান্ দারদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান্ রোগিগণকে, বুদ্ধিমান্ নিরীক্ষিগণকে তাঁঁদের আশানুরূপ দান দিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-দান প্রদান ক’রেছেন মানবজাতি তত বড় দানের আশা প্রার্থনাও ক’রতে পারেন নাই । এত বড় দান জগতে আসতে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হ’তে পারে—একথা মানবজাতি পূর্বে ভাবতেও আশা ক’রতে পারে নাই । শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা’ সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেমা । জগতে প্রেমের বড়ই অভাব ; সেই জন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অগ্ন্যাগ্ন্য কথা জীব-কুলকে এত ক্লেশ প্রদান ক’রছে । ভগবানের সেবা করবার জন্য যাঁরা অভিলাষবিশিষ্ট, তাঁদিকে বাধা দিবার জন্য এমন কি দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত ।

আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত—অত্যন্ত খর্বদৃষ্টিসম্পন্ন । আমরা ত্রিগুণে তাড়িত হ’য়ে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান ক’রতে পারি না । এজন্য অনেক অসত্য কথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয় । যদি তা’তে প্রলুব্ধ হ’য়ে পড়ি, তাহলে মনুষ্য-জীবনের মার্থকতা হয় না ।



## শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার মূলমন্ত্র “অয়ি দীনদয়াদ্রনাথ” শ্লোক

গৌরসুন্দরের দান কোন্ গোমুখীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হ'য়েছিল ? শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী সেই গৌরসুন্দরের দান—সেই প্রেমপ্রয়োজন-মহীরুহের মধ্যমূল। যে-প্রেম একমাত্র মৃগা—অধিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীমাধবেন্দ্র-পাদ তার একটি মূলমন্ত্র গান ক'রেছিলেন। সেই গান ঈশ্বরপুরীপাদ শু'নেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুনবার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটি এই—

‘অয়ি দীন’—এই বিপ্রলস্তগীতিই প্রেমের মূলমন্ত্র

‘অয়ি দীনদয়াদ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং হৃদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।”

ভারতবর্ষে এই দান দিয়েছিলেন—মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ; ভারতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না, আমরা তা' জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার এই মূলমন্ত্রটি যে ভারতবাসীর কাণে পৌঁছেছে, তাঁ'রই সর্বার্থ-সিদ্ধিলাভ হ'য়েছে, আর যা'দের কাণে পৌঁছে নাই, তা'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। এই মূলমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝলেন না, তাঁর মানবজীবন-ধারণ বৃথা। এই বিপ্রলস্ত-গীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম—আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিশ্বমঙ্গল এককালে কুবিষয়ে অভিনিবিশের অভিনয় প্রদর্শন ক'রেছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলির সেবায় নিরত হ'য়ে লীলালুক তাঁ'র কর্ণামৃতের মধ্যেও বিপ্রলস্তভজনের কথা ন্যূনাধিক গান ক'রেছেন। গৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বন্বার জ্ঞ প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হউক। ‘গোড়দেশের অধিবাসী, অভিমান ক'রে আমরা এখনও বিষয়-কার্যে অভিনিবিষ্ট র'য়েছি ! ইহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষাধারা তা' ব্যক্ত হ'তে পারে না। এই দরিদ্রতা মোচনের জ্ঞ মাধবেন্দ্র-পাদ এই বিপ্রলস্তগীতি গেয়েছিলেন—

“অয়ি দীনদয়াদ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং হৃদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।”



যে-ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তা'কে অনেক সময় দুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা ক'রে ব'লে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হ'তে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা ব'লেছিলেন ; আর বল্লেন,— 'মথুরানাথ' ; 'বৃন্দাবনপতি' বল্লেন না। মথুরগানের কথা অনেকেই শু'নে থাকবেন ; এ সকল শব্দ বিপ্রলভময়ী পরিভাষা। যা'কে 'বিরহ' বলা হয়, তা'কে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'বিপ্রলভ' বলে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে বিরহে বল্ছেন,—তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরা-নাথ' ; আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চ'লে গেছ ; আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্বস্ব, সেই সর্বস্ব আজ লুপ্তিত হ'য়েছে। স্মরণ্য দুঃখের কথা বলতে গিয়ে হাস্তরস ছাড়া আর কি আসতে পারে ? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছ—আমাদিগকে চিন্তাকুল ক'রে মথুরায় চ'লে গেছ।

হে নন্দতনুজ, তুমি কি চিরদিনই অধোক্ষজ থাকবে ? তোমার এমন সৌন্দর্য্য, রূপ, রস আমরা দর্শন করতে পাব না ? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু ; আমাদের জ্ঞান নাই ব'লে দেখতে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান, বালক, অবুঝ। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্তা নাই ব'লে তুমি জ্ঞান-ভূমিতে চ'লে গেছ—যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর দয়াতে তোমার চিত্ত আদ্র। তোমাকে কবে আমরা দেখতে পাব ? তুমি দেখা দিয়েছিলে—আমাদিগের চিত্তবিস্ত সেই দেখা দ্বারা হরণ ক'রেছিলে—আমাদের সর্বস্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চ'লে গেলে ! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

“অস্মি দীনদয়াদ্রনাথ হে মথুরা কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং হৃদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥”

### শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনেই জীবের সর্বশুভোদয়

গৌরসুন্দর ব'ল্লেন,—হে বিষয়নিবিষ্ট-চিত্ত মানবকুল, এই দুনিয়াদারীর ছাই-পাঁশের মুটেগিরি ক'রতে ক'রতেও তা'র প্রতি বিরক্তি এসে কিপ্রকারে তোমাদের মঙ্গল হ'বে, তোমরা কিপ্রকারে উৎক্ৰান্তদশায় এসে উপস্থিত হ'বে, সে,জন্ম তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্তন কর।

“চেতোদর্পণমাজ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং

শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম্।



আনন্দাশুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং

সর্বাঙ্গসম্পদং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনম্ ॥”

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীৰ্ত্তনে আট প্রকার সুখোদয় হয়। হে কৰ্ম্মঠ জীব-সম্প্রদায়—মনুষ্যজাতি এই কথাটী একটুকু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সমাগ্ৰূপ কীৰ্ত্তন জয়লাভ করুক। যে-সকল লোকের বিষয় কথা শুন্তে শুন্তে কৰ্ণ একেবারে বধির হ’য়ে গেছে, তা’দিকে কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তন শুনা’তে হয়। বহির্জগতের চিন্তাস্রোত তা’দিকে ঠেলে মায়াবাদের অকুলসাগরে ফেলে দিচ্ছে। সংসার-সাগরের বিষয়-ভোগের স্রোত তা’দিকে মায়াবাদ-সাগরের বিষয়-ভোগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণবিমুখতার চরম আবর্ত-বিবর্তে পতিত ক’রছে। ‘হাম খোদাই’ বুদ্ধিতে চালিত হ’য়ে মানুষ স্বগত স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন—ত্রিপুরী বিনাশের বিচার অবলম্বন ক’রে আত্মবিনাশের পথে ধাবিত হন। তা’ হ’তে রক্ষা পেতে হ’লে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীৰ্ত্তন কর; তা’তে আট প্রকার সুখোদয় হ’বে।

চিত্তদর্পণে দৃশ্যজগতের আবহাওয়া নিরন্তর স্তূপীকৃত আবর্জনা এনে ফেলছে। সেই আবর্জনারাশি চেতনের বৃত্তিকে চাপা দেয়। চিত্তদর্পণে যে ধূলো প’ড়ে গিয়েছে,—তা’র উপর যে-প্রকারে বিকৃতভাবে দৃশ্য জগৎ প্রতিফলিত হ’চ্ছে, যা’র ফলে আমরা কেহ কৰ্ম্মবীর, কেহ ধৰ্ম্মবীর, কেহ কামবীর, কেহ অর্থবীর, কেহ জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর হওয়ার অবৈধ অভিলাষ সৃষ্টি ক’রে তা’তে ধ্বংস লাভ করবার জন্ত উন্মত্ত হ’য়ে উঠেছি—মানব-সমাজ আমরা প্রেম হ’তে দিন দিন কতদূরে চ’লে যাচ্ছি, সেইসব অসুবিধা আনুষঙ্গিক ভাবে অতি সহজে বিদূরিত হ’তে পারে—কৃষ্ণের সমাগ্ৰূপ কীৰ্ত্তনে। কৃষ্ণের সমাক্ষ কীৰ্ত্তনের অভাবে মানব-জাতির শুভোদয়ের দুৰ্ভিক্ষ উপস্থিত হ’য়েছে।

### শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মতবাদিগণের কটি কল্পনা

শ্রীকৃষ্ণ কীৰ্ত্তনের—‘শ্রীকৃষ্ণটী, মানুষের মনোধর্ম্মের কারখানায় প্রস্তুত কৃষ্ণ ন’ন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, তথাকথিত আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, কল্পিত কৃষ্ণ, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃষ্ণ, প্রাকৃত কামুকের কৃষ্ণ, প্রাকৃত চিত্রকরের কৃষ্ণ, যথেষ্টাচারিতার কবলে কবলিত কৃষ্ণ, মেটেবুদ্ধির কৃষ্ণ, কা’রও ব্যক্তিগত রুচির ইন্ধন সরবরাহকারী কৃষ্ণ, মায়ামিশ্রিত কৃষ্ণ—“শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীৰ্ত্তনের কৃষ্ণ ন’ন।”



বিখ্যাতকীর্তি ঔপন্যাসিক যখন কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন ক'রলেন, তখন নবীন বঙ্গীয় যুবকগণ কত উচ্ছ্বাসভরেই না সেই বর্ণনার কীর্তিগাথা বাঙ্গালার হাটে-ঘাটে-মাঠে গে'য়ে বেড়া'তে লাগলেন। যখন প্রথম কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো, তখন নবীন-প্রবীণ সকলের মুখেই শুন্লাম যে, এবার কৃষ্ণচরিত্রের উপর এক নূতন আলোক এসে গেছে! 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'ভাগবতের কৃষ্ণ' প্রভৃতি কত কি বিচার হ'লো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ সেইরূপ কোন লোকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইক্ষন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ ন'ন। মানুষের মেটেবুদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণকে মেপে নিতে পারে না।

### শ্রীকৃষ্ণনামের চমৎকারিতা ও সর্বকর্ষিত্ব

'শ্রীকৃষ্ণ'—এখানে যে "শ্রী" কথাটি, সেই "শ্রী" আকৃষ্টা হ'য়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা; এজন্য "শ্রীকৃষ্ণ"। কৃষ্ণ—আকর্ষক, শ্রী—আকৃষ্টা। শ্রী—পরম সৌন্দর্য্যবতী। পরম সৌন্দর্য্যবতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চম-স্বরে যে-বংশীধ্বনি গীত হয়, তা' ত্রিগুণতাড়িত ব্যক্তি শু'নতে পায় না, এমন কি, চতুর্থমানেও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম তান অনেকে শু'নতে পান না। তুরীয় রাজ্য বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসকগণ কৃষ্ণ-মুরলীর পঞ্চম তানের মাধুরী বুঝতে পারেন না।

যে রূপভাবে রুদ্রের পরিচয়, ব্রহ্মার পরিচয় বা ষিুর পরিচয় হয়, সেইরূপ গুণাবতারজাতীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ন'ন। তিনি গুণাবতারগণের অবতারী। জড়বোধ-ব্যাপার-বিশেষমাত্রও তিনি ন'ন। তিনি চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্য্যবান্কে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতীগণকে আকর্ষণ করেন।

### শ্রীকৃষ্ণের অবতারীত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা

আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সন্ত্রাসের সহিত পূজা ক'রতে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতারসমূহকে পাই। আমরা অভাবক্লিষ্ট, এই হেতুমূলক বোধ তখন আমাদের কাছে ঐশ্বর্য্যবানের উপাসক ক'রে তুলে। গৌরসুন্দর যখন দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন, তখন সে' দেশ থেকে একখানা গ্রন্থের একটি অধ্যায় তিনি এনেছিলেন, তা'র নাম—'ব্রহ্মসংহিতা'। তা'তে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন ক'রে ব'লছেন—



ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায় । কার্যকারণ-বাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যিক । সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণই আবিভূত হন । সৌন্দর্য না থাকিলে তিনি আকর্ষণ করেন না । দয়া নিতে হ'লে দয়ার দানীর চিত্ত আকর্ষণ ক'রতে হয়—সকল জগতের সহিত বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন ক'রে দানীর অব্যভিচারী বান্ধব—প্রেয়সী হ'তে হয় ।

তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দঘনমূর্ত্তি । তিনি নিত্যকাল অবস্থিত ; কাল তাঁ হ'তেই প্রসূত হ'য়েছে, কালের কাল মহাকাল তাঁর অধীন,—তিনি পূর্ণজ্ঞানবস্তু, তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু ।

### শ্রীনামের সম্যক কীর্তনেই সর্বসুখোদয়

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক কীর্তনে জীবনে সর্বসুখোদয় হয় । কৃষ্ণের আংশিক কীর্তন ক'রে যদি জীবের সর্বসুখোদয় না হয়, তা'হলে অনেকে কৃষ্ণকীর্তনের শক্তি-বিষয়ে সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়তে পারেন । কৃষ্ণের বিকৃত কীর্তনে জীবের তুচ্ছফল লাভ হ'তে পারে । এজন্ম বুদ্ধিমানগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক কীর্তনের বিজয় বাঞ্ছা করেন । \*

## প্রশ্নোত্তর

(নানাকথা)

১। জীবের ক্রমোন্নতির ভিত্তি কি ?

“স্বীয়-স্বীয়-অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয় এবং অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয় ।”

—‘শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য’, সং তোঃ ১০।৬

২। “নিজে শ্রীনাম গ্রহণ ও প্রচার ব্যতীত ভক্তিবর্ষে অপর জীবের শ্রদ্ধা উদিত করা যায় কি ?

“যতদিন ভক্তিবিপরীত বাসনা বিদূরীত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যত সচুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা সমস্তই তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই

\* জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রদত্ত ভাষণ

—সম্পাদক



প্রত্যাভর্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যত ভক্তিধর্ম প্রচার কর না কেন, যত ভক্তিকথা আলোচনা কর না কেন, তাহাদের নিজ-কর্মদোষে কোন সফল প্রদান করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা বা আলোচনায় কিছু ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, \* \* \* দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্তন কর। সেই নাম-মহিমার শ্রবণে তাহাদিগের যে-সুকৃতি সমুদিত হইবে—নামের মাহাত্ম্যে যে-বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে নামের কৃপাক্রমে জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তিধর্ম নিরূপট শ্রদ্ধা হইবে।”

—‘নববর্ষ আর্তি-নিবেদন’, পঃ তোঃ ১৫।১

৩। শ্রী, সুখ-দুঃখ, পণ্ডিত, মূর্থ, পস্থা-উৎপথ, স্বর্গ-নরক, গৃহ, আঢ্য-দরিদ্র, কৃপণ, ঈশ ও অনীশ কাহাকে বলে?

“নৈরপেক্ষ্যাদি গুণসকলের নামই—‘শ্রী’; সুখ-দুঃখ বিনাশের নামই—‘সুখ’; কামসুখাপেক্ষার নামই—‘দুঃখ’; বন্ধমোক্ষবিদ্ব ব্যক্তিই—‘পণ্ডিত’; বাঁহার দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি, তিনিই—‘মূর্থ’; কৃষ্ণের নিগম বা আজ্ঞাই—‘পস্থা’; চিত্তবিক্ষেপই—‘উৎপথ’, সন্তুগ্ণোদয়ই—‘স্বর্গ’; তমো-গুণ-বুদ্ধির নামই—‘নরক’; কৃষ্ণই একমাত্র বন্ধু ও গুরু; মনুষ্য-শরীরই—‘গৃহ’; গুণাঢ্য ব্যক্তিই—‘আঢ্য’; অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই—‘দরিদ্র’; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই—‘কৃপণ’; যিনি গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণসমূহে অনাসক্ত, তিনিই—‘ঈশ’; যিনি প্রাকৃত গুণসঙ্গী, তিনিই—‘অনীশ’।”

—‘প্রমাণনির্দেশঃ’, শ্রীভাঃ পঃ মাঃ ১।৪৪-৪৭

৪। শুভাশুভ ফলের জ্ঞান অদৃষ্ট দায়ী কি?

“সময় যতক্ষণ মন্দ থাকে, ততক্ষণ কোন সুবিধা দেখা যায় না; সময় ভাল হইলে সকল দিক্ প্রসন্ন হয়।”

—ঠাকুরের আত্মচরিত

৫। ‘এঁচড়ে পাকা’ কাহাকে বলে?

“আজকাল এই একটি রোগ হইয়াছে যে, একটু ‘ক’ ‘খ’ লিখিতে পারিলেই অনায়াসে অজ্ঞাতশাস্ত্র বালকগণ গুরুর ন্যায় উপদেশ করিতে থাকে,—ইহাদিগকেই ‘এঁচড়ে-পাকা’ বলে।”

—‘সমালোচনা’, পঃ তোঃ ৬।৪



৬। নব্যপাণ্ডিত্যের লক্ষণ কিরূপ ?

“প্রাচীন-মতের প্রতি আক্রমণ করাই আজকাল পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে।” —‘নূতন পত্রিকা’, স: তো: ৪১২

৭। বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যে প্রভেদ কি ? যুবকগণ সাধারণতঃ কোন্টির পক্ষপাতী ?

“বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য.—ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। পাশ্চাত্যপণ্ডিত-দিগের যত বাগাড়ম্বর, তত পাণ্ডিত্য নাই; ভারত-ক্ষেত্রের গ্রন্থকারদিগের বাগাড়ম্বর অল্প, কিন্তু সারবত্তা অধিক। অল্পবয়স্ক যুবকগণ স্বভাবতঃই পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী।”—‘সম্প্রদায়-প্রণালী’, স: তো: ৪১৪

৮। কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় কি ?

“কেবল বয়সকে অধিকারের মূল বলা যায় না। অনেক বৃদ্ধ পুরুষ মনে মনে হামাগুড়ি দিয়া থাকেন। বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, দস্ত নাই, চুল সকলই পাকিয়াছে, কিন্তু চুলে কলপ দিয়া এবং রূপার দাঁত বাঁধাইয়া বালকের ছায় বিলাসে ব্যস্ত থাকেন। সে-সকল বৃদ্ধের যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন বয়সকে বৈরাগ্যের মূল-কারণ বলা যায় না।”

—‘মর্কট বৈরাগী’, স: তো: ৮১০

৯। ধারণা, অনুভূতি ও যুক্তি কাহাকে বলে ?

“বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার হইলে ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার হইয়া বিষয়ের প্রতিবিম্ব অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তথায় কোন একটি অন্তরেন্দ্রিয় ঐ প্রতিবিম্বকে স্থান দান করিয়া যত্নপূর্বক রাখে; এই বৃত্তিকে ‘ধারণা’ বলা যায়। পরে ঐ অন্তরেন্দ্রিয়ের কোন দুইটি বৃত্তির দ্বারা ধৃত ভাব-নিচয়ের অনুকল্প ও বিকল্প-সাধনার দ্বারা কল্পিত পদার্থ-সকলের অনুভূতি হয়। সেই অন্তরেন্দ্রিয় ঐ সমস্ত পদার্থের উপর দ্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করত ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার করিতে থাকে; ঐ বিচারকে ‘যুক্তি’ কহা যায়। এই সমুদয় প্রক্রিয়ার বিশেষ বিচার করিলে ইহাকে ইন্দ্রিয়-মূলক বলা যায়।” —ত: সূ:, ১৬সূ:

১০। শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি কাহাকে বলে ?

“যুক্তি দুইপ্রকার অর্থাৎ শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা-বৃত্তিকে ‘শুদ্ধযুক্তি’ বলা যায়, তাহা—নির্দোষ ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। জড়বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিক-বৃত্তির জড়ভাবমিশ্র



বিকারকে ‘মিশ্রযুক্তি’ বলে ; তাহা দুইপ্রকার—অর্থাৎ কৰ্ম্মমিশ্র ও জ্ঞান-মিশ্র ; তাহার অন্ততম নামই ‘তর্ক’ ইহাই নিন্দনীয় ।”

—তঃ বিঃ, ১ম অঙ্কঃ ১৮

১১। জড়-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের পক্ষে চিত্ততত্ত্বের মীমাংসক হওয়ার দাস্তিকতা পোষণ করা উচিত কি ?

“অপেক্ষা চিকিৎসক যেকোন অসুখা ঔষধ-প্রয়োগের দ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানিগণ জৈব-জীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধিসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদ-জনিত ক্রেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিচার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।” —‘বর্ষ ও বিজ্ঞান’, সং তোঃ ৭।৭

১২। কোন্ কারণে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ মর্মোদ্ধারে অসমর্থ হইয়াছেন ?

“Men of brilliant thoughts have passed by the work (the Bhagabat) in quest of truth and philosophy, but the prejudice which they imbibed from its useless readers and their conduct prevented them from making a candid investigation.”

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology.

১৩। কিরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত ?

“In fact, most readers are mere repositories of facts and statements made by other people. But this is not study. The student is to read the facts with a view to create and not with the object of fruitless retention. Students like satellites should reflect whatever light they receive from authors and not imprison the facts and thoughts just as the Magistrates imprison the convicts in the jail !”

—The Bhagabat : Its Philosophy. Its Ethics and Its Theology.



১৪। মহাজনগণের বাণী রহস্যবৃত থাকে কেন এবং উহা কখন সহজবোধ্য হয় ?

“The expressions of all great men are nice but somewhat mysterious—when understood, they bring the truth nearest to the heart, otherwise they remain mere letters that ‘kill.’ The reason of the mystery is that men, advanced in their inward approach to Deity, are in the habit of receiving revelations which are but mysteries to those that are behind them.”

—‘To Love God’ (Journal of Tajpur, 25th Aug. 1871)

১৫। জড়জগৎ চিজ্জগতের কোন ইঙ্গিত দেয় কি ?

“The outward appearance of Nature is nothing more than a sure index of its spiritual face. \* \* \* Matter is the dictionary of spirit and material pictures are but the shadows of the spiritual affairs which our material eye carries back to our spiritual perception.”

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology.

১৬। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্মো পণ্ডিত ও মূর্খের সমান অধিকার হইলেও তাহাদের ভজন-প্রণালীতে বৈশিষ্ট্য আছে কি ?

“The religion preached by Mahaprabhu is universal and not exclusive. The most learned and the most ignorant are both entitled to embrace it. The learned people will accept it with a knowledge of Sambandha-tatwa as explained in the categories. The ignorant have the same privilege by simply uttering the name of the Deity and mixing in the company of pure Vaishnavas.”

—Chaitanya Mahaprabhu ; His Life and Precepts.

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



# সন্দর্ভ-সার

( প্রীতিসন্দর্ভ-২৯ )

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রকট-বিহারকালে একবার কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানের অধিবাসী, দ্বারকাপরিকরগণ-সহ শ্রীকৃষ্ণ, সপরিকর ব্রজরাজ এবং পাণ্ডবগণও তথায় উপস্থিত হন। তথায় স্ত্রীগণ সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণনা কর। তখন প্রধানা অষ্টমহিষী এবং অন্ত্যাত্ম ষোড়শ সহস্রমহিষী সকলেই নিজ নিজ বিবাহ-বিষয়ে বর্ণন করেন। মহিষীগণের শেষ উক্তি,—আমরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য, ইন্দ্রপদ, অগ্নিমাди-ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মপদ বা সালোক্যাদি মুক্তি—কিছুই কামনা করি না। কেবল লক্ষ্মীর কুচকুম্ভের গন্ধযুক্ত গদাধরের শ্রীপদরজ মস্তকে বহন করিবার কামনা করি। ব্রজস্ত্রীগণ, পুলিন্দগণ, ব্রজের তৃণলতা এবং গোচারণ-সময়ে গোপগণ যাহা বাজা করেন, আমরা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই পাদস্পর্শ বাজা করি।

মহিষীগণের এইপ্রকার প্রেমালুব্ধ শ্রবণ করিয়া কুন্তী, দ্রৌপদী, স্ত্রুতদ্রা, রাজপত্নীগণ ও গোপীগণ অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের প্রণয়ালুব্ধ শ্রবণ করিয়া অশ্রুকলায় ব্যাকুলিতা এবং বিস্মিতা হইয়াছিলেন।

ব্রজদেবীগণ বিস্মিতা হইলেও তাঁহাদের প্রীত্যাংকর্ষের কথা পুরস্তো-বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে—

অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-

মহো অলং পুণ্যতমং মধোবর্ননম্।

যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ

স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥

অহোবত স্বর্যশসস্তিরস্করী

কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।

পশুন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং

স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যৎপ্রজাঃ ॥

নূনং ব্রতস্নানহতাদিনেশ্বরঃ

সমর্চিতো হৃদ্য গৃহীতপানিভিঃ

পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহুঃ

ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুর্ষ্যদাশয়াঃ ॥ ( ভাঃ ১।১০।২৬-২৮ )



অহো যদুকুল অতি প্রশংসনীয়। যেহেতু এই পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, আর অধুবশত পুণ্যতম। কারণ ইতস্ততঃ গমনোপলক্ষে তথায় পদনিষ্ক্ষেপ করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যে দ্বারকায় প্রজাগণ হাসাবলোকন-বিশিষ্ট দ্বারকাধিপতি শ্ৰীকৃষ্ণকে সর্বদা দেখিতে পান সেই দ্বারকাপুরী স্বর্গের যশঃ মলিন করিয়া পৃথিবীর যশঃ বিস্তার করিয়াছে।

শ্ৰীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা জন্মান্তরে কতই না ব্রত স্নান-হোমাদি দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্রজস্ট্রীগণ যে-অধরাকৃত স্মরণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেন, ইঁহারা শ্ৰীকৃষ্ণের সেই অধরামৃত বারংবার পান করিতেছেন।

এই শ্লোকত্রয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকাবাসী সমস্ত লোকের ভাগ্যমহিমা বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে পটুমহিষীগণের ভাগ্য প্রশংসায়ও ব্রজদেবীগণেরই পরমোৎকর্ষ এবং অধিক আশ্বাদাভিজ্ঞতা প্রতীত হইতেছে। যে-অমৃতের মাধুর্য্যস্মরণে দেবগণও মোহপ্রাপ্ত হন, যদুযুগণ তাহা পান করিতেছে—এই বাক্যে দেবগণের উৎকর্ষাদি যে-রীতিতে প্রতীত হয়, উক্ত শ্লোকে গোপীগণের উৎকর্ষাদিও সেই রীতিতে প্রতিপন্ন হইতেছে। এস্থলে নিগূঢ় মর্ম্ম এই—শ্ৰীভগবানের স্বভাব দুই প্রকার—ব্রহ্মত্ব-লক্ষণ ও ভগবত্ত্ব-লক্ষণ। ভক্তগণও দ্বিবিধ—তটস্থ ও পরিকর। তন্মধ্যে কতিপয় তটস্থ-ভক্ত ব্রহ্মত্বসূচক স্বভাবে প্ৰীতিমান। তাঁহারা শান্ত ভক্ত। অথ তটস্থগণ পরিকরগণের মত ভগবত্ত্ব-বিশেষেও প্ৰীত হন। ব্রহ্মত্বসূচক স্বভাবেও প্ৰীতিমান আছেনই, ভগবত্ত্বসূচক স্বভাবেও প্ৰীতিলাভ করেন। তাঁহারা পরিকরাভিমান প্রাপ্ত হন নাই, তজ্জন্ম তাঁহারা পরিকরগণাপেক্ষা প্ৰীতিবিহীন। শ্ৰীভগবানে তাঁহাদের মমতা নাই। তাহা অসঙ্গত নহে। যেহেতু শ্ৰীভগবানের সহিত তাঁহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ হয় না। সম্বন্ধ থাকিলেই সৃষ্টি জন্মে। তাঁহাদের ভগবত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের অনুগত থাকে। যেহেতু ভগবত্ত্বাই তাঁহাদিগকে তাদৃশরূপে আকর্ষণ করে। যাহা “আত্মারামাশ্চ” শ্লোকে বলা হইয়াছে। বাস্তবিক প্ৰীতির সহায়তাপক্ষে ভগবত্ত্বারই প্রাধাত্য সনকাদিমুনিগণ অনুভব করিয়াছিলেন। ‘তস্মারবিন্দ-নয়নস্ত’ শ্লোকে ব্রহ্মানন্দসেবিগণের চিত্ততত্ত্বের ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল।



তথাপি তাঁহারা ব্রহ্মানন্দস্বভাব ত্যাগ করেন নাই বলিয়া প্রীতিচরণের উপাঙ্গও নিকৃষ্ট অর্থাৎ প্রীতিমান পরিকর নহেন।

অঙ্গের অপকর্ষের হেতু সম্বন্ধ জ্ঞানাভাব। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার প্রতি মমতা জন্মে না। উপাঙ্গের অপকর্ষ হেতু অনুভবের অপকর্ষ। শাক্তভক্তগণে ব্রহ্মত্বানুভব প্রধান। আর ভগবত্বানুভব অল্প থাকে। ব্রহ্মত্বানুভব হইতে যে ভগবত্বানুভব প্রধান, তাহা শাক্ত-ভক্ত-গণের আদর্শ চতুঃসন শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের দর্শনকালে অনুভব করিয়াছিলেন।

চতুঃসন শ্রীহরিকে দর্শন করিতে বৈকুণ্ঠে গমন করেন; তাঁহারা প্রবীণ হইলেও পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালকের মত এবং উলঙ্গ ছিলেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় তদ্রূপ দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলে তাঁহারা কুপিত হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন। যে-স্থানে তাঁহারা বাধা-প্রাপ্ত হন, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীলক্ষ্মীর সহিত তথায় উপস্থিত হন। সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মসমাধিসাধনের ফলস্বরূপ সুস্পষ্টে অনুভূয়মান শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন শ্রীভগবান্ গরুড়ের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়াছেন। ইহা গরুড়ের পরম সৌভাগ্যের সূচনা করিতেছে।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মুনিগণকে বলিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ আমার পরম দেবতা। ভূত্যাগণ যাহা করিয়াছে তাহা আমার কৃতকর্ম্য মনে করি। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের ভূত্যাগণকে আত্মীয়জ্ঞান আর মুনিগণকে প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় মুনিগণের প্রতি গৌরববুদ্ধি প্রকাশ করা হইয়াছে। আত্মীয়-বুদ্ধি যতটা কৃপার পরিচায়িকা, গৌরববুদ্ধি ততটা কৃপার পরিচায়িকা নহে। মুনিগণ স্বচক্ষে জয়-বিজয়ের সৌভাগ্য দর্শন করিয়াছিলেন। তজ্জন্তু তাঁহারা শাপপ্রদান জন্ত লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন—হে অধীশ্বর! জয়-বিজয়ের প্রতি যদি অবশ্য দণ্ডবিধান করিতে ইচ্ছা করেন কিম্বা তাহাদের জীবিকা বৃদ্ধি করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাই করুন, আর আমরা যে নিরপরাধি ইহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছি, তজ্জন্তু আমাদের প্রতি সমুচিত দণ্ড প্রদান করুন।

শ্রীভগবান্ জয়-বিজয়ের প্রতি বলিয়াছিলেন—তোমরা এখান হইতে যাও, ভয় নাই মঙ্গল হইবে। ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা ইচ্ছা করিও না। আমার আজ্ঞানুসারেই এই শাপ উপস্থিত হইয়াছে।



শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশরবাক্যে জানা যায়—শ্রীভগবানের যুগুৎসাপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। রাজা যেরূপ ক্রীড়ার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি না পাইলে নিজপারিষদ-গণের সঙ্গে ক্রীড়া করেন। শ্রীভগবানও তদ্রূপ। অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করার মত উপযুক্ত ব্যক্তি কেহ থাকিতে পারে না। তজ্জন্ম নিজ-পারিষদগণকে মুনিগণের দ্বারা অভিশাপ প্রদান করাইয়া শত্রুভাবে তিন জন্মে উদ্ধারের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এস্থলে শাক্তভক্তগণে প্রীতিকার্যের নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। মুনিগণের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করিয়া পরিকরগণের প্রতি প্রীতির উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বক্তৃত্তভূদেব শ্রোতী মহারাজ

## আত্মপ্রতি

জীবনের অবশেষ হইল দেখরে মন ॥

এখনো আশার পাশে বদ্ধ আছ অনায়াসে  
ভাবিলে না কি হইবে বিগত হইলে জীবন।

জীবন সামান্য কাল সন্মুখেতে মহাকাল  
সমুদ্রে সুবিন্দু যেন হইতেছে মগন ॥

তবুও সে বিন্দুধনে অসার না জান মনে  
অপচয় নাহি কর পরমাত্মা-দত্ত ধন।

এখন যে আছে দিন তাহে শোধ বিভুঋণ  
অনুতাপ-জলে হও অভিষিক্ত অনুক্ষণ ॥

অমরতা ফল পাবে তাপের আশঙ্কা যাবে  
নিত্যানন্দে নিত্যকাল সেবিবে তখন।

চৈতন্য আশ্রয় করি ফলবাঞ্ছা পরিহারি  
জগতের উপকার করহে সদা সাধন ॥

মায়াবলি এ'সংসারে নাহি দূষ-বারে বারে  
নিত্য বিভু অনিত্যেরে করিবে কেন সৃজন।

প্রেমার্ণবে মগ্ন হয়ে শ্রেয় যজ্ঞ ব্রত লগ্নে  
কর এবে বিভূপদে আত্মবস্তু সমর্পণ ॥



## নদীয়া-সুন্দরের বাল্যলীলা-কণা

উদ্ধতের শিরোমণি ব্রজের ঠাকুরটী এবার অষ্টাবিংশ কলিযুগে শচীনন্দন-রূপে আবিভূত হইলেন। তিনি পূর্বে নন্দ-যশোদার গৃহে বাল্যাবস্থায় যেক্রপ জগজন-মাতানো অদ্ভুদ লীলা করিয়া নন্দ-যশোদার প্রাণ-মন উচ্ছ্বসিত আনন্দের তরঙ্গে ভরিয়া রাখিতেন, এবারও তিনি শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মনে বাৎসল্যরসের চরম অমুভূতি দান করিয়া নিত্য নূতন দুষ্টামির মাধ্যমে স্বয়ং ভগবতার চমৎকারিতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার মায়ায় তাঁহার মনোহারিণী বাল্যলীলাবলীর বিচিত্রতা কেহ উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। ছোট শিশু নিমাইয়ের বাৎসল্যরসে মাতা শচীদেবী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর সর্বদাই অভিভূত হইয়া থাকিতেন। অত্র প্রবন্ধে তাঁহার অগণিত বাল্যলীলাবলীর কণামাত্র উল্লেখ করিয়া তাঁহার লীলার চমৎকারিতা ও অলৌকিক বিস্ময়কর লীলাভঙ্গির অপূর্ব দৃষ্টান্ত উত্থাপিত করিতে প্রয়াস পাচ্ছি।

শিশু নিমাইয়ের চাপল্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রতিবেশিনীরা শচীদেবীর কাছে নিমাইয়ের দোঁরাছোঁর সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করেন।

“কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।

হাণ্ডী ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছু নাহি পায় ॥

যার ঘরে শিশু থাকে তাহাকে কান্দায়।

কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায় ॥” ( শ্রীচৈতন্যভাগবত )

শচীমাতা তাঁহার নয়নের মণি নিমাইয়ের ঐ সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিলেও পুত্রের প্রতি একান্ত প্রগাঢ় স্নেহবশতঃ পুত্রকে কিছু বলিতে পারেন না এবং প্রতিবেশিনীগণ যাহাতে নিমাইয়ের প্রতি কোনরূপ রুষ্ট না হন সেজন্য তাহাদিগকে নানারূপ মিষ্টবাক্য বলিয়া প্রবোধ দেন। শচীদেবীর সান্ত্বনাপূর্ণ ভাষণে অভিযোগকারী প্রতিবেশিনীগণ খুশী মনে ফিরিয়া যান। শচীদেবী বলেন,—“আজ নিমাই আসিলে আর যাহাতে সে উপদ্রব না করে সেজন্য তাহাকে বাঁধিয়া রাখিব।” ইহাতে প্রতিবেশিনীরা দুঃখ পাইয়া বলেন,—“আহা, দিদি ; শিশু নিমাইয়ের কোমল হাত বাঁধিবে না। আমাদের ঘরে খুঁটিনাটি অত্যাচার না হইলে ভাল লাগে না। তবু সে মাঝে মাঝে বড় অশ্রায় করে বলিয়া তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। আমাদের দিব্যি রহিল তুমি তাহাকে মারিবে না।” ইহাতে শচীদেবী পুত্রের এইরূপ



প্রীতি-অত্যাের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। প্রতিবেশিনীগণ শচীমাতার পদধূলি লইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। শিশু নিমাইয়ের চাপল্য সকলেই অন্তরে সন্তুষ্ট।

“নিজপুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।

দরশন মাাত্রে সর্ব চিত্ত-বৃত্তি হরে ॥” ( শ্রীচৈতন্যভাগবত )

ঈশ্বরীয় লীলায় কি কাহারও বৈরীভাব থাকে বা থাকিতে পারে? প্রেমের ঠাকুরটির চপলতায় ক্রান্তি নাই; আর ভক্তগণের সেই আনন্দের উন্মাদনায় তাঁর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতে আলস্য নাই। প্রতিবেশিনীগণ নিমাইয়ের চাপল্যে অতিশয়া মুগ্ধা; নিমাইয়ের নিষ্কলঙ্ক চাঁদ-মুখখানি তাঁহাদের মানসনেত্রে সর্বদাই ভাসমান। নিমাইকে ছাড়িয়া তাঁহারা অলক্ষণও থাকিতে পারেন না। একদিন নিমাই কাহার বাড়ী না গেল সেই প্রতিবেশিনী শচীমাতার নিকট গিয়া নিমাই না যাওয়ার জন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নিমাই নদীয়ার সকলের প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের নিধি,..... তাঁহার চঞ্চলতা সকলের কাছেই আনন্দদায়ক। চুরি করিয়া খাওয়ার স্বভাব তো ঠাকুরটির বরাবরই আছে! এ যুগেও শচীনন্দনরূপে সেইরূপ চঞ্চলতা দুরন্তপনার ব্যতিক্রম হয় নাই।

“শিশুগণ লঞা পাড়া-পড়শীর ঘরে।

চুরি করি’ দ্রব্যখায় মারে বালকেরে ॥” ( শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ )

প্রতিবেশিনীদের ঘরে চুরিয়া চুরি করিয়া দ্রব্য খাওয়া ও তার ঘরের যত ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা প্রভৃতি দোরাণ্য কার্যদ্বারা তিনি আগতিক দৃষ্টিতে অগ্রায় করিতেছেন মনে হইলেও প্রতিবেশিগণ কিন্তু তাঁহার এবিধ অগ্রায় কার্যের জন্ত কোনরূপ দোষ দর্শন না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে নিমাইয়ের এই বাল-চপলতায় আভিভূত হইয়া যান। তাই তাঁহার এই জগমোহনলীলা ভগবন্তারই পরিচায়ক।

“এই মত চাপল্য সব লোকেই দেখায়।

দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায় ॥” ( শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত )

ভগবানের কার্যে ভক্ত কি দুঃখ পায় বা পাইতে পারে? ভগবানের চুরি করা আর সাধারণ চোরের চুরি করা—উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। চোর তাহার নিজের লাভের জন্ত চুরি করিয়া থাকে, আর ভগবান্ জীবের সর্ব অনর্থকারী মনকে চুরি করিয়া তাহার কল্যাণ বিধান



করেন। জীবের মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ভগবান্ তাহার দিকে টানিয়া লন। চোরের চুরি করায় তাহার সংসারে আসক্তি বৃদ্ধি পায় ও তাহাকে মহা-পাতকগ্রস্থ হইয়া নীচগতি লাভ করিতে হয়। পরহিংসাপরায়ণ, মন্দবুদ্ধি চোর ধর্ম্মভাব বিবর্জিত হওয়ায় ও চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জনে রত থাকায় তাহার কোনক্রমেই কল্যাণ হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীভগবান্ যদি কোন ভক্তের দ্রব্য একবার চুরি করেন, তাহা হইলে সেই ভক্তের সংসারের ভোগাসক্তি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় হইয়া যায় এবং সে সমুপস্থিত মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভগবল্লোকে নিত্যকালের জ্ঞাত ঠাই পায়,—তাঁহার আর এ' সংসারে পুনর্জন্ম হয় না। তাই চৌরাগ্রগণ্য পরম পুরুষ ভক্তগণের বড় আদরের ধন। তিনি আমাদের হৃদয় ভরিয়া থাকুন। চোর যাহার চুরি করে তাহার ক্ষতি হয়, আর চৌরাগ্রগণ্য ভগবান্ যাহার চুরি করেন তাহার পরম কল্যাণ হয়।

চৌরাগ্রগণ্য ব্রজের ঠাকুরটীর অরণে কবি গাহিয়াছেন,—

“ব্রজে বসন্তং নবনীত চৌরং গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূল চৌরম্।

অনেক জন্মার্জিত পাপ চৌরং চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥”

চৌরচুড়ামণি সেই ব্রজের ঠাকুরটিই এবার নদীয়া-নাথরূপে আসিয়া সেইরূপ বালাচপলতাবশে চুরি করার স্বভাব ধরিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের এই চৌরকার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে চুরির পর্য্যায়ভুক্ত কিনা তাহাই বিবেচ্য। একটু চিন্তা করিলে স্বতঃই অনুভূত হয় যে, প্রকৃতই কি ভগবান্ কাহারও জিনিষ চুরি করেন? ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু তো তাঁহারই! তিনিই তো অন্তর্য্যামীস্বত্রে প্রতিজীব-হৃদয়ে বিদ্যামনে। স্মৃতরাং প্রতিজীবের সামগ্রী তাঁহারই সামগ্রী হইলে তিনি কাহার জিনিষ বা সামগ্রী চুরি করেন? যাহার জিনিষ তিনি লইলে তাহা কি চুরি করা হয়? তবে লক্ষিতব্য যে, ভগবান্ কখনও অভক্তের ঘরে ঢোকে না। “গুচং পরং ব্রহ্ম মহুষ্যালিঙ্গং”—শ্রীভগবান্ নররূপে অবতীর্ণ এবং তাঁহার মানুষীতন্ত্র সচ্চিদানন্দময়ত্ব কেবলমাত্র ভক্তগণই অবগত থাকেন। তাই ভক্তের দ্রব্যই তিনি জোর করিয়া গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহার ভক্ত-বৎসলতা। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় তিনি বলিয়াছেন,—“যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি যে তেষু চাপ্যহম্।” ভক্ত তাহার সমস্ত কিছু ভগবান্কে সমর্পণ করায় এবং ভগবান্ তাহা গ্রহণ করায় সেই নিবেদিত বস্তুই ভগবানের বড় প্রিয়। তাই ভক্ত-প্রবেশিনীদের



ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাদের নিবেদিত বস্তু তাঁহাদের অসাক্ষাতেই নিমাই গ্রহণ করেন। ইহাতে নিমাই ঐ দ্রব্য গ্রহণহলে তাঁহাদের মন চুরি করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিমাইয়ের এ হেন উপদ্রবে বাৎসল্যপ্রীতিতে উথলিয়া উঠে।

বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসে শচী-জগন্নাথের অন্তর ভরপুর। শিশুনিমাই কত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। তাঁর পিতা-মাতার কাছে তাঁহারা নিমাইয়ের শৃঙ্গপদে শুনিলেন নূপুরের ধ্বনি ;—

“আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।

কোথা বাজিল বাণ নূপুর মধুর ॥” (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

আবার নিমাই যখন অঙ্গনে খেলা করিতেছেন তখন সেখানে গৃহের মেঝেও অদ্ভুত চিহ্ন ;—

“সব গৃহে দেখে অপক্লপ পদচিহ্ন।

ধ্বজ-জ-অক্লুশ-পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ॥” (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শচী-জগন্নাথ তাঁহাদের পুত্রের এইরূপ নৃত্য নূতন ঐশ্বর্য্য দর্শনে পুলকিত ও বিস্মিত। তবু তাঁহারা বাৎসল্য প্রেমের স্বভাববশতঃ মনে করিতেন ঐ চিহ্নগুলি শালগ্রাম শিলায় অধিষ্ঠিত বালগোপালরই পদচিহ্ন।

একদিন কুমারিগণ আসিয়া কোতুক সহকারে মিশ্রকে নিমায়ের ছুটামি ও চপলতার জন্ত নানাভাবে অভিযোগ করিল। তাহারা বলিল,— ‘নিমায়ের ব্যবহারের জন্ত তাহারা কেহ ভালভাবে গঙ্গা-স্নান করিতে পারে না। পূর্বে যেমন নন্দ-দুলাল নারীগণের প্রতি মন্দব্যবহার করিত, এই নিমাইও সেইরূপ ব্যবহার করে।’ বিপ্রগণও আসিয়া নিমাইয়ের দৌরাভ্যা-সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ করিলেন। পুত্রের এইরূপ অশ্রায় আচরণে মিশ্রপ্রবর কুপিত হইয়া কুমারিগণ ও বিপ্রগণকে জিজ্ঞাসাবাদে জানিলেন যে, নিমাই গঙ্গা-ঘাটে স্নানে গিয়াছে। তখনই তাহাকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গঙ্গা-ঘাট-পথে রওনা হইলেন। এদিকে সর্বভূতান্তর্য্যামী নিমাই পিতার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অশ্রু শিশুগণসহ গঙ্গার জলে শান্তশিষ্ট শিশুর মত স্নান করিতে লাগিলেন। কুমারিগণ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে মিশ্রের নিকট নালিশ করায় মিশ্র নিমাইকে মারিবার জন্ত ধাবিত হইতেছেন দেখিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নিমাইকে পলাইয়া যাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। নিমাইকে শাসন করিলে নিমাইয়ের সচ্চিদানন্দতত্ত্ব হুঃখে মলিন হইবে—ইহা তাঁহারা দেখিতে পারিবেন না ; কেননা তাঁহারা যে নিমাইয়ের আনন্দঘন-চাপল্য-রস-সাগরে সর্বদাই



হাবুডবু খাইতেছেন। প্রিয়জনের লাঞ্ছনা কেহ কি স্বচক্ষে দেখিয়া সহ্য করিতে পারে? তখন ভক্ত কুমারিগণের বাজ্ঞা পূরণার্থে নিমাই পলাইয়া যাইবার মনস্থ করিয়া পিতার নিকট স্নানের ঘটনা গোপন রাখিবার নিমিত্ত সঙ্গীগণকে কহিলেন,—পিতা আসিলে তোমরা বলিবে যে, নিমাই আজ স্নান করিতে আসে নাই। সে পড়াশুনা করিয়া এই পথেই বাড়ী গিয়াছে।’ সঙ্গীগণকে এই কথা শিক্ষাইয়া নিমাই অত্র পথ ধরিয়া গৃহের দিকে রওনা হইলেন। এদিকে মিশ্র ইত্যবসরে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নিমাইকে দেখিতে না পাইয়া শিশুগণকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন নিমাই আজ পড়াশুনা করিয়া বাড়ী যাওয়ার পর তখনও গঙ্গা-স্নানে আসে নাই। মিশ্র ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতঃ নিমাইকে অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাইলেন না। কুমারিগণ ক্রুদ্ধ মিশ্রকে দেখিবামাত্র সে’ স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। তখন যে বিপ্রগণ কোতুকহলে মিশ্রকে নিমাইয়ের দৌরাভ্যের কথা বলিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় মিশ্রের সমক্ষে আসিয়া কহিলেন,—

“কোতুকে যাঁহারা নিবেদন কৈল গিয়া।

সেই সব বিপ্র পুনঃ বলয়ে আসিয়া ॥

ভয় পাই বিশ্বস্তর পলাইলা ঘরে।

ঘরে চল তুমি কিছু বল পাছে তারে ॥

আরবার আসি যদি চঞ্চলতা করে।

আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে ॥

কোতুকে সে কথা কহিলাম তোমা স্থানে।

তোমা বহি ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে ॥

সে হেন নন্দন যার গৃহমাঝে বসে।

কি করিতে পারে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোকে ॥

তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।

তার মহাভাগ্য যার এ হেন নন্দন ॥

কোটি অপরাধ যদি বিশ্বস্তর করে।

তবে তারে খুইবাও হৃদয় উপরে ॥” (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ



## রসরাজ ও মহাভাব

শ্রীগৌরসুন্দর অন্তরঙ্গ নিজ-জন শ্রীস রায় রামানন্দ প্রভুকে রসরাজ ও মহাভাবস্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন,—

তবে হাস তাঁ'রে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।

‘রসরাজ’, মহাভাব’—দুই একরূপ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৮২)

এই পদের ‘অমৃতপ্রবাহভাষ্যে’ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—“রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা দুই মিলিত হইয়া যে একতত্ত্ব, সেই স্বরূপ দেখাইলেন—অর্থাৎ ‘রাধাভাবদ্ব্যতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ’ দেখাইলেন। ইহাতে যে একতত্ত্ব দুই এবং দুই তত্ত্বই এক, এইরূপ একটি অপূৰ্ণস্বরূপ দেখাইলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারাই শ্রীস্বরূপগোস্বামীর কৃপায় সেই নিত্যস্বরূপ সেবা করিতে পান।”

শ্রুতি ‘রসো বৈ সঃ’ (তৈঃ আঃ ২।৭) মন্ত্রে পরতত্ত্বকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহাকেই গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মূল মহাজন শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রথম শ্লোকে “অখিলরসামৃতমূর্তি” বলিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় সেই শ্রীকৃষ্ণ—

শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্তিধর।

অতএব আত্মপর্যন্ত সৰ্ব্বচিত্তহর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৪২)

আর—

হ্লাদিনীর সার ‘প্রেম’, প্রেমসার ‘ভাব’।

ভাবের পরাকাষ্ঠা নাম ‘মহাভাব’ ॥

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরানী।

সৰ্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬৮-৬৯)

রসরাজকে মহাভাব সৰ্ব্বতোভাবে রস আশ্বাদন করান। রসরাজের ষাণ্ঠাপূরণরূপ আরাধনা-হেতুই মহাভাবস্বরূপিণী ‘শ্রীরাধা’ নামে খ্যাত। রসরাজ কৃষ্ণ সকলকে আকর্ষণ করেন, আর মহাভাবস্বরূপা শ্রীবার্ষভানবী সৰ্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন, আর মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা—সেই ভুবনমোহনের মনোমোহিনী। শ্রীগৌরসুন্দর রসরাজ-মহাভাবমিলিততত্ত্ব।



রূপানুগগণের মূল মহাজন শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ ও ‘উজ্জলনীলমণি’ গ্রন্থে এবং রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ‘জৈবধর্ম্যে’ রসতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। সেই রসতত্ত্ব দুর্বিগাহ, তাহাতে অনর্থযুক্তাবস্থায় প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।৩) ‘মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ’—বাক্যে একমাত্র অপ্রাকৃতরস-রসিক অপ্রাকৃত ভাবুককেই নিগমকল্পতরুর শুক-মুখামৃতদ্রবসংযুত গলিত ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত মধুররস আশ্বাদন করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন। যেমন হরিনামের নিকট অপরাধ করিলে জিহ্বায় শুক হরিনাম প্রকাশিত হয় না, সেরূপ রসের নিকটও অপরাধ করিলে কখনও রসস্বরূপের সেবোপলব্ধি হয় না। নাম ও নামী যেরূপ অভিন্ন, রস ও রসময়ও সেরূপ অভিন্ন। রসপ্রভুই সাক্ষাৎ রসিকশেখর কৃষ্ণ।

ভক্তিরসে মুখ্য ও গৌণভেদ দৃষ্ট হয়। মুখ্য ভক্তিরসে পাঁচপ্রকার ভেদ থাকিলেও রতির ঐক্যপ্রযুক্ত মুখ্যরস বস্তুতঃ এক, আর গৌণ-রস সাত প্রকার—এই উভয়ে মিলিয়া ভক্তিরস আট প্রকার।

মুখ্যভক্তিরস পাঁচ প্রকার যথা—(১) শান্ত, (২) প্রীত বা দাস্য, (৩) প্রেয়ঃ বা সখ্য, (৪) বৎসল ও (৫) মধুর।

গৌণভক্তিরস সাত প্রকার যথা—(১) হাস্য, (২) অদ্ভুত, (৩) বীর, (৪) করুণ, (৫) রোদ্র, (৬) ভয়ানক ও (৭) বীভৎস।

উপরিউক্ত পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণরসের প্রত্যেকটির রূপ অর্থাৎ বর্ণ এবং তাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা আছেন, যথা—

রসের নাম	রসের বর্ণ	রসের দেবতা
শান্ত	শ্বেত	কপিল
দাস্য	চিত্র	মাধব
সখ্য	অরুণ	উপেন্দ্র
বৎসল	শোণ	নৃসিংহ
মধুর	শ্যাম	নন্দনন্দন
হাস্য	পাণ্ডুর	বলরাম
অদ্ভুত	পিঙ্গল	কুর্ম
বীর	গৌর	কল্কী
করুণ	ধূম্র ( দুর্কী-হরিৎ )	রাঘব



রোদ্ৰ	রক্ত	ভার্গব
ভয়ানক	কাল	কিরি (বরাহ)
বীভৎস	নীল	মীন

ভক্তিরসের আশ্বাদ পঞ্চপ্রকারে হয়,—(১) পুষ্টি, (২) বিকাশ, (৩) বিস্তার, (৪) বিক্ষেপ ও (৫) ক্ষোভ ।

রস	আশ্বাদন-প্রকার
(১) শান্ত	পুষ্টি
(২) দাস্ত্র হইতে হাস্ত পর্য্যন্ত	বিকাশ
(৩) বীর ও অদ্ভুত	বিস্তার
(৪) করুণ ও রোদ্ৰ	বিক্ষেপ
(৫) ভয়ানক ও বীভৎস	ক্ষোভ

### রস কাহাকে বলে ?

ব্যতীত্য ভাবনাবল্ল্য যচ্চমংকারভারভূঃ ।

হৃদি সন্তোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ।” (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।৭৯)

ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্বক চমৎকারিতাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে-স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্বপরিমার্জিত উজ্জ্বলহৃদয়ে আশ্বাদিত হয়, তাহাই ‘রস’ বলিয়া বিবেচিত হয় ।

ভক্তির তিনটি অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা । শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ অঙ্গ প্রথমে সাধন-ভক্তিতেই ক্রিয়মাণ হয় । শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ-কীর্তনাদি করিতে করিতে পূর্বোক্ত অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃদ্ধি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণপূর্বক নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি,—এই সকল নামে পরিচিত হয় । সাধনভক্তি হইতেই রতির উদয় হয়, শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি গাঢ় হইতে থাকে ততই ‘প্রেমাদি’ নাম ধারণ করে । ক্রমশঃ প্রেম-বুদ্ধি, ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অমুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয় । উদাহরণস্বরূপ এই যে, ইক্ষুরস—যেন রতিস্থানীয় বীজস্বরূপ, তাহা যত গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুরুত্ব, খণ্ডশারত্ব, শর্করাত্ব, সিতা-মিছরিত্ব ও উত্তমমিছরিত্ব,—এই সকল অবস্থা লাভ করে । রতি হইতে মহাভাবপর্য্যন্ত সমস্তই কৃষ্ণভক্তি-রসে স্থায়িভাব বলিয়া পরিচিত ; রতিই সর্বত্র ‘স্থায়িভাব’ বলিয়া কথিত হয় ।



সেই স্থায়িতাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যক্তিচারী ;—এই চারিটি ভাব মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-বাপারে স্থায়িতাবে ঐসকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে ‘কৃষ্ণভক্তিরস’ হয়। স্থায়িতাবেই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটি সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িতাবেই রসের ‘মূল’, বিভাবই রসের ‘হেতু’, অনুভাবই রসের ‘কার্য্য’, সাত্ত্বিকভাবও রসের কার্য্যবিশেষ এবং সঞ্চারী বা ব্যক্তিচারিতাবসকলই রসের ‘সহায়’। বিভাব দুইপ্রকারে বিভক্ত—‘আলম্বন’ ও ‘উদ্দীপন’। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত—‘বিষয়’ ও ‘আশ্রয়’। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই ‘আশ্রয়’, কৃষ্ণই ‘বিষয়’ এবং কৃষ্ণের গুণগণই ‘উদ্দীপন’।

অনুভাব—১৩ প্রকার,—১। নৃত্য, ২। দিলুঠন, ৩। গীত, ৪। ক্রোশন, ৫। তুমোটন, ৬। হুকার, ৭। জুড়ণ, ৮। ধ্বংসবাদি, ৯। লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, ১০। লালাস্রাব, ১১। অটুগাস, ১২। উদঘূর্ণা, ১৩। হিক্কা। এককালেই সমস্ত অনুভাব-লক্ষণ উদ্ভূত হয় না; রসের কার্য্য যেরূপ হইতে থাকে, সেইরূপ কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদ্ভূত হয়।

সাত্ত্বিকবিকার ৮ প্রকার—(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) বেপথু (৫) বৈবর্ণ, (৬) অশ্রু এবং (৮) প্রলয়।

ব্যক্তিচারী বা সঞ্চারী ভাব—তেরিশটি। যথা—(১) নিকর্ষদ, (২) দিশাদ, (৩) দৈহ্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মর্দ, (৭) গর্বি, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মার, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মতি, (১৬) আলস্য, (১৭) জ্বাড়া, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবস্থিতি, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অশ্রুয়া, (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি এবং (৩৩) প্রবোধ।

### শান্তভক্তিরস

ঋষিগণের দ্বারা যে স্থায়ী শান্তিরতি আশ্বাদনীয় হয়, তাহাকে শান্ত-ভক্তিরস বলে। যোগিগণের প্রায় ব্রহ্মানন্দরূপ যে সুখ-সুস্থিতি, তাহা অতি অল্প, আর সচ্চিদানন্দবিগ্রহসুস্থিরূপ যে-ঈশময় সুখ, তাহাই প্রচুরতর। সেই ঈশময় সুখেও বিগ্রহের সাক্ষাৎকারেরই গুরুতরত্ব-হেতু দাস্ত্রসের শ্রায় মনোজ্ঞলীলাদির সুস্থিতি সাক্ষাৎকারের গুরুতরত্ব-হেতু হয় না অর্থাৎ



আত্মারাম মূনিগণ কেবল ভগবৎসাক্ষাৎকারমাত্রেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন ; দাসাদির ত্রায় লীলাদিতে তাহাদের রুচি উৎপন্ন হয় না।

### প্রীতিভক্তিরস বা দাস্যবৃত্তিরস

ঈশ্বরস্বামী প্রভৃতি এই রসকে স্পষ্টরূপে উক্তম বলিয়াছেন ও নাট্যা-দিতে এই রস “প্রেমভক্তি” নামে উল্লিখিত হইয়াছে। নামকৌমুদীকার ইহাকে ‘স্বায়ী রতি’ ও সূদেবাদি ইহাকে ‘শান্ত’ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

অনুগ্রহপাত্রের দাসত্ব ও লালনীয়ত্ব-তেই এই দাস্যরস দুইপ্রকার— (১) সন্তমদাস্য ও (২) গৌরবদাস্য। দেহসম্বন্ধাতিমান-প্রযুক্ত “কৃষ্ণ আমার গুরু”—এইরূপ যে বুদ্ধি, তাহাকে ‘গৌরব’ বলা যায়, লালকের প্রতি তন্ময়ী যে-প্রীতি, তাহা গৌরবপ্রীতি।

### সখ্য বা প্রেয়োভক্তিরস

সখ্য বা প্রেয়োরস দুই প্রকার, (১) গৌরবসখ্য, যাহাতে সন্তমবুদ্ধি বর্তমান, আর (২) বিশ্রান্তসখ্য। পরস্পর সর্বপ্রকারে নিজের সহিত অভেদপ্রীতিরূপ গাঢ়বিশ্বাস-বিশেষের নাম বিশ্রান্ত। (ভঃ রঃ সিঃ পঃ ৩ লঃ ৪৬) ‘সখ্য’ পুর অর্থাৎ দ্বারকাপুরী-সম্বন্ধী ও ব্রজসম্বন্ধী-ভেদে দুইপ্রকার।

### বৎসল-রস

‘আমি বড়’—এইরূপ জ্ঞান, শিক্ষাপ্রদানকারিত্ব ও লালকত্বাদি গুণ বৎসলরসের গুরুবর্ণে প্রকাশিত। যশোদা, নন্দ, রোহিণী, ব্রজা যাঁহাদের পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, সেইসকল গোপীগণ, দেবকী ও দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব ও সান্দীপনিমুনি প্রভৃতি ক্রীকৃষ্ণের বৎসলরসের গুরুবর্ণ এবং ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব শ্রেষ্ঠ। সমুদয় গুরুবর্ণের মধ্যে নন্দ ও যশোদাই প্রধান।

### মধুর-ভক্তিরস

মধুরভক্তিরসকে মুখ্যভক্তিরস বলা হয়। জড়রসাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দৈশ্বরপরায়ণ হইলে নিবৃত্তিধর্মের রুচিবিশিষ্ট হয়। যে-পর্যন্ত তাহাদের চিদ্রসে অধিকার না হয়, সেই পর্যন্ত তাহাদের মধুরস-প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। সেই সকল লোকের মধুর-রসের উপযোগীতা নাই, মধুর-রস স্বভাবতঃ অত্যন্ত দুর্বিগাহ; ইহার অধিকারী স্বহৃদ্বন্দ। দ্বারকায় যে-বৈধপতিপত্নী-ভাগবতরস অথবা সীতা ও রামের মধ্যে যে-রস বর্তমান, তাহা ঠিক কেবল মধুর-রস নহে, তাহা ঐশ্বর্যমিশ্র, তাহাতে দাস্যরসই



প্রধান। একমাত্র কেবল মধুর-রস সর্বোৎকর্ষে বর্তমান। সেই মধুর-রস দুইপ্রকার — (১) বিপ্রলভ ও (২) সন্তোষ।

সন্তোষবিগ্রহই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণকে সন্তোষ করাইবার জন্ত সর্বদা সর্বদা ব্যাকুল মহাভাবস্বরূপ। বিপ্রলভমুষ্টি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীচৈতন্যদেব এই বিপ্রলভের বিগ্রহরূপে অর্থাৎ শ্রীবৃষভানুন্দিনীর ভাব-কান্তিসুবলিতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহাভাব-বিপ্রলভই সন্তোষকে পুষ্টিকরে। বিপ্রলভদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ অধিকতর চমৎকারিতাপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়। মহাভাবের-দ্বারাই রসরাজের লীলার পুষ্টিকর ও তাহা নবনবায়মান চমৎকারিতার বিভূষণে ভূষিত হইয়া থাকে। যখন রসরাজের চিত্তে মহাভাবের সুখ-আশ্বাদনের তিনটি গুঢ় বাঞ্ছা উদ্ভূত হয়, তখনই মহাভাব-রসরাজমিলিত-তনু বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে অবতারলীলা প্রকাশ করেন। রসরাজ বিষয়ালম্বন আর মহাভাবস্বরূপা রাধিকা আশ্রয়ালম্বন। (১) রসরাজ কৃষ্ণ প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় সুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং আশ্রয়ালম্বন মহাভাবরূপা রাধিকার ভাব অবলম্বনপূর্বক তাহা আশ্বাদন করিবেন, এইরূপ একটি বাঞ্ছা করেন। (২) রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছা এই যে, তাঁহার নিজমাধুরী মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা যাহা আশ্বাদন করেন, তাহা জগদাকর্ষক হইলেও কৃষ্ণ আশ্বাদন করিতে পারেন না। সুতরাং মহাভাবস্বরূপা রাধিকার ভাবকান্তি স্বীকার করিয়া রসরাজ নিজমাধুরী আশ্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন। (৩) বিষয়বিগ্রহ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় ইচ্ছা এই যে, তিনি মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখ যাহা লাভ করেন, তাহা অপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহ রাধিকা বিষয়বিগ্রহের সঙ্গে অধিকসুখ লাভ করিয়া থাকেন। কাজেই রসরাজে এমন এক অপূর্ণ রস আছে, যাহার সেবা করিয়া রাধিকার অধিক সুখ হয়। বিষয়-বিগ্রহ-রসরাজের পক্ষে বিজ্ঞাতীয়ভাবে সেই রস আশ্বাদন করা সম্ভব হয় না। মহাভাবস্বরূপিনী রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সঙ্গাতীয়ভাবে সেই বিপ্রলভ বা মহাভাব-রসানন্দ আশ্বাদন করিতে পারিবেন, এই বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্ত রসরাজ মহাভাবস্বরূপিনীর ভাব-কান্তি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হন। তাহাই রসরাজ-মহাভাব-মিলিততনু, বা “রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ”।



এই অপ্রাকৃত রসরাজের রসচমৎকারিতার কথা—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-  
অবতারের গূঢ় উপলব্ধিবিষয়ে অধিকার সুদূর্লভ, এজন্য শ্রীরূপ গোস্বামি-  
প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

ফল্গুবৈরাগ্যানির্দ্বন্ধাঃ শুদ্ধজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ ।

মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাশ্বাদবহিমুখাঃ ॥

ইতোষ ভক্তিরসিকৈশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ ।

ভরমীমাংসকাদ্রক্ষ্য কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা ॥

সর্বথৈব দুর্লভোহয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ ।

তৎপাদাম্বুজসকলৈর্ভক্তৈরেবামুরশ্রুতে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।৭৬-৭৮)

যাঁহারা ফল্গুবৈরাগ্যানলের দ্বারা দক্ষ অর্থাৎ ভক্তি-বিষয়ে উদাসীন  
হইয়া কেবলমাত্র শুদ্ধ-বৈরাগ্যকেই সাধন বলিয়া মনে করিয়াছেন, যাঁহারা  
শুদ্ধজ্ঞানের আশ্রয়ে হৈতুক অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিকে অনাদর করিয়া  
কেবল তর্কমাত্রেই নিষ্ঠাবান হইয়াছেন, যাঁহারা মীমাংসক অর্থাৎ কণ্মবাদী  
ও নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানকারী—তাঁহারা ভক্তিরস আশ্বাদনে বহিমুখ।  
অতএব চোর হইতে যেমন মহানিধি রক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ পূর্ব-  
মীমাংসককণ্মবাদী হইতে সর্বদা কৃষ্ণভক্তিরসকে ভক্তিরসিকেরা গোপন  
রাখিবেন। অভক্তগণ শুদ্ধভগবদ্ভক্তিরস আশ্বাদন করিতে  
পারে না। তাহাদের নিকট ভক্তিরস সর্বপ্রকারেই দুর্লভ।  
ভগবানের চরণকমলই যাঁহাদের সর্বস্ব, সেই ভক্তগণই ভক্তি-  
রস আশ্বাদন করিতে পারেন।

এইজন্যই রসরাজ-মহাভাব-মিলিততন্ত্র গৌরসুন্দরের অবতারের গূঢ়  
কারণ বর্ণন করিয়া রূপামুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

এসব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না যুয়ায় ।

না কহিলে, কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥

অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ় ।

বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মুঢ় ॥

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।

এসব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ ॥

এসব সিদ্ধান্ত হয় আশ্রের পল্লব ।

ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বল্লভ ॥



অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ ।

তবে চিন্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥

যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে ।

ইহা বই কিবা স্মৃতি আছে ত্রিভুগনে ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৩১-২৩৬)

মহাভাব-রসরাজলীলার পরিকর শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুদেব ও আচার্য্য-দেবের পাদপদ্মের কৃপাবিন্দু যাক্রা করিয়া এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের দিগ্‌দর্শন করিলাম, ইহাতে আমার ধৃষ্টতা ও অজ্ঞানকৃত অপরাধ শুদ্ধ-বৈষ্ণববৃন্দ ক্ষমা করিয়া আমায় আশীর্বাদ করুন ।

— প্রকাশকের সঙ্কলিত

## সাধুর মতলব

আমরা পোষাক দেখিয়া সাধু ঠিক করি । সাধুর পোষাক অনেক রকম । গৃহস্থের মত কাপড়চোপড় পরিয়া সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধান্নিকের চিহ্ন ধারণ করা এবং ভাল ভাল কথা বলা, ইহাদিগকে গৃহসাধু বলে । আর এক রকম সাধু আছেন, তাঁহাদিগকে ত্যাগীসাধু বলে । ইহারা গৃহস্থের পোষাক ত্যাগ করিয়া গৈরিক কাপড় পরেন, জটা রাখেন, রুদ্রক্ষাদি ধারণ করেন, গায়ে ছাই মাখেন । আর এক রকম সাধু আছেন, তাঁহারা কাপড় পরেন, বা তাহা না পরিয়া পরমহংসের শুভ্র বসন পড়েন, মাথা মুড়ান, শিখা রাখেন বা অশিখ থাকেন, হরিমন্দির তিলকে ভূষিত হন, গলায় তুলসী ধারণ করেন । এইরূপ অনেক সাধু দেখিতে পাই ।

একটি কথা আছে “ভেকে ভিখ মিলে” । মানুষ যখন পরিশ্রম করিয়া ভাল খাইতে পারিতে পায় না, তখন কেহ কেহ ভিখ পাইবার জন্ত বৈশ পরিয়া সাধু সাজেন । এই জাতীয় ভিখারী আমরা প্রতিদিন ঘরে বসিয়া হাজার হাজার দেখিতে পাই । কিন্তু দেখিতে ঠিক ইহাদিগেরই মত, সত্য সত্য সাধু মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান ।

নকল সাধুগুলি গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষা চায়, কাকুতি মিনতি করে, আশীর্বাদ করে বা নিরাশ হইয়া অভিশাপ দেয় । তাহারা উদরের চিন্তায় অস্থির, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত । ইহাই সাধুর বৈশাধারী অসাধুর মতলব ।



যাহারা যথার্থই সাধু, তাঁহাদিগের অপর নাম 'সং'। 'সং' বলিলে আমরা সাধারণতঃ ভাল লোক মনে করি—সত্য কথা বলে, ভিখারী দেখিলে পরসাদ দেয়, ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দেয়, মাথা উঁচু করিয়া কথা কয় না, কাহাকেও কৰ্কশ কথা বলে না—ইহাকেই সাধারণতঃ সং বা সাধু বলে। কিন্তু সাধারণ লোকের বিচার ও শাস্ত্রের বিচার পৃথক্। শাস্ত্রে—যিনি চিরকাল এক অবস্থায় আছেন, যিনি এখন কর্ম করেন না, যাহা বদলাইয়া যায় এমন জিনিষ লইয়া যিনি ব্যস্ত হন না, যাহা পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং যিনি ভগবান্ ছাড়া আর সকল জিনিষকে অসং অর্থাৎ অনিত্য বা পরিবর্তনশীল মনে করিয়া তাহা ভোগ করিবার জন্ত লালায়িত হন না তাঁহাকে সাধু বা সং বলিতেছেন।

এই দুই প্রকার সাধুর বিষয় আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে, যাহাকে নকল সাধু বলি, তাহা একটি পরিবর্তনশীল মাংসপিণ্ড—আবার মানুষের, উপরে কতকগুলি আশ্রমের পরিচায়ক-চিহ্ন। এই সাধুর মতলব ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা বিনাশ্রমে বিনাব্যায়ে অপরের মাথায় কাঁঠাল তালিয়া খাওয়া। কিন্তু শাস্ত্র লোকের মনেতে ধূলি দেওয়ার ছত্র কতকগুলি বেশপরান এই মাংসপিণ্ডকে 'সং' বা সাধু বলেন নাই। 'সং' বস্তু একমাত্র ভগবান্—তিনি সং অর্থাৎ নিত্যকাল একই ভাবে আছেন, কেহ তাঁহার থাকা লোপ করিতে বা বদলাইতে পারে না। 'জীব' তাঁহার অণু অংশ বলিয়া জীবও সং। এই জীব বিভিন্ন দেহে থাকিতে পারে—তবুও কিছুমাত্র বিকৃত বা রূপান্তরিত হন না। জীবের এই তত্ত্বটি যে-জীব ভুলিয়া যান, তিনি নিজেকে অ-সং বোধ করেন—অর্থাৎ জীবের আশ্রয় দেহটিকে জীব মনে করিয়া সেই দেহটিরই সুখের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু যে-জীব বোধ করেন, তিনি যে-দেহটিকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহা তিনি নহেন—তিনি সং—ভগবানের সেবাকারী অণু অংশ, তাঁহাকেই শাস্ত্রে সং বা সাধু বলিয়াছেন। আমরা সং বা সাধু বলিলে এই বোধসম্পন্ন জীবকেই বুঝিব। এই জীবের মতলব ভিন্নপ্রকার।

এই সাধুর আগমনে গৃহস্থের চিন্তে আত্মাদের সঞ্চার হয়, দূর দেশ হইতে দীর্ঘকাল পরে পিতার আগমনে পিতার আদর্শ-ক্লিষ্ট পুত্রের যে-প্রকার আনন্দ উছলিয়া উঠে, সাধুর দর্শনে, সাধুর সঙ্গ-লাভে, যাহারা ভগবানের সেবা বা ভজন ছাড়িয়া সংসারের তাপে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহারা



পরম আত্মীয়-লাভের ত্রায় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং নিজের দুঃখের কথা বলিয়া তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সাধুর মতলব যাহা গৃহস্থ তাহাই চাহিয়া বসে।

সাধুর উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে তিনি দেখিতে পান, জীব নিত্বেকে অসাধু বা অসৎ বোধ করিয়া কতই না ক্লেশ ভোগ করিতেছে—তিনি তাঁহার এই ক্লেশের মূল-উৎপাদনে যত্নশীল। জীবের এই দুঃখ শুধু এই এক জন্মের নহে লক্ষ লক্ষ জন্ম সে ভোগ করিতেছে। কি করিলে জীবের এই ক্লেশ দূর হইবে, তাহার ব্যবস্থাও ভগবান্ নিজে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “জীবে দয়া করিতে হইলে তুমি আমার নামে রুচিবিশিষ্ট হও।” যে জিনিষে আমাদের রুচি জন্মে তাহা আমরা ত্যাগ করিতে কষ্টবোধ করি। সুতরাং যাহারা সৎ, তাঁহারা ভগবানের নাম কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না, এবং এই-নাম কীর্তনদ্বারা তিনি অপর অসৎ-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবকে সৎ-বুদ্ধিবিশিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং সাধুর মতলব—“জীবে দয়া—নামে রুচি।”

বাজারে নকল নোট চলে বলিয়া কি আসল নোটের সমাদর নাই? কিংবা নকল নোট বাজারে আছে বলিয়া কি আমরা আসল নোট গ্রহণ করিব না? কিংবা আসল নোটকেও নকলের দলে ফেলিয়া নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইব? —আমরা এমন বোকা নহি। এই নকল বা চালাকীর দিনেও বাজারে আসলকে পরীক্ষা করিয়া যত্নের সহিত গ্রহণ করিব, নকলকে দূরে রাখিব এবং নকল-প্রদাতাকে বিচারলয়ে প্রেরণ করিব—যাহাতে নকলের প্রসার বৃদ্ধি না পায়।

সাধুর মতলবের মধ্যে এইটীও একটি বড় মতলব। তাঁহারা মেকীর লক্ষণ ঢেঁড়রা পিটাইয়া সকলকে বলিয়া বেড়ান এবং সকলকে সাবধান করেন। যাহারা নিজেরা মেকী বা নকল, তাহারা সাধুর এই মতলবকে ‘নিন্দা’ আখ্যা প্রদান করতঃ অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া গলাবাজি করিয়া বেড়ান। তাই সাধুর কথা—“সাধু সাবধান”!

—শ্রীনিত্যানন্দদাস অধিকারী



# কলির আত্মকাহিনী

আমার নাম কলি। আমার নাম সকলেরই সুপরিচিত। আমি অধর্মবন্ধু হইলেও ধার্মিকেরাই আমার মহিমা বিশেষ জানেন। সে অনেকদিনের কথা—যখন মহারাজ পরীক্ষণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন তিনি একদিন আমার একটি আচরণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া আমাকে পৃথিবী হইতে তাড়াইয়া দিবার যোগাড় করিলেন। কিন্তু আমি অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করিলে তিনি দয়া-পরবশ হইয়া আমার থাকিবার জন্ত চারিটি স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। যথা—১) দূতক্রীড়া, ২) পান, ৩) স্ত্রীসঙ্গ ও ৪) প্রাণি-বধ। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, সব সময় ঐ চারিটি স্থান পৃথক্ পৃথক্ থাকা অসুবিধা হইতে পারে, তখন পরীক্ষণ মহারাজের হাতে পায়ে ধরিয়া এমন একটি স্থান চাহিলাম, যেখানে ঐ চারিটি জিনিষই একসঙ্গে পাওয়া যায়। মহারাজ তখন একখণ্ড স্বর্ণ দিয়া বলিলেন,—এই স্থানে তোমার অভীষ্ট সবই পাইবে। ঐ স্বর্ণখণ্ড হইতে অসত্য, মদ, ক্রোধ ও শত্রুতা—এই পঞ্চবিধ উপসর্গও নির্গত হইল। তাস-পাশা, দশপাঁচিশ প্রভৃতি ক্রীড়া সকলেই আমার বিশ্রাম-স্থান। বিলাতের আমদানী রেস ও লটারী হাউসেও আমারই অনুষ্ঠান। রাজরাজারা আমার স্থানকে বড় ভালবাসেন। পূর্বেই বলিয়াছি যেখানে স্বর্ণ সেখানেই আমি। নলরাজা, পুস্কর, যুধিষ্ঠির, দুর্য়োধন, শকুনি, দিল্লীর বাদসারা সকলেই আমার এই স্থানকে বহুমানন করিয়া অবশেষে সর্বনাশ লাভ করিয়াছেন। এখনও আমার এই স্থানটির আদর, পথে যাইতে যাঠিতে কত দোকানে, রাস্তায়-ঘাটে তিলক-মালাধারীদের হোটেলরূপ আখড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার দ্বিতীয় স্থানটির কথা বলি; আমার এই স্থানটি বিচিত্রতাপূর্ণ। কোনও স্থানে তরল আকারে, কোনও স্থানে পত্র আকারে, আবার কোনও স্থানে ধূম্র আকারে। তবে আমার এই স্থানটির আদর সাধু-যোগীবিশেষধারীদের মধ্যেই খুব বেশী। এই সকল লোকেরা এতদূর আমার অধীন হইয়া পড়িয়াছে যে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত আমার স্থানটিকে বৈরাগ্য ও ভজনের সহায়ক বলিয়া প্রচার করে। কিন্তু যথার্থ সাধুরা বড় চতুর, তাঁহারা ধরিয়া ফেলেন। তাঁহাদের কাছে আমি কোনও রকমে প্রবেশ করিতে পারি না। আমার এই স্থানটির মহিমা ধার্মিকদের তন্ত্র-শাস্ত্রে একরূপ লিখিত আছে,—



পূর্ণপুগৌ তাম্রকূটস্তুরিতা মাদরা-সুরা ।

ব্রতবিধ্বংসিনে হাতে বলিনশ্চন্তোরোত্তরোঃ ॥

নাগবল্ল্যাঃ প্রবর্দ্ধন্তে বিলাসেপ্সাঃ স্তুভুজ্জয়াঃ ।

গুবাকেন সদা চিত্তচাঞ্চল্যং পারলক্ষ্যতে ॥

তাম্রকূটাৎ মতিভ্রংশো জাড্যং বৈমুখ্যমেবহি ।

তারিতাসেবনান্ বুদ্ধনাশঃ কিল ভবিষ্যতি ॥

অহিফেনং ধূত্পানং মদ্রিকা চাষ্টসংখ্যকা ।

স্বল্পকালে প্রব্বাস্ত দ্বিপদাংশ চতুষ্পদান্ ॥

এতে চোপধঃ শশ্বৎ বহির্মুখেষু কল্লতাঃ

দুর্বৃত্তকলিনা সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তি-নিবৃত্তয়ে ॥

তাম্বুল, গুবাকু, তামাক, গাঁজা, মাদরা, সুরা—এই সকল আসব  
ব্রতধ্বংসকারী । ইহারা উত্তরোত্তর বলবান্ । পূর্ণসেবনে স্তুভুজ্জয় বিলাসলিপ্সা  
বৃদ্ধি হয় । গুবাকুদ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যের উদয় হয় । তাম্রকূটদ্বারা মতিভ্রংশ,  
জাডা ও ভগবদ্বহির্মুখতা হয় । গাঁজা সেবনে বুদ্ধিনাশ হয় । অহিফেন,  
ধূত্পান ও অষ্ট প্রকার মদ্রিকা অল্পকালের মধ্যে দ্বিপদগণকে চতুষ্পদতুল্য  
করিয়া ফেলে । এই উপাধিসকল বহির্মুখ জীবের ভক্তি খর্ব করিবার জন্য  
দুর্বৃত্ত কলি সৃষ্টি করিয়াছে । ধার্মিকদের তত্ত্বশাস্ত্রে আরও লিখিত আছে ;  
সংবিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধূত্পরং ।

অহিফেনং খজ্জুরসং তারিকা তারিতা তথা ॥

ইত্যেষ্টৌ সিদ্ধিদ্রব্যানি ভক্তিব্রাহ্মকরানি বৈ ।

স্বকার্য্য-সিদ্ধয়ে সাক্ষাৎ কলিনা কল্লতানি হি ॥

ভাং, কালকূট, তামাক, ধূতুরা, আফিং, খজ্জুর-রস, তাড়ি ও গাঁজা —  
এই আটটি সিদ্ধি দ্রব্য । স্বকার্য্য-সিদ্ধির জন্য কলি সাক্ষাৎ কল্লনা করিয়াছে ।

এখন আমার তৃতীয় স্থানটির কথা বলি । এই স্থানটির নাম “স্ত্রী” ।  
এই স্থানটি বড়ই লোভনীয় ; কারণ এই স্থানে আমার অধীনস্থ সকল বস্তুই  
পাওয়া যায় । এখানে মাতুষের একাদশ ইন্দ্রিয়েরই সমভাবে সেবা হয়, তবে  
যাহারা ধার্মিক, তাহারা ধর্ম-পত্নীর সহিত যুক্ত বিহারাদি করিয়া থাকেন,  
তাহাদের নিকট আমার অধিকার নাই । যাহারা জৈণ, তাহারা কিন্তু  
আমার কবলে কবলিত । ইন্দ্রিয়পরায়ণ গৃহব্রত স্ত্রীভক্তগণ নানা প্রকারে  
কপট যুক্তি দেখাইয়া আমার স্থানের মায়া ছাড়িতে চাহে না । বেশালয়,



রঙ্গালয় প্রভৃতি স্থান ত আমারই রঙ্গভূমি। সেখানে আমার সমস্তগণসহ অবস্থান করি। আবার আজকাল কতগুলি লোক ডোর কৌপীন লইয়াও আমার এই স্থানটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা আমার এই স্থানের লোভ ছাড়িতে না পারিয়া তাহাদের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া প্রচার করিতেছে। আমার আশ্রয়ে আসিয়া কতকগুলি লোক বেশাগমনাদিকেও আবশ্যক পাপকার্য্য বলিয়া থাকে। কেহ যুক্তি দিয়া বলিয়া থাকে, বেশাদিগকে উপেক্ষা করিলে তাহাদিগকে অনাহারে রাখার দরুণ সে-পাপে ভুগিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, জগতের কেহ উপেক্ষার পাত্র নহে—বেশার মাটিও এত পবিত্র যে তাহা মহামায়ার (দুর্গার) মূর্ত্তি গঠনে আবশ্যক হয়; অতএব তথায় যাইতে কোনও আপত্তি নাই। কেহ কেহ রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির দোহাই দিয়া বেশার সঙ্গ ও ধর্ম-সাধনের সহায়ক বলিয়া প্রমাণ করে। আমারই আশ্রয়ে আবার কোন কোন ব্যক্তি রস-কীর্ত্তনের দল বাঁধিয়া কামিনী সংগ্রহ করিয়া থাকে। কেহ কেহ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতিকে দেখিয়া একাধিক বিবাহকেই ধর্ম-সাধন বলিতে প্রস্তুত।

এইবার আমার চতুর্থ স্থানটির কথা বলিব। নানাভাবে আমার এই স্থানটির আদর সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজারা রাজ্য লইয়া পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি আমারই আশ্রয়ে করিয়া থাকেন। এখন যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ হয়, তার মধ্যে আমিই থাকি, জিহ্বার লোভে আমার চতুর্থ স্থানটিকে সকলেই আদর করে। বাঁহারা কিছু বিলেতী হাওয়া পেয়েছেন, আমার এই স্থানের আদর তাহাদের নিকট বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-সমাজেও খুব প্রচলিত, অনেক তিলক-মালাধারীরাও আমার এই স্থানটিকে তাহাদের সাধন-ভজনের সহায় মনে করে। আমাদের এই স্থানের সাহায্যে বল সঞ্চয় করা তাহাদেরও আবশ্যক হয়। মাতৃভক্তগণ জিহ্বার লোভ সামলাইতে না পারিয়া তাহাদের মা'র নাম দিয়া ধর্ম বলিয়া আমার এই স্থানটির সদ্যবহার করে। সাধুরা তাহাদের কপটতা ধরিয়া ফেলেন; আমার আশ্রিত ব্যক্তির কিস্ত তাহা বুঝিতে পারে না; কারণ আমি তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া থাকি।

ধনীর ছুয়ারে আমি খুব পাকা আসর জমাইয়া বসিয়াছি; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, পরীক্ষিৎ মহারাজ আমাকে এখানে আর সকল অবস্থানের একত্র



সমাবেশ করিয়া দিয়াছেন। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা সাধুদের আশ্রয়ে আছেন, সেখানে আমি থাকিতে পারি না। যেমন পরীক্ষিৎ মহারাজের ভয়ে আমি সর্বদা ভীত; অম্বরীষ মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজের চৌদ সীমানায়ও আমার স্থান নাই। বড় বড় রাজধানীতে আমার খুব আড্ডা আছে। গৌড় দেশের রাজধানী, যাহার আগু অক্ষরে আমার নাম আছে, সেখানেও আমি বহুদিন খুব আড্ডা বাঁধিয়াছিলাম; মনে করিয়াছিলাম, চিরকাল একরূপ সুখেই কাটাঁইব। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ সেখান হইতে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আমাকে তাড়াইবার যোগাড় করিতেছেন। তাহাদের কাছে আমি কোন চলেই প্রবেশ করিতে পারি না। তাহারা আমার চতুর্বিধ স্থানের কোনটিকেই কোনভাবে আশ্রয় দেয় না। অধিকন্তু, সকল লোককে আমার নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্ত সতর্ক করিয়া দিতেছেন। এখন আমি বড় শঙ্কিত আছি।

যাহা হউক, আমার নাম-ধামের ত কিছু পরিচয় দিলাম। এখন আমার বিক্রমের কথা কিছু বলি, আমার বিক্রমের অনেক প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে বাহুল্য-ভয়ে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিব। কোনও হিন্দুস্থানী কবি আমার বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া একরূপ লিখিয়াছেন,—

সাচ্চা কহে ত মারে লাঠী ঝুঠা জগৎ ভুলাই।

গো-রস গলি গলি ফিরে, সুর বৈঠল বিকাই ॥

চোরকে ছোড়ে, সাধুকে বাঁধে,

পথিককে লাগাওয়ে ফাঁসি।

ধনু কলিযুগ, তেরি তামাসা

দুখ্ লাগে আউর হাসি ॥

হে কলি তোমাকে ধনুবাদ! তোমার তামাসা দেখিয়া আমার হৃদয় পায়, আবার কান্নাও আসে। এটা তোমারই রাজত্ব বটে! তোমার শাসনে যে সত্য কথা বলে, তাহার লাঠি খেতে হয়, আর মিথ্যাবাদীর কথায় জগতের লোক মুগ্ধ হয়। দুখ গলি গলি ঘুরিয়া বিক্রয় কর্তে হয়, আর মদওয়ালা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকে, তাহার দোকানে কত খদের। তোমার রাজ্যে চোরকে ছেড়ে সাধুকেই কারাগারে নিক্ষেপ করে, রাস্তার নির্দোষ পথিককে ধরিয়া ফাঁসি-কাঠে ঝুলাইয়া দেয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—



গোয়া দুকে কুড়া পালে উসকো বাচুর ভুখা

শুালেকো উত্তম খিলাওয়ে বাপ না পাওয়ে রুখা

ঘরকা বহরি পিরীত না পাওয়ে চিত চোরাওয়ে দাসী ।

ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ্ লাগে আউর হাসি ॥

ধন্য কাল, তোমার মহিমার বলিহারী যাই । তোমার তামাসা দেখিয়া  
দুঃখও হয়, হাসিও পায় । তোমার বশ হইয়া লোকে গো-বৎসকে অনাহারী  
রাখিয়া, তাহার মাতৃদুগ্ধদ্বারা ঘণ্য কুকুরকে পুষ্ট করে । পরমারাধ্য  
পিতৃদেবকে উপবাসী রাখিয়া শুালককে চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেষ যোগায় ।  
পতিব্রতা স্ত্রীকে ফেলিয়া দাসীর হায়ে পরিত্যক্তা বারবনিতার সঙ্গে প্রেম করে ।

এক সময় জগতে আমার এতদূর বিক্রম প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, দলে  
দলে অশুরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিপথ ভ্রষ্ট করিয়া দিবার উপক্রম করিল ।  
তখন ভগবানেরও চিন্তার কারণ হইয়া পড়িল । তিনি তাহার প্রিয়তম ভক্ত  
শ্রীশঙ্করকে অশুরগণকে মোহন করিবার জন্ত মায়াবাদ-নামক একটী কল্পিত মত  
প্রচার করিতে আদেশ করিলেন । আমারই সাহায্য পাইয়া এই 'মত' এখন  
বহু আকারে জগতে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে । আমারই আশ্রয়ে শৌক্ল  
ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ জাত্যাভিমানে স্ফীত হইয়া অপর কুলজাত ব্যক্তি-  
গণকে নানাভাবে পীড়ন করিতে লাগিল—হিংসা-পরবশ হইয়া উপযুক্ত  
অধিকারীকেও তাহার প্রাপ্য অধিকার দিতে বিমুখ হইল । এমনই আমার  
প্রভাব যে, লোকসকল স্বয়ং ভগবানের সেবা ছাড়িয়া দিয়া নানা দেবতার  
পূজায় রত হইল ও ভক্তিবিরুদ্ধ মতসমূহের দ্বারা চালিত হইতে লাগিল ।  
আমার এমনই চক্রান্ত যে, প্রকৃত সাধুগণ তাহাদিগকে সত্য কথা বুঝাইতে  
চেষ্টা করিলেও তাহারা উপেক্ষা করিল । ধার্মিকেরা, জীবগণ যাহাতে আমার  
কবল হইতে রক্ষা পায়, তজ্জন্ত কতই না ঔষধের ব্যবস্থা তাহাদের শাস্ত্রে  
লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাদ্বারা কি আমার করাল কবল হইতে রক্ষা  
পাওয়া যায় ? আমার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া জীবের উত্তমাগতি-লাভের  
একটি অব্যর্থ ঔষধ আছে—তাহা শাস্ত্রে গোপ্য ছিল । সে প্রায় পাঁচশত  
বৎসর কালের কথা । স্বয়ং ভগবানের পর্য্যন্ত আসন টলিয়াছিল তিনি  
সন্ন্যাসীর বেশে অবতীর্ণ হইয়া সেই অমোঘ ঔষট্টি জীবের দুয়ারে দুয়ারে  
বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন । আমিও এদিকে জাল-ঔষধ তৈয়ার  
করিয়া আমার চরগণের সাহায্যে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যদিগের নিকট উহা বিতরণ



করিতে লাগিলাম। পাণ্ডিত্যভিমানী ব্যক্তিগণ মহাপুরুষ-প্রদত্ত ঔষধটিকে অতি ক্ষুদ্র মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলেন ও নানাবিধ বাহ্য-চাকচিক্যপূর্ণ আমার ঔষধের আদর করিতে লাগিলেন। আমার এজেন্টগণের পরামর্শে কেহ মহাপুরুষ-প্রদত্ত ঔষধটি পাইয়াও প্লেগ, ওলাউঠা, মহামারী ও পাপ-নিবারণের জন্ত উহা ব্যবহার করিতে লাগিল—অতরাং ক্ষুদ্র ফলেই মুগ্ধ হইয়া রহিল—সর্বোৎকৃষ্ট ফল লাভে বঞ্চিত হইল। সেই যতীশ্বর জীবকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তুমি এই অব্যর্থ ঔষধটী অপথ্যের সহিত দান করিবে। কিন্তু তাহার কথা অমান্য করিয়া কেহ কেহ অপথ্য গ্রহণ না করায় ঐ ঔষধটীদ্বারা স্বয়ং ফল পাইল না, অথচ তদ্বারা খুব একটা রোজগারের পন্থা বাহির করিয়া লইল। আবার বলিতে লাগিল, কুপথ্য করিয়া ঔষধ-সেবনেও ফল পাইবে। লোভিগণের অনেক অযোগ্য হইল। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিল না যে, তাহারা আমারই চক্রান্তে পড়িয়াছে। লোকে যাহাতে সন্ন্যাসি-প্রদত্ত অব্যর্থ ঔষধটীর প্রকৃত সন্ধান না পায়, একপ নানাজাল আমি বিস্তার করিতে লাগিলাম। আমার বাহাদুরীর কথা আমি একমুখে আর কত বলিব ?

## হিতবানী

অনলে পতিত পতঙ্গের মত

ভস্মীভূত জীব হ'য়ে না, হ'য়ে না।

জ্বালিয়ে প্রবল ভোগ-ত্যাগানল

শান্তিতরু দগ্ধ ক'রো না, ক'রো না ॥

সেবার সাগরে দিবা-বিভাবরী,

খেলিছে প্রেমের আনন্দ-লহরী

ভাসাও তাহাতে এ' জীবন-তরী,

সুখা ফেলি' জড়ে ম'জো না, ম'জো না ॥

ত্যজি' ভোগ-ত্যাগ কুসঙ্গের সঙ্গ,


সিদ্ধান্ত-তরঙ্গে সদা কর রঙ্গ

চাও যদি নিত্য শ্রীহরি-প্রসঙ্গ

গৌরভক্ত-সঙ্গ ত্য'জো না ত্য'জো না ॥



স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরদোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাত্মা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অত ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।  
 অদোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥ হরি-কথার বতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ১ শ্রীধর, ৪৮৭ গোরাব্দ } মে সংখ্যা  
 { সোমবার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৮০; ইং ১৬।৭।১৯৭৩ }

সান্ন্যাসদণ্ড

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[ শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]

ইয়ং মঙ্গলরূপা স্যাৎ গোবিন্দবিরুদাবলী ।

যন্তাঃ পঠনমাত্রেণ শ্রীগোবিন্দঃ প্রসীদতি ॥

যাণা পাঠমাত্র শ্রীগোবিন্দ প্রসন্ন হন, সেই মঙ্গলময়ী গোবিন্দবিরুদাবলী  
 লিখিত হইতেছে ।

ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে সরসিজনয়ন অষ্টমাত্রীড়নানি

স্থানুভংক্তুং চ খেলাখুরলিতমতিনা তানি যেন শ্রয়োজি ।

তাদৃক্ ক্রীড়াণ্ডকোটীবৃতজলকুড়বা যস্য বৈকুণ্ঠকুল্যা

কর্তব্য্য তস্য কা তে স্তুতিরহকৃতিভিঃ প্রোজ্জ্বা লীলায়িতানি ॥

হে সরসিজ নহন শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি ক্রীড়াসক্তমতি হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে

ক্রীড়াস্থান-স্বরূপ ত্রিভুবন স্রষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করিয়াছ



এবং উহা সংহার করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে নিযুক্ত করিয়াছ, কিন্তু  
ঐরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হৃদীয় বৈকুণ্ঠধামস্থিত বিরজা নদীর অঞ্জলি  
পরিমিত জলে বিরাজ করিতেছে, স্ততরাং পণ্ডিতগণ তোমার অপার  
ঐশ্বর্য্য বর্ণনে অক্ষম হইয়া তোমার মধুর গুণলীলা অর্থাৎ মানবলীলা-  
সম্ভূত কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

নিবিড়তর-তুরাষাহস্তরীগোম্মসম্প-

দ্বিঘটনপটুখেলাডম্বরোমিচ্ছটম্।

সগরিমগিরিরাজচ্ছত্রদণ্ডায়িতশ্রী-

জ্জগদিদমঘশত্রোঃ সব্যবাহুর্ধিনোতু ॥

যিনি শ্রীবৃন্দাবনে বাল্যলীলাচ্ছলে গোবর্দ্ধনধারণ করিয়া ইন্দ্রের হৃদয়গত  
প্রবল গর্ভ খর্ব্ব করিয়াছেন এবং ঐ সময়ে ছত্রস্বরূপ করিয়া গোবর্দ্ধন  
ধারণ করায় ষাঁহার বামহস্ত উহার দণ্ডস্বরূপ হইয়াছিল, সেই পাপনাশন  
শ্রীকৃষ্ণের সেই বামবাহু জগতের সকলকে পরিতৃপ্ত করুন।

চণ্ডবৃত্তায়াঃ কলিকাখ্যায়াঃ নখে বন্ধিতম্।

অভ্রমুপতিমদমদ্দিপদক্রম বিভ্রমপরিমললুপ্তমুহচ্ছ্রম।

তুষ্টদনুজবলদর্পবিমর্দন তুষ্টহৃদয়স্বরপক্ষবিবর্দ্ধন।

দর্পকবিলসিতসর্গনিরর্গল সর্পতুলিতভুজ কর্ণগকুণ্ডল।

নির্ম্মলমলয়জচ্চিতবিগ্রহ নর্ম্মললিতকৃতসর্পবিনিগ্রহ।

তুষ্করকৃতিভরলক্ষণবিম্মিত পুষ্করভবভয়মর্দনমুস্মিত।

বৎসলহলধরতর্কিতলক্ষণ বৎসরবিরহিতবৎসমুহৃদগণ।

গর্জিতবিজয়িবিজুহুতরস্বর তর্জিতখলগণতুর্জ্জনমৎসর ॥ বীর ॥

তব মুরলীধবনিরমরীকামাসুধিবুদ্ধিশুভ্রাংশুঃ।

অচটুলগোকুলকুলজাধৈর্য্যাসুধিপানকুন্তজো জয়তি ॥

ধৃতগোবর্দ্ধন সুরভীবর্দ্ধন পশুপালপ্রিয় রচিতোপক্রিয় ॥ ধীরঃ ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার গমন দেখিয়া ঐরাবত হস্তির মদগর্ভ খর্ব্ব হয়,  
তোমার কান্তি ও শ্রীঅঙ্গের সৌরভে আত্মীয়বর্গের শ্রান্তি দূর হয়, তুমি  
হৃদান্ত দানবগণের বলদর্প দূর করিয়াছ, দেবগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া তোমাকে  
পরম সহায় বলিয়া বোধ করিতেছেন, তুমি স্বাধীনভাবে কন্দর্পজনিত



মুখ্যরস আশ্বাদন করিতেছ, তোমার ভুজদ্বয় সর্পের ন্যায় সুবর্তুল ও লম্ব-  
মান, দোহুল্যমান মকরকুণ্ডলে তোমার কর্ণযুগল সুশোভিত, নিম্নল  
চন্দনাদি অমুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, ব্রহ্মাদির অসাধ্য সর্পাকার  
অঘাসুরকে তুমি বাল্যলীলাচ্ছলে বিনাশ করতঃ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া  
তোমার 'অমোঘমোচন' নাম হইয়াছে, ব্রহ্মা তোমার ঐশ্বর্য্য পরীক্ষার  
নিমিত্ত গোবৎসাদি হরণ করিয়া ক্রমে বিস্মিত ও মনে মনে অপরাধী হইলে  
তুমি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছ, ব্রহ্মা গোবৎসাদি  
হরণ করিলে তুমি সেই সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃন্দাবনবিপিনে বিহার  
করিতেছ, এ ঐশ্বর্য্য তোমার প্রিয় অগ্রজ বলদেবই কেবল বুঝিয়াছিলেন,  
ব্রহ্মা হৃদীয় ক্রপায় মায়াশূণ্য হইয়া একবৎসর পর হৃদীয় গোবৎস ও গোপ-  
বালকগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, নবীন মেঘের গন্তীর গর্জনের ন্যায়  
তোমার গন্তীর স্বর, তুমি খল ও মাৎস্য্যপরায়ণ দুর্জ্জনদিগকে পরাভব  
করিয়াছ। যিনি দেবপত্নীগণের কাম-সমুদ্র বৃদ্ধি করিতে শশাঙ্কস্বরূপ এবং  
ধীরস্বভাব ব্রজরমণীগণের ধৈর্য্যসমুদ্র-পানে যিনি অগস্ত্যমুনিস্বরূপ, সেই  
তোমার মুরলীধ্বনির জয় হউক। তুমি গোবর্দ্ধনধারী ও সুরভীগণের পালক  
এবং পশুপালপ্রিয় এবং ভক্তগণের অদ্বিতীয় সহায়।

ভুজঙ্গরিপুচন্দ্রকক্ষুরদখণ্ডচূড়াক্ষুরে

নিরঙ্কুশদৃগঞ্চলভ্রমিনিবদ্ধভৃঙ্গভ্রমে।

পতঙ্গহুহিতুস্তটীবনকুটীরকেলিপ্রিয়ে

পরিস্ফুরতু মে মুহুস্বয়ি মুকুন্দ শুদ্ধা রতিঃ ॥ বীরভদ্রঃ ॥

হে মুকুন্দ ! তোমার চূড়া সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত তোমার অপ্রতিহত  
নয়ন সঞ্চালন দেখিয়া ভ্রমরগণ নিস্তব্ধ হইতেছে, তুমি কালিন্দীতীরস্থ  
নিকুঞ্জকুটীরে কেলি করিতে ভাল বাস, অতএব নিরন্তর তোমাতে আমার  
বিশুদ্ধ অনুরাগ হউক।

উদ্বিহ্বাদ্যুতিপরিচিতপট সর্পৎসর্পস্ফুরতুরুভুজতট।

খস্থস্থত্রিদশযুবতিনুত রক্ষদক্ষপ্রিয়সুহৃদনুসৃত।

মুগ্ধান্নিকব্রজজনকৃতসুখ নব্যশ্রব্যস্বরবিলসিতমুখ।

হস্তন্যস্তস্ফুটসরসিজবর সর্জদগর্জৎখলবৃষমদহর।



যুদ্ধক্রুদ্ধপ্রতিভটলয়কর বর্ণস্বর্ণপ্রতিমতিলকধর ।

কৃষ্ণতুষ্ণ্যযুধতিষু কৃতরস ভক্তব্যক্তপ্রণয়মনসি বস ॥ বীর ॥

তুমি বিহান্মালার গায় পীতাম্বর সুশোভিত, অকুটিল গতি সর্পের ন্যায় তোমার বিশাল ভুজদ্বয়, অমরবধুগণ আকাশস্থ হইয়া প্রসন্নচিত্তে তোমার স্তব করিতেছেন, স্নেহ বশতঃ রক্ষায় তৎপর শ্রীদ্য়ুমাধি প্রিয় সুহৃদগণের তুমি সর্বদা অহুগত, তোমার স্নেহভাজন পরমসুন্দর ভক্তগণ ব্রজে বাস করিয়া তোমার লীলারস প্রকাশ করিয়াছেন, নব্য ও সুশ্রাব্য স্বরদ্বারা তোমার মুখাষুজ সুশোভিত, তোমার দক্ষিণ হস্তে লীলাপদ্ম শোভা পাইতেছে, দুর্দাস্ত ও হিংস্রক বুধাসুরের মদগর্ব খর্ব করিয়াছ ; তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে কোপস্বভাব রিপুগণ বিনাশ করিয়াছ, স্বর্ণবর্ণ তিলকদ্বারা তোমার ললাটে সুশোভিত, প্রণয়-কলহে রুষ্ট ও বিশেষ আদর বশতঃ সন্তুষ্ট লাভে ব্রজযুবতীগণের প্রতি তোমার বিশেষ অনুরাগ, হে বীর ! তুমি ভক্ত-জনের প্রেমপূর্ণ মানসে বাস কর ।

প্রচুরপরমহংসৈঃ কামমাচম্যমানে

প্রণতমকরচক্রেঃ শশ্বদাক্রান্তকুক্ষৌ ।

অঘহর জগদগুহিণ্ডিহিন্দোলহাসে

স্মুরতু তব গভীরে কেলিসিন্ধৌ রতিনঃ ॥

উদগীর্ণতারুণ্য বিস্তীর্ণকারুণ্য

গুঞ্জালতাপিঙ্গুপুঞ্জাঢ্যতাপিঙ্গু ॥ ধীর ॥

হে অঘহর ! অপূর্ব রস বলিয়া পরমহংসগণ যাহা আশ্বাদন করেন, ভক্তরূপ মকরগণ যাহার মধ্যে নিরন্তর বাস করিতেছেন এবং যাহার তরঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড চঞ্চল হইতেছে, ঈদৃশ অতি গভীর ত্বদীয় লীলাসমুদ্রে নিরন্তর আগার অনুরাগ থাকুক । হে ধীর ! তুমি নবোদিত যৌবন-প্রভাবে সুশোভিত সুবিস্তীর্ণ করুণারসে তোমার সর্বত্র ব্যাপ্ত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে গুঞ্জা ও মাধবীলতা-বেষ্টিত তমালতরু-স্বরূপ ।

উচিতঃ পশুপত্যলংক্রিয়ায়ৈ, নিতরাং নন্দিতরোহিণীযশোদঃ ।

তব গোকুলকেলিসিন্ধুজন্মা, জগদ্বদীপয়তি স্ম কীর্তিচন্দ্রঃ ॥ সমগ্রঃ ॥

যিনি পশুপতির ( মহাদেবের ও নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দের ) প্রধান ভূষণ, যিনি রোহিণী-যশোদার ( পক্ষে রোহিণী নক্ষত্রের যশোভাগ্য প্রদান করেন )



আনন্দবর্দ্ধন করেন, তোমার ব্রজলীলারূপ-সমুদ্রে যাহার জন্ম, এই প্রকার ভবদীয় কীৰ্ত্তিচন্দ্র জগৎ আলোকিত করুন।

অরিষ্ঠখণ্ডন স্বভক্তমণ্ডন প্রযুক্তচন্দন প্রপন্ননন্দন।

প্রসন্নচঞ্চল ক্ষুরদৃগঞ্চল শ্রুতিলম্বকভ্রমৎকদম্বক।

প্রকৃষ্টকন্দর প্রবিষ্টসুন্দর স্থবিষ্ঠসিন্ধুরপ্রসর্পবন্ধুর ॥ দেব ॥

বৃন্দারকতরুবাতে বৃন্দাবনমণ্ডলে বীর।

নন্দিত বান্ধববৃন্দঃ সুন্দর বৃন্দারিকা রময় ॥ ৮ ॥

খলিনীডুম্বক মুরলীচুম্বক জননীবন্দক পশুপীনন্দক ॥ ধীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি বৃষাসুরকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি নিজ-ভক্তগণের হৃদয়ের ভূষণ, চন্দনাদি অনুলপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, তুমি প্রপন্ন জনের আনন্দপ্রদ, তোমার নয়নযুগল চঞ্চল ও সুপ্রসন্ন, তোমার কর্ণযুগলে লম্বমান কদম্বকুসুম শোভা করিতেছে, তুমি বিহারার্থ গোবর্দ্ধনগুহায় প্রবেশ করিলে তখন তোমার অপূর্ব শোভা হয়, উৎকৃষ্ট মাতঙ্গের গমনের আয় তোমার সুন্দর গমন। হে বীর! তুমি বান্ধবগণের আনন্দপ্রদ এবং সুন্দর তরু-লতাকীর্ণ এই শ্রীবৃন্দাবনে সুন্দরী ব্রজরমণীদিগকে বিহার করাইতেছ। তুমি খলব্যক্তির শাস্তা, তুমি মুরলীপ্রিয়, তুমি জননী যশোদাকে বন্দনা কর, তুমি গোপীগণের আনন্দবর্দ্ধক।

অনুদিনমনুরক্তঃ পদ্মিনীচক্রবালে

নবপরিমলমাণ্ডলচক্ষুরীকানুকর্ষী।

কলিতমধুরপদঃ কোহপি গন্তীরবেদী

জয়তি মিহিরকন্যাকূলবন্যাকরীন্দ্রঃ ॥ অচ্যুতঃ ॥

যিনি পদ্মিনীবৃন্দে অর্থাৎ তল্লক্ষণাক্রান্ত যুবতীবৃন্দে অহুরক্ত (পক্ষান্তরে কমলপুষ্পসমূহে যিনি অহুরক্ত), যিনি শ্রীঅঙ্গের গন্ধদ্বারা ভ্রমরগণ আকর্ষণ করিতেছেন (পক্ষে মদক্ষরণহেতু যিনি ভ্রমরমালা আকর্ষণ করিতেছেন), যাহার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজমানা (পক্ষে শোণবর্ণ চিহ্নদ্বারা যাহার অঙ্গ পরিব্যাপ্ত), যিনি গুটার্ঘবিৎ (পক্ষে নিরঙ্কুশ) এই প্রকার কালিন্দী-তটিনী করীন্দ্রস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক। (ক্রমশঃ)



# পত্রাবলী \*

[দীক্ষা ও উপাসনা]

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়ন্তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ

পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

ইং ১০।১১।৪৯

সাদর সম্ভাষণপূর্বকেষম্—

\* \* ! আপনার ৬।১।৪৯ তাং-এর পত্র আমরা অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য হইতে ফিরিয়া গতকল্য পাইয়াছি। আপনার পত্র পড়িয়া মনে হইল, আপনি বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং আমাদের পত্রিকা পড়িবার উপযুক্ত পাত্র। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া বিশেষ আবশ্যক মনে করি। আমি বহুদিন আপনাদের অঞ্চলে সমযাতাবে যাইতে পারিতেছি না। এবৎসর \* \* প্রভৃতি হইতে কয়েকজন যাত্রী আমাকে বিশেষ আশ্রয় করিয়া ঐ অঞ্চলে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন। আমার সৌভাগ্য হইলে এবৎসর আপনাদের ঐ অঞ্চলে যাইতে পারিব। সেই সময়ে আশাকরি নিশ্চয়ই আপনার সহিত সাক্ষাতে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। পত্রের দ্বারা সব সময় সকল কথা খুলিয়া লেখা সম্ভব হয় না। যাহা হউক, “দীক্ষা ও উপাসনা” সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিম্নে নিবেদন করিতেছি,—

দীক্ষা বলিলে দিব্যজ্ঞানকে লক্ষ্য করা হয়। যে অনুষ্ঠানের দ্বারা পাপের সম্যকরূপে ক্ষয় ও দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে—তাহাকেই পণ্ডিতগণ দীক্ষা বলিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক দীক্ষার যে-ক্রিয়া, তাহাকে প্রকৃত দীক্ষা বলা হয় না; দীক্ষার সূত্রপাত বা আরম্ভ—ইহাই বলা হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্রই দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা। তবে আমাদের গ্রাম্য দুর্ভাগ্যের পক্ষে উহা আনুষ্ঠানিক মাত্র। দীক্ষালাভের পর গুরুপাদপদ্মের উপদেশে সিদ্ধান্তে সমস্ত ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া

\* পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকল্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—শ্রীগোঃ পঃ সঃ



থাকেন, তাহাকে উপাসনা বলে। উপাসনা বলিতে কৰ্ম বা জ্ঞানকে লক্ষ্য করেন। উপাসনার নিত্যত্ব আছে; সুতরাং ভক্তি ব্যতীত ইহার অগ্র প্রকার কোন অর্থ সম্ভব নয়। কৰ্ম, জ্ঞান যে কেন উপাসনা নহে, তাহা বলিতে গেলে অনেক কথা বলা প্রয়োজন। বেদান্ত-দর্শন, উপনিষৎ প্রভৃতি আলোচনা করিলে ‘উপাসনা’ কথাটি বহুক্ষেত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু উহার ‘ভক্তি’ ব্যতীত অগ্র অর্থ করিতে গেলে শাস্ত্রের সম্ভতি হয় না। সম্ভতি না হইলে সিদ্ধান্ত স্থির বাঁধা পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন না। সে যাহা হউক, দীক্ষা সম্বন্ধে এই শ্লোকটি আলোচনা করিবেন।

দিবাং জ্ঞানং যতো দত্তাং কুর্য্যাং পাপস্ত সংক্ষয়ম্।

তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥ (বিষ্ণুস্মরণ)

[যেহেতু দিবাজ্ঞান (সম্বন্ধ-জ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিজ্ঞান) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে ‘দীক্ষা’ নামে অভিহিত করেন।]

উপাসনা সম্বন্ধে ব্রহ্মতর্কের এই বাক্যটিও আলোচনা করিবেন,—

“মুক্তা অপি হি কুরীক্ষি স্বেচ্ছয়া উপাসনং হরেঃ।”

অর্থাৎ, ‘মুক্তগণও স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রীহির উপাসনা করেন।’ অধিক কি অগ্রাহ্য সাক্ষাতে হইবে। ইতি—

গৌরজনাক্ষর—

শ্রীভক্তিব্রজাঙ্গন কেশব

## পরমার্থ \*

### দৈন্যমুখে শ্রীগুরু-ভগবানের কৃপাভিক্ষা

সর্বতোভাবে অযোগ্য আমি, সুতরাং ভগবানের দয়ার অধিক পাত্রই আমি। যাদের যোগ্যতা অধিক আছে, তাঁরা ভগবানের দয়া অধিক প্রার্থনা না করলেও নিজ-নিজ কৃতিত্ব-বলে মঙ্গলের পথে যেতে পারেন, কিন্তু আমার সে’ আসা-ভরসা নেই, আমি সর্বাপেক্ষা দীন, নিতান্ত অকিঞ্চন। সুতরাং ভগবানের দয়া-ভিক্ষা ব্যতীত আমার অগ্র কোন সম্ভল নেই। সেই সম্ভলের দ্বাভা শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার একমাত্র সম্ভল।

\* পারমার্থিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রদত্ত ভাষণ।

—সম্পাদক



“অহং ব্রহ্মস্মি” প্রভৃতি বাক্য অনেক সময় অনেকের মুখে শোনা যায়, এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক উন্নত হৃদয়ে অভিব্যক্ত ; আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট হ’তে যে কথা শুনেছেন, তিনি সেই উপদেশ আমার কর্ণে প্রদান ক’রে ব’লেছেন,—

ভৃগাদপি স্তনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

### মন্ত্র ও মহামন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে যে-শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষা আমরা গুরুপাদপদ্ম হ’তে মন্ত্ররূপে লাভ ক’রেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদেরকে যে জিনিষ দি’য়েছেন, তা’ সাধারণ মন্ত্র নহে—মহামন্ত্র। মননধর্ম্য হ’তে ত্রাণ করে যে জিনিষ, সেই জিনিষের নাম—মন্ত্র। সাধারণ মন্ত্র চতুর্থান্ত পদ ও ‘নমঃ’ ‘স্বাহা’ ‘স্বধা’ প্রভৃতি শব্দ-প্রযুক্ত, আর মহামন্ত্র—সম্বোধনাত্মক পদ। শ্রীভগবামের নামই—মহামন্ত্র। সেই শ্রীনাম এত শক্তি ধারণ করে, যে-শক্তি আর কোন বস্তুতে পাওয়া যায় না।

### শ্রীবৈকুণ্ঠনাম ও নামদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মে

#### স্মরণ গ্রহণ

সেই নাম—বৈকুণ্ঠনাম। সেই নাম এই কুঠাধর্ম্যযুক্ত গুণজাত জগতের বিভিন্ন ভাষার শব্দের মত দে’খতে হ’লেও তাঁর সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেই নাম—বৈকুণ্ঠনাম, “বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘহরণং বিদুঃ”—যে বৈকুণ্ঠ-নামের আভাসে নিখিল পাপ অনায়াসে বিদগ্ধ হ’য়ে যায়, সেই নাম সর্বক্ষণ কীর্তনীয়। বৈকুণ্ঠ-নাম উচ্চারণ ক’রলে মানব বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হয়—পরম ধর্মে অবস্থিত হয়—পরমার্থ লাভের জন্ত ব্যস্ত হয়। মায়িক নাম—কুণ্ঠনাম সেরূপ নয়।

আমাদের ভাগ্য এমন মন্দ যে, আমাদের সর্বশক্তিমান বৈকুণ্ঠ-নামে রতি না হওয়ায় আমরা ইতর কথায় ব্যস্ত র’হেছি। জগতের অত্যাচার কার্য সম্পাদনের জন্ত—অত্যাচার অভিলাষ চরিতার্থ ক’রবার জন্ত—অত্যাচার চর্চা ক’রবার জন্ত আমরা যে-সকল শব্দ ব্যবহার করি, সেই সকল ভাষাগত শব্দ আমাদের সেবা করে—আমাদের ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়—আমাদের অ ভলাষের সরবরাহ-কার্যে নিযুক্ত থাকে ; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম সেরূপ নহেন।



আমার মঙ্গলের জন্ত “অহং ব্রহ্মাস্মি” শ্রোতমন্ত্রের যে প্রকৃত অর্থ,—জীবের চরমাবস্থা লাভের পরে যা’ হয়,—গৌরসুন্দর ‘তৃণাদপি সুনীচ’ শ্লোকে তা’ ব’লে দি’য়েছেন। অত্যাচ্ছ শব্দ আমাদিগকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুৰাকাঙ্ক্ষার শ্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম আমাদিগকে কৃষ্ণের সেবা-পথে ধাবিত করায়—আমাদিগের উপর তাঁ’র পূর্ণ প্রভুত্ব, পূর্ণ স্বারাজ্য বিস্তার করে ; সেই নাম-প্রভুকে আমি নমস্কার করি। সেই নাম-প্রভুর দাতা-শিরোমণি শ্রী গুরুপাদপদ্মকে আমি সর্বাত্মে বন্দনা করি।

## অর্থ ও পরমার্থে পার্থক্য-বিচার, ভগদ্বক্তৃ অকিঞ্চন

আজকে আমাদের কৃত্যপরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা। অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পরমার্থ—আত্মার পূর্ণগতিকে লক্ষ্য করে। আত্মা—জড়বস্তু নহে যে, তাহার গতি থাকবে না। যখন অনাত্মপ্রতীতি আমাদিগকে জড়ীভূত করে, তখন তা, হ’তে বিমুক্তি লাভের জন্ত আমাদের হৃদয়ে একটা শান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। যেহেতু আমরা অশান্ত রাজ্যে বাস করছি, সেই হেতু আমরা শান্তির প্রয়াসী হই। সেই শান্তি কি জাডাজাতীয় বস্তু? নিশ্চয়ই নহে, পরম গতিবিশিষ্ট—যে গতির ন্যায় আর গতি হ’তে পারে না। অটোমোবাইল, এরোপ্লেন প্রভৃতির জড়গতি সেই গতির সহিত তুলনাই হ’তে পারে না। সেই শান্তি—পূর্ণ প্রগতিময়ী। যেখানে পূর্ণচেতনের ক্রিয়া যত অভিবাক্ত, সেখানে গতির তত প্রকাশ। এইরূপ প্রগতির পরাকাষ্ঠায়ুক্ত পরমার্থের অনুসন্ধান করা’ আলোচনা করা আমাদের কৃত্য হ’য়েছে। এতদুদ্দেশ্যে আমাদিগকে সহায়তা করবার জন্ত আমরা মনীষিগণের নিকট উপস্থিত হ’য়েছিলাম। আমাদিগকে ইহ জগতের কিছুই নাই—আমাদের আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, শ্রী—কিছুই নাই ; আমরা অকিঞ্চন।

## “তৃণাদপি সুনীচ” হইলেই কীর্তনে অধিকার লাভ হয়

ভগবান্কে আশ্রয় না করলে মায়ার প্রভু হ’বার যে ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয় সেরূপ প্রভুত্বের কামনা বা অহঙ্কার আমাদিগকে যে অর্থের জন্ত চালিত করে, তা’ পরমার্থ নহে—অনর্থ। যেমন গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—



প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মানি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহমিতি মনুতে ॥

সে অনর্থ—সে অধনকে পরিত্যাগ ক'রে ধন-লাভের জন্ত যে যত্ন তা'তে গৌরস্বন্দরের কথাটি বড়ই অহুকুল হয়,—

‘তৃণাদপি স্ননীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।’

সর্বক্ষণ তৃণাদপি স্ননীচতার সহিত হরি কীর্তনীয় । খাণিক-ক্ষণের জন্য দৈন্য প্রকাশ করলাম—কপটতার সহিত আঁকুপাঁকু ভাব দেখা'লাম, পরক্ষণেই অহঙ্কারে প্রমত্ত হ'লাম, সেরূপ নয় । আমাদিগকে ভগবানের নাম গ্রহণে যিনি যোগ্যতা দিয়েছেন, তাঁর চরণে পুনরায় অর্থাৎ দ্বিতীয়বার প্রণাম করি ।

যাঁরা তৃণাদপি স্ননীচ, তদপেক্ষা স্ননীচের আদর্শপ্রকটকারী যে অকিঞ্চন পুরুষ, তাঁ'র দাস্ত করলে আমাদের সকল পরম-অর্থ লাভ হ'বে । তাঁর পাদপদ্মসেবা অতিক্রম করলে কিছু সুবিধা হ'বে না । আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন,—

‘পুরীষের কীট হৈতে মুণ্ডি সে লঘিষ্ঠ ।

জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ ॥

মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয় ।

মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় ॥

এই প্রকার শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্ত করবার জন্ত যে দুরাশা—উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা' শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসগণের অহুগ্রহ হ'লেই লাভ হয় ।

### জন্মৈশ্বর্যাদি-অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক ভগবৎসেবার নির্দেশ

জগতের বিদ্বৎসমাজের সহিত বাক্যালাপ করবার মত ভাষা আমার নেই । আমি জগতের সকল লোকের নিকট হ'তে অহুগ্রহ প্রার্থী মাত্র ; সুতরাং আমার ছায়া অযোগ্যতমকে যে গুরুকার্যে ভার দেওয়া হ'য়েছে, তা' আমি নিজে বুঝি এবং সকলেও তা' বুঝেন । যদি জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুতি, শ্রী থাকে, তবে ভগবান্কে ডাকা যায় না ; এই কোনটীতেই আমার সুবিধা হয় নাই । সুতরাং আমার জন্ত শাস্ত্রকার লিখেছেন,—

‘বেদৈর্বিহীনাস্ত পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাস্ত পুরাণপাঠাঃ ।

পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টান্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥



আমার কৃষি নষ্ট হ'য়ে গেছে, সুতরাং ভগবানের সেবা ব্যতীত গত্যান্তর নাই অর্থাৎ আমি যে সর্কাপেক্ষা অধম, এ বিষয়ে আপনাদেরও মতভেদ হ'বে না। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুতি, শ্রী—যখন কিছুতেই আশা-ভরসা নেই, তখন ভগবানকে ডাকা ব্যতীত আমার আর উপায় নেই। সেজন্মই আজ আমাকে এরূপ কার্য্যে নির্বাচিত করা হ'য়েছে।

অতএব আমি অবনত মস্তকে আমার গুরুবর্গের প্রদত্ত ভার গ্রহণ ক'রলাম। আমি এজগতের কোন কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত নই, এজগতের শব্দ-শাস্ত্র, ব্যাকরণে আমার জ্ঞান নেই, এজন্ম আপনাদের নিকট আমার ভাষা কঠিন কিম্বা ব্যাকরণদুষ্ট মনে হ'তে পারে। তথাপি আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রীচৈতন্যদেবের যে কথাগুলি শু'নেছি, তা' আপনাদের নিকট বন্বার জন্ম আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়। আমি আপনাদের নিকট একটী অভিভাষণ পাঠ করছি। তা'র প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু তা' বলা হ'য়েছে।

### দেহ-মনোধর্ম ছাড়িয়া বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের গুণকীর্তন

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতিসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্ত বস্তু, বাস্তব-বিষয়াশ্রয় মিলিত-তনু—শ্রীচৈতন্যদেব। চিৎ বা সন্নিৎ—স্বতন্ত্র, অচিৎ বা অজ্ঞান-অস্বতন্ত্র। জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব—এই মিশ্রভাবসম্পন্ন আমরা বদ্ধজীব-সম্প্রদায়। সেইরূপ আমাদের একমাত্র উপাস্ত—শ্রীচৈতন্যদেব। বিষয় ও আশ্রয় মিলিত হ'য়ে যে অপ্রাকৃত শরীরটী, তিনি সেই বস্তু। জড়বিষয় ও জড় আশ্রয়কে লক্ষ্য ক'রে একথা বলা হচ্ছে না। জড়জগতে অসংখ্য বিষয় ও অসংখ্য আশ্রয়ের অভিমানে সকলে অভিমানী। পূর্ণচেতন কোন অস্বতন্ত্রতার বাধ্য ন'ন, এজন্ম তাঁকেই বিষয়' বলা হয়। তাঁ'র যোষা-সম্প্রদায়কে 'আশ্রয়' বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কেবল বিষয়-বিগ্রহের লীলা ক'রতেন, তা'হলে চিদচিন্মিশ্র বদ্ধজীব-সম্প্রদায়ের অত মঙ্গল হ'তো না, তা' হ'লে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো। “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি” এই গীতার বাক্যানুসারে আমরা যে জড়জগতের কর্তা বা বিষয়াভিমান ক'রছিলাম—শ্রুতির তাৎপর্য্যবোধে বিমুখ হ'য়ে “অহং ব্রহ্মাস্মি” বাক্য উচ্চারণ ক'রে যে 'বিষয়' সাজ'বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রছিলাম—ক্ষুদ্র হ'য়ে বৃহৎএর প্রতি যে মুখভঙ্গী ক'রছিলাম, সে অমঙ্গলের হাত হ'তে



আমরা উদ্ধার পেতাম না, যদি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়-বিগ্রহের রূপ ও ভাব অবলম্বন না করতেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেবাধর্মের মূর্তিবিগ্রহ, কিন্তু স্বয়ং—বিষয়তত্ত্ব। যে বিষয়তত্ত্ব হ'তে অনন্ত কোটি জীব প্রকাশিত হ'য়েছে, তিনি সেই বিষয়বিগ্রহ বলদেবেরও প্রভু, পরম বিষয় ; এজন্য তাঁকে 'মহাপ্রভু' বলা হয়। তিনি বিষয়-বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়ের ভাব-কান্তি গ্রহণ ক'রেছেন। এ জগৎ থেকে দেখতে গেলে বিষয়—এক অর্দ্ধ, অপরাধ—আশ্রয়। আমরা বিষয়-বিগ্রহ হ'তে চ্যুত হ'য়ে যে জগতের বিষয়বিগ্রহের অভিমান করছি—মূল আশ্রয়-বিগ্রহের বিষয়বিগ্রহের প্রতি সেবার আনুকূল্য হ'তে পৃথক হয়ে বিপথগামী হচ্ছি, তা'হতে রক্ষা করবার জন্য বিষয়-বিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহের রূপ গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর রূপের তুলনা হয় না। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ভোগী চিদচিনিশ্রিত জীব, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের পিঞ্জরে—মনোধর্মের পিঞ্জরে আবদ্ধ এমন নরশরীরবিশিষ্ট হ'য়ে সর্বদা পরমার্থ বিহীন—সর্বদা ভগবৎ সেবা-বঞ্চিত ; সুতরাং আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর অন্য গতি নাই। বিষয় একটি—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ; চান্দোগ্য ব'লছেন,—

“শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছামং প্রপদ্যে”

এখান হ'তে একটি উদ্ধৃতিত গোলোক-পদার্থের একটা দিক্ দেখা যায়, অপরাংশ দেখা যায় না—উন্নতাংশে না গেলে দেখা যায় না।

### শ্রীচৈতন্যদাসগণই বিষয়াশ্রয়ের বৈশিষ্ট্য সম্যক্ পরিজ্ঞাত

সাধারণ সাহিত্যিক-সম্প্রদায় যে বিষয়াশ্রয়ের কথা আলোচনা করেন, তা'তে বিষয়ের বহুত্ব। ভরতমুনি অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে বিষয়াশ্রয়ের যুক্ত ভাবের কথা আলোচনা ক'রেছেন, তা'তে আমরা জানতে পারি,—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারি প্রকার সামগ্রীর সমগ্রতা সম্পন্ন হয়, যদি তা'রা স্থায়ীভাবে সহিত সংযোগ লাভ করে। তা'তে একটি সুন্দরপানা বা রস প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ ব'লতে পারেন, রসের সৃষ্টি তা' এ জগতেও হ'চ্ছে। এখানে অসমগ্রের সহিত অস্থায়ীভাবে সম্মিলনে বিকৃত ও খণ্ড রসের উদয় হ'চ্ছে, এজন্য উহা পরিবর্তনশীল ধর্মের অধীন। শ্রীচৈতন্যদাসগণই এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন, অপরের স্ফুরক ব্যাপার।



## অন্য ও ব্যতিরেকভাবেই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আলোচ্য

শ্রী গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রুত বিষয় ব্যতীত ব্যক্ত বা অব্যক্ত তাকিকের নিকট হ'তে কোন কথা শুন্বার যদিও আমাদের যোগ্যতা নেই, তা' হ'লেও আমরা তাঁদের নিকট হ'তে অনেক কথা শু'নে ব্যতিরেকভাবে সাহায্য পেতে পারি। অসাত্বত-শাস্ত্রমধ্যে অনেক কথা আছে, যা' সত্যের সমর্থকরূপে উদাহৃত হতে পারে। মহাজনগণও অসাত্বত-শাস্ত্র হ'তে বাস্তব সত্যের সমর্থকরূপে অনেক বাক্য উদ্ধার ক'রে প্রমাণ ক'রেছেন যে, সাত্বত শাস্ত্র তা' একথা স্বীকার করেনই, অসাত্বত বিচারকেরও ইহা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে অপর পথ গ্রহণ ক'রেছি ব'লে যে বাহ্য প্রতীতি হ'চ্ছে, তা'তে আমরা বেশী দোষ করি নাই ব'লেই মনে হয়। আমরা অসাত্বতগণের নিকট হতেও এমন কথা পাব, যা' আমাদেরকে সাহায্য ক'র্বে—অন্যভাবে নয়, ব্যতিরেকভাবে সাহায্য ক'র্বে। কেবল একমাত্র গুরুপাদপদ্মই অন্যভাবে সাহায্য ক'রে থাকেন। মোট কথা, দুঃসঙ্গ করবার জ্ঞান আমাদের যত্ন হয় নাই।

## প্রশ্নোত্তর

( নানাকথা )

[ পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫ পৃষ্ঠার পর ]

১৭। অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য কি কথায় বুঝাইবার বস্তু ?

“অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যসমূহ বিচার করিবার বিষয় নয়,—আত্মাদান করিবার বিষয়। যাহাদের হৃদয়ে সেই অপূর্ণ আত্মাদান উদিত হয় নাই, তাহারা কেবল কথায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তাহা যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন না।” —‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ৬২

১৮। স্বরূপসিদ্ধ মহাজনগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তবসকল কি নিম্নাধিকারীর বোধগম্য ?

স্বরূপ-সিদ্ধিকালে মহাজনগণ এবং কৃপা-দর্শন-সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ কখনও কখনও দর্শনানুসারে স্তবদ্বিতে ভগবানের বর্ণন করেন, কিন্তু তাহাদের বাক্যভাবে তাহা সংক্ষিপ্ত হয় এবং নিম্নাধিকারিগণের পক্ষে অস্পষ্টরূপে তাহা প্রকাশ পায়। সে-সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই।

—জৈঃ ধঃ ৪০ তম অঃ



১৯। জনসাধারণ অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকের স্বল্প ভেদ বুঝিতে অসমর্থ কেন ?

“অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকে যে স্বল্প ভেদ আছে, তাহা প্রায়ই লোকে ধরিতে পারেন না ; অপ্রাকৃত বস্তুর জ্ঞানাভাবই ইহার কারণ ।”

—ঠাকুরের আত্মচরিত

২০। ত্রিশূলের স্বরূপ কি ?

“জড়ীয় ত্রিগুণ ও ত্রিকালগত পরিচ্ছেদই—‘ত্রিশূল’ ।” —ব্রঃ সং ৫।৫

২১। চিত্রপট-দর্শন বা বিশ্বকোশল-দর্শনটি কি ?

“শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকোশল-দর্শনের নামই—চিত্রপট দর্শন । মায়িক বিশ্বটি চিহ্নিস্থের হেয় প্রতিভাও ছবি—ইহা যাহার বোধগ্য হইল, তিনি চিত্রপট দর্শন করিয়াছেন, বলা যায় ।”

—কৃঃ সং ৯।১৭

২২। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলে কাহার কর্তৃত্ব ও বিলাস-ভাব বিরাজিত ?

“জড়-কর্তৃক অথবা শুদ্ধ চৈতন্য-কর্তৃক যদি সৃষ্টি হইত, তাহাতে একরূপ বিচিত্রতা দেখা যাইত না । ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত বিষয়-সকলের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, শারীরিক অভাবানুযায়ী পদার্থের ব্যবস্থা, জল-স্থল-বিভাগের দ্বারা মানবজাতির বাস-স্থানের সমৃদ্ধি, গ্রহ-নক্ষত্র ও তারাগণের কার্য্য বিভাগের দ্বারা সৌরজগতের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যোপযোগিতা, ঋতুদিগের নিয়ম-সংস্থাপনের দ্বারা কালাকাল-ানুরূপণ এবং মানব-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বন্ধাবস্থার অভাব-পূরণ প্রভৃতি অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কার্য্য-সকল কি শুদ্ধ চৈতন্য হইতে উদ্ভূত হইতে পারে ? পরমেশ্বরের বিলাস-ভাব স্বীকার না করিলে কখনই সন্তোষকর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ।” —তঃ সূঃ ৬সূঃ

২৩। ঈশ্বরবিশ্বাস মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম নহে ?

“ঈশ্বর-বিশ্বাস মানব-জাতির একটি সাধারণ ধর্ম্ম । অসভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস-সেবনের দ্বারা কালাতিপাত করেন, তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত-সকল, তথা বড় বড় নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরু-সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে ।”

—চৈঃ শিঃ ১।১

২৪। ভক্তি-পোষক ধর্ম্ম-মাত্রে অল্প-বিস্তর বৈষ্ণবতত্ত্ব লক্ষিত হয় না কি ?

“জগতে যত প্রকার ভক্তিপোষক ধর্ম্ম আছে, সে-সমুদয় ধর্ম্মে কিয়ৎপরমাণে বৈষ্ণবতত্ত্ব লক্ষিত হইবে ।” —‘খৃষ্ট-হৃদয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয়’ সঃ তোঃ ২।৬



২৫। বৈষ্ণব ও হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য কি ?

“চার্ভাকাদি অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও হিন্দু, কিন্তু বৈষ্ণব নহেন। আমরা বৈষ্ণব হিন্দু, কেবল হিন্দু নই অর্থাৎ আমাদের সমাজ হিন্দু, কিন্তু আমাদের ধর্ম—বৈষ্ণব ; তদ্রূপ হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি পুঙ্খনীয় পুরুষগণ ‘হিন্দু’ নহেন, কিন্তু সর্বলোক-নমস্কৃত ‘বৈষ্ণব’। বেদশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য-অনুসারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সর্বজাতিকে বৈষ্ণব-ধর্মের অধিকারী বলিয়া উপদেশ করেন।” —‘সোমপ্রকাশ ও বৈষ্ণবধর্ম’, সঃ তোঃ ২।১০-১১

২৬। বৈষ্ণবতত্ত্বানুসারে কিস্তি বুদ্ধি প্রযোজন ?

“বৈষ্ণবতত্ত্বে সূক্ষ্মবুদ্ধির নিত্য প্রযোজন। যাঁহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অথবা বৈষ্ণবতত্ত্বকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা—সূক্ষ্মবুদ্ধি।” —কঃ সং ৮।২০

২৭। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী হইয়াও যাঁহারা কেবল বৈধকাণ্ডে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহাদের পরিণতি কি হয় ?

“বৈষ্ণবধর্ম অনন্ত উন্নত-গর্ভ থাকায় যাঁহারা বৈধকাণ্ডে আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান, তাঁহারা সামান্য কর্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন।” —কঃ সং ৮।২০

২৮। শাস্ত্রোপদিষ্ট উদ্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট বিষয় কাতাকে বলে ?

“শাস্ত্রসমূহের দুইপ্রকার বিষয়—অর্থাৎ ‘উদ্দিষ্ট’ বিষয় ও ‘নির্দিষ্ট’ বিষয়। যে-বিষয়টি যে-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার ‘উদ্দিষ্ট’ বিষয় ; (আর) যে বিষয়কে নির্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট-বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়, সেই বিষয়ের নাম—‘নির্দিষ্ট’ বিষয়।” —গীঃ—রঃ রঃ ভাঃ ২।৪৫

২৯। বৈধ ও রাগানুগ ভক্তের স্ব-স্ব অধিকার লঙ্ঘন করা উচিত কি ?

“বৈধ বাবস্থাপক যদি রাগানুগের জ্ঞাত বাবস্থা করিতে যায়, তাহা হইলে ‘কামারের দই পাতা’র ন্যায় তাঁহার বাবস্থা কখনও ভাল হইবে না। কোন রাগানুগ ভক্ত বৈধদিগের অনুরোধে কোন বিধির নিন্দা করিলে যেক্রপ অবিচার হয়, অনুরাগীর সম্বন্ধে মন্ত্রাচার্যের বিধি নির্মাণ করাও সেইরূপ অনধিকার-চর্চা হইয়া উঠে।”— শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক, সঃ তোঃ ৪।১

৩০। মহাজনপদাবলী ও পদকর্তৃগণের মহিমা-প্রচারার্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কি উপদেশ ও অনুরোধ ছিল ?



“আমরা রবীন্দ্রবাবু ও শ্রীশ বাবুকে অনুনয়পূর্বক অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যত্নপূর্বক বৈষ্ণব কীর্তনের একখানি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবদিগকে যেন বিশেষ সুখী করেন। ঐগ্রন্থে সমস্ত রাগ-রাগিনী, তাল-মান ও কীর্তনের সুর সমস্ত বিচারিত হইবে এবং রেণেটী, গরাণচাটী ও মনোহরসাহী কীর্তনের আচার্য্যদিগের জীবনী এবং তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণের সময় ও বিবরণ যতদূর পারেন. সংগ্রহ করিবেন।” —‘পদরত্নাবলী, স: তো: ২।২

৩১। শ্রীমদ্ গৌরঙ্গ-সমাজের ভবিষ্যৎ অন্তরায় বা তিনটি দোষ কি কি ?

“স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা হইতে বিশেষ সতর্ক না হইলে এই সমাজ ( শ্রীমদ্ গৌরঙ্গ-সমাজ ) স্থির থাকিবে না। এই বঙ্গভূমিতে যে-সকল বৃহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, সে-সকলই অল্পদিনের মধ্যে উক্ত তিনটি দোষে দূষিত হইয়া নষ্ট হইয়া পড়ে।”

—‘শ্রীমদ্গৌরঙ্গ-সমাজ’, স: তো: ১০।১১

৩২। মিথ্যার আশ্রয়ে সত্যের প্রতিরোধ সহজসাধ্য কি ? মিথ্যাশ্রিত-জনগণের উদ্ধারও ভাল দিক আছে কি ?

“সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়াও অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয়—নিতান্ত মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চময়; এই জগতে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবন্তের জয় হয়, ততদূরই মায়াজনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার, ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ন হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া সেখানে অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার দুষ্ট আচরণ করিয়া থাকে,—ইহাও ভগবানের ইচ্ছা; কেন না, বিপরীত বস্তুর ক্রিয়ার উদয় না হইলে যথার্থ তত্ত্ববল লাভ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না, তদ্রূপ মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদয় না হইলে সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না।” —‘বিগত বর্ষের আলোচনা’, স: সঙ্গিনী স: তো: ৮।১

( ক্রমশঃ )

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



# সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৩০)

এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই—নিরুপাধি প্রেমাস্পদের প্রতি যে প্রীতি, তাহাতে পরিকরত্বাভিমান উপাধি হইতে পারে। তন্নিবন্ধন জ্ঞানাত্মিকা ও সামান্য প্রীতি অপেক্ষা পরিকরত্বাভিমানময়ী প্রীতি গোণী হইবে, তাহাতে আপত্তি কি? আর মমতাই প্রীতির কারণ হইলে যে আত্মার সম্বন্ধ হেতু প্রীতিজন্মে সে আত্মাতেই অধিক প্রীতি হউক, ইহাতেই বা আপত্তি কি হইতে পারে? জ্ঞানাত্মিকা ও সামান্য প্রীতিতে শ্রীভগবানের সহিত কোন মমত্বাভিমান থাকে না। আর দাস্যসখ্যাদি প্রীতিতে দাসাদি পরিকররূপ অভিমান থাকে। শ্রীভগবান কোন গুণবিশেষের অপেক্ষায় প্রেমাস্পদ নছেন, তিনি স্বভাবতঃই সকলের প্রেমাস্পদ। তাহাতে ভক্তগণের অভিমান-বিশেষের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই। সুতরাং পরিকরগণের অভিমান বিশেষ প্রীতির উদয়ে বাধা জন্মায় না বলিয়া তাঁহাদের প্রীতি গোণী হইতে পারে না। তাহাতে আবার তাঁহাদের অভিমানবিশেষ হইতে যে মমতা জন্মে, তাহাও প্রকারান্তরে পরিকরগণের প্রীত্যাবির্ভাবের হেতু হয়। এইরূপে দুইদিক (ভগবানের স্বভাব এবং পরিকরগণের অভিমান) হইতে প্রীতির আবির্ভাব হয় বলিয়া পরিকরগণে প্রীতির আধিক্য সিদ্ধ হইতেছে।

আর শ্রীভগবানের স্বভাবানুভূতিই প্রীত্যাবির্ভাবের হেতু। তাহা অনুভূত হইলেই তাঁহাকে আত্মার নিরতিশয় প্রিয় মনে হয়। যেমন সম্বন্ধ বিশেষ নিমিত্ত কোন ব্যক্তি কাহারও প্রিয় হয়, শ্রীভগবান সম্বন্ধ বিশেষের জন্ত আত্মার প্রিয় নছেন, তিনি স্বভাবতঃই প্রিয়।

পরিকরগণের যে দাস-সখা প্রভৃতি অভিমান, তাহা তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ। আর লীলাবিশেষের বশবর্তিতায় সেই লীলার প্রাকট্যকালে কোন পরিকরের যে কোন প্রকার অভিমান উপস্থিত হয়, তাহা তাৎকালিক। অর্থাৎ তাহাতেও শ্রীভগবানের স্বভাবানুসারে সেই অভিমান উপস্থিত হয়।

প্রীতি কোন স্থলে ভগবৎস্বভাববিশেষ এবং তদনুসারে আবিভূত পরিকরগণের তাৎকালিক অভিমান-বিশেষযোগে আবিভূত হয়; কোন স্থলে ভক্ত-ভগবান উভয়ের স্বভাবযোগে আবিভূত হয়। তন্মধ্যে প্রীতির ভগবৎস্বভাবময় এবং ভক্তগণের তাৎকালিক অভিমান-বিশেষময়ত্বের কথা ব্রজমোহনলীলায় জানা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মহিমাदर्शन অভিলাষে ব্রজা মায়া বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সখাগণকে ও গোবৎসগণকে হরণ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং



সখা ও বৎসরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে যাতায়াত করেন। তখন অগ্র গোপী ও গাভীগণের শ্রীকৃষ্ণে সুপ্রভাব উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে যে প্রীতি ছিল, তাহা বাৎসল্যভাবময়ী হইলেও পুত্র-ভাবময়ী ছিল না। আবার ব্রজমোহনলীলাবসানে যথার্থ গোপবালক ও গোবৎসগণ উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রীতিতে সেই ভাব ছিল না। এজন্য তাৎকালিক ভাববিশেষ। আর এস্থলে শ্রীকৃষ্ণই পুত্রভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

প্রীতির ভক্ত-ভগবান উভয় স্বভাবময়ত্বের দৃষ্টান্ত—শ্রীপ্রহ্লাদ। তিনি দৈত্যগুরুকে বলিয়াছিলেন, লৌহ যেরূপ অস্বাস্ত্যন্তরির সন্নিধানে ভ্রমণ করে, আমার চিত্তও সেইপ্রকার যদৃচ্ছাক্রমে শ্রীহরির সন্নিগত হেতু তাঁহার প্রতিধাবিত।

দৈত্যগুরু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বালকগণের মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণেই অমুরাগ থাকে, তোমাতে তাহার বিপরীত ভাব দেখিতেছি। তুমি পিতৃশত্রু শ্রীহরিতে অমুরক্ত। এই বুদ্ধিভেদ জন্মাইবার কারণ কে? প্রহ্লাদের উপরিউক্ত বাক্যে যে লৌহ ও চুষকের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে লৌহের স্বভাব চুষকের দিকে আকৃষ্ট হওয়া, আর চুষকের স্বভাব লৌহকে আকর্ষণ করা। এস্থলে উভয়ের স্বভাব একই কার্যের হেতু। শ্রীপ্রহ্লাদের স্বভাব প্রভুর দাসত্ব করা, আর শ্রীহরির স্বভাব ভক্তের প্রভুত্ব করা।

ভক্তাভিমান বিশেষময় প্রেম ও ভগবৎস্বভাবদ্বারাই আবির্ভূত হয়। শ্রীভগবানে স্বরূপসিদ্ধ সকল প্রকাশ নিয়ত বর্তমান। আগমোদিতো নানা প্রকার উপাসনা দেখা যায়। তন্মধ্যে যেখানে যেমন প্রকাশ, তথায় তেমনি অভিমানময়ী প্রীতির আবির্ভাব হয়। ভক্তবিশেষের সঙ্গই প্রকাশবিশেষের হেতু। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণে তাদৃশ ভগবৎপ্রকাশ ও দাসাদি অভিমান নিত্যসিদ্ধ। আবার সেই অভিমান প্রীতির সঙ্গে উদ্ভিত হয় বলিয়া তাহাও প্রীতির বৃত্তিবিশেষ জানিতে হইবে। সে কারণেও ভক্তের অভিমান বিশেষের সম্মিলনে প্রীতির হানি হয় না। পরন্তু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতাবাঞ্জক দাস-সখা, মাতা-পিতা কিম্বা প্রেমমী অভিমানদ্বারা প্রীতির উল্লাস হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভক্তগণের নিকট বিভিন্ন ভাবে আবির্ভূত হন। বৎসল ভক্তের নিকট যেরূপভাবে আবির্ভূত হন, কান্ত্যভাবাপ্রতি



ভক্তের নিকট সেরূপভাবে আবির্ভাব সম্ভব হয় না। তজ্জন্ম বিভিন্ন ভক্তের নিকট তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশের আবশ্যক হয়। বিভিন্ন ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য যে বিভিন্ন মূর্তিতে আবিভূত হন, সে মূর্তিসকলকে প্রকাশ বলা হয়। উহা স্কুলরূপ হইতে নূন নহেন। যোগিগণের কাষব্যুহ-বিস্তারের মত ভগবানের প্রকাশ হয় না। কিন্তু প্রকাশ মূর্তিগুলি স্কুলরূপেরই অনুগত, অর্থাৎ যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেইভাবেই আত্মপ্রকাশ করেন। সকল প্রকাশই শ্রীভগবানে স্বরূপসিদ্ধ, সকল প্রকাশই শ্রীভগবানে সত্য বর্তমান। তাঁহার বহু প্রকাশমূর্তি নিয়ত স্বরূপসিদ্ধ বলিয়া আগমাদি-শাস্ত্রে তাঁহার নানাভাবে উপাসনা বর্ণিত আছে। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্যসিদ্ধভাবে নিত্য বর্তমান।

ব্রজবাসিনগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পুত্রাদিস্বভাববিশিষ্ট। তাহাতে তাহাদের যে শ্রীকৃষ্ণে মমতা, সেই মমতা হইতে যে প্রীতির উদয় হইয়াছিল তাহার বশবর্তী হইয়া তাহারা আত্মরক্ষায় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মরিলে শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ হইবে এই ভয়ে তাহারা আত্মরক্ষায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহাদিগকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুভয় হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদভয় গুরুতর, এজন্যই তাহারা আত্মরক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন।

ভক্তের অভিমান বিশেষময় প্রেম যেমন ভগবৎস্বভাব হইতে আবিভূত ভগবৎপ্রীতিও তদ্রূপ অভিমানযুক্ত। একথা শ্রীভীষ্মদেব শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মায়াদ্বারা লোক-সকলকে মুগ্ধ করিয়া গৃঢ়রূপে বিচরণ করেন। যাহাকে তোমার মাতুলের প্রিয়, মিত্র ও সুহৃৎ মনে করিয়া দূত, মন্ত্রী ও সারথী করিয়াছ ইঁনি সাক্ষাৎ ভগবান্। ইঁনি সর্বাত্মা সর্বদর্শী, অদ্বয় ও নিরহঙ্কার। ইঁহার নীচোচ্চকথকৃত মতিবৈষম্য নাই। তথাপি একান্তভক্তে ইঁহার অনুগ্রহ দেখ। আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব জানিয়া ইঁনি কৃপাপূর্বক আমাকে দর্শন দিলেন। যেহেতু তোমাদের সম্বন্ধ নিমিত্তই প্রাণ পরিত্যাগ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দর্শন দান করিলেন।

আমি অমুক, এই অভিমানদ্বারা শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। যাহার কোনরূপ অভিমান থাকে না, তাহার শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। অভিমানদ্বারাই পরস্পর সম্বন্ধ ঘটে। অভিমানই সে-সম্বন্ধের মূখ্য হেতু। অভিমানকে সম্বন্ধের মূখ্য হেতু বলায় শরীর তাহার গৌণ হেতু। শ্রীকৃষ্ণের



সহিত পাণ্ডবগণের কেবল অভিমান-বিশেষদ্বারা সম্বন্ধ ছিল না। মানুষের জন্মদ্বারা যে সম্বন্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবদ্বারা সেই সম্বন্ধ তইয়াছিল। শ্রীভীষ্মদেব নিজ দৃষ্টান্তদ্বারা জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মাতুলের বলিয়া তাঁহাদের পিতামহ ভীষ্মের অন্তিম সময়ে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁহার ভক্ত বলিয়াই এ সৌভাগ্য ঘটয়াছিল নচেৎ শিশুপালাদিও তাদৃশ সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকিলেও তাহারা শ্রীকৃষ্ণকৃপার অধিকারী হয় নাই। পরন্তু শত্রুভাব পোষণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণহস্তে বিনাশপ্রাপ্তি ঘটয়াছিল। সুতরাং ভীষ্মের ঐকান্তিক ভক্তিই ভগবদর্শনের হেতু।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বক্তৃত্বদেব শ্রীমতী মহারাজ

## শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

### রথযাত্রা

মণিমণ্ডিত রথের উপরে  
বসিয়া রয়েছে হরি,  
পার্শ্বে তাঁহার সুভদ্রা-বলরাম  
কিবা রূপ মরি মরি !  
নেহারি তাঁদেরে শুদ্ধ ভক্তগণ  
মহাভাবাবেশে করিছে নর্তন,  
শ্রীজগন্নাথের জয়বনি ওঠে  
নদীয়া নগর ভরি'।  
ঐশ্বর্য্য-পীঠ হ'তে মাধুর্য্য-পীঠে  
চলেছে আজিকে হরি।  
রথ-কাছি ধরি' ধায় ভক্তগণ  
রথী-ইচ্ছা-বশে রথের গমন  
নানাবাদ্য-রোলে হয় সঙ্কীর্তন  
রথ-যাত্রা-পথ জুড়ি'।  
দিব্য রথ' পরে হাসে উল্লাসে  
বলরাম-সুভদ্রা-হরি !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ



## তপস্যা ও আরাধনার তাৎপর্য

কর্ম্মিগণের কর্ম্মবীরত্ব ও কার্ম্মিক, বাচিক, মানসিক কৃচ্ছ্রতাসাধনকে ‘তপস্যা’ বলা যায়। আর, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত অশ্রাব্যভিলাষরহিত, জ্ঞানকর্মাগুনাবৃত শুদ্ধভক্তগণের চেতনবৃত্তির নিখিল সেবাচেষ্টাকে ‘আরাধনা’ বলা যায়। অনেক সময় তপস্যা ও আরাধনার মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিগত সাম্যভাব দৃষ্ট হইলেও দুইটি সম্পূর্ণ পৃথগ্ বৃত্তি। তপস্যাটি জীবের ব্যক্তি বা সমষ্টিগত ভোগ ও ত্যাগ বা প্রচ্ছন্নভোগমূলক ব্যাপার; ‘আরাধনাটি’ সম্পূর্ণ কৃষ্ণোদ্ভিষতোষণপরা বৃত্তি।

ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, শ্রীএকাদশী, প্রভৃতি হরিত্রতে নিরম্ব, উপবাসাদির পিধি দৃষ্ট হয়। শ্রীতুলসী-অম্বথ-ধাত্রী-পূজন শ্রীমথুরাদি-ধামে বাস প্রভৃতি ভক্তাঙ্গ-যাজনের উপদেশও পাওয়া যায়। আবার কর্ম্মিজ্ঞানিগণেরও সেই সেই কার্য্যে আগ্রহ কিছু কম নহে। কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একাদশী প্রভৃতি তিথিতে নিরম্ব উপবাস, অকু-চন্দন-বনিতাদি বিলাসপরিত্যাগের কঠোর আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বিচার্য্য এই যে, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগীর সেই সকল কৃচ্ছ্রসাধন ও কৃষ্ণসুখ-কামী ভক্তের হরিবাসরাদি সম্মান বা “কৃষ্ণপ্ৰীতে ভোগত্যাগ” কি সমজ্ঞাতীয়? এতৎসম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং  
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।  
অন্তর্কর্ষিহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং  
নান্তর্কর্ষিহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

যদি আরাধিত বা প্রীত হন, তবে তপস্যার কি প্রয়োজন? যদি হরি আরাধিত না হন, তবে তপস্যার কি প্রয়োজন? যদি হরি অন্তরেও বাহিরে থাকেন, তাহা হইলে তপস্যার কি প্রয়োজন? যদি আমাদের অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরি উপলব্ধির বিষয় না হন, তাহা হইলেই বা তপস্যায় কি হইবে?

আমরা অনেক সময় শুদ্ধভক্তি-যাজনের অভিনয় লোক দেখাইবার জন্ত বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্ত কিম্বা দৈহিক শমদমাদি লাভের জন্ত যে নিরম্ব উপবাস বা তীর্থাদিতে বাস করিয়া থাকি, তাহা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখোৎ-



পাদক না হইলে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত না থাকিলে ঐ সকল তপস্তায় পরিণত হয়, তদ্বারা 'আরাধনা' হয় না। জন্মাষ্টমী-ব্রতপালন বা পাণ্ডবা নির্জলা-একাদশীর উপবাস করিবার অভিনয়মাত্রই আরাধনা নহে; যদি তদ্বারা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাসুখোৎপাদনের বৃত্তিটি হৃদয়ে প্রকাশিত বা তদ্রূপ সেবোন্মুখ-চেষ্টা না থাকে, তবে তাহা তপস্তামাত্রে পর্যাবসিত হইয়া পড়ে। তপস্তা অধিক দিন স্থায়ী হয় না, তাহা ফল্গুবৈরাগ্যের প্রকার বিশেষে। আরাধনাটী যুক্তবৈরাগ্য অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তির সেবার সহিত যোগযুক্ত।

আরাধনা'র প্রথম প্রতিজ্ঞাই শরণাগতি। শরণাগতির অভাবে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ও কৃচ্ছসাধন তপস্তায় পরিণত হয় ও তদ্বারা তপস্তার ফল লাভ হয়, কিন্তু 'আরাধনা'র ফল যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা লাভ হয় না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বা গৌড়ীয় মিশনের সেবার জন্ত বিপুল চেষ্টা দেখাইয়া অনেকে 'তপস্বী' হইতে পারেন এবং তপস্তার ফল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিও হয়ত' অনেকে লাভ করিতে পারেন, কিন্তু কে কতটা 'আরাধনা' করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তাহার শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের আদর্শের মধ্য দিয়া। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 'আমরাই অমুক মঠ গড়িয়া তুলিয়াছি', কেহ কেহ বলিতে পারেন—'আমাদের দলেরই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও উদ্যম বেশী আছে বলিয়া আমরাই "খ্যাত-নামা" বা আমাদের দলেই "বড় বড় লোক আছে", কিন্তু সেইরূপ 'বড় আমি' বা 'বড় আমরা' দলের লোক তপস্বী হইতে পারেন, তাহারা 'ভাল আমি বা 'ভাল আমরা' না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরণাগতি, দৈন্ত, আত্ম-নিবেদন, আত্মি, দত্তরাহিত্য ও হরিগুরুবৈষ্ণবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে উদ্ভাসিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কিছুতেই 'আরাধক' শ্রেণীর মধ্যে গণিত হইবেন না। জগতে তপস্বীর তপস্তার মাণ্ডল অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বেশী পাওয়া যায়। তপস্বীগণই অধিক খ্যাতনামা হন, কিন্তু আরাধকের জগতের নিকট সেরূপ খ্যাতি নাই, তাহারা সেরূপ খ্যাতির কাঙ্গালও নহেন। বহির্মুখজগতের স্তুতিনিন্দা উভয়রেই মূল্য আরাধকগণের নিকট অন্ধ-কপর্দক।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বা শ্রীধরপণ্ডিত অপেক্ষা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বা কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি অনেক বহির্মুখগণ জগতে অধিক "খ্যাতনামা"। শ্রীল



জগন্নাথ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব প্রভুবার প্রভৃতি আরাধক-শ্রেষ্ঠগণ অপেক্ষা চিজ্জড়মম্বয়বাদীর আখড়ার অনেক ব্যক্তির নাম জগতে বহুল প্রচারিত। ইহার মূলে বহির্নুখ জগতের আরাধনা অপেক্ষা তপস্যার ঐশ্বর্য্য ও মায়ার প্রতি অধিক আকর্ষণের প্রমাণই পাওয়া যায়। ‘আরাধনা’র প্রাপক কৃষ্ণ, আর তপস্যার প্রাপক ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীব। এজন্য কোন কোন দেশাত্মবাদী কৰ্ম্মবীর আরাধকশ্রেণীকে অকৰ্ম্মণ্য ও সমাজের ভারস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে জগতের তপস্যামূলক অর্থাৎ ভোগমূলক কার্য্যে নিযুক্ত করিবার পক্ষপাতী।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—‘আরাধনাই’ শ্রেষ্ঠ। সর্ব আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর ‘আরাধনা’ সর্বোত্তম, তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণব-আরাধনা উত্তম। তপস্যা অম্বরগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। তপস্যাবলে অনেক অম্বর ‘নামজাদা’ হইয়াছেন, কিন্তু তাহা সর্বনাশের হেতু। এক সময় পণ্ডিত শ্রীবাস এক পয়ঃপায়ী, নিষ্পাপ-জীবন ও মহাপ্রভুর সঙ্কীৰ্ত্তন-নৃত্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট সুব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীকে তাঁহার গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন যে, নিশ্চয়ই কোন “পাষণ্ড” তাঁহার সঙ্কীৰ্ত্তন-রাসমণ্ডলীর কোনও স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তখন শ্রীবাস শ্রীমন্নমহাপ্রভুকে বলিলেন যে, কোন পাষণ্ড তথায় নাই, কেবলমাত্র একজন পয়ঃপায়ী ব্রহ্মচারী উপস্থিত আছেন।

‘গুনি ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বস্তর।

‘ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির লঞা কর’ ॥

মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।

পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি ?

তুই ভুজ তুলি’ প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।

পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায় ॥

চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।

সেহ মোর, মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয় ॥

সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।

সেহ মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন ॥

গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল।

বল দেখি, তা’রা মোরে কেমতে পাইল ॥



অম্বরেও তপ করে, কি হয় তাহার ।

বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার ॥

প্রভু বলে,—“পয়ঃপানে মোরে নাহি পায় ।

সকল করিমু চূর্ণ দেখিবে এখাই ॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩৪০-৪৭ )

অপিচ উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি ( ভাঃ ১১।১২।১-৮ )—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥

ব্রতানি যজ্ঞছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ ।

যথাবরুদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা যুগাঃ খগাঃ ।

গন্ধর্বাঙ্গসরসো নাগাঃ সিদ্ধাচ্চারণগুহকাঃ ॥

বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্থিয়োহন্ত্যজাঃ ॥

রজসুমঃ প্রকরয়ন্তু স্মিৎস্মিন্ যুগেহনঘ ।

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ ।

বৃষপর্কী বলির্ক্বাণো ময়চ্চাথ বিভীষণঃ ॥

সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিকৃপথঃ ।

ব্যাধঃ কুজা ব্রজে গোপ্যা যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে ॥

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ ।

অব্রতাপতপ্ততপঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যা গাবো নগা যুগাঃ ।

যেহন্তে মুচ্যিষ্যো নাগাঃ সিদ্ধা মামীযুরঙ্গসা ॥

হে অনঘ উদ্ধব ! সৎসঙ্গ সর্ববিষয়ের আসক্তিবিনাশক বলিয়া উহা আমাকে যেক্রপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্ন্যাস, যাগাদি, ইষ্টকর্ম্ম, কূপখননাদি, পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সরহস্তমন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এই সকল তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না । প্রতিযুগে সৎসঙ্গপ্রভাবে রাজস-তামসভাবাপন্ন দৈত্য, রাক্ষস, খগ, যুগ, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহক, বিদ্যাধর, মনুষ্যমধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজগণ, বৃত্তাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্কী, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার



বণিক, ধর্মব্যাধ, কুজা, ব্রজগোপীগণ এবং যজ্ঞে দীক্ষিত বিপ্রভাষ্যাগণ—  
ইহারা আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা বেদাধ্যয়ন, মহৎসেবা  
এবং ব্রত-তপস্যানুষ্ঠান না করিয়া মদীয় সঙ্গবশতই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।  
তন্মধ্যে বৃত্রাসুর প্রভৃতি অত্যাচার কথঞ্চিৎ সাধনান্তর থাকিলেও গোপী-  
গণ, ব্রজগোসমূহ, যমলার্জুন প্রভৃতি বৃক্ষগণ, মৃগগণ কালীয় প্রভৃতি  
নাগগণ এবং বৃন্দাবনস্থ তরুগুণ্মাদি অত্যাশ্রয় মৃচ্চিত্ত পদার্থগণ কেবলমাত্র  
সংসঙ্গলব্ধ অনন্তভাবেহেতু কৃতার্থ হইয়া সত্ত্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ব্যাধস্তাচরণং ধ্রুবস্ত চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্ত কা,

কুজায়াঃ কিমু নামঃ রূপমধিকং কিং তৎ সূদামো ধনম্।

বংশঃ কো বিদুরস্ত যাদবপতেরুগ্রস্ত কিং পৌরুষম্

ভক্ত্যা তুষতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥

ব্যাধের কি আচরণ, ধ্রুবের কি বয়স, গজরাজের কি বিদ্যা, কুজার  
কি রূপাধিক্য, সূদামার কত ধন, বিদুরের কি বংশ এবং যাদবরাজ উগ্র-  
সেনেরই বা কি বীরত্ব ছিল? ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই তুষ্ট  
হন, কেবল গুণের দ্বারা নহেন।

প্রভু বলে যার মুখে নাহি ভক্তিকথা।

তপ, শিখাস্থত্রত্যাগ তার সব বথা ॥

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।১৯৪ )

অতএব আমরা যেন তপস্যা-মায়াবীর মোহে মুগ্ধ হইয়া আরাধনাকে  
লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা না করি। শ্রীরাধারানী সমস্ত আরাধনার স্বয়ংরূপা  
মূলশক্তি। আরাধনা বৃত্তিটি সেই মূলশক্তিরই রূপাবিন্দু। তপস্যা মায়া-  
পিশাচীর বহুরূপিণী চেড়ী, শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার ‘ভাবার্থদীপিকা’য়  
( ১০।৮৭।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ) বলিয়াছেন—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পরিতাদটন্ত তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।

যজন্তু যাগৈর্বিবদন্ত বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥

তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্যাই করুন, ভৃগুপাতেরই অনুষ্ঠান করুন,  
বহু বহু তীর্থ বিচরণ করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের  
অনুষ্ঠানই করুন, বহু তর্কই করুন, হরিস্মরণ বিনা কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম  
করিতে পারেন না।



## সমাজ ও ধর্ম

এই পৃথিবীতে মানবপ্রমুখ নানাবিধ জীবের বাস। জীবের স্থলদেহ অচেতন-ভোগোপযোগী মন ও ইন্দ্রিয়নিচয় এবং চিহ্নপযোগী দেহী এই ত্রিবিধ ভূমিকায় জীবের অস্মিতা সিদ্ধ হয়। অপরাপর প্রাণি অপেক্ষা মানবগণের বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের দূরদর্শন, অভিজ্ঞতা পরস্পর বাক্যালাপের শক্তি ও উৎকৃষ্ট বিবেক আছে। মানব এই অপর প্রাণী অপেক্ষা বিশেষত্ব লাভ করিয়া নশ্বর ও নিত্যের বিচার কারতে সমর্থ হন। মানব নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানবের নিকট হইতে বাচনিক এবং লিখিত উপদেশাদি লাভ করিতে পারেন। পশুপ্রভৃতি তাহা করিতে পারে না।

জগতে নানাবিধ প্রাণীর মধ্যে মানবগণ স্বেক্লপ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করেন, বানর বিবরাদি পশু, কাকাদি খেচরগণ, অজ-মহিষাদি প্রাণিগণও তদ্রূপ নিজ নিজ সমাজ স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মানবগণের মধ্যে সভ্য-অসভ্য-ভেদে দ্বিবিধ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। সভ্য শিক্ষিত মানবের সমাজ অসভ্য অশিক্ষিত মানবের সমাজের সহিত সমপদবী লাভ করিতে পারে না। আবার শিক্ষিতাভিমানী সভ্য মানবসমাজের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদক্রমে সঙ্কীর্ণ ও প্রসারিত সমাজ দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যসমাজে সামাজিকগণ কোথাও কর্ম্মবীরগণের মাহাত্ম্য, কোথাও জ্ঞানবীরদিগের শ্রেষ্ঠতা, কোথাও যোগবলীর সহিষ্ণুতা প্রভৃতি স্ব-স্ব-সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন, এজন্ত সমাজ বিশেষের সহিত অপর সমাজের প্রতিযোগিতা এবং সময় সময় প্রাতদ্বন্দ্বিতাও উপস্থিত হয়। এই সমাজগুলি সকলেই নিজ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ কাম্যভোগে উত্তরোত্তর সমাজের সহিত বিধান করেন। কামনা-দ্বারা চালিত হইয়া একটা বা বহু ঈশ্বর কল্পনা করেন। ইহাদের বিচারমতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তাঁহাদের কামনা পরিতৃপ্তির কাল্পনিক আদর্শমাত্র। আবার যাহারা লৌকিক জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া লোকাতীত জ্ঞানে নিরন্তর অবস্থান করেন তাহাদের সেব্য ঈশ্বর বস্তু ইন্দ্রিয়তর্পণপর কামদিগের ধারণার সহিত তুল্য নহে। কামিগণ সমাজের অধীনে যে কাল্পনিক ঈশ্বরত্ব নিষ্ঠা করেন, তাহার প্রকৃত অধিষ্ঠান অনেক সময় খুঁজিয়া না পাওয়ায় অনেকে নাস্তিক হইয়া পড়েন, কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে সন্দেহ পোষণ না করিয়া তাঁহার কর্তৃসত্তাগত নিত্য অধিষ্ঠানের উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে ব্যবহার উপযোগী সমাজের অধীন করিতে যান না। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা



সৃষ্টরূপে চালাবার জন্য যে ঈশ্বরের কল্পনা, সেই ধর্ম কখনই নিত্য নহে ; কিন্তু যাহারা বাস্তব ঈশ্বর-সত্তার অধীনে এই প্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার অন্তর্গত সমাজ লোকব্যবহারে উপযোগী করিয়া নিশ্চিত হইয়াছে জানেন, তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রীতি প্রবল হইয়া সমাজকে তদধীন বিচার করিবার শক্তি প্রকটিত হয় ।

চীনদেশে আদি পুরুষ পুঙ্খ হইতে চীন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে । এশিয়া মাইনরে আদম হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণাদি প্রাণিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছেন এরূপ বিভিন্ন সামাজিক-বিশ্বাস পরিপুষ্ট হইতেছে । দেশ-কাল-পাত্রভেদে সমাজের গতিবিধি নানাধিক পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু ইহা নিত্যকালীয় সমাজ নহে । সমাজপতিরূপে পরমেশ্বর-বিপ্রহ অনন্তকালই অবস্থিত—এই কথা অস্বীকার করিয়া অনিত্য সমাজে লৌকিক জ্ঞানে সামাজিক বিধিসমূহ স্থাপিত হইয়াছে । কোথাও লোককল্পিত রক্ষীশ্বরবাদ, কোথাও কৃত্রিম একেশ্বরবাদের অন্তরালে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়া সমাজ স্থাপন-কার্যে শোচনীয় ফলই উৎপাদন করিয়াছে । দেশ ভেদে, প্রদেশ-ভেদে, পাত্রভেদে শিক্ষাবৈষম্যে নানাবিধ সামাজিক আচার্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের প্রবর্তকরূপে নিজ নিজ কর্মতৎপরতা প্রচার করিয়াছেন । ‘গড্ডলিকা প্রবাহ’-স্থায় অবলম্বন করিয়া বহু অনুসরণকারী ব্যক্তি তাহাদিগকে স্থানীয় আচার্য্যজ্ঞানে তাহাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শারীর-বৃত্তিসমূহকে তদনুগামী করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন । লৌকিক জ্ঞানে সমাজে বিধি পালন করাই লৌকিক আচার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে, দেশে বিদেশে নানাবিধ আচার্য্যের নানাবিধ সঙ্কীর্ণ সমাজ, কোথাও বা অসংখ্যালোকাদৃত সমাজ চলিতেছে । সামাজিক বিধি বহুমানন করিয়া আমরা সদাচার সম্পন্ন ধার্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি । এই সকল ধর্ম ও সমাজ খণ্ডকালের অধীনে পরিবর্তনশীল । এই সকল সমাজের অধীনে স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মনোজীবীগণ নিজ নিজ নিজ গন্তব্যপথ নিষ্কাশন করতঃ হরিবৈমুখ্যসাধন করিয়া সনাতন ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছেন । তাৎকালিক ধর্ম কিছু সনাতন ধর্ম নহে । সমাজাধীন স্মার্তগণ তত্ত্ব সমাজের বিধিশাস্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র নামে অভিহিত করিয়া বিধির চালক স্মার্ত নামে আপনাদিগকে সংজ্ঞিত করেন । আমরা বারান্তরে লৌকিক সমাজ ও পরমার্থ বিষয়ে ভেদ আলোচনা করিব ।

—শ্রীরামকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী



# চাতুর্মাস্য-বিধি

শ্রীহরির শয়নকাল মাসচতুষ্টয় চাতুর্মাস্য-ব্রত অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক—এই চারি মাসই শ্রীহরির শয়নকাল। চাতুর্মাস্যব্রত শয়ন-একাদশী, কৰ্কট-সংক্রান্তি অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। একাদশী-পক্ষে উথানৈকাদশী পর্য্যন্ত ইহার অবস্থিতি ; যাহারা কৰ্কট-সংক্রান্তি হইতে অর্থাৎ আষাঢ়-সংক্রান্তি হইতে এই ব্রত আরম্ভ করেন, তাহারা কার্তিক-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত তাহাদিগের ব্রতযাপন করিবেন। আর আষাঢ়-পূর্ণিমায় আরম্ভ করিলে কার্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ব্রত পালন করিতে হয়।

## চাতুর্মাস্যের মুখ্যবিধি

শ্রীহরির শয়নকাল মাসচতুষ্টয় ইতর কথা, ইতর চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ-রূপে পরিমুক্ত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তনে সময় অতিবাহিত করা উচিত। শয়ন-কালে বিরক্ত করিতে নাই। মানবগণ কৃষ্ণের বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলেই শ্রীহরি সর্বাপেক্ষা অধিক বিরক্ত হইয়া থাকেন। আর যাহারা ইতর বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া চিদ্রুতিতে অবস্থানপূর্বক কৃষ্ণসেবানিষ্ঠ হন তাহাদের মার্জিত শুদ্ধ-চিত্ত-রূপ শ্বেত-সমুদ্রে শ্রীগুরুতত্ত্ব অনন্তদেবের অনন্তমুখী অনন্তসেবা-ফণিতে শ্রীহরি স্নেহে নিদ্রা যান।

শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কার্তিক মাসে বড়বটি, কলাই, সীম প্রভৃতি ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। লাউ, সীম, বড়বটি, কলিঙ্গ, পটল, বেগুন, সন্ধিত প্রভৃতি চাতুর্মাস্যে নিষিদ্ধ। বড়বটি, সীম প্রভৃতি এবং আমিষজাতীয় খাদ্যগুলি কার্তিক মাসে বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য। এই ব্রত-পালন-কালে যাবতীয় বিলাস-সস্তার সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিতে হইবে।

চাতুর্মাস্য—বৈষ্ণবব্রত। কোন ব্যক্তি যদি মনে মনেও এই ব্রত আচরণ করেন তাহা হইলেও তিনি শত জন্মের পাপ হইতে বিমুক্ত হন। আর যে ব্যক্তি একাহারী, শান্ত, নিত্যস্নায়ী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া মাসচতুষ্টয় শ্রীহরি-পূজায় নিযুক্ত থাকেন তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। যিনি ভূমীশায়ী হইয়া এই মাসচতুষ্টয় শ্রীহরির অর্চন করেন তিনি বৈষ্ণবী গতি লাভ করেন। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক প্রত্যেকেরই এই ব্রতপালন বিধেয়।



তৈল, লবণ, মহুয়া, পুষ্পোপভোগ তথা কটু, অন্ন, তিক্ত, মধুর, খার ও অতি কষায় দ্রব্য পরিত্যজ্য। দধি, দুগ্ধ, তক্র, পক্ক-অন্ন প্রভৃতি গ্রহণেরও বিধি নাই; ক্ষৌর-কর্মাদি চাতুর্মাশ্যাকালে গৃহস্থদিগের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সমর্থ থাকিলে এক দিন পর একদিন ভোজন বিধেয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীহরি-সেবাই মুখ্যবিধি। যাহাতে সেবার ব্যাঘাত হয় এ প্রকার শুকবৈরাগ্য অবিধা হয় না। পক্ষান্তরে সেবার নামে ভোগে প্রমত্ত হইলে—সাধ্যাত্ম-সারে নিয়ম পালন না করিলেও বিষম অসুবিধায় পড়িতে হয়। বার বার স্তব ও পূজা দ্বারা কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত মহাপ্রসাদ ও চরণামৃত স্বীকার করিতে হইবে। নীরাজন করিয়া কৃষ্ণকে শয়ন করাইয়া বিষ্ণুস্মরণ-পূর্বক ভূমিতে শয়ন করিতে হয়।

## পত্র ও উত্তর \*

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

তাং ৩০শে আষাঢ়, ১৩৮০

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসরঃ নিবেদনমেতৎ—

যথাসময়ে আপনার প্রেরিত পত্র পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। শ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় উত্তর-প্রদানে বিলম্ব হইল, তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। প্রশ্নোত্তর নিম্নে দ্রষ্টব্য :—

আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনি পূর্বে কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আপনার প্রকৃত দীক্ষা হয় নাই, জানিবেন। দীক্ষা হইলে এইরূপ মতিভ্রম হইত না। দীক্ষা কাহাকে বলে? দিব্যজ্ঞান যাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম ‘দীক্ষা’। শাস্ত্রে ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন,— “দিব্যং জ্ঞানং যতো দৃঢ়াৎ কুর্য্যাৎ পাপশ্চ সংক্ষয়ম্।

তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥”

\* ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদাত্ত উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজকে লিখিত ২৪ পরগনা (পঃ বঙ্গঃ) নিবাসী শ্রীশান্তিকুমার হালদার মাহশয়ের পত্রোত্তর।

—প্রকাশক



অর্থাৎ, যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবোজ ও অবিজ্ঞা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অমুষ্ঠানকে ‘দীক্ষা’-নামে অভিহিত করেন।

সদগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য। সেইপ্রকার গুরুর লক্ষণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, যথা— “শিবা ত্বাসী কিবা বিপ্র শূদ্র কেনে নয়।  
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥”

আপনি জাগতিক দৃষ্টান্তক্রমে জানিয়েছেন যে, মাতা অপেক্ষা পিতা নিষ্ঠুর Type-এর, কিন্তু সে এই প্রাকৃতরাজ্যে তথাকথিত জন্মদাতা পিতা হইতে পারেন—বিশ্বপিতা যিনি, তিনি কখনও এরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখপদ্ম হইতে একথা জানাইয়াছেন—(গীঃ ৯।২৯) ‘সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বৈষোহস্তি ন প্রিয়ঃ।’ জগৎস্বামী বা বিশ্বপিতা সকলকেই সমান চোখে দেখিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত জগৎপিতার সাহিত প্রাপঞ্চিক জন্মদাতা পিতার তুলনা করিতে যাওয়া মূর্খতার পরিচায়ক ও অপরাধজনক। স্বয়ং ভগবান্ সর্বদা সকল অবস্থায়ই পরমকরুণাময়।

এখন আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—

প্রঃ—বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত ব’লে কি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অণ্ড দেব-দেবীর ধ্যান করিতে পারিব না?

উঃ—না। দীক্ষাগুরু শিষ্যকে বিষ্ণু (কৃষ্ণ)-মন্ত্র দান করিলেন। শিষ্য কি তখন স্বেচ্ছানুসারে কৃষ্ণমন্ত্র ত্যাগ করিয়া শক্তিমন্ত্র জপ করিবে বা কৃষ্ণ ব্যতীত অণ্ড দেব-দেবীর ধ্যান করিবে? দীক্ষা-প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

“দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্ম সমর্পণ।

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।

অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥”

গুরুর শাসন না মানিলে শিষ্যের শিষ্যত্বের হানি হয়। তজ্জন্য পূর্বেই বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে, আপনার প্রকৃত দীক্ষা হয় নাই।

প্রঃ—আর যদি অণ্ড কোন দেব-দেবীর ধ্যান করি, তবে কি আমার গুরু-অবমাননা করা হবে?

উঃ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। গুরুর বিশেষ অবজ্ঞা করা হইবে এবং গুরোর বজ্ঞা নামাপরাধে পতিত হইতে হইবে।



প্রঃ—তাতে কি গুরু আমার প্রতি রুষ্ট হবেন ?

উঃ—নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন। শাস্ত্রে আছে—

‘কৃষ্ণে রুষ্টে সতি গুরু রক্ষতি তু গুরৌ রুষ্টে কৃষ্ণো রক্ষি তুং ন শক্নোতি’

অর্থাৎ, ‘কৃষ্ণ রুষ্ট হ’লে গুরু রাখিবারে পারে।

গুরু রুষ্ট হ’লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।’

প্রঃ—আপনি লিখিয়াছেন ‘আমি জানি, আমাদের আদি এবং অনন্ত দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সেই তো জগৎ-স্বামী, কিন্তু তবুও মনে হয়, ঈশ্বর বলিতে তো কিছুই নাই। ঈশ্বর বলতে বুঝ একটা শক্তি। সেই শক্তিকে যেকোনো চিন্তা বা ধ্যান করি না কেন, ধ্যেয় বস্তু জগৎ-মাতাই হউন, আর কৃষ্ণই হউন, আমার সম্মুখে আবিভূত হবেন। তবে কেন বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নিলে জগৎ-মাতাকে ধ্যান করতে পারব না ?

উদাহরণস্বরূপ বলিয়াছেন—‘নীচু ভূমিতে ধানের ফসল করা হয়, কিন্তু যদি ভুলবশতঃ সেখানে আলুর চাষ করি, তাহ’লে তো সেই আলু হবে না। সুতরাং যদি আলু ভেঙ্গে আবার সেখানে ধানের চাষ না করি, তাহ’লে তো আলু ও ধান দুটো ফসলই মারা যায়।’

উঃ—আপনি নিজমুখেই পরস্পর বিরোধী কথা ব্যক্ত করিতেছেন। প্রথমে বলিলেন, ‘শ্রীকৃষ্ণ আদি এবং অনন্ত দেবতা ও জগৎ-স্বামী, আবার পরে ঈশ্বরের একেবারে অস্তিত্ব নাই, স্থির করিলেন,—ইহা বড়ই অসঙ্গত ও বাতুলের প্রলাপোক্তি-সদৃশ। যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে তো নাস্তিক। অধিকন্তু যে স্বামীকে না মানে, সে নিশ্চয়ই বেষ্টা। বেষ্টা যেমন বহু পতির সেবিকা, আপনিও তেমনই বহু পতি অর্থাৎ বহু দেবতার আরাধনা করিতে চান। শাস্ত্রে বহু ঈশ্বর-ভজনকারীকে বহুঈশ্বরবাদী বলিয়াছেন।

তবে আপনার পত্রগর্ভাক্ষের মর্ম্ম হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আপনি একজন শক্তির উপাসক বা শাক্ত। সাংখ্যবাদীরা ‘শক্তি’কে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, কিন্তু শক্তি জড়, তাহার নিজের সৃষ্টিক্ষমতা নাই। বেদান্তদর্শনকার ‘জন্মান্তর্য যতঃ’, ‘ঈক্ষতের্নাশকম্’ প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রদ্বারা নিরীশ্বর সাংখ্যের এই ‘প্রকৃতিবাদ’কে খণ্ডিত ও নিরস্ত করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী



# শ্রীশ্রীবুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান

শ্রী শ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

( গভঃ রেক্সিটার্ড )

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তাবিদেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে আগামী ২৪শে শ্রাবণ ( ইং ৯।৮।৭৩ ) বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে শ্রাবণ ( ইং ১৪।৮।৭৩ ) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বুলনযাত্রা এবং ৪ঠা ভাদ্র ( ইং ২১শে আগষ্ট ) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা এবং বিশেষ ভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারী জীউর মঙ্গলারাত্রিক, সঙ্কীৰ্ত্তন, ভোগরাগাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে ।

অতএব ধর্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্নব যোগদান করিয়া মঠের সদস্যবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন । এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবদ্-সেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে । ইতি—ইং ১৫।৭।৭৩

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সেবকবৃন্দ,


শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য ।



শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরক্ষোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্তুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।  
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যম্ ॥

অন্য ধর্ম স্তূষ্টরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথার বক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { গর্ভোদয়ী, ৩ হুষীকেশ, ৪৮৭ গোরাঙ্গ  
শুক্রবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৮০ ; ইং ১৭৮৮/১৯৭৩ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

## শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্ [ শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৫ পৃষ্ঠার পর )

জয় জয় বীর স্মরসধীর দ্বিজজিতহীর প্রতিভটবীর ।  
স্মুরতুরুহার-প্রিয়পরিবারচ্ছুরিতবিহার স্থিরমণিহার ।  
প্রকটিতরাস স্তবকিতহাস স্ফুটপটবাস-স্মুরিতবিলাস ।  
ধ্বনদলিজালস্তবনমাল ব্রজকুলপাল প্রণয়বিশাল ।  
প্রবিলসদংসভ্রমদবতংস কণতুরুবংশস্বনহ্রতহংস ।  
প্রশমিতদাব প্রণয়িষু তাবদ্বিলসিতভাব স্তনিতবিরাব ।  
স্তনঘনরাগশ্রিতপরভাগ ক্ষতহরিয়াগ ত্বরিতধ্বতাগ ॥ বীর ॥

হে বীর ! হে কামরসপ্রবীণ, তুমি সর্বোৎকৃষ্ট, অতএব তোমার জয়  
হউক, তুমি দত্তাবলীরদ্বারা হীরকের শোভা পরাভব করিয়াছ, তুল্যবল



যে-সকল বীরপুরুষ তাহাদের প্রতি বিক্রম প্রকাশ কর, হার কেয়ুরাদি  
ভূষণে ভূষিত ব্রজরমণীগণে তুমি বিহার কর, তুমি মণিময় হারে বিভূষিত,  
তুমি রাসবিহারী, সুমধুর হাস্যদ্বারা তোমার শ্রীমুখ সুশোভিত, তুমি সুন্দর  
পটবাস (আবির দ্বারা) সুশোভিত, কণ্ঠস্থ বনমালায় ভ্রমরগণ গুণ্ গুণ্  
শব্দ করিতেছে, তুমি ব্রজবাসীগণের পালক, তোমার কলেবর প্রেমপরি-  
পূর্ণ, স্বকলম্বিত কর্ণকুণ্ডল তোমার অপূর্ণ শোভা সম্পাদন করিতেছে,  
তুমি মধুর বংশীগানে পরমহংসদিগকেও আকর্ষণ করিয়া থাক, তুমি  
আত্মীয়জনের প্রণয়সক্ত হইয়া দাবাগ্নির শান্তি করিয়াছ, নবীন মেঘের  
গভীর শব্দের ত্রায় তোমার কণ্ঠধর, ব্রজ-রমণীগণের কুচকুম্বাদিরাগে  
তোমার কলেবর সুশোভিত, তুমি ইন্দ্রের যজ্ঞহস্তা, তুমি গোবর্দ্ধন পর্বত  
ধারণ করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছ।

স্থিতিনিয়তিমতীতে ধীরতাহারিণীতে  
প্রিয়জনপরিবীতে কুম্বমাণ্ডলেপপীতে।

কলিতনবকুটীরে কাঞ্চাদঞ্চকটীরে  
স্মরতু রসগভীরে গোষ্ঠবীরে রতিনঃ ॥

অস্বাবিনিহিত চুম্বামলতর

বিশ্বাধরমুখলম্বালক জয় ॥ দেব ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি ব্রজরমণীর সহিত বিহার করিয়া বেদবিহিত নিয়ম  
অতিক্রম করিয়াছ, তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে সকলের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়,  
তুমি সর্বদা ভক্তগণে পরিবেষ্টিত, তুমি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কুম্বমাদি অনুলেপনে  
পীতবর্ণ, তুমি অভিনব কুঞ্জকুটীরে ব্রজগোপীর সহিত বিরাজ কর, তোমার  
কটিদেশ স্বর্ণময় কাঞ্চীভূষণে ভূষিত, তুমি সমস্ত রসের আশ্রয়, এজ্ঞ  
তোমার গাভীর্য্যের ইয়ত্তা নাই, তুমি ব্রজধামের অধিপতি, অতএব তোমাতে  
আমার অবিচলিত অনুরাগ থাকুক। বিশ্বাধর শোভিত ও লম্বিত অলকা-  
বলিযুক্ত ত্বদীয় মুখমণ্ডল চুম্বন করিয়া তোমার জননী শ্রীমতী যশোদা  
অপার আনন্দ লাভ করেন, অতএব হে দেব ! তোমার জয় হউক।

দৃষ্ট্বা তে পদনখকোটিকান্তিপূরং

পূর্ণানামপি শশিনাং শতৈত্হুঁরাপং।

নিবিবল্লোমুরহর মুক্তরূপদর্পঃ।

কন্দর্পঃ স্মুটমশরীরতাময়াসীং ॥ উৎপলং ॥



নত্বিত-শর্কর-চকুত-কর্কর বৃদ্ধমরুদ্রতদন নির্ভর ।  
 দুষ্টবিমর্দন শিষ্টবিবর্দ্ধন সর্ববিলক্ষণ মিত্রকৃতক্ষণ ।  
 সদ্ভুজলক্ষিত-পর্বতরক্ষিত-নিষ্ঠুরগর্জনখিন্ন-সুহৃজ্জন ।  
 রুষ্টদিবস্পতি গর্বসমুন্নতি তর্জনবিভ্রম নির্গলিতভ্রম ।

শত্রুকৃতস্তব বিস্মরতুংসব ॥ বীর ॥

হে মুরহর! শত শত পুণিম-শশধরেরও দুর্লভ ত্বদীয় চরণ নখাগ্রশোভা  
 সন্দর্শন কারয়াই যেন কন্দর্প বিরূপ ও বিবর্ণ হইয়া অশরীরী হইয়াছেন ।  
 হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি শর্করোপল (শর্করা খাবরা, উপল শিলাখণ্ড) বর্ষা  
 মহাবাত রূপধারী ভৃগাবর্তনামক কংসভৃত্যকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি  
 বেদবাহু দুষ্টগণের নিগ্রাহক ও বেদপথপ্রবৃত্ত শিষ্টজনের পরিপালক, তুমি  
 সর্বেশ্বর ও সকলের কারণ, তোমার আত্মীয়গণ সর্বদা তোমার উৎসবে  
 প্রবৃত্ত, তুমি বামহস্তদ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ভয়ানক বাত-বিদ্যুৎ-  
 বর্ষা হইতে আত্মীয়গণকে রক্ষা করিয়াছ এবং যজ্ঞবিনাশ হেতু অতিক্রুদ্ধ  
 ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করিয়াছ, ইন্দ্রের ভ্রম দূর হইলে তিনি তোমার কণ্ঠ  
 স্তব ও উৎসব করিয়াছিলেন ।

বুদ্ধীনাং পরিমোহনঃ কিল হ্রিয়ামুচ্চাটনঃ স্তম্বনো  
 ধর্মোদগ্রভিয়াং মনঃ করটিনাং বশ্যত্বনিষ্পাদনঃ ।  
 কালিন্দীকলহংস হন্ত বপুষামাক্ষণঃ সুভ্রবাং  
 জীয়াবৈগবপঞ্চমধ্বনিময়ো মন্ত্রাধিরাজঃস্তবঃ ॥

হে যমুনাবিহারিন্ শ্রীকৃষ্ণ! যাহা হইতে ব্রজ-রমণীগণের বুদ্ধিবৃত্তি  
 বিমোহিত হয় এবং লজ্জার উচ্চাটন, ধর্মভয়ের স্তম্বন ও চিত্তহস্তীর বশী-  
 করণ এবং শরীরাকর্ষণ হয়, এইরূপ পঞ্চমস্তর শোভিত বংশীধ্বনি-নামক  
 তোমার সেই মন্ত্ররাজের জয় হউক ।

কাননারক কাকলীশব্দ পাটবাকৃষ্ট গোপিকাদৃষ্ট ।  
 চাতুরীজুষ্ট রাধিকাতুষ্ট কামিনীলক্ষ মোহনে দক্ষ ।  
 ভাবিনীপক্ষ মামমুং রক্ষ ॥ দেব ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীবৃন্দাবনে তোমার বংশীস্বরে আকৃষ্ট হইয়া গোপিকাগণ  
 তোমার নিকট আগমনপূর্বক তোমার মধুরমূর্তি দর্শন করেন, পরম চতুরা



শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিয়া তুমি অতিশয় সন্তোষ লাভ কর, তুমি লক্ষ লক্ষ  
কামিনীর প্রীতিসাধনে দক্ষ ও তাহাদিগের একমাত্র সখা, অতএব হে দেব !  
এক্ষণে আমাকে রক্ষা কর ।

অজর্জরপতিব্রতা হৃদয়বজ্রভেদোদ্ধরাঃ

কঠোর বরবর্ণিনী নিকরমানবর্ষচ্ছিদঃ ।

অনঙ্গধনুরুদ্ধতপ্রচল চিল্লিচাপচ্যুতাঃ

ক্রিয়াশুরঘবিদ্বিষস্তব মুদং কটাক্ষেষবঃ ॥ তুরঙ্গ ॥

হে ভক্তগণ ! অঘসংহারী হরির কটাক্ষরূপ শরনিকর তোমাদের  
অসীম আনন্দবিধান করুন, যাহা কামধেনুর ন্যায় উদ্ধত প্রকার্যুক হইতে  
নিঃসৃত হইয়া অভেদ পতিব্রতাগণের হৃদয় বজ্রভেদ ও বরবর্ণিনীদিগের  
কঠোর মানবর্ষচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইতেছেন ।

সঞ্চলবিচকিল কুণ্ডল মণ্ডিতবরতনুমণ্ডল ।

কুণ্ডলিপতিকৃতসঙ্গর খণ্ডিতভুবনভয়ঙ্কর ।

শঙ্করকমলজবন্দিত কিস্করনুতিলবনন্দিত ।

গঞ্জিতসমদপুরন্দর চঞ্চলদমনধুরঙ্কর ।

বন্ধুরগতিজিতসিন্ধুর চন্দনশুরভিতকন্দর ।

সুন্দরভুজলসদঙ্গদ সঙ্গদসখিগণরঙ্গদ ।

বাক্তিকরমণিকঙ্কণ কুন্তললুঠতুরঙ্গণ ।

কুঙ্কমরুচিলসদম্বর লঙ্গিমপরিমলডম্বর ।

নন্দভবনবরমঙ্গল মঞ্জুলঘুম্বনমুপিঙ্গল ।

হিঙ্গুলরুচিপদপঙ্কজ সঞ্চিতযুবতিসদঙ্গজ ।

সন্ততযুগমদপঙ্কিল সংতনু ময়ি কুশলং কিল ॥ বীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! সুন্দর মল্লিকা-কুসুমে তোমার বর্ণভূষণ হইয়াছে, তুমি  
ব্রজ-রমণীগণকে নানাবিধ ভূষণদ্বারা ভূষিত কর, তুমি সর্পরাজ কালিয়-  
নাগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ এবং ঐ যুদ্ধে ভুবনভয়ঙ্কর সেই সর্পের গর্ভ  
খর্ব করিয়াছ, তুমি মহাদেব ও ব্রহ্মার আরাধ্য, ভক্তগণ তোমার কিঞ্চিৎ  
স্তব করিলেই তুমি আনন্দিত হও, তুমি মদমত্ত পুরন্দরের গর্ভ খর্ব  
করিয়াছ, তুমি গো-ব্রাহ্মণ-বিরোধি দুষ্টদমনে ধুরঙ্কর, তুমি সুন্দর গমন-



দ্বারা মাতঙ্গগতি পরাজয় করিয়াছ, তোমার গ্রীবাদেশ চন্দনাদি-সুগন্ধে  
সুবাসিত, ত্বদীয় ভুজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদভূষণে ভূষিত, তোমার চিন্তায় ভক্ত-  
গণের বিষয়াসঙ্গ দূরীভূত হয়, তুমি নিজসখিবৃন্দের আনন্দপ্রদ, তোমার  
হস্তদ্বয়ে মণিময় বলয় থাকায় উহার সুন্দর ঝঙ্কার শব্দ হইতেছে, তোমার  
কর্ণকুণ্ডলে সুন্দর রঙ্গণপুষ্প শোভিত হইতেছে, তোমার বসন কুঙ্কুমের  
শ্রাব্য পীতবর্ণ, সুন্দর পরিমলসমূহে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুবাসিত, তুমি নন্দা-  
লয়ের পরম মঙ্গলস্বরূপ, কুঙ্কুমাদি অনুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুন্দর  
পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, তোমার চরণতলে হিঙ্গুলের শ্রাব্য রক্তবর্ণ, তুমি ব্রজ-  
রমণীগণের হৃদয়ে প্রেম পরিবর্তিত করিয়াছ, তোমার শ্রীঅঙ্গ সুন্দর  
যুগমদ অনুলেপনে পঙ্কিল হইয়াছে, অতএব হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার  
কল্যাণ বিস্তার কর।

গিরিতটীকুলটী কুলপিঙ্গলে খলতৃণাবলিসংজ্ঞলঙ্গিলে।

প্রথরসঙ্গর সিন্ধুতিমিঙ্গিলে মম রতিবলতাং ব্রজমণ্ডলে ॥

জয় চারুদাম ললনাভিরাম জগতীললাম রুচিস্রুতবাম ॥ ধীর ॥

সুন্দর গৈরিক ধাতুদ্বারা বাহার শ্রীঅঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যিনি খলরূপ  
তৃণরাশির জলন্ত অনলস্বরূপ এবং যিনি ঘোরতর সংগ্রাম-সমুদ্রের তিমিঙ্গিল  
মংস্ত্রস্বরূপ, সেই ব্রজমঙ্গলকর শ্রীকৃষ্ণে আমার ভক্তি হউক।

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সুন্দর হারা'দ ভূষণে ভূষিত, ব্রজরমণীগণে পরি-  
বেষ্টিত, তুমি বিশ্বের ভূষণ, তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে গোপীকাগণ  
আকৃষ্ট হন, অতএব হে ধীর! তোমার জয় হউক।

উন্দিতহৃদয়েন্দুমণিঃ পূর্ণকলঃ কুবলয়োল্লাসী।

পরিতঃ শার্ববরমথনো বিলসতি বৃন্দাটবীচন্দ্রঃ ॥

বাহার উদয়ে ভক্তগণের চিত্তরূপ চন্দ্রকান্তমণি আর্দ্র হয়, যিনি নিখিল-  
কলায় পরিপূর্ণ, বাহার উদয়ে জগৎ উল্লিসিত হয় এবং যিনি সমস্ত দুষ্ট-  
জনের নিগ্রহকারী (পক্ষে যিনি সমস্ত অন্ধকারের বিনাশী), এই প্রকার  
সেই গোকুলচন্দ্র আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন।

প্রকটীকৃতগুণ শকটীবিঘটন নিকটীকৃতনবলকুটিবর বন-

পটলীতটচর নটনীল মধুর সুরভীকৃতবন সুরভীহিতকর

মুরলীবিলসিত খুরলীহৃতজগদরুণাধর নবতরুণায়তভুজ

বরুণালয়সম করুণাপরিমল কলভায়িতবল শলভায়িতখল



ধবলাধুতিহর গবলাশ্রিতকর সরসীরুহধর সরসীকৃতনর

কলশীদধিহর কলশীলিতমুখ ললিতারতিকর ললিতাবলিপার ॥ ধীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি কারুণ্য বাৎসল্যাদিগুণে পরিপূর্ণ, তুমি অতি শৈশবে কোমল চরণাগ্রদ্বারা শকটভঞ্জন করিয়াছ, তুমি পশুপালনার্থ বহুযষ্টি ধারণ করিয়া বৃন্দারণ্যে বিচরণ করিতেছ, তুমি নৃত্যশ্রিয় ও মধুরমুষ্টি, তুমি শ্রীঅঙ্গের সৌরভে শ্রীবৃন্দাবন সুবাসিত করিয়াছ, তুমি সুরভীগণের হিতকারী, তোমার বংশীরবে জগৎ বশীভূত হয়, তোমার অধরবিস্ম অরুণবর্ণ, তরুণ বয়স হেতু তোমার বিশাল বাহুদ্বয় সুন্দর শোভা পাইতেছে, তুমি গান্তার্য্যে সমুদ্রতুল্য ও করুণা পরিপূর্ণ, তুমি মাতঙ্গতুল্য বলবান, বলদেবদ্বারা প্রলম্বা-সুর বধ করিয়াছ, তুমি মহিষশৃঙ্গের শব্দ করিয়া ( শিঙ্গা বাজাইয়া ) গাভী-গণের ধৈর্য্য হরণ কর, তুমি বংশীগানদ্বারা নীরস মনুষ্যকেও সরস করিয়া থাক। তুমি বিলাসের নিমিত্ত দক্ষিণহস্তে একটি পদ্মপুষ্প ধারণ করিতেছ, তুমি বাল্যকালে কলসস্থ দধি-নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় বস্তুর অপহারক, তোমার শ্রীমুখ মধুর স্বরে সুশোভিত, তুমি ললিতার অমুরাগবর্দ্ধক, তুমি যুবতীবৃন্দে পরিবেষ্টিত ।

হরিণীনয়নাবৃত প্রভো করিণীবল্লভকেলিবিভ্রম ।

তুলসীপ্রিয়দানবাজনা-কুলসীমন্তহর প্রসীদ মে ॥

হে তুলসীপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি হরিণীনয়না গোপ জনায় পরিবেষ্টিত হইয়া করিণীপতী মাতঙ্গের আয় কেলি করিতেছ, তুমি দানব-কামিনীদিগকে কেশবিজ্ঞাস্তাদি বেশভূষায় নিবজ্জিত করিয়াছ, অর্থাৎ উহাদিগকে বিধবা করিয়াছ। অতএব-হে প্রভো ! এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।

চন্দন-চর্চিত গন্ধসমর্চিত গণ্ডবিবর্তন কুণ্ডলনর্তন

সন্দলভুজ্জলকুন্দলসদগল বঞ্জুল কুটাল মঞ্জুল কজ্জল-

সুন্দরবিগ্রহ নন্দলসদগ্রহ ॥ বীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! চন্দনাদিসুগন্ধে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুবাসিত, দোহুলামান কুণ্ডল-যুগল তোমার কর্ণযুগলে সুশোভিত, সুন্দর কুন্দমালা তোমার গলদেশে শোভা পাইতেছে, তুমি শ্রীঅঙ্গে অশোক-কলিকানিম্বিত ভূষণ ধারণ করিতেছ, দলিত অঙ্গনের আয় ত্বদীয় অঙ্গকাণ্ডি শোভা পাইতেছে, তুমি শ্রীনন্দের প্রিয় ॥ ৭ ॥ ( ক্রমশঃ )



# পত্রাবলী \*

[গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের দাহ করাই বিধি, ত্যাগী  
কৌপীনধারী বৈষ্ণবগণের ভূ-প্রোথিত  
করিয়া সমাধি দিতে হয়।]

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

৪৪ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট  
কলিকাতা—৬  
ইং ৯/৬/৬৪

স্নেহাস্পদাষু \* \* \* মা !

\* \* \* \* -এর হাতে প্রেরিত টাকা, রূপা ও \* \* গিরির টাকা  
পাইয়াছি। \* \* \* \* নবদ্বীপের ঠিকানা কুশল জানাইবেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের সমাধি দেওয়া নিষিদ্ধ অর্থাৎ প্রচলিত নহে। গৃহস্থ  
বৈষ্ণবের দাহ করাই বিধি অর্থাৎ আগুন দিয়া দেহ পুড়াইয়া ফেণিতে হয়।  
ত্যাগী কৌপীনধারী বৈষ্ণবগণের ভূ-প্রোথিত করিয়া সমাধি দিতে হয়।  
সাধারণ বৈষ্ণব-সমাজে বা জাতি-বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই প্রথার বিপরীত দেখা  
যায়। আপনারা সেক্রপ করিবেন না। অশাস্ত্রীয় কাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত  
সমিতি করে না এবং তাহাতে তাহাদের কোন অনুমোদনও নাই।

শ্রাদ্ধ ১১ দিনের দিন হইবে। ১১ দিনের দিন সকালে ক্ষৌরকার্য  
করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর রচিত সংক্রিয়ামার-দীপিকানুসারে ভগবৎ-  
প্রসাদ বা মহাপ্রসাদদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। স্ত্রী-পুত্র কেহ নামাশ্রিত  
বা দীক্ষিত না হইলে তাহাদের বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধে অধিকার নাই। স্মরণ্য সেক্রপ  
ক্ষেত্রে কোন গুরুভ্রাতা বা ভগ্নী পরলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি করিবে।  
অদীক্ষিত পুত্র-কন্যাদির কিছুই করিতে হইবে না। কারণ জীবিতাবস্থায়  
তাহাদের পাচিত অন্ন-জল বৈষ্ণবগণ অর্থাৎ পরলোকপ্রাপ্ত বৈষ্ণব কখনই  
শ্রাদ্ধের সহিত গ্রহণ করেন না।

শ্রাদ্ধের সময় আবশ্যক হইলে মঠের লোক গিয়া পৌরহিত্য করিতে  
পারে। আমাদের সমিতির সেক্রপ ব্যবস্থা আছে। অধিক কি, আপনার  
কুশল সংবাদ জানাইবেন এবং \* \* বাবুর সংবাদ জানাইবেন। তাঁহার  
জগু চিন্তিত আছি। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

\* পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-  
কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকল্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত। —সম্পাদক



## পরমার্থ \*

[ শ্রীল প্রভুপাদের সন্দর্ভাকারে রচিত অভিভাষণ ]

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্ত বস্তু বাস্তব-বিষয়াশ্রয়মিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব । তাঁহার আশ্রিত জীবকুল তাঁহার চেষ্টায়ই অনুপ্রাণিত । শ্রীচৈতন্যদেব সারা জীবন ধরিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন । তাঁহার নিত্যকাল-আশ্রিত আমরা ঐ বৃত্তির অনুসরণ করিলেই ত্রিগুণাত্তর্গত বর্তমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত রাজ্যেরও অনুভূতি লাভ করিব ।

চিদচিন্মিশ্র প্রতীতি আমাদের ন্যূনাধিক ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষে সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কৃষ্ণানুসন্ধানকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করে । তজ্জন্ম যাহারা বিঘ্নসমাকুল নহেন, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তুর কোন সন্ধান পাই না । আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান পূর্ণতার উপলব্ধি করিতে দেয় না, আমাদের নিত্যের পরিচয়, পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরিচয়, হইতে পৃথক্ রাখে । এখানকার বস্তুবিজ্ঞান জড়তা বা নির্বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ । যে কিছু গবিশেষের কথা ইন্দ্রিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অনুভবের বিষয় হয়, তাহা প্রাকৃতিক দোষ-চতুষ্টয়ের ভূমিকায় অবস্থিত । সেই দোষ হইতে মুক্ত হইতে হইলে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা-বাদের অকস্মণ্যতা স্বীকার করিতে হয় ।

মনোধর্ম্মজীবগণ যে-সকল ভাষায় স্থায় ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন, সেইগুলি ন্যূনাধিক বিপর ও পরস্পর বিবদমান । তাৎকালিক অভিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞান হইতে পৃথক্ । বাস্তব অভিজ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হইয়া বাস্তব বস্তুর প্রেমলাভ-চেষ্টাকেই “পরমার্থ” বলে । যাহারা লৌকিক অর্থশাস্ত্র-সমূহে আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারাও লোকাতীত বাস্তব-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হইবার যোগ্য । সচ্চিদানন্দ আকর্ষক যাহাকে যে-পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছেন বা আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা দিয়াছেন, আকর্ষণীয় আমরা সেই পরিমাণে বাস্তব-বিজ্ঞানের অনুভূতি-লাভে যত্নবিশিষ্ট হইতে পারি । যাহারা লৌকিক-অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত পরম-ধর্ম্ম, পরম-অর্থ, পরম-কাম, পরম-মোক্ষপদের দিকে যতদূর অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় করেন, তাঁহাদের

\* পারমার্থিক সম্মিলনের সভাপতিরূপে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রদত্ত ভাষণ ।

—সম্পাদক



ভাষাসমূহ তদূর চিন্ময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে জানিয়া আমরা কতিপয় প্রশ্ন লইয়া সছুত্তর লাভের আশায় পারমাণ্বিক রুচিসম্পন্ন জনগণের সমীপে উপনীত হইয়াছিলাম।

চিদচিন্মিশ্র ভাবসম্পন্ন জীবগণের নিকট ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়-রহিত কৃষ্ণানু-সন্ধানের কথা পাওয়া যাইতে পারে না জানিয়াও অবয় ও ব্যতীরেকভাবে তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসার উপদেশ লাভ করাও তাদৃশী প্রবৃত্তি। সুতরাং অবয় ও ব্যতীরেকমূলে আমাদের অভীষ্ট কৃষ্ণানুসন্ধান ন্যূনাধিক লাভ হইবে জানিয়া পারমাণ্বিকের সঙ্গ আমাদের লোভনীয় বিষয় হইয়াছিল। পরম ধর্মের প্রতিকূল, পরম-অর্থের প্রতিকূল, পরম-কামের প্রতিকূল, পরম-মোক্ষের প্রতিকূল ভাব ও ভাষা-সমূহ আমাদের উদ্দেশ্য বিনাশ করিবার প্রয়াস করিবে জানিয়াও সেইরূপ প্রতিকূল সঙ্গ হইতে আমাদের প্রাপ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাধা নাই, জানিয়াছিলাম। অসাত্ত্বত পুরাণ, অসাত্ত্বত পঞ্চরাত্র ও অসাত্ত্বত দর্শনসমূহ, অসাত্ত্বত ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ রাজস-তামস-দর্শন-পূর্ণ বিভিন্ন উপদেশসমূহের মধ্যেও মঙ্গল-বিস্তৃতি ও অভদ্রনাশের যে সকল কথা সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা পূর্ব মহাজনগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং অভীষ্ট-সিদ্ধিলাভেও তাঁহাদের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

### কৃষ্ণানুসন্ধান

“কৃষ্ণানুসন্ধান” শব্দে আমরা দুইটি আলোচ্য-ব্যাপার লক্ষ্য করি—“কৃষ্ণ” ও “অনুসন্ধান”। কৃষ্ণ-শব্দে আমরা ঐতিহ্যানুমোদিত বা ত্রিগুণময়ী মানব-বুদ্ধির শব্দার্থ-বৃত্তির অঙ্কুরটি করিব না, পরন্তু বিদ্বৎকৃষ্টিতে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তুকেই জানিব। কৃষ্ণমায়াবৃত্ত কৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত-কর্ণেতর অপর জডেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অক্ষজবস্তুবিশেষের দ্বারা কৃষ্ণ-শব্দকে কলঙ্কিত করিব না। ব্রাহ্মী, খরোষ্টি, সানকি ও পুষ্করাসাদি প্রভৃতি আকর ভাষাগুলি হইতে যাবতীয় ভাষাসমূহের যে-সকল বিভিন্ন শব্দদ্বারা মানবজাতি অভিধাবৃত্তিতে ন্যূনাধিক উদাসীন হইয়া লক্ষণা-চালিত হইবার জন্ম এবং ইতর ইন্দ্রিজ্ঞানের সমর্থনের আশায় যে যত্ন করেন, সেইরূপ শব্দদ্বারা কোন প্রকৃতিজাত দৃশ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিবার বাসনা আমরা পরম অর্থের প্রতিকূল বলিয়া জানিব। বিভিন্ন ভাষায় তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় উদ্দেশ্যপূর্বক নানা প্রকারে প্রাকৃত-বিচার



তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তত্ত্বসূত্র যে-সকল সংজ্ঞা-লাভ হইয়াছে, সে সকল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অধীন, সুতরাং ত্রিগুণাস্তর্গত মাত্র, কোনটাই অধোক্ষজ বস্তুর সমতা লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণ শব্দে যে তত্ত্বসূত্র উদ্দিষ্ট হয়, সেই বাস্তব সত্যটী তত্ত্ববস্তুর গৌণসংজ্ঞার সহিত 'এক' নহে।

'কৃষ্ণ' শব্দটী রূপকত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় না। অবিদ্বদ্ভ্রটিবৃত্তি পারমার্থিকের ভাষিত কৃষ্ণশব্দে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না। যে সকল শব্দ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বক ও মনের দ্বারা সঙ্গীর্ণতা লাভ করিয়া ব্রহ্মেতর, পরমাত্মেতর বা ভগবদিতর বস্তুকে লক্ষ্য করে, কৃষ্ণ-শব্দে সেরূপ অভিজ্ঞান উদ্দিষ্ট হয় নাই। 'অধোক্ষজ' 'অপ্রাকৃত' ও 'অতীন্দ্রিয়' প্রভৃতি শব্দ-সমূহ 'নেতি' ধারণায় প্রচারিত হওয়ায় মানবের মনঃকল্লিত তুলিকায় চিত্রিত ব্যাপারগুলি বাস্তব-সত্য হইতে পার্থক্য লাভ করিবার অঙ্গতা-শক্তি সংরক্ষণ করে। ভূতাকাশের মিশ্রভাব যে-শব্দকে বিপন্ন করে, সেই শব্দ বাস্তব বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া সাপেক্ষিকতা ও সংখ্যাগত ধারণায় বস্তুসমৃদ্ধিকারী। বৃহদারণ্যক কথিত পূর্ণের 'সঙ্কলন', 'ব্যবকলন', 'গুণন', 'বিভজন' প্রভৃতি ব্যাপার-সমূহ একত্বের বিনাশক নহে।

### একায়ন পন্থার বিচার-বৈশিষ্ট্য

বিষয় ও আশ্রয়ভেদে বৈচিত্র্যসমূহ অবস্থিত। নিক্সিষ্টি-বিচারে যে বৈশিষ্ট্য মনোধর্মদ্বারা সমাধান লাভ করে, তদ্বারা জড়ত্রিগুটির বিনাশ-সম্ভাবনা নাই। ভগবত্তত্ত্বসূত্র অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শব্দের বিদ্বদ্ভ্রটিত্বের ব্যাঘাত করে না। রোদ্র ও ব্রহ্মবিচার বৈষ্ণবতা হইতে যে জড়বৈষম্য প্রকাশ করে, উহা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত করে। সেই সকল কথা সূর্য্যভাবে চিত্ত-বৈকল্য-রহিত হইয়া আলোচনা না করিলে ধ্যেয়, ধ্যানতা ও ধ্যানে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আবার বিঘ্ন-বিনাশের জ্ঞাতাংকালিক সাহায্যের প্রয়োজন লাভ করিতে গিয়া আবৃত-চেতনকে আশ্রয় করাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা হইলে সুরমূর্তির কালচক্রে ভ্রমণ-বিচার আমাদিগের কৈবল্যজ্ঞানে বাধা দিবে। 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিচয় ত্রিগুণ-পরিচালিত কোন ভাষায় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্ব্বলা চিন্তা নাম নামীর—বাচক বাচ্যের অচিন্ত্য বৈচিত্র্য বুঝিতে দিবে না।



## অনুসন্ধান ও অনুশীলন

‘অনুসন্ধান’ শব্দটী যে-কাল পর্য্যন্ত ‘অনুশীলন’ শব্দের তাৎপর্য্যে নির্বিশেষ না হয়, তৎকালাবধি অনুসন্ধানের বস্তুটী ও নানাপ্রকার কল্পনা-শ্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু যখন বিষয়-বোধ হয় এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আপনাকে আশ্রিত বোধ করে, তখন আর ‘অনুসন্ধান’ ব্যাপারটী অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে না। তখন অনুসন্ধান ব্যাপারটী আর অনুশীলনের সহিত পৃথক্ হয় না। অনুশীলনের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট, উহাই পরে ‘অতিধেয় ভক্তি’ নামে প্রসিদ্ধ হয়। ভক্তিই হরিপ্রেমের অনুসন্ধান দেয়, হরির পূর্ণানুশীলন, নিত্যানুশীলন ও কৈবল্যানুশীলন প্রেমাকেই কৈবল্যরূপে প্রয়োজন নির্ণয় করে।

## বিদ্বদ্রুটিতে কৈবল্য

অনুসন্ধানের পথে অনুসন্ধানকারীর স্বরূপ, অনুসন্ধানের স্বরূপ ও অনুসন্ধয়ের স্বরূপ যাহাতে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিঘ্ননাশ করিতে শব্দের বিদ্বদ্রুটি বৃত্তিই সমর্থ। স্মরণ্য শব্দের অবিদ্বদ্রুটির নশ্বর প্রকাশ বিদ্বদ্রুটি-বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া জীবকে অদ্বয়জ্ঞান পরমসত্য বস্তু হইতে পৃথক্ হইতে দেয় না এবং চেতন কৈবল্যের ব্যাভিচারের প্রশয় দেয় না, পরন্তু কাল্পনিক চিন্মাত্র-বাদের ভ্রান্তি সমূলে উৎপাটিত করে। শ্রীচৈতন্যদেব—বিষয়াশ্রয় কৈবল্য-স্বরূপ, আর কৈবল্য-প্রকাশ নিত্যানন্দ—সেই অদ্বয়জ্ঞানেরই প্রকাশ-বৈচিত্র্য। এই চন্দ্র-সূর্য্যই জীবের চিন্ময় চক্ষুর চিন্ময়ো বৃত্তির প্রকাশক। কৈবল্যদায়িনী ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়িনী। কৈবল্যদায়িনী ও অদ্বয়জ্ঞানানন্দিনী শক্তিদ্বয় শ্রীচৈতন্যেই অবস্থিত।

## স্ফোটবিচারোথ বৈকুণ্ঠ-বাণীর নিয়ামকত্ব

প্রপঞ্চে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা যে-সকল প্রতিষ্ঠান রচনা করি, তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয়টী শব্দ শ্রবণের জনক, কিন্তু ঐ বাগিন্দ্রিয়টী শ্রোতপথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত না হইলে ভাগবত-শ্রুতির বিরোধ আসিয়া অপর কর্মেন্দ্রিয়চতুষ্টয়কে বিপথগামী করায়। স্ফোট বিচারোথ বৈকুণ্ঠবাণী জীবের কর্ণবেধ সংস্কার করাইয়া যে আধ্যাত্মিকতা নিরসন করে, তদ্বারা শ্রোতপথ আক্রান্ত হয় না। জীবগর্ভগমুদ্ভূত দেহে যে দশ সংস্কার মননধর্ম্মযোগে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানই সূর্য্যতা লাভ করে ;



কিন্তু অধোক্ষজ অদ্বয়জ্ঞানের প্রতি ঔদাসীণ্য হ'লে পুনরায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি-ক্রমে হরি-সম্বন্ধিবস্তু ত্যাগপূর্বক বাস্তব-বস্তুর মায়াশক্তি জীবকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চিদ্বিশ্বের প্রতিফলিত অচিং আধারে প্রতিবিশ্বের প্রতিই অধিক আস্থা স্থাপন করায়।

আলোচনার প্রারম্ভে আমার এই সকল কথা বলবার প্রয়োজনীয়তা আছে জান্লেও প্রাপঞ্চিক বিচারের ধারাকে বিপন্ন ক'রবার উদ্দেশ্য আমার নেই; পরন্তু উহাকে সম্পূর্ণ ক'রবার সত্বদ্বৈশেষ্য এই নৈবেদ্য সমর্পণ ক'রলাম। আপনাদের করুণা-প্রভাব-ধারা আমার ক্ষীণা দুর্বল। উক্তির উপর চিরদিনই বর্ষিত হয় জেনে ইহা বলতে সাহসী হ'লাম। আপনারা আশীর্বাদ করুন, যেন আমি অমানী, মানন, তৃণাদপি সূনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হ'য়ে নিত্যকাল শ্রীচৈতন্য-দাস্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে নাম নামীকে অভিন্নজ্ঞানে কীর্তন ক'রতে পারি, কা'রও নিকট অথ কোন আশীর্বাদ আমার প্রার্থনীয় নয়।

## প্রশ্নোত্তর

(নানাকথা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

৩৩। ভারতীয় আর্য্য-সন্তানগণের পক্ষে যে-কোন প্রকারেই মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করা উচিত নয়, তাহার পক্ষে যুক্তি কি?

“আজকাল কতকগুলি লোকের এমন একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্য-মাংস ভোজন না করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত নর-শরীরের বল ও ইন্দ্রিয়-শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস্য-মাংস-ভোজ্যদিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাসটি জন্ম লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগ-লালসা-প্রযুক্ত ঐ মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্বদেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্য-মাংস ভোজনের প্রবৃত্তিকে উত্তেজনা করেন। তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য-সন্তানগণ পৈতৃক খাদ্য পরিত্যাগ-পূর্বক বিজাতীয় দ্রব্য-সকল আহার করতঃ ক্রমশঃ হীনবল ও বিগত-বীর্য্য হইতেছেন।”

— ‘মৎস্য-মাংস-ভোজন,’ সঃ তোঃ ২।৮



৩৪। স্বার্থই কি স্বাভাবিক নহে ?

“যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ ; যেহেতু ‘স্বভাব’ শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই—স্বভাব ; নিঃস্বার্থ-নিভান্ত অস্বাভাবিক।”

—তঃ বিঃ ১ম অঙ্কঃ ৯।১২

৩৫। বিষয়ত্যাগের পরামর্শ কেবল কাল্পনিক নহে কি ?

“বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহত্যাগ হয়, সুতরাং বিষয়-ত্যাগ—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূপই হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।”

—‘অত্যাহার’, সঃ তোঃ ১০।৯

৩৬। গুরুজনের অগ্রায় উপদেশ স্থগিত করিতে হইলে তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ?

“গুরুজনের অগ্রায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে, একরূপ নয় ; কিন্তু ক্রূরবাক্য ও অপমানসূচক ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশও করিবে না। মিষ্টবচন, নম্রতা, উপযুক্ত-সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচারের দ্বারা তাঁহাদিগের অগ্রাচার্য্যের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে।”

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৩৭। জ্বল বা স্নানভাবে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি চিরকাল থাকিতে পারে কি ?

“স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক। দেহের নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথায় থাকিবে ? এক আত্মা স্ত্রী এবং অপর আত্মা পুরুষ—একরূপ নিত্যভাবে আছে, এমত বোধ হয় না, যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদমাত্র, আত্মগত নয়। সেন্সলে মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে। যদি বৈদান্তিকদিগের গ্রায় জন্মান্তরবাদ ও স্বর্গবাদ স্বীকার করা যায় এবং সেই অবস্থায় ঐ কৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ হয়, একরূপ বিশ্বাস করাও যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পারে না।

—প্রেঃ প্রঃ, ৯ম প্রঃ

৩৮। নীতিশাস্ত্রের মূল ও উদ্দেশ্য কি ? পার্থিব নীতি কত প্রকার ?

“সুখ-দুঃখের মূল যে মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ চিত্তের অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, তাহাই নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু সেই সমুদয় ঘটনা লইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তি দ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও



দেখ থক্ক করিবার বিধানও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। নীতি অনেক প্রকার যথা,—রাজনীতি ( Politics ), দণ্ডনীতি ( Penal code ), বণিক-নীতি ( Law of trade ), প্রয়োজনবিজ্ঞান ( Utilitarianism ), শ্রমবিভাগ ( Division of labour ), শারীর-নীতি ( Rules of health ), সংসার-নীতি ( Socialism ), জীবন-নীতি ( Rule of life ), ভাবসাধন ( Training and development of feelings ) ইত্যাদি। কেবল নৈতিক জ্ঞানে পরলোক-জ্ঞান বা ঈশ-জ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক-জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে Positivism বা নিশ্চয়-জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায় কেবল নৈতিক জ্ঞানদ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিক জ্ঞানে নাম-মাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশঃ বা অযশঃ ব্যতীত অন্য কোনও ফল নাই এবং আশাও নাই।

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৩৯। স্বীয় আচার্য্যের মত স্থাপন করিতে যাইয়া বিদেশে বিবাদ সৃষ্টি করা উচিত কি ?

“নিজ দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশের আচার্য্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—নিষ্ঠালাভের জন্ত একরূপ বিশ্বাস করিলেও, অন্যান্য দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয়; তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।”

—চৈঃ শিঃ ১।১

৪০। গৌতমাশ্রম কোথায় ? ঐ স্থানের উন্নতিকল্পে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি করিয়াছিলেন ?

“গোদনা গৌতমাশ্রম। তথায় অহল্যা পাষণ হইয়াছিলেন। গৌতমের আশ্রম হইলে ( তাহা ) কাজে কাজেই ত্রায় শাস্ত্রের জন্মস্থান। সেই স্থানটি উন্নত হয় এবং তথায় একটি ত্রায় শাস্ত্রের টোল হয়—এই মানসে ছাপরায় একটি সভা করিয়া ‘গৌতম স্পিচ্’ বলিয়া একটি বক্তৃতা করিলাম।”

—‘ঠাকুরের আত্মচরিত’

৪১। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে কিরূপ আনন্দ অনুভব করেন ?



“বৃন্দাবনে রাজা রাধাকান্তের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। তখন তিনি গর্গ-সংহিতা পড়িতে-  
ছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি দেখিয়া আমার মনস্তৃষ্টি হইল।”

—‘ঠাকুরের আশ্রয়’

৪২। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পুরী-যাত্রা-বৃত্তান্ত কিরূপ ?

“আমি পুরীতে যাইতে বাসনা প্রকাশ করিলাম \* \* \* \* এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীটৈত্তিরিতামৃত লইয়া পুরী যাইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় গেলাম। \* \* \* চারি দিনে পুরী পৌঁছিলাম। ভদ্রকে একরাত্র, বাপেশ্বরে একরাত্র ও কটকে একরাত্র ছিলাম।”

—‘ঠাকুরের আশ্রয়’

৪৩। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরিতে কি কি দর্শন করিলেন ?

“আমি ভুবনেশ্বরে গেলাম। সেখানে আমার পণ্ডিত গোপীনাথ মিশ্র ও আর কয়েকজন পণ্ডিত পুরী হইতে আসিয়া জুটিলেন। অপরাহ্নে খণ্ডগিরি দেখিলাম। খণ্ডগিরি বৌদ্ধদিগের বিহার ভূমি। পর্বতশ্রেণীর মধ্যে গৃহশ্রেণী অতি সুন্দর।”

—‘ঠাকুরের আশ্রয়’

৪৪। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখন ব্রজমণ্ডলে গমন করেন ? তথায় কোন্ কোন্ স্থান ও মহাত্মার দর্শন এবং কি কি কার্য্য করেন ?

“১৮৮১ সালের শ্রাবণ মাসে তীর্থ ভ্রমণে গেলাম। \* \* \* \* রাধা-মোহন বাবু কালাকুঞ্জে লইয়া গেলেন। \* \* \* আমি কএকদিন ব্রজে সাধুসঙ্গ লাভ করিলাম। লালাবাবুর কুঞ্জ হইতে অনেক ভাল প্রসাদ আসিল। গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন-দর্শন হইল। গোপীনাথের বাটীতে ভেট লইয়া বিবাদ হইল। রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জে প্রসাদ সেবন। তথায় নিষাদিত্যের দশশ্লোকী পাইলাম। অলঙ্কারী নীলমণি গোস্বামীর পাঠ শ্রবণ হইয়া গেল। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজীকে তথায় প্রথম দেখিলাম। পাল্লী করিয়া রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন দর্শন করিলাম। তথায় কঙ্কড়ের দৌরাণ্য অনুভব করিলাম, তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বৃন্দাবনে আসিয়া পুনরায় দর্শনাদি করিলাম। \* \* \* বৃন্দাবন হইতে মথুরা দিয়া লঙ্কায় গেলাম। রাজকুমার সর্বাধিকারীর বাসায় থাকিয়া সহর ভ্রমণ



হইল। তথা হইতে ফৈজাবাদ হইয়া অযোধ্যা গমন হইল। পাণ্ডার দৌরাণ্য-ভয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই ফৈজাবাদ আসিয়া বাঙ্গালী একটি বাবুর বাসায় অবস্থান করিলাম। পরদিন গোপ্রতার ঘাটে স্নানাদি হইল। সেই দিবসেই কাশী গমন হইল। কাশীতে তিনু বাবুর বাটীতে অবস্থান হইল।”

—‘ঠাকুরের আশ্চরিত’

৪৫। শ্রীল ঠাকুর কখন শ্রীরামপুর, মেমারি, কুলীন-গ্রাম ও সপ্তগ্রাম দর্শন করেন?

“আমি শ্রীমায়াপুরে থাকি। রাধিকা, কমল ও বিমল শ্রীরামপুরে পড়ে ১৮৮৫ সালেই আমি রাধিকা, কমল, বিমল এবং প্রভু মেমারি ও কুলীনগ্রামে যাই। তাহার পর সপ্তগ্রাম দর্শন হয়।”

—‘ঠাকুরের আশ্চরিত’

৪৬। শ্রীল ঠাকুর কখন বাঘনাপাড়া, কালনা জান্নগর, প্যারিগঞ্জ, দেহুড়, ইল্ডার্কপুর, কক্ষশালী, পূর্বস্থলী, কুলিয়া নবদ্বীপ, আমলাযোড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করেন?

“১৮৯০, ২৬শে মার্চ শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় গিয়া তাহুতে থাকি। তথায় স্কুল পরিদর্শন ও কাছারির কার্য্য করি। শ্রীবলদেব দর্শন ও প্রসাদ-সেবন। ৩০ মার্চ তারিখে কালনায় ফিরিয়া গেলাম। ৩১শে মার্চ জান্নগর হইতে পারুল গ্রাম গিয়াছিলাম। \* \* ৯ এপ্রিল প্যারিগঞ্জের নকুল ব্রহ্মচারীর পাট দর্শন করিলাম। \* \* ২৩শে এপ্রিল কাইগ্রাম গমন। ২৫শে দেহুড়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট দর্শন করি। \* \* ১৮ই মে গোত্রম গেলাম, কমলের সঙ্গে পদব্রজে ইল্ডার্কপুরে গঙ্গাপার হইয়া কক্ষশালী ও চুপি দিয়া পূর্বস্থলী থানায় গিয়া আহারাদি করি। পরদিন পদব্রজে নবদ্বীপ কুলিয়ায় গিয়া জগন্নাথদাস বাবাজীকে ভজন কুটিতে দর্শন করি। \* \* \* \* ১৭ই জুন পুনরায় বর্ধমান যাই। ১৮ই অক্টোবর অপরাহ্নে আমলাযোড়ায় গমন। গোপালপুরে ও আমলাযোড়ায় বক্তৃতা।”

—‘ঠাকুরের আশ্চরিত’

৪৭। শ্রীভক্তিবিনোদ বৃন্দাবনের কোন্ কোন্ বনাদি দর্শন করেন?

“১৮৯২ সালের ২৭শে ফাল্গুন তারিখে ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ে লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করি। সেই দিন আমলাযোড়া। মহেন্দ্র বাবুকে বড় যত্নে পাক্কী করিয়া ক্ষেত্রবাবুদের বাড়ীতে লইলাম। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী



মহাশয়ের সহিত হরিবাসর। পরদিন তথাকার প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ২৯শে ফাল্গুন গিধৌড়। ৩০শে বকুসর। ১লা চৈত্র, এলাহাবাদ উমানাথের ষাটীতে। ৬ই চৈত্র এলাহাবাদ হইতে এটওয়া। ৮ই চৈত্র হট্টাস। তথায় পকেট হইতে টাকার সহিত মনিব্যাগ খোয়া গেল। ৯ই চৈত্র শ্রীবৃন্দাবনে। ১১ই চৈত্র বিল্ববন হইয়া ভাগীরথন দেখিয়া মাঠগ্রামে অবস্থিতি। ১২ই চৈত্র মান-সরোবর। ১৩ই, ১৪ই শ্রীবৃন্দাবন। ১৫ই মথুরা। ১৬ই গোকুল দর্শন। ১৭ই মধুবন, মুহলী গ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ড, তালবন, বলদেবকুণ্ড, কুমুদবন (ভোজন), শান্তনুকুণ্ড, বহলাবন গমন। ১৮ই রাধাকুণ্ড হইয়া গিরি-গোবর্দ্ধন। ২০শে একায় শ্রীবৃন্দাবন।

— ‘ঠাকুরের আশ্চরিত’

৪৮। বিভূ-চৈতন্য ও অণু-চৈতন্য পরস্পর প্রীতির লক্ষণ কিরূপ ?

“আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রযুক্তো দৃশ্যতে যথা।

অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রযুক্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্।”

— দঃ কোঃ

— জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## মায়া

শ্রীভগবানের শক্তি মায়া দুইপ্রকার। যোগমায়া ও মহামায়া। যোগ-মায়ার কার্য উন্মূখ-মোহন, আর মহামায়ার কার্য বিমূখ-মোহন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।২৫ শ্লোকে দেখা যায়—‘বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ। আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্যার্থে সত্ত্ববিষ্যতি।’ শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের টিকায় বলিয়াছেন—স্বলীলা পরিকরাণাং ভক্তানাং শুদ্ধদ্বিষাং কংসাদীনাঞ্চ মোহনার্থং যোগমায়াং মায়াঞ্চাদিশং। প্রভুনা কৃষ্ণেন আদিষ্টা সতী অংশেন সহ স্বাংশভূতবহিরঙ্গমায়াসহিতৈ কার্যার্থে প্রাদুর্ভবিষ্যতি। যয়া জগৎ সংমোহিতং স্বাংশভূতমায়েত্যর্থঃ। যদ্বা জগৎ অপ্রাকৃতং প্রাকৃতং চ স্তেন স্বাংশেন চ সংমোহিতং। অর্থাৎ স্বলীলাপরিকর ভক্তগণের এবং ভক্তদ্বেষী কংসাদির মোহনার্থ যোগমায়া ও মায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন। অথবা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগৎ যোগমায়া ও তাঁহার অংশভূতা মায়াদ্বারা মোহিত হয়। আবার শ্রীমদ্ ভাগবত ১০।২।৭-৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—



গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্ ।  
 রোহিণী বসুদেবশ্চ ভাৰ্য্যাস্তে নন্দগোকুলে ।  
 অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥  
 দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেবাখ্যং ধাম মামকম্ ।  
 তৎ সন্নিবৃত্ত্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥  
 অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ সুপ্রভ্রতাং শুভে ।  
 প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥

বিশ্বাত্মা ভগবান্ নিজজন যাদবগণের কংস হইতে ভয় উদ্ভিত হইয়াছে জানিয়া যোগমায়াকে আদেশ করিলেন,—হে দেবি, গোপগোপী ও গোগণ শোভিত ব্রজে গমন কর । সেই নন্দগোকুলে বসুদেবমহিষী রোহিণী আছেন । তুমি দেবকীর উদরে আমার দ্বিতীয় স্বরূপ সংকর্ষণ, যিনি অংশে শেষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর । তৎপরে আমি দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব, আর তুমি নন্দপত্নীর গর্ভে আবিভূতা হইবে । দেবকীর গর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রানয়ন প্রভৃতি কার্য্য যোগমায়ার এবং যশোদার কণ্ঠারূপে প্রাভূত হইয়া কংসবধনা কার্য্য করা মহামায়ার কার্য্য । শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও দুই প্রকার মায়ার উল্লেখ আছে—

নাহং প্রকাশঃ সর্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ ।  
 মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজসব্যায়ম্ ॥ (৭।২৫)  
 দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।  
 মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ (৭।১৪)

আমি যোগমায়া সমাবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হই না । মূঢ় লোকগণ অজ ও অব্যয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-রহিত আমাকে জানিতে পারে না ।

আমার গুণময়ী মায়া দৈবী ও দুরতিক্রমা । ইনি বহিরঙ্গা ত্রিগুণময়ী, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং দুরতিক্রমা ।

জানাতে্যকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা ।  
 যা পরা পরমা শক্তি ম্হাবিষ্ণু-স্বরূপিণী ॥  
 একেয়ং প্রেমসর্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী ।  
 অনয়া সুলভো জ্যেষ্ঠ আদিদেবোহখিলেশ্বরঃ  
 অশ্রা আবরিকাশক্তি ম্হামায়াখিলেশ্বরী ।  
 যয়া মুক্তং জগৎ সর্বং সর্বৈ দেহাভিমানিনঃ ॥



শ্রীভগবানের “এক” পরাশক্তি কান্তকে জানেন। ইতি সর্বশক্তিশ্রেষ্ঠা মহাবিশ্বস্বরূপিণী। ইহার তত্ত্ব জানিতে পারিলে পরাংপর দেব অখিল জগতাদির ঈশ্বর শ্রীভগবানের শ্রীচরণপ্রাপ্তি সুলভ হয়। ইনি প্রেম সর্বস্ব-স্বভাব গোকুলেশ্বরী (শ্রীমতী রাধা) ইহারই আবরিকা শক্তি মহামায়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী যাঁহারদ্বারা জগতসহ দেহাভিমানী জীবগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের অন্তঃস্বাশক্তি যোগমায়া ভগদত্তগণকে মোহন করিয়া লীলাপুষ্টি করিয়া থাকেন। দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মৃদভক্ষণ-লীলায় দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ একদিন বাল্যলীলাকালে মৃত্তিকাভক্ষণ করিতেছিলেন। তখন বলদেব এবং অন্ত গোপবালকগণ যশোদা দেবীকে নিবেদন করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে। পুত্রহিতৈষিণী মাতা পুত্রের তাদৃশ কার্য্য জানিয়া মৃত্তিকাভক্ষণে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণের হস্তধারণ করতঃ বলিলেন,—হে অশান্তচিত্ত! তুমি নির্জনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, আমি মাটি খাই নাই। উহারা সকলে মিথ্যা অভিযোগ করিতেছে। যদি উহাদের বাক্য সত্য হয়, তবে তুমি আমার মুখ দেখিতে পার। আচ্ছা মুখ খুলিয়া দেখাও—যশোদা এই বাক্য বলিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন মুখ ব্যাদান করিলেন তখন জননী পুত্রের মুখমধ্যে স্বাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দিক্, পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্র, ভূতল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা, জ্যোতিষ্ক, জল, তেজ, আকাশ, অহঙ্কার জাত ভূতসকল, ইন্দ্রিয়, মন, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, জীব, কাল, স্বভাব, কৰ্ম্ম সংস্কার ও চরাচর বিচিত্র বিশ্ব এবং নিজের সহিত ব্রজধাম দর্শন করিয়া পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীতা হইলেন এবং বিতর্ক করিতে লাগিলেন—ইহা কি স্বপ্ন অথবা দেবমায়া কিম্বা আমারই বুদ্ধির বিকার অথবা আমার এই শিশুর কোন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য। কিম্বা চিত্ত, মন, কৰ্ম্ম ও বচনদ্বারা যিনি তর্কের বিষয়ীভূত হন না, যিনি জগতের আশ্রয়, যাঁহা হইতে এই জগৎ দৃষ্ট হইয়াছে এবং যাঁহাদ্বারা ইহার অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে, তাঁহার শ্রীচরণে আমি প্রণাম করি অর্থাৎ তাঁহার স্মরণ-চিন্তাদি করিতে আমি অসমর্থ, যাঁহার মায়াবলে নন্দরাজ আমার স্বামী, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র এবং আমি নন্দমহারাজের সমস্ত সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী, গোধনসহ গোপ-গোপীগণ আমারই অশুগত—এইরূপ কুমতি হইতেছে সেই ভগবানই আমার আশ্রয়। যশোদার এইরূপ অবস্থা অবগত হইয়া যোগমায়াদ্বারা তাঁহাকে



পুনরায় মোহিত করিয়া সমস্ত বিস্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন যশোদা পুত্রস্নেহে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মমোহন-লীলায়েও দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মা গোবৎসগণকে ও সখাগণকে গোপন করিয়া দিলে কৃষ্ণচন্দ্র নিজে ভক্তরূপ ধারণ করিয়া লীলা করিতেছিলেন, তখন একদিন ভগবান্ বলদেব দেখিলেন যে ধেনু-সকল ও গোপগণ স্তম্ভপানবিরত বৎসগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া স্তম্ভপান করাইতেছে এবং গোপগণও পুত্রগণকে অধিক মমতা দেখাইতেছেন। তাহা দেখিয়া বলদেব তাহার কারণ অবগত হইতে না পারিয়া বলিতেছেন—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী।

প্রায়ো মায়াস্ত মে ভর্তুর্নাশ্চ মেহপি বিমোহিনী ॥

( ভাঃ ১০।১৩।৩৭ )

এই মায়া কীদৃশী? দেব, মনুষ্য বা অশুরকৃত? কোথা হইতেই বা ইহা আসিল? সম্ভবতঃ ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া। কারণ অন্য মায়া আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না, এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে পাইলেন যে, সেই সমস্ত গোবৎস ও গোপবালক শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ। তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি পূর্বে জানিতাম যে, গোপবালকগণ দেবতা বা ঋষি কিন্তু এখন সকলের মধ্যে তোমাকে প্রকাশিত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি তাহা সংক্ষেপে বল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্ বৃত্তান্ত বলিলে বলদেব তাহা অবগত হইলেন।

রাসলীলার বিষয় আলোচনা করিলে জানা যায় যে সুধু ভক্তগণ কেন ভগবান নিজেও তাহার মায়াতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

যে বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।

যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥

আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।

দুহাঁর রূপ-গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন ॥

ধর্ম ছাড়ি রাসে দুঁহে করয়ে মিলন।

কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥

এই সব রসনির্যাস করিব আশ্বাদ।

এই ভারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥



যাঁহার মায়ায় সমস্ত জগৎ—সুরাসুর মনুষ্যাদি সকলেই মুগ্ধ। সেই সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় নিজ-যোগমায়াতে মুগ্ধ হইয়া রাসাদি বিচিত্রলীলা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার লীলাবৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অনেকে মহামায়াকে যোগমায়া বলিয়া ভ্রান্ত হন বা শাক্ত-সম্প্রদায়ের ধারণা যে এই শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব। কিন্তু তাহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা। চণ্ডীর বাক্যেও তাহা সিদ্ধান্তের বিষয় হইতে পারে না। শক্তি শক্তিমানে তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকিলেও শক্তি নিত্যকাল শক্তিমানের সেবা করিয়া থাকেন। আমাদের দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি যেমন আমাদের দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তু দেখাইয়া বা শুনাইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তি তাঁহার অনন্ত সেবা করিয়া থাকেন, তথাপি শক্তিমানেরই শক্তি ইহা নিত্য প্রচলিত। দর্শনশক্তিহীন মানুষ বা অণু প্রাণী হইতে পারে কিন্তু মনুষ্যহীন শক্তি কখনও হয় না। অর্থাৎ শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। শক্তি-মানেরই অধীন বলিয়া শক্তিকে জানা যায়।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বক্তাভূদেব শ্রোতী মহারাজ

## শ্রীমন্মধবাচার্য্য

দাক্ষিণাত্যে মহাদ্রির পশ্চিমে ‘কানারা’ জিলা; ‘দক্ষিণ কানারা’ জিলার প্রধান নগর—‘ম্যাঙ্গেলোর’, তদুত্তরে ‘উডুপী (উডিপী)’।

উডুপী হইতে সাত মাইল পূর্বে দক্ষিণ তীরে পাপনানিনী নদীর তীরে “বিমানগিরি” নামক একটি উচ্চ পর্বত আছে। বিমানগিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে পরশুরামের স্থাপিত ধনুস্তীর্থ বিরাজিত। এই তীর্থের সন্নিহিত প্রদেশই ‘পাজকাক্ষেত্র’ নামে প্রসিদ্ধ। এই পাজকাক্ষেত্রে বেদবদাঙ্গ-কুশল, সদাচাররত, জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। মধ্যগেহ-বংশোৎপন্ন সেই ব্রাহ্মণের নাম ‘নারায়ণ ভট্ট’। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পরশুরাম-পীঠস্থ স্বকুল-দেবতা শেষশায়ী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুত্র-সুখে বঞ্চিত হইয়া অমর-পুত্র-প্রাপ্তি-কামনায় দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত দুঃখমাত্র



পান করিয়া অতীব কঠোর তপস্বী করেন। যেমন পূর্বে সপ্তদশীয় ত্রেত যুগে কেশরী-পত্নী অঞ্জনােকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর বজ্রাঙ্গজী শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেমন অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে পাণ্ডুপত্নী কুন্তীকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবপ্রবর ভীমসেন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশ কলিযুগে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত নিখিল শাস্ত্রের প্রতীপাদ্য যথার্থ তত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্ত বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্যবায়ু জগতে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীনারায়ণ ভট্ট পুত্রের নাম ‘বাসুদেব’ রাখিলেন। বাসুদেবের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনুমধ্ব-চরিতে শ্রীহরীকেশতীর্থ বলেন, ৪৩৩২ কলিযুগাব্দে বিলম্বি বৎসরে আশ্বিন-মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে (বিজয়াদশমীতে) বুধবার মধ্যাহ্ন-কালে শ্রীমদ্ব্যাসাচার্য্য অবিভূত হন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাসুদেব বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অষ্টম বর্ষে উপনয়ন-সংস্কার লাভ করেন। উপনীত বালক বেদাধ্যায়নের জন্ত পাঙ্গকা-ক্ষেত্র হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমভাগে অবস্থিত ‘দণ্ডতীর্থক’-নামক স্থানে পুগবনকুলোৎপন্ন জনৈক বিপ্রের নিকট বেদাধ্যায়নার্থ উপস্থিত হন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত নানাবিধ ক্রোড়াতেই প্রমত্ত থাকিতেন। বেদাদির অভ্যাসে তাঁহার কোন প্রকার মনোযোগ আদৌ দৃষ্ট হইত না। অধ্যাপক বাসুদেব সর্বসময়েই ক্রোড়াদিতে নিযুক্ত দেখিতে পাইয়া একদিন তাঁহাকে বিশেষরূপে ভৎসনা করেন। বাসুদেব তৎক্ষণাৎ অধ্যাপক-সমীপে অধীত অনধীত সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অনর্গল উচ্চারণ করিয়া অধ্যাপকের পরম মিস্র উৎপাদন করেন।

একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণপূর্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“পিতা, আমি অধ্যায়ন সমাপ্ত করিয়াছি। এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিব।” নারায়ণ ভট্ট বালকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—“যদি তোমার হায়ে একটি সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয় জগতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্তধৃত শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষেও মহদ্বাক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।”

নারায়ণ ভট্ট বাল্যকাল হইতেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার ও পরমত-খণ্ডনে অসামান্য উৎসাহ এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয় দর্শন করিয়া পুত্র পরবর্ত্তি-



কালে গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইবেন না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহ-বন্ধনদ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্ত সঙ্কল্প করিলেন। বুদ্ধিমান বাসুদেব কিন্তু মাতাপিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। বাসুদেব মাতাপিতা, স্বত্বন বন্ধু কাহারও কোন প্রকার অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া কিংবা তাঁহাদের নিকট নিঃসঙ্কল্প না জানাইয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে শ্রীরজতপীঠপুরে শ্রীঅচ্যুত-প্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। রজতপীঠপুরস্থ মাধবগণের মতে হংসরূপী নারায়ণ হইতে চতুর্ভুজ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে চতুঃসন, চতুঃসন হইতে দুর্ব্বাসা, দুর্ব্বাসা হইতে যতী, পরতীর্থ পরতীর্থ হইতে সত্যপ্রজ্ঞ, সত্যপ্রজ্ঞ হইতে প্রাজ্ঞতীর্থ শিষ্য-পরম্পরায় বিষ্ণুপাসনায় দীক্ষিত হন।

বাসুদেব 'আনন্দতীর্থ' বা তাৎপর্য্যায় 'মধব'—এই সন্ন্যাস নাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমন্মধবাচার্য্য-বিরচিত ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে 'মধব' শব্দের ব্যাখ্যা একটি শ্লোক এইরূপ গ্রথিত আছে—

মধবত্যানন্দ উদ্দিষ্টো বরিতি জ্ঞানমুচ্যতে ।

মধব আনন্দতীর্থত্বাৎ তৃতীয়া মারুতীতনুঃ ॥

'মধু' শব্দে আনন্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং 'ব' দ্বারা জ্ঞান কথিত হইয়াছে। সুতরাং 'মধব' এই শব্দের অর্থ আনন্দতীর্থ। 'তীর্থ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। আনন্দতীর্থ তৃতীয় মারুতী তনু অর্থাৎ বায়ুর তৃতীয় অবতার। শ্রীমধবাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শ্রীমধবাচার্য্যের পরিচয় প্রদান কালে এইরূপ বলিয়া থাকেন—

“স্বস্তি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যত্বাৎনেকগুণগণালঙ্কৃতপদ-বাক্য প্রমাণ পারাধার-পারদ্রুত সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্র-শ্রীমদ্ভৈরবী-সত্যভামা-সমেত-শ্রীগোপালকৃষ্ণ-পাদপদ্মারাধক-শ্রীমৈদ্বত-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদ-আনন্দ-তীর্থাপরনামক-শ্রীমন্মধবাচার্য্যঃ।”

উড়ুপীর অষ্টমঠে ও মধবাচার্য্যানুগত সমস্ত মঠে আচার্য্যের নামের পূর্বে এইরূপ সম্প্রদায়-বৈভব-গৌরব লিখিবার পদ্ধতি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

শ্রীমন্মধব বাসুদেব-নামক জনৈক তार्কিক পণ্ডিতকে শাস্ত্রানুকূল বিচারে জয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'জয়পত্রিকা' গ্রহণ করিলেন। এইরূপে 'বাদিসিংহ', 'বুদ্ধিসাগর' প্রভৃতি প্রচণ্ড মায়াবাদী কুটতार्কিকগণের অপ-সিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ছেদন করিয়া সাত্বতগণের বিশেষ শ্রদ্ধাতাজন



হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আচার্য্য শ্রীরামেশ্বর-দর্শনাভিলাষের ছলে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অনন্ত-শয়ন পদ্মনাভ-ক্ষেত্রে (Trivandram) আগমন করিলেন। অনন্তশয়ন দেবালয়ে বেদান্তসূত্র-ব্যাখ্যা-কালে তদানী-  
 ত্তন শঙ্করাচার্য্যকে বিচারে জয় করিলেন। ক্রমে রামেশ্বর দর্শন করিয়া  
 শ্রীরঙ্গমাদি প্রসিদ্ধক্ষেত্রে পরপক্ষের মতবাদসমূহ খণ্ডনপূর্ব্বক পয়স্বিনী-নদী-  
 তটে সান্ন-বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তমত ও মায়াবাদ খণ্ডন  
 করিয়া “সর্ব্বজ্ঞ যতি”—এই খ্যাতিলাভ করিলেন। অতঃপর কতিপয়  
 শিষ্য পরিবৃত্ত হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমের সমীপে আসিয়া উপস্থিত  
 হইলেন এবং তথায় শিষ্যগণের নিকট স্বকৃত-গীতাভাষ্য উপদেশ করিতে  
 থাকিলেন। শিষ্যগণ আচার্য্যের নিকট বদরিকাশ্রমের কোন একটি সন্নিহিত  
 প্রদেশে গীতাভাষ্য শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, আকাশমার্গে  
 একটি অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ বিচরণ করিতে করিতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মুখজ্যোতিঃ  
 সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, বেদব্যাসের দ্বারা মহাবদরীতে  
 আহূত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া একাকী শ্রীবেদব্যাসের সমীপে উপস্থিত  
 হইলেন এবং শ্রীবেদব্যাসের চরণ-কমল হইতে নিখিল বেদ-বেদান্ত-সূত্র-  
 ভারত-ভাগবত-শাস্ত্রের শ্রীব্যাঙ্গাভিমতানুযায়ী শ্রৌত-তাৎপর্য্য, সিদ্ধান্তসার  
 ও উপদেশাবলী লাভ করিলেন। শিষ্যগণ-সহ হিমালয় পর্ব্বত হইতে  
 অবতরণ করিয়া দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, কাশী, গয়া,  
 প্রভৃতি বিষ্ণুতীর্থসমূহে বিচরণ করিতে করিতে তত্রস্থ পণ্ডিত-সভামধ্যে  
 কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন ও স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে লাগিলেন। বদরিকা হইতে  
 আনন্দমঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সূত্রভাষ্য-রচনা শেষ হয়;  
 তৎসঙ্গী ও তচ্ছিষ্য সত্যতীর্থ সেই সূত্রভাষ্য লিখিয়া দেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য  
 তাঁহার অনুভাষ্যে একবিংশতি ‘তুর্ভাষ্য’ খণ্ডনপূর্ব্বক স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।  
 শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরী হইতে গঞ্জামে গোদাবরী প্রদেশে গমন করেন।  
 তথায় তাঁহার সহিত শোভন ভট্ট ও স্বামীশাস্ত্রী নামক পণ্ডিতদ্বয়ের মিলন  
 হয়। তাঁহারাই শ্রীমধ্বপরম্পরায় শ্রীপদ্মনাভতীর্থ ও শ্রীনরহরিতীর্থ নাম  
 লাভ করেন। উড়ুপীতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদিন সমুদ্র-  
 স্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ-অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণস্তুত্র রচনা করিলেন। সাগর-  
 নৈকতে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নৌকা বালুকায়  
 প্রোথিত-প্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে; নাবিক তাহার বহু চেষ্টায়ও



দ্রব্যপূর্ণ নৌকাটিকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে পারিতেছে না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া নৌকা সঞ্চালনের জন্ত হস্তদ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, মুদ্রা প্রদর্শন মাত্র নাবিকের নৌকাটি ভাসিয়া উঠিল, নাবিক সমুদ্রতীরস্থ সন্ন্যাসিবরের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন ও পরম উপকৃত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে তাঁহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বারকায় গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটি বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড-মাত্র অভিলাষ করিলেন। ঐ বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড পথে আনিতে আনিতে ‘বডভণ্ডেশ্বর’ নামক স্থানে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে একটি অপূর্ব ভুবনমোহন বালকৃষ্ণমূর্ত্তি পাওয়া যায়। মূর্ত্তির এক হস্তে দধিমস্থন-দণ্ড, অপর হস্তে মস্থনরজ্জু। কৃষ্ণমূর্ত্তিলাভ হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ‘দ্বাদশ-স্তোত্রের’ অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায় রচনা করেন। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় হনুমান্, ভীমসেন বা পরব্যোমস্থ সর্বব্যাপী বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্ব স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণমূর্ত্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং গোপীচন্দন-লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে উড়ুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া উড়ুপীতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্ব প্রতিষ্ঠিত বালকৃষ্ণপূজা প্রবর্ত্তন ও স্বসিদ্ধান্ত-প্রচারকাম হইয়া স্বীয় আটজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবাভার ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার ভার গুস্ত করিলেন। অনন্তর জনৈক গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তাঁহাকে ‘পদ্মনাভতীর্থ’ নাম প্রদান করিলেন। আটজন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে প্রত্যেকের শ্রীকৃষ্ণ-সেবাকার্য্য দুইমাস করিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন এবং বাকী সময় শাস্ত্র-প্রচারাতির জন্ত নির্দেশ করিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আট জন শিষ্যের নাম এই—(১) শ্রীহরীকেশ তীর্থ, (২) শ্রীনরহরি তীর্থ, (৩) শ্রীজনার্দন তীর্থ, (৪) শ্রীউপেন্দ্র তীর্থ, (৫) শ্রীবামন তীর্থ, (৬) শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, (৭) শ্রীরাম তীর্থ, ও (৮) শ্রীঅধোক্ষজ তীর্থ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উড়ুপীক্ষেত্র হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দক্ষিণে কটতিল ক্ষেত্রে নিজকৃত সমুদয় গ্রন্থ তাম্র-পত্র মধ্যে অঙ্কিত করিয়া সেইস্থানে প্রোথিত করেন এবং তদুপরি নবনীতধর তাম্রময়ী শ্রীকৃষ্ণময়ী শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্থানটি ব্যাসতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এই পীঠের উপর কৃষ্ণদর্প বাস করিয়া অজ্ঞাপি যুক্তিকা-



প্রোথিত আচার্য্য-গ্রন্থাবলীকে সংরক্ষণ করিতেছে, এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ঈশ্বরানুগত্যের কথা ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। শৃঙ্গেরিমঠাধিপ তদানীন্তন শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্ভিগ্ন ও চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। শঙ্কর-মতাবলম্বিগণ আপনাদিগের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইতেছে দেখিয়া মধ্ব-নির্য্যাতনে ব্যস্ত হইলেন। মধ্ব-মতাবলম্বিগণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং মধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদন করিবার বিপুল ষড়যন্ত্র হইল।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্-ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে অদৃশ্য হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ৭৯ বৎসর লোকলোচনের নিকট প্রকট ছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জগতে দ্বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রচারের জন্ত বহুবিধ-গ্রন্থ নির্মাণ ও মঠাদি স্থাপন এবং তথায় সেবা-পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। জয়তীর্থ-কৃত ‘গ্রন্থ-মালিকা-স্তোত্রে’ আমরা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যরচিত গ্রন্থাবলীর নাম যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল—(১) গীতাভাষ্যম্, (২) সূত্রভাষ্যম্, (৩) অনুব্যাখ্যানম্, (৪) অণুভাষ্যম্, (৫) গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ, (৬) ঐতরেয়-ভাষ্যম্, (৭) বৃহদারণ্যক-ভাষ্যম্, (৮) ছান্দোগ্য-ভাষ্যম্, (৯) তৈত্তিরীয়-ভাষ্যম্, (১০) কাঠক-ভাষ্যম্, (১১) আথর্ব্বণ-ভাষ্যম্, (১২) মাণ্ডূক্য-ভাষ্যম্, (১৩) ঈশাবাস্ত-ভাষ্যম্, (১৪) তলবকার-ভাষ্যম্, (১৫) ষট্প্রশ্ন-ভাষ্যম্, (১৬) ঋগ্-ভাষ্যম্, (১৭) তত্ত্বসংখ্যানম্, (১৮) তত্ত্ববিবেকঃ, (১৯) তত্ত্বোদ্রতঃ, (২০) মায়াবাদ-খণ্ডনম্, (২১) মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডনম্, (২২) উপাধিখণ্ডনম্, (২৩) কথা-লক্ষণম্, (২৪) প্রমাণ-লক্ষণম্, (২৫) কস্মিনির্ণয়ঃ, (২৬) বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ঃ, (২৭) ত্রায়বিবরণম্, (২৮) কৃষ্ণামৃতমহার্ণবঃ, (২৯) সদাচারস্মৃতিঃ, (৩০) দ্বাদশ-স্তোত্রম্, (৩১) নরসিংহ-নখ-স্মৃতিঃ, (৩২) জয়ন্তীনির্ণয়ঃ, (৩৩) শ্রীকৃষ্ণগদ্যম্, (৩৪) শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৫) শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৬) যমক-ভারতম্, (৩৭) যতিপ্রণবকল্পঃ।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-কার শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী এবং শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যভূষণ প্রভু অস্মদগুরুপরম্পরায় শ্রীপদ্মনাভতীর্থকে শ্রীমদানন্দতীর্থপাদের শিষ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমৎ পদ্মনাভতীর্থ উড়ুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ ছিলেন।



শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রোতপথ ও আশ্রায়-ধারায় নিত্য জগতে প্রকাশ করিয়া-  
ছেন। নিম্নে তাহার প্রচারিত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল—

“শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো  
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।  
মুক্তিনৈজহুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং  
হৃদ্ধাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলায়ায়ৈকবেদ্যো হরিঃ ॥”

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবান্ বিষ্ণুই সর্বোত্তম, জগৎ সত্য ;  
ঈশ্বর, জীব ও জড়ে পরস্পর পঞ্চভেদ সর্বদা নিত্য ; জীবসমূহ শ্রীহরির  
অনুচর ; জীবগণের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতা-তারতম্য বর্তমান ; জীবের  
স্বরূপানুগত ধর্মের অভিব্যক্তিই ‘মুক্তি’ ; নিষ্পলা, শুদ্ধা ও অহৈতুকী ভক্তিই  
জীবের স্বরূপানুগত ধর্মের অভিব্যক্তির সাধন ; শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই  
ত্রিবিধ প্রমাণ ; শ্রীহরি একমাত্র অখিল-আশ্রায়-বেদ্য।

মাধব-গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও স্বরচিত  
“প্রমেয়রত্নাবলী” গ্রন্থে প্রমেয়সমূহের উদ্দেশ্যমুখে নিম্নলিখিত শ্লোকটি গ্রথিত  
করিয়াছেন—

“শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমাখিলায়ায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং  
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণ-জুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।  
মোক্ষং বিষ্ণুজিহ্মলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং  
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ক্ষেত্ৰ্যপাদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥”

শ্রীমধ্ব বলেন—(১) বিষ্ণুই—পরতম বস্তু, (২) বিষ্ণু—অখিল বেদবেদ্য,  
(৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ হরিচরণ-সেবক,  
(৬) জীবের মধ্যে বন্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভই  
—জীবের মুক্তি, (৮) বিষ্ণুর শুদ্ধভজন—জীব-মুক্তির কারণ, (৯) প্রত্যক্ষ,  
অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। শ্রীমন্মধ্ব-কথিত এই নয়টি অপ্রমেয়ই ভগবান্  
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উপদেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপরিউক্ত বাক্য  
হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমন্মধ্ব-আশ্রায় স্বীকার  
করিয়াছেন। এই জন্তই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় মাধব-গৌড়ীয় বা ব্রহ্ম-মাধব-  
গৌড়ীয়-সম্প্রদায় নামে সজ্জন-সমাজে পরিচিত।



पुष्प

ଓହେ !

## জীবের হিতৈষী

বৈষ্ণবমণ্ডলী

আমারে করুণা করি ;

শিখাইয়া দাও

বৈষ্ণব-সেবন

যেন এ' সংসার তরি ॥

বৈষ্ণব-কৃপায়

কৃষ্ণভক্তি হয়

শাস্ত্রের নির্দেশ সার ।

ভক্তের সেবিয়া

কৃষ্ণ ভজে যদি

তবে হয় মায়া পার ॥

কেবল অচ্যুত

সেবে যেই জন

সিদ্ধিতে সন্দেহ তবে,

অন্য ভক্তের

সেবারত হ'লে

অবশ্য সে সিদ্ধি লভে ॥

## মায়ান্ড জীবের

## বৈষ্ণব-সেবায়

যে মঙ্গল লাভ হয়,

কোটি কল্পকাল

## জ্ঞান-যোগ-কর্মে

କହୁ ତାହା ଲଭ୍ୟ ନୟ ॥

## সে' হেতু সৃজন

## দুর্জ্জন ত্যাজিয়া

সুশান্ত জনের সনে ।

## শ্রী কৃষ্ণ-ভଜন

করিয়া যতন

শিখিবে সরল মনে ॥

## নিষ্কাম যে'জন

## মায়ার বাঁধন

ছেঁদিতে সমর্থ হয় ।

(তাই) আশ্রয় মাগিছে,

প্রার্থনা করিছে,

‘সদাশিব’ অতিশয় ॥

—ଶ୍ରୀମଦାଶିବଦାସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ





# নদীয়া-সুন্দরের বাল্যলীলা-কণা

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৪ পৃষ্ঠার পর )

নিমাইয়ের প্রতি বিপ্রগণের ও কুমারিকাগণের এবস্থিধ প্রীতি-আচরণ সাধারণ মনুষ্যমধ্যে দেখা যায় না। ভক্ত ব্যতীত ভগবানকে কেহ কি চিনিতে পারে? স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই এই মরজগতে নদীয়ানাথ-রূপে অবतरণ করায় তাঁহার লীলাপুষ্টি হেতু ব্রজ-পরিকরগণ তাঁহারই ইচ্ছায় ঐ সমস্ত বিপ্ররূপে আবিভূত হন। তাই অতি সহজেই তাঁহারা নিমাইকে চিনিয়া ফেলিলেন। নিমাইয়ের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ এমনই যে, নিমাইয়ের দুরন্তপনায় তাঁহাদের প্রাণ-মন বিহ্বল হইয়া যায়। নিমাই তাঁহাদের সর্বস্ব—তাঁহাদের হৃদয়ের ধন। নিমাইয়ের এই লীলা ভক্ত-হৃদয়ের গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত করিয়া দেয়। ভগবান্ নিমাই তাঁহার নিজ-সেবকগণের সহিত লীলাবিলাসে রত থাকায় তাঁহার লীলা এত বিচিত্র—এত মধুর! ভাগবতপ্রবর শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় বিপ্রগণের ভক্তির মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিতেছেন ;—

“জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত এ’সকল জন।

এ সব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ ॥

অতএব প্রভু নিজসেবক সহিতে।

নানাক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে ॥”

( শ্রীচৈতন্যভাগবত )

মিশ্র তখন তাঁহার পুত্রের প্রতি বিপ্রগণের গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়া আনন্দ-ভরে কহিলেন,—“নিমাই শুধু আমারই পুত্র নহে, সে আপনাদের সকলেরই পুত্র-বোধে আপনারা তাঁহার অপরাধ লইবেন না।” অনন্তর বিপ্রগণের সহিত কোলাকুলি করিয়া মিশ্র তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। বিগুহস্বস্ত জগন্নাথ মিশ্রের ইহাই বিগুহ বাৎসল্য। যাহাতে পুত্রের চঞ্চলতায় কেহ দোষারোপ না করেন এবং পুত্র যাহাতে সকলের স্নেহভাজন হয় তাহাই মিশ্রের একান্ত কামনা। পিতা মিশ্র তাঁহার পুত্র নিমাইকে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ মনে করিয়াও বাৎসল্য স্বভাবে পুত্র-রূপেই জ্ঞান করিতেছেন। দাস্ত ও সখ্য-ভাব অপেক্ষা বাৎসল্য-ভাব শ্রেষ্ঠ।



আবার তদপেক্ষা মধুরভাব আরও শ্রেষ্ঠ । শ্রীভগবানকে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক ও সর্বভূতান্তর্যামী মনে করিলে স্বভাবতঃই তাঁহাতে পূজ্যবুদ্ধি আসিয়া পড়ে ও তাহাতে তাঁহাকে বাৎসল্যভাবের মত এতখানি সমাদর ও আপন করিয়া ভাবা যায় না । শ্রীভগবান্ সর্বদাই ভক্তের অধীন হওয়ায় ভক্তের পুত্ররূপ অঙ্গীকার করিয়া তিনি নরবপু ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসেন । এক্ষণে তিনি স্বয়ং নদীয়ায় শচী-জগন্নাথের পুত্ররূপে আসায় তাঁহার শৈশব-চাপল্য, মধুর বাক্য, মন্দ হাস্য ও ক্রীড়া প্রভৃতি বাৎসল্য রসেরই উদ্দীপন করে ।

পুত্র নিমাইয়ের চাপল্যে পিতা মিশ্র অভিভূত হইয়া অত্র পথে গৃহে ফিরিয়াই দেখেন,—নিমাই তাহার পুঁথি পত্র লইয়া ‘মা’-‘মা’ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে গৃহে প্রবেশ করতঃ স্নানে যাইবেন বলিয়া তৈল মাখিতেছেন । তখন শচীদেবী ও মিশ্রজী উভয়েই নিমাইয়ের আপাদ-মস্তক ভালভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হতচকিত হইয়া ভাবিতেছেন,—কুমারিকাগণ ও বিপ্রগণ কিছুক্ষণ পূর্বে জানাইয়া গেলেন যে, নিমাই গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য, .. নিমাইয়ের সঙ্গে স্নানের কোনই চিহ্ন নাই ; —পরিধানে সেই শুষ্কবস্ত্র ও হাতে সেই পুঁথি এবং সর্বাঙ্গ ধূলায় ব্যাপ্ত অবস্থায় নিমাই উপস্থিত ! মিশ্রজী পুত্রের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয় লীলা-দর্শনে বাহুজ্ঞান-হারা হইয়া নিমাইকে কোলে করিয়া কুমারিকাগণ ও বিপ্রগণের অভিযোগের কথা বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—‘নিমাই, তোমার দুর্বুদ্ধির জন্ত আমি মুখ দেখাইতে পারিতেছি না । তুমি ঘাটে সকলের প্রতি অত্যাচার কর কেন ? এবং বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্যই বা কাড়িয়া খাও কেন ? ছিঃ-ছিঃ, আর এরূপ করিও না ।’ তখন শিশু নিমাই সূচতুর অভিনেতার মত বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গদ গদ স্বরে কহিলেন,—‘বাবা, আমি আজ ঘাটে গিয়াছি কিনা তুমি বালকদের জিজ্ঞাসা করিয়া আইস । আমার সঙ্গিগণ অগ্রে যাইয়া সকল লোকের সহিত ‘অব্যভার’ করিতেছে । তাহারা ছুটামি করে আর দোষ হয় আমার ! আমি না গিয়াও যদি আমার বদনাম হয়, তাহা হইলে আমি সত্যই ঐ সমস্ত ‘অব্যভারই’ করিব ।’ এই কথা বলিয়া নিমাই হাসিতে হাসিতে ও তৈল মাখিতে মাখিতে গঙ্গা-স্নানের নিমিত্ত বহিগত হইয়া গঙ্গা-ঘাটে সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন । নিমাইয়ের এমনই বুদ্ধি-চাতুর্য্য ! তিনি গঙ্গাস্নান-রত



অবস্থায় উঠিয়া আসিয়াছেন বলিলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে স্নানের চিহ্ন পরিদৃষ্ট না হওয়ায় তাহা একদিকে যেমন পিতামাতার নিকট মিথ্যারূপে অনুমান হইতে পারে, আবার অন্যদিকে তেমনি তাঁহারা নিমাইয়ের এই অলৌকিকত্ব দর্শনে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন। তাই নিমাই প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া পিতামাতার বিস্ময় বাৎসল্যরস আরও অধিকতর ঘনিভূত করিয়া তুলিলেন। “আপনা লুকাইতে প্রভু কত যত্ন করে”—শিশু নিমাই নিজেকে লুক্কায়িত রাখিবার তথা ভগবত্ব গোপন রাখিবার ইহা এক অভিনব ফন্দী ! নিমাই যাহাতে শান্ত-শিষ্ট ছেলের ত্রায় ব্যবহার করে মিশ্রজীর মনে সেইরূপ কামনার উদয় হওয়ায় ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীনিমাই পিতার সমক্ষে শান্ত-শিষ্টের ত্রায় প্রতিভাত হইবার জন্ত সঙ্গিদের সহিত গঙ্গার ঘাটে অশান্ত পরিবেশে না থাকিয়া ঐরূপ স্নান-চিহ্ন-বিহীন অবস্থায় গৃহে উপস্থিত হইলেন। এইভাবে নিমাই বুদ্ধি-চাতুর্য্য-বলে তাঁহার পিতার শাসন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ পুলকিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতএব নিমাই সকলের নিকটই প্রশংসাই হইলেন। নিমাইয়ের এই বাল্যলীলা প্রাকৃত নহে,—ইহা ঈশ্বরীয় অপ্রাকৃত-লীলা।

“এই মত নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।

বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥” (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

নিমাই স্নানে চলিয়া গেলে শচীদেবী ও মিশ্রজী পুত্রের এইপ্রকার অলৌকিক লীলা-দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—

“যে যে कहিলেন কথা সেহ মিথ্যা নহে।

তবে কেন স্নান-চিহ্ন কিছু নাহি দেহে।

সেইমত অঙ্গে ধূলা সেইমত বেশ।

সেই পুঁথি সেই বস্ত্র সেই মত কেশ ॥

এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিষ্মত্তর।

মায়াৰূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল মোর ঘর ॥ (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শচীদেবী ও মিশ্রজী নিমাইয়ের ভগবত্ব-ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও যোগমায়া-প্রভাবে বিস্ময় বাৎসল্যজ্ঞানে তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন না। পুত্র-স্নেহের কাছে সমস্ত অলৌকিকত্ব মুহূর্ত্তে ধূলিস্থাৎ হইয়া গেল। নিমাইয়ের অলৌকিকত্ব ও ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া পিতামাতা তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য



নহে বুঝিয়াও কোনক্রমেই স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞান করিতেছেন না। বাৎসল্য প্রেমাষিষ্ট শচী-জগন্নাথের আদরের ধন নিমাইকে তাঁহারা কি কখনও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের আসনে বসাইতে পারেন? তাঁহারা পুত্রকে দেখিবা-  
মাত্রই বাৎসল্য স্বভাবে পুত্রের আলোককণ্ঠ ভুলিয়া যান। শচী-জগন্নাথের এই বাৎসল্য-প্রেম নুলোকে সূদূর্লভ। পিতামাতার আদর-শাসনের ভিতর দিয়াই ভগবান্ নিমায়ের বাল্যলীলা অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে।

“এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।

বুঝিতে না পারে কেহ তাঁহার মায়ায়।” (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এমনিভাবে নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য মাতা শচীদেবী ও পিতা মিশ্রজীর কাছে গোপনই রহিয়া গেল। এই শিশু শুধুমাত্র শচীদুলাল নহেন, ইনি নদীয়া-  
দুলাল। তাই নদীয়ার বিপ্রগণের স্বতঃস্ফূর্ত বাৎসল্যরস স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশমান। এই লীলা-কথনের অপূর্ব চমৎকারিতা ভক্তের হৃদয়ে বাৎসল্য-  
রস উদ্দীপিত করে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

## পত্র ও উত্তর

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠার পর )

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও ইহার সমর্থন দৃষ্ট হয়, যথা—

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃযতে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরिवর্ততে ॥” ( গী: ৯।১০ )

অর্থাৎ, হে অর্জুন! সর্বৈশ্বর আমি যে-প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি, তাহাতেই  
সর্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া প্রকৃতি  
এই চরাচর প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুভূত হয়।

ভগবচ্ছক্তির অনন্তত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, যথা—

‘কুতঃ পুনর্গংতো নাম তস্ম মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্ম।

যোহনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্বৃণত্বাদ্ যমনন্তমাত্ত্বঃ ॥

( শ্রীভা: ১।১৮।১৯ )

স্বতগোষ্ঠ্যামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে ভগবানের মহিমা-কীর্তন-  
প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—



(হে ঋষিগণ!) যিনি মহত্ত্বমগ্ণের একান্ত পরমাশ্রয়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিলে যে নীচকূলে জন্ম ও তজ্জনিত মনঃপীড়া বিদূরিত হইবে, এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব? যাহার শক্তি অনন্ত, যে ভগবান্ নিজেও অনন্ত, যাহার গুণ প্রতি মহদ্ বস্তুতেই আছে, স্মৃতির লোকে যাহাকে অনন্ত বলিয়া জানেন, তাঁহার নামকীৰ্ত্তনকারীর যে নীচ জাতিতে জন্ম ও তজ্জনিত মনোবেদনা অপনীয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আপনি যখন উদ্ভাস্ত বা ধৰ্ম্মনিরূপণে সংমুচচিত্ত হইয়া উপদেশ লাভের জন্ত এ অধমের নিকট শরণাপন্ন হইয়াছেন, তখন আপনার আত্মকল্যাণের নিমিত্ত কিছু শাস্ত্রযুক্তিসহ ধৰ্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিব। যদি তাহা স্বল্প-পরিমাণেও উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে নিজেই ধন্য মনে করিব।

পরমার্থতত্ত্ব অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব “অবাং মনসো-গোচর”। কেবল মাত্র মুক্ত পুরুষেরই গ্রাহ্য। বদ্ধজীব স্বতন্ত্রভাবে যাহা ধারণা করিবে তাহা সকলই ভুল ধারণা। এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রসকল অভ্রান্ত, ঋষিবৃন্দ শ্রুতিকে এবং তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতকেই উপরোক্ত বিষয় অমল প্রমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যেখানে মানবগণ ভ্রান্তিবশতঃ পরমার্থতত্ত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া সন্দিহান, সেখানে ‘শব্দ’ অর্থাৎ বেদ-বেদান্ত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগণই মূল প্রমাণ। অতএব আপনি পরমতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া নিজের বিচারের উপর বিশেষ ভরসা না করিয়া উক্ত শাস্ত্রে সেই সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া মত স্থির করিবেন। নিম্নে প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহ হইতে সংক্ষেপে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

এখন বেশ অবহিত চিন্তে শ্রবণ করুন :—

আপনার পত্রাভ্যন্তরে যে ধাতু ও আলুর চাষের উদাহরণ উত্থাপন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ-তত্ত্বের উপাসনাকে ধাতু এবং অত্যাচ্ছ দেব-দেবীর উপাসনাকে আলু মনে করুন। শ্রুতি, উপনিষদ, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং অত্যাচ্ছ প্রামাণিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই ‘পরতত্ত্ব’ এবং অত্যাচ্ছ দেব-দেবীগণকে কৃষ্ণের দাস-দাসী বলা হইয়াছে।

ক) ঋগ্, সাম, যজুঃ, অথর্ব এবং প্রধান প্রধান উপনিষদে—

“ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুতি সুরয়ঃ।”



অর্থাৎ সেই বিষ্ণুর পরমপদকে ( অথবা বিষ্ণুঃ পরতত্ত্বকে ) তত্ত্বদর্শিগণ—  
মুক্তপুরুষগণ সর্বদা দর্শন করেন ।

উক্ত মন্ত্রটি চারি বেদের অতিরিক্ত কঠ, শ্রবাল, নাদবিন্দু, বায়ুদেব,  
ধ্যানবিন্দু, যোগশিখা, রামোত্তরতাপিনী, বরাহ, পৈঙ্গল, নৃসিংহ পূর্ব-  
তাপিনী, গোপাল পূর্বতাপিনি, মুক্তিক প্রভৃতি আরও অনেক উপনিষদেও  
পাওয়া যায় । এই বিষ্ণুই সর্ব দেবময় অর্থাৎ সমস্ত দেবতার মূল । শ্রীবিষ্ণুর  
আরাধনা করিলে সর্বদেবতার পূজা করা হয় । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরূপ  
বলা হইয়াছে—“বিষ্ণুঃ সর্বা দেবতাঃ” ( ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।১।১ )

শ্রীমদ্ভাগবতে “বিষ্ণুপরতমতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ” এইরূপ স্পষ্টভাবে প্রতি-  
পাদিত হইয়াছে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ । ( ভাঃ ১।৩৩।৩৯ )

এখানে ব্রজবধুবল্লভ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই ‘বিষ্ণু’-শব্দে উক্ত হইয়াছে । পুনঃ  
শ্রীমদ্ভাগবতে—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্ ।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ( ভাঃ ১।৩।২৮ )

[ পূর্বে যে-সকল অবতারের বিষয় কীর্তন করা হইয়াছে, তাহাদের  
মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা  
আবেশাবতার । এই সকল অবতার দৈত্যানিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার  
নিমিত্ত প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন । কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্,  
অবতারগণের মূল পুরুষ আত্মপুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি । ]

ব্রহ্মসংহিতায়ও বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ( ৫।১ )

অর্থাৎ, সৎ, চিত্র ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর । তিনি স্বয়ংরূপ  
অনাদি এবং সকলের আদি ও সর্বকারণের কারণ ।

সেই কৃষ্ণ মায়াপ্রকৃতি শ্রীদুর্গা প্রভৃতির অধ্যক্ষ বা পরিচালক—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্রযতে চরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোত্তেষ জগদ্বিপরिवর্ততে ॥ ( গীঃ ৯।১০ )

অর্থাৎ, আমার চিদিলাস-সম্বন্ধীয় ইচ্ছা হইতে যে প্রকৃতিকে কটাক্ষ করি,  
তাহাতেই সর্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে । সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া



প্রকৃতিই এই চরাচর জগৎ প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।

অধিক কি, শ্রীগীতায় স্পষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই পরতমত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে--

মন্তঃ পরতরং নাহং কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং স্ত্রে মনিগণা ইব ॥ (গী: ৭।৭)

[ হে ধনঞ্জয়! আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; স্ত্রীতায় যেরূপ মনিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতেই এই সমগ্র বিশ্ব গ্রথিত আছে অর্থাৎ ওতঃপ্রোতভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। ]

শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হয়—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তপ্যন্তি তৎস্বল্পভূজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাস্ত যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

( শ্রীভা: ৪।৩।১৪ )

অর্থাৎ, যেমন বৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করিলে উহার সকল শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহাৰ্য্য প্রদান করিলে (ভোজন করিলে) যেরূপ সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীগীতায় অত্র শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিতেছেন—

“যান্তি দেবত্বভা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥” (গী: ৯।২৫)

অর্থাৎ, দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, ভূতপূজকগণ ভূতলোক গমন করেন এবং আমার পূজাপরায়ণগণ আমাকেই পাইয়া থাকেন।

অতএব শ্রীহরিই পরম-তত্ত্ব, রসাক্তি ও সর্বশক্তিমান্। গীতায় তারস্বরে বলিতেছেন—

“তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সসি শাস্বতম্ ॥” ( ১৮।৬২ )

সেই পরম করুণাময়ের সর্বভাবে শরণ লইলেই তাঁহার অমুগ্রহে পরাশান্তি লাভ করিতে পারিবেন।



এখন শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারে দেখা যাইতেছে কৃষ্ণই পরতত্ত্ব। তিনিই সকলের উপাস্ত। ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা এবং অন্যান্য সকল দেবতাগণ সকলেই তাঁহার সেবক-সেবিকা। সেই কৃষ্ণকে বাদ দিয়া অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনাই হইতেছে ধাত্ত বাদ দিয়া আলুচাষ করা। এখন অনুপযুক্ত আলুচাষ উৎপাটন করিয়া ধাত্তেরই চাষ করা অর্থাৎ কৃষ্ণেরই উপাসনা করা কর্তব্য। কারণ দেব-দেবীর স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করিলে সফল হয় না। তাহা সম্পূর্ণরূপে অবিধিপূর্বক করা হয়। গীতায় ৯।২৩ শ্লোকে স্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন—

যেহপ্যনুদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ।

তেহপি মামেব কোত্তেয় যজন্তাবিধিপূর্বকম্।

অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেব-দেবীর ভজন করিলে পরমসুখ লাভ করা যায় না।

আপনার অন্যান্য প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে এইরূপ জানিবেন—

প্রঃ—সন্ন্যাসধর্ম না নিয়ে গৃহে থেকে কি সাধন ভজনের বাধা আছে ?

উঃ—সাধন-ভজন গৃহে এবং বনে ( সন্ন্যাস আশ্রমে ) সর্বত্রই হইতে পারে। যদি গৃহে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ সাধুগণের সঙ্গ পাওয়া যায় এবং ভজনের সর্বপ্রকারের অনুকূলতা থাকে, তবে গৃহে থাকিয়াও সাধন-ভজন করা যায়। যে-গৃহে ভজনের প্রতিকূলতা আছে এবং উপযুক্ত সাধুসঙ্গ পাওয়া যায় না, সেস্থলে ঐগৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে হরি-ভজন করাই শ্রেয়ঃ। সংস্কৃত পদাশ্রয় করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবার নামই সন্ন্যাস।

প্রঃ—ধ্যান করিবার নিয়মই বা কি ?

উঃ—সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে সাধুসঙ্গ করিয়া গুরুপদাশ্রয়, তৎপরে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তন, পরে অনর্থ নিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা, কুচী এবং আশক্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তরূপী দর্পণ মার্জিত হইলে স্বতঃই সমাধিতে ভগবৎ দর্শন হইবে। ইহাই ভগবৎ দর্শনের প্রকৃষ্ট বিধি। এই ভগবৎ দর্শনের যত্নতর সর্বত্রই সহজভাবে ভগবানের ধ্যান হইবে। এই পদ্ধতিছাড়া যাবতীয় ধ্যানই সকপোল-কল্পনা।

প্রঃ—মন শুদ্ধির দরকার না বেশভূষণ শুদ্ধির প্রয়োজন ?



উঃ—তুইটারই কোন প্রয়োজন নাই। প্রথমে সদৃশুর পদাশ্রয় করিয়া তাঁহার উপদেশ মত সাধন-ভজন করিবেন। ক্রমশঃ আপনার উপযুক্ত অবস্থা অনুসারে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম যেক্রপ আদেশ করিবেন সেইক্রপ চলিবেন। গুরুকে বাদ দিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ব্বক ঐকান্তিকভাবে সাধন-করিলেও তাহা উৎপাতের কারণ হইয়া থাকে। অতএব এবিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে কিছু না করাই ভাল, শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্তনের দ্বারা মন নিজে থেকে শুদ্ধ হইয়া যায়—পৃথকভাবে তাকে শুদ্ধি করিবার অস্ত কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবদ্-আরাধনা—শ্রীহরিনামগ্রহণদ্বারা মনশুদ্ধির অস্ত কোন উপায় নাই।

জীবমাত্রেরই হরিভজনের অধিকার আছে। অতএব আপনার স্থূল শরীরের যাহাই নাম ও রাশি-নক্ষত্র থাকুক না কেন আপনি অবশ্যই হরিভজন করিতে পারেন। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস। অতএব আপনিও স্বরূপত কৃষ্ণদাস। শাস্ত্রে আরও আছে—

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।  
স্বকর্ম্ম করিতেও রৌরবে পড়ি' মজে ॥

অতএব গীতার উপসংহারে—

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (১৮।৬৬)

[ সর্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না। ]

উক্ত শ্লোকে অন্ত্যাত্ম দেব-দেবীর উপাসনা এবং অন্ত্যাত্ম শরীর ও মনের যাবতীয় উপধর্ম্মসমূহকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তাহাতেই পরমা শান্তি এবং পরমধাম প্রাপ্তি হইবে। আপনার নাম 'শান্তিকুমার', আপনি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া শান্তিকুমার নামের সার্থকতা উপলব্ধি করুন, ইহাই কামনা করি।

শ্রীগৌরজনকিস্বর—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত উদ্ধমন্তী



# শ্রীশ্রীএকাদশব্রত

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণের প্রায় প্রত্যেক পুরাণই ব্যবস্থা দিতেছেন যে “একাদশব্রত” সকল মানবেরই কর্তব্য। সকল পুরাণ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিবার বাহাদের অবকাশ নাই তাহার। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাপাত্র ভক্তিশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত মহাভাগবতপ্রবর শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর রচিত শ্রীশ্রীহরিতত্ত্ববিলাসের দ্বাদশ বিলাস পাঠ করিলেই বিশেষ ভাবে ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ভুক্তি-যুক্তি-সিদ্ধিকামী মৎস্যমাংস-ভোজী কলিমন্তব অশুদ্ধ শূদ্রকল্ল গ্রামযাজী—

“পতৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতধরেৎ।

আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তূর্নরকর্ষণেব গচ্ছতি ॥”

উক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সাধারণের নিকট নিজেদের জাত্যাভিমান-জনিত তুচ্ছ পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্ত আষাঢ় মাসের কুপ-মণ্ডকের ঋণ অলৌক চিৎকার করতঃ বলিয়া থাকেন, “পতি জীবিত থাকিতে স্ত্রীলোকেরা কখনও একাদশব্রত করিবে না। যে রমণী এই ব্রত করিবেন, তিনি স্বামীর পরমায়ু হরণ করিয়া নরকে গমন করিবেন।” এস্থলে উপরের লিখিত মূল শ্লোকের “ব্রতধরেৎ” শব্দের অর্থ কেবলমাত্র একাদশ-ব্রত ভিন্ন অবৈষ্ণবপর অগ্ন্যগ্ন ব্রত সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

একাদশব্রতং যৈস্তু কৃতং ভক্তিসমম্বিতৈঃ।

তৈশ্চ যজ্ঞা কৃতা সর্বৈ ব্রতানি সফলানি চ ॥

—পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসাগর, ২২।৬৩।)

ভক্তি সহকারে একাদশব্রত করিলেই সকল যজ্ঞ ও সকল প্রকার ব্রতের ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব ‘একাদশী’-নামক এই মহাব্রতের সহিত কখনও অগ্ন্যগ্ন ব্রত কিম্বা কোন পুণ্য কর্মেরই তুলনা হইতে পারে না। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডের ২৬শ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক হইতে ২২শ শ্লোক দেখুন।

ব্রহ্ম পুরাণের ২২৮ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসাগরের ২২শ ও ১৩শ অধ্যায়, বৃহন্নারদীয় পুরাণের ২১শ অধ্যায় একাদশব্রতের মাহাত্ম্য এবং



ভবিষ্য পুরাণের উত্তরখণ্ডে উহার উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণিত আছে। একাদশী-ব্রত যে-সকল মানবেরই কর্তব্য, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে, ভক্ত পাঠক-বৃন্দ স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন।

দেবপুরাধিপতি মহাভাগবত রুক্মাঙ্গদ রাজা তাঁহার হস্তীশালার সর্ব-প্রধান হস্তীপৃষ্ঠে পটহ স্থাপন করিয়া তন্নিদা-সহকারে তাঁহার রাজ্য-মধ্যে সর্বত্র এইরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে,—

অষ্টাবর্ষোহধিকো মর্ত্যোহশীতি নৈব পূর্য্যতে ।

যো ভুঙ্ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ ॥

স মে বধ্যশ্চ নির্ঝাস্তো দেশতঃ কালতশ্চ মে ।

এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রা একাদশমুপোষনম্ ॥

কুর্য্যান্নরো বা নারীবা পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

—শ্রীনারদীয় পুরাণ

যাহার বয়ঃক্রম অষ্টবর্ষের অধিক অথবা অশীতি বর্ষের ন্যূন, এরূপ কোন ব্যক্তি যদি আমার রাজত্বমধ্যে একাদশীর দিন অন্নভক্ষণ করে তবে সে আমার বধ্য, অথবা তাহাকে আমার রাজ্য হইতে নির্ঝাসিত করা হইবে। সুতরাং কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই গুরু ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

ভুয়ো ভুয়ো দৃঢ়া বাণী শ্রয়তাং শ্রয়তাং জনাঃ ।

ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং হরেদ্দিনে ॥

—পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার ১২।৫৩

আমি বারংবার দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, হে জনগণ ! তোমরা শ্রবণ কর, যেন শ্রীহরিবাসরে ( একাদশীদিনে ) কদাচ অন্ন ভক্ষণ করিও না।

ন শৈব নচ সৌরোহমৌ ন শাক্তো গণসেবকঃ ।

যো ভুঙ্ক্তে বাসরে বিষ্ণোজ্জৈর্যঃ পশ্বাধিকো হি সঃ ॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৩৭।৬০

শৈব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য প্রভৃতি কেহই একাদশীতে অন্ন ভোজন করিবে না, যে ব্যক্তি ভোজন করিবে, সে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

( ক্রমশঃ )



# জগদগুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

আধুনিক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের যুগান্তর আনয়নকারী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পূর্ব পূর্ব বৎসরের গ্রায় এই বৎসরও মহা-মহোৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠান বিগত ১৫ বামন, ১৫ আষাঢ় (ইং ৩০।৬।৭৩), শনিবার হইতে আরম্ভ হইয়া ২৫ বামন, ২৫ আষাঢ় (ইং ১০।৭।৭৩), মঙ্গলবার পর্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী সাড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

উক্ত উৎসব-উপলক্ষ্যে অন্যান্য বৎসরের গ্রায় জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে তদীয় অলৌকিক জীবন-চরিত আলোচনা-সভায় পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ভক্তিগীতি-কীর্তন এবং শ্রীরথযাত্রার প্রাক্‌দিবস শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট যাত্রা ও পুনর্যাত্রা দিবসদ্বয়ে কীর্তনমুখে শ্রীরথাকর্ষণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসকল যাজিত হয়।

তদুপরি শ্রীরথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষ্যে আহুত ও অনাহুত অনেক সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই শ্রীরথযাত্রার সময় প্রায় দশ/পনের সহস্রাধিক দর্শনার্থী সন্নিবেশিত হইয়াছিলেন।

## নিবেদন

‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ এই সংখ্যা ২৫শ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা-রূপে প্রকাশিত করা হইল। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সাহুনয় নিবেদন, যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদেরকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

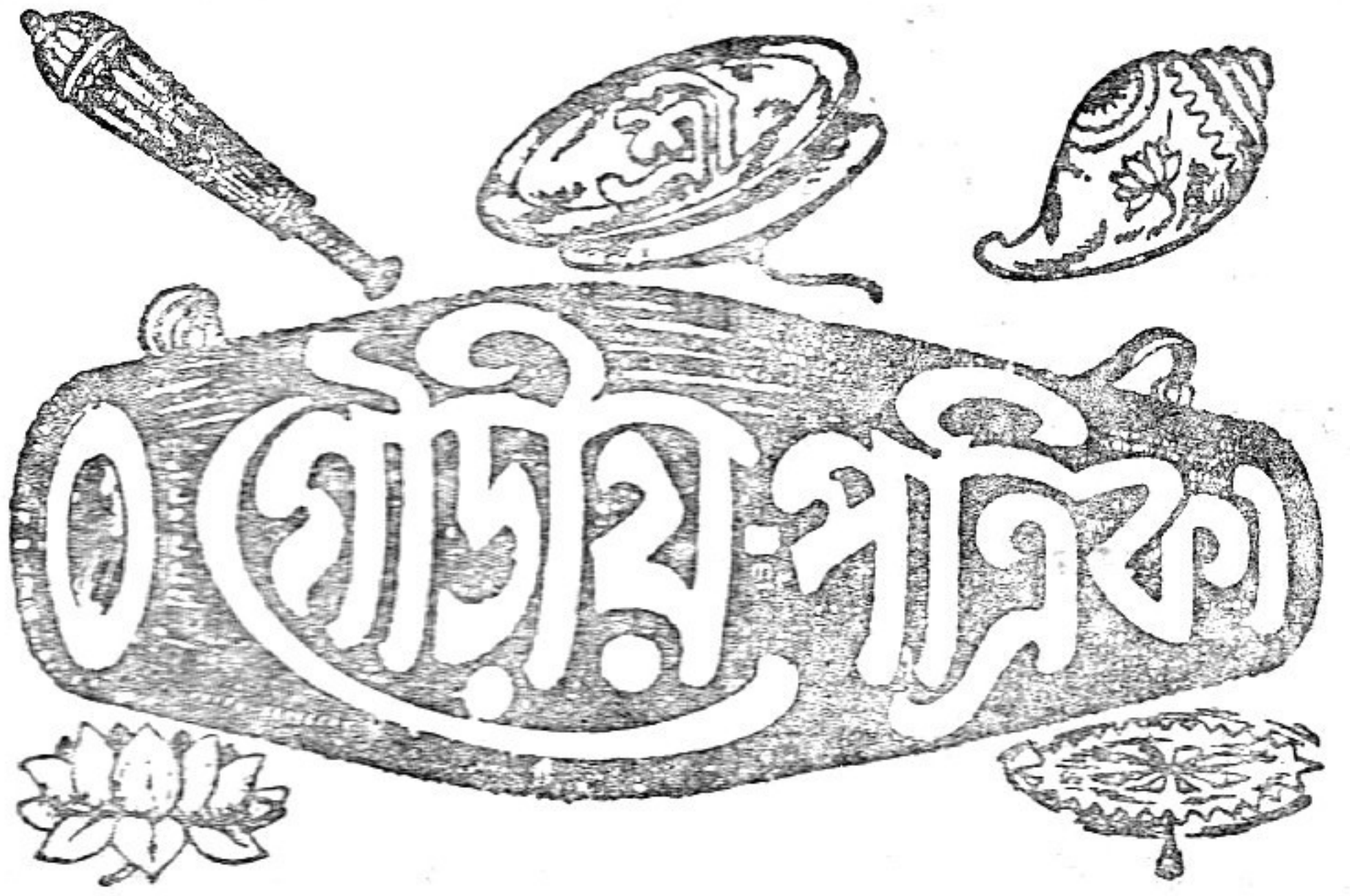
বিনীত নিবেদক—

সেবাসচিব,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়



স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যস্মাত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যশূন্য ॥

অন্য ধর্ম দুষ্টরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথার বতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { সঙ্কর্যণ, ৫ পদুনাভ, ৪৮৭ গৌরাক  
সোমবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৮০ ; ইং ১৭/১১/১৯৭৩ } ৭ম সংখ্যা

### সানুবাদঃ

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[ শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]

( পূর্ব প্রকাশিত ২৫শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮ পৃষ্ঠার পর )

রতিমনুবধাগৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা ।

স জয়তি নিস্ফুটার্থা বরবংশজকাকলী দূতী ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! যিনি সঙ্গশত্রু ও দূতীর কার্য্য করিতে বিশেষ বিচক্ষণ, যিনি  
শ্রীরাধিকার হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে অরণ্যপ্রদেশে  
আনয়ন করেন এই প্রকার তদীয় সেই বংশীধ্বনিরূপ দূতীর জয় হউক ।

॥ মাতঙ্গখেলিতম্ ॥

নাথ হে নন্দগেহিনীশন্দ পুতনাপিণ্ডপাতনে চণ্ড

দানবে দণ্ডকারকাথণ্ড সারপৌগণ্ডলীলয়োদগু



গোকুলালিন্দগুচ গোবিন্দ পুরিতামন্দরাধিকানন্দ  
 বেতসীকুঞ্জমাধবীপুঞ্জ লোকনারস্তুজাতসংরম্ভ-  
 দীপিতানঙ্গ কেলিভাগঙ্গ গোপসারঙ্গ লোচনারঙ্গ-  
 কারিমাতঙ্গ খেলিতাসঙ্গসৌহৃদাশঙ্ক যোষিতামঙ্গ  
 পালিকালম্ব চারুরোলম্ব মালিকাকণ্ঠ কোতুকাকুণ্ঠ  
 পাটলীকুন্দ মাধবীবৃন্দ সেবিতোত্তুঙ্গশেখরোৎসঙ্গ  
 মাং সদা হস্ত পলায়ানন্তু ॥ বীর ॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি নন্দগেহিনী শ্রীমতি যশোদার আনন্দপ্রদ, তুমি পূতনার দেহপাত করিয়াছ, তুমি বাল্যকালে অমোঘ বলবীৰ্য্য-প্রভাবে দুই দানবগণ নিগ্রহ করিয়াছ, হে গোবিন্দ! তুমি সেই বিশ্বব্যাপক পরব্রহ্ম অথচ নন্দালয়ের ঘরের বহির্ভাগে গুচভাবে অবস্থান করিতেছ, শ্রীরাধিকার হৃদয়ে অসীম আনন্দবর্দ্ধন করিতেছ, তুমি বেতসীলতা ও মাধবীলতাসমূহে আবৃত, নিকুঞ্জশোভা দর্শনে সমুৎসুক হইলে ঐ সময়ে উদ্দীপ্ত অনঙ্গ তোমার শ্রীঅঙ্গ আশ্রয় করে, মন্তমতঙ্গের জ্বায় ত্বদীয় কেলি সন্দর্শনে গোপাঙ্গনাগণের হৃদয়ে কতই আনন্দ হয়, ব্রজরমণীগণ নিঃস্বার্থ হইয়া কেবল “তোমার প্রীতি হউক” এই কামনা করিয়া অসঙ্কচিত চিত্তে তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তোমার কণ্ঠস্থ বনমালার-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ সুন্দর গুণ্ গুণ্ শব্দ করিতেছে, তুমি সর্বদা কোতুকপ্রিয়, পাটলী, কুন্দ, মাধবী প্রভৃতি কুসুমদ্বারা তোমার চূড়া সুশোভিত, অতএব হে অনন্ত! তুমি সর্বদা এই ঘোর সংসার হইতে আমাদের রক্ষা কর।

স্মুরিন্দীবরসুন্দর সাম্প্রতরানন্দকন্দলীকন্দ ।

মাং তব পদারবিন্দে নন্দয় গন্ধেন গোবিন্দ ॥

কুন্দদর্শন বন্ধরসন রুক্মবসন রম্যহসন ॥ দেব ॥

হে গোবিন্দ! বিকসিত ইন্দীবরের জ্বায় তোমার সুন্দর বর্ণ এবং তুমি প্রগাঢ় আনন্দের মূলস্বরূপ, অতএব তোমার পাদপদ্মগন্ধদ্বারা আমাকে আনন্দিত কর। হে কুন্দদর্শন! তোমার কটিদেশ কাঞ্চীভূষণে ভূষিত, তোমার শ্রীমুখে সর্বদা মুহূহাস্ত শোভা পাইতেছে এবং স্বর্গের জ্বায় পীতবসনে তুমি সুশোভিত।



প্রপন্নজনতাতমঃক্ষণশারদেন্দুপ্রভা-

ব্রজাযুজবিলোচনা-স্বরসমৃদ্ধিসিদ্ধৌষধিঃ ।

বিড়ম্বিতসুধাসুধি প্রবলমাধুরীভষরা

বিভর্তু তব মাধব শ্রিতকড়ম্বকান্তিমূদম্ ॥ তিলকং ॥

হে মাধব ! ভক্তগণের হৃদয়াক্ষকারবাণী ও ব্রজরমণীগণের অনঙ্গ বুদ্ধি-  
কারিণী এবং সুধাসমুদ্রের মাধুর্য্য তিরফারিণী চন্দ্রকান্তির শ্রায় ত্বদীয় সেই  
শ্রিতকান্তি অর্থাৎ জীবৎ হস্ত আমার অসীম আনন্দ বর্দ্ধন করুন ।

অমলকমল রুচিখণ্ডনপটুপদ নটনপটিমহতকুণ্ডলিপতিমদ ।

নবকুবলয়কুলসুন্দররুচিভর ঘনতড়িছুপমিতবন্ধুরপটবর ।

তরণি ছুহিতৃতটমঞ্জুলনটবর নয়ননটনজিতখণ্ডনপরিকর ।

ভূজতটগত হরিচন্দনপরিমল পশুপযুবতীগণ নন্দবরকল ।

নবমদমধুর দৃগঞ্চলবিলসিত মুখপরিমলভর সঞ্চলদলিতবৃত ।

শরতুপচিত শশিমণ্ডলবরমুখ কনক-মকরময়কুণ্ডলকৃতসুখ ।

যুবতিহৃদয় শুকপঙ্কর নিজভুজ পরিহিত বিচাকিল মঞ্জুলশিরসিজ ।

সুতনুবদনবিধুচুষ্মনপটুতর দলুজনিবিড়মদদুষ্মনরণখর ॥ বীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার পাদপদ্ম বিকসিত কমলের সৌন্দর্য্যের গর্ভে খর্ব্ব  
ও কালিয়নাগের মস্তকের উপর নৃত্য হেতু উহার অহঙ্কার বিনাশ করিয়াছে,  
নববিকসিত নীলপদ্মের শ্রায় মনোহর তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তি, তোমার  
শ্রীঅঙ্গে তড়িদ্মাশার শ্রায় শোভা পাইতেছে, তুমি তরণিতনয়া কালিন্দীতে  
সুন্দর নৃত্য করিতে ভালবাস, তোমার নয়নভঙ্গী দেখিয়া খঞ্জনগণ পরাজিত  
হইয়াছে, তোমার ভূজস্থ অঙ্গঙ্গি হরিচন্দনাদি অঙ্কুলেপনে অঙ্কুলিপ্ত, তুমি  
বংশীধ্বনিদ্বারা ব্রজরমণীগণের আনন্দবর্দ্ধক কর, তোমার নয়নপ্রাপ্ত অভিনব  
আসবের শ্রায় চিত্তোন্মাদক সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ তোমার শ্রীমুখের  
চতুর্দিকে বেষ্টিত করিতেছে, শরৎকালীন পূর্ণশশধরের শ্রায় তোমার মুখমণ্ডল  
সুবর্ণনির্ম্মিত মকরকুণ্ডলে তোমার কর্ণযুগল সুশোভিত, তোমার বাহ্যযুগল  
গোপিকাগণের চিত্তরূপ শুকপঙ্কর পঙ্করস্বরূপ, সুন্দর মল্লিকাপুষ্প তোমার  
চুড়ায় সুশোভিত, তুমি গোপিকাগণের মুখচন্দ্রচুষ্মনপ্রিয়, তুমি দলুজগণের  
মদগর্ভে খর্ব্বকারী ।



রগতি হরে তব বেণৌনার্যো দনুজাশ্চ কম্পিতাঃ খিন্নাঃ ।

বনমনপেক্ষিতদয়িতাঃ করবালান্ প্রোজ্য ধাবন্তি ॥

কুক্ষুমপুণ্ড্র ক গুক্ষিতপুণ্ড্র কক্ষুলকঙ্কণ কণ্ঠগরঙ্গণ ॥ দেব ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি বংশীধ্বনি করিলে গোপীগণ কবরীবন্ধনাদি বেশবিহ্বাসে প্রবৃত্ত থাকিলেও উহা পরিত্যাগপূর্বক পতি প্রভৃতি গুরুজনের অপেক্ষা না করিয়া তোমাকে পাইবার নিমিত্ত নিবিড় নিকুঞ্জস্থানে গমন করেন এবং ঐ সময়ে সাস্ত্রিকভাবে উদয় হেতু উঁহারা কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হন । পক্ষান্তরে বংশীরব শ্রবণ করিয়া দানবগণ ভয়ে কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক স্ত্রী-পুত্রাদির অপেক্ষা না করিয়াই নিবিড় অরণ্যে পলায়ন করে । হে দেব ! তোমার লগাটে কুক্ষুণিগ্নিত তিলোক সুশোভিত, তোমার করকঙ্কণ মাধবীকুসুমে সুশোভিত, সুন্দর রঙ্গণ পুষ্পের মালা তোমার কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে ।

সারঙ্গাক্ষীলোচনভৃঙ্গাবলিপানচারুভৃঙ্গার ।

দ্বাং মঙ্গলশৃঙ্গারং শৃঙ্গারাধীশ্বর স্তোমি ॥

হে শৃঙ্গার বসরাজ ! তুমি হরিণ-নয়ন গোপাঙ্গনার নয়ন-ভ্রমরের মধুপান পাত্রস্বরূপ এবং সুন্দর বেশভূষায় সুশোভিত, অতএব আমি তোমাকে স্তব করিতেছি ।

॥ চণ্ডবৃত্তস্ত বিশিখে পঙ্কেরুহং ॥

জয় গতশঙ্ক প্রণয়বিটঙ্ক প্রিয়জনরঙ্ক স্মিতজিতশঙ্খ

স্ফুটতরশৃঙ্গধ্বনিধুতরঙ্গ ক্ষণনটদঙ্ক প্রণয়িকুরঙ্গ-

ব্রজকুতঙ্গ শ্রুতিতটরিস্তমধুরসপিঙ্গপ্রথিতলবঙ্গ-

স্বনটনভঙ্গবণিতভুজঙ্গ স্তবকিততুঙ্গক্ষিতিরুহশৃঙ্গ-

স্থিতবল্লভঙ্গকণিততরঙ্গপ্রবলদনঙ্গ ভ্রমরুভঙ্গী-

মুদিতকুরঙ্গীদৃগুদিতভঙ্গীমুদিমভিরঙ্গীকুতনবসঙ্গী-

তক দরবক্ষেক্ষণ নবসক্ষেতগমুহাদক্ষেণয় সকলক্ষে-

তরপৃষদক্ষেড়িতমুখপঙ্কেরুহপদরক্ষে কুপয়

সপঙ্কে কিল ময়ি ॥ বীর ॥

হে কৃষ্ণ ! জীবগণ তোমাকে আশ্রয় করিলে নির্ভয় হয়, তুমি প্রেমের আধার ও ভক্তজন বল্লভ, তোমার মধুরহাস্ত শঙ্খের ন্যায় শুভবর্ণ, তুমি



মধুর শৃঙ্গধ্বনি করিয়া সকলকে আনন্দিত কর এবং আপনিও আমন্দে নৃত্য করিতে থাক, তুমি সর্বলা ভরূরূপ কুবঙ্গগণে পরিবৃত, তোমার কর্ণযুগল লবঙ্গ কুসুম নির্মিত পুষ্পাভরণে ভূষিত, তুমি কালিয় সর্পের উপর নৃত্য করিয়া উহার দর্পচূর্ণ করিয়াছ, শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পিত তরুশাখাশ্রেণে ভ্রমরগণ গুণ্ গুণ্ শব্দ করিলে তৎশ্রবণে তোমার অঙ্গে অনঙ্গরসের সঞ্চার হয়, শ্রীবৃন্দাবনে ইতস্ততঃ হরিণীগণ ভ্রমণ করিতেছে, উহাদিগের ভ্রমণের আয় কৃষ্ণবর্ণ নয়ন সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে প্রেয়সী স্মরণ হওয়ায় অমনি ভাব-ভঙ্গী প্রকাশপূর্ব্বক তুমি বংশীধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হও, তুমি নয়ন ভঙ্গীরূপ সঙ্কেত-দ্বারা গোপিকাগণকে নিকটে আনমনপূর্ব্বক উহাদিগের হৃদয়ে শয়ান হও, তোমার বদনমণ্ডল অকঙ্ক চন্দ্রের আয়, তোমার চরণযুগল প্রফুল্ল কমলের আয় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছে, অতএব হে নাথ ! পুণ্যহীন এই দীনের প্রতি করুণা প্রকাশ কর ।

উত্তুঙ্গোদয়শৃঙ্গসঙ্গমজুষাং বিভ্রংপতঙ্গত্ৰিমাং

বাসস্তল্যমনঙ্গসঙ্গরকলাশৌচীর্থাপারঙ্গতঃ ।

স্বাস্ত্ৰং রিঙ্গদপাঙ্গভঙ্গিভিরলং গোপাঙ্গনানাং গিল-

ভুয়াস্ত্ৰং পশুপালপুঙ্গব দৃশোরবাস্ত্ররঙ্গায় মে ॥

হে পশুপালপঙ্গব ! তুমি নবোদিত অরুণকিরণের আয় উজ্জ্বলবসনে সুশোভিত তুমি কন্দর্প বিলাসবসেব পরপারে গমন করিয়াছ এবং অপাঙ্গ ভঙ্গীদ্বারা ব্রজরমণীগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছ, অতএব আমার নয়নযুগলের পরিপূর্ণ আনন্দ বিস্তার কর অর্থাৎ দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর ।

বিলসদলিকগতকুক্ষুমপরিমল কটিতটধৃতমণিকিঙ্কিণিবরকল ।

নবজলধরকূললঙ্গিমরুচিভর মসৃণমুরলিকলভঙ্গিমধুরতর ॥বীর॥

হে নাথ ! তোমার ললাট স্রুগন্ধি কুক্ষুম তিলকে সুশোভিত, মধুরধ্বনিযুক্ত মণিময় কিঙ্কিণী তোমার কটিদেশে বিরাজ করিতেছে, তোমার শ্রীঅঙ্গের কাঙ্ক্ষিতে নবীন জলধরের কান্তি তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি মধুর মুরলীর ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলে তখন তোমার মূর্ত্তিও অতি সুমধুর হয় ।

অবতংসিতঃপুঞ্জমঞ্জরে তরুণীনেত্রচকোরপঞ্জরে ।

নবকুক্ষুমপুঞ্জপিঞ্জরে রতিরাস্তাং মম গোপকুঞ্জরে ॥



মনোজ্ঞ কুসুম-মঞ্জরী বাহার কর্ণভূষণ, যিনি যুবতীগণের নয়ন-চকোর  
পঞ্জর এবং অভিনব কুসুমালোপনে বাহার শ্রীঅঙ্গ পীতবর্ণ, ঈদৃশ সেই গোপ-  
রাজ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমার অচলা ভক্তি হউক ।

॥ সিতকঞ্জম্ ॥

জয় কচচঞ্চদ্যুতিসমুদঞ্চমধুরিমপঞ্চস্তবকিতপিঙ্ক-  
স্মুরিত বিরঞ্চস্তত গিরিকুঞ্জব্রজপরিগুঞ্জমধুকরপুঞ্জ-  
দ্রুতমৃশিঞ্জ দ্বিষদহিগঞ্জ ব্রততিষ্ম খঞ্জন্নবরসমঞ্জ-  
নরুদতিপিঙ্ক প্রবলিতমুজানলহর গুঞ্জাপ্রিয় গিরিকুঞ্জা-  
শ্রিত রতিসজাগর নবকঞ্জামলকর ঝঞ্ঝানিলহর মঞ্জী-  
রজরবপঞ্জীপরিমলসঞ্জীবিতনবপঞ্চাঙ্গুগশরসঙ্কা-

রণজিতপঞ্চাননমদ ॥ ধীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চূড়াগ্রবর্তী ময়ূরপুচ্ছ মন্দ মন্দ পবনদ্বারা ঈষৎ  
কম্পিত হইয়া সুন্দর শোভা পাইতেছে, তুমি ব্রহ্মার আরাধ্য, তোমার কর-  
চরণস্থ নুপুরাদি ভূষণধ্বনি শ্রবণ করিলে বোধ হয় যেন উহার শ্রীবৃন্দাবনের  
মধুকরমালার স্রমধুর শব্দের অনুকরণ করিতেছে, তুমি কালিয়সর্পের গর্ক  
খর্ক করিয়াছ, মন্দ মন্দ পবন-সঞ্চালিত কুসুমরেণুদ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ পিঙ্ক-  
বর্ণ হইয়াছে, তুমি প্রদীপ্ত দাবানল নির্ঝাণ করিয়াছ, তুমি গুঞ্জাভূষণে  
ভূষিত, তুমি রতি-লোলুপ হইয়া গোবর্দ্ধন নিকুঞ্জে গমনপূর্বক তথায়  
জাগরিত হও, প্রফুল্ল কমলের ত্রায় তোমার হস্তযুগল, তোমার মধুর নুপুর-  
শব্দ শ্রবণে কন্দর্প পুনর্জ্বলিত হইয়া যেন নিজবৈরী মহাদেবকে পরাজয়  
করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে ।

কণিকারকৃতকণিকাভ্যন্তিকণিকাপদনিযুক্তগৈরিকা ।

মেচকা মনসি মে চকারতু তে মেচকাভরণ ভারিণী তনুঃ ॥

যাহাতে কণিকার কুসুম কর্ণভূষণ হইয়া শোভা পাইতেছে, নানাবিধ  
গৈরিক ধাতুদ্বারা যাহা অলুপ্ত সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ যাহা সুশোভিত ও  
নবনীরদের ত্রায় কৃষ্ণবর্ণ, তোমার সেই ঈদৃশী শ্রীমুগ্ধি সর্বদা আমার হৃদয়ে  
বিরাজিত হউক ।

( ক্রমশঃ )



## ভক্তব্রজ

[ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত ভক্তির  
অনুষ্ঠানও কৰ্ম হইয়া যায় । ]

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

৪৪ এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট

কলিকাতা — ৬

ইং ৪।৬।১৯৬৪

স্নেহাম্পদেয় \* \* \*

মগরা হইতে তোমার লিখিত পত্র পাইলাম। তুমি যে খুব প্রচারাদি করিতেছ ইহা আনন্দের কথা, তবে সে প্রচার গুরুপাদপদ্ম হইতে পৃথক্ভাবে করিলে তাহা কৰ্ম্মমার্গে পরিণত হয়। “আশ্রয় ... .. অকারণ।” তুমি যেরূপ আদর্শ দেখাইলে তাহা তোমার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় নাই। মঠবাসিগণের বিশেষতঃ ষাঁহার পাঠক বা বক্তা তাঁহার লোক-শিক্ষকরূপে সর্বদা বিচরণ করিবেন। সুতরাং সকল কথা অসহ হইলে চলিবে কেন? শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক শারীরিক আঘাত পর্য্যন্ত সহ করিয়াছেন। “তরোরপি সহিষ্ণুনা” মহাপ্রভুর শিক্ষা কোথায় প্রযুক্ত হইবে? নিজের জীবনে যদি তাহা প্রতিফলিত করিতে না পারা যায় তবে ভজনে অগ্রসর হইবে কি করিয়া? যাহা হউক তুমি পিছলদা হইতে উৎসবাদি শেষ করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে।

\* \* \* প্রভুর নিকট তোমার সংবাদ জানিবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম। তিনি তোমার প্রাথমিক সংবাদ আমাকে জানাইয়াছিলেন। পড়ে লিখিয়াছেন যে, \* \* \* কোথায় আছেন তাহার সংবাদ তিনি জানেন না। তাঁহাকে আমি লিখিয়াছিলাম, \* \* \*-এর সংবাদ লইয়া পত্রপাঠ তাহাকে আমার নিকট পাঠাইবেন। তোমার সন্ধান না পাইয়া তিনি পাঠাইতে পারেন নাই।

\* \* \* কে বলিয়াছিলাম, তিনি যেন তোমার খোঁজ লইয়া পিছলদা মঠে লইয়া আসেন এবং উৎসবের পর যেন এখানে পাঠাইয়া দেন। ইতিমধ্যে তোমার সংবাদ পাইয়া নিশ্চিত হইলাম। তুমি পিছলদা হইয়া এখানে আসিবে।



\* \* \* ৩৪ দিন পরে তোমার অনুসন্ধানে মেদিনীপুর গ্রামাঞ্চলে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহার যাত্রা করিবার পূর্বে তোমার পত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; সুতরাং তাহাকে পাঠাইবার আর আবশ্যক নাই।

\* \* \* -এর সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছি। \* \* \* \* যাহা হউক, তুমি পিছলদায় গিয়া উৎসব শেষ করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। আমার শরীর মধ্যে কয়েক দিন খুব খারাপ হইয়াছিল। এখন ক্রমশঃ ভাল হইতেছি। কলিকাতায় আর কয়েকদিন থাকিয়া চুঁচুড়া হইয়া নবদ্বীপ যাইব। \* \* \* শ্রীরামপুরে ভিক্ষা করিতে যাইয়া S.P. র Motorএ Accident হইয়া ওখানে হাসপাতালে আছে। তবে ভয়ের কারণ নাই। কিছুদিন কষ্ট পাইবে। \* \* \* মহারাজ চুঁচুড়ায় গিয়াছেন। \* \* \* ইতি -

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

শ্রীভক্তিপ্রদ্যান কেশব

## পরমার্থ \*

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৭৩ পৃষ্ঠার পর )

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হই। গতকল্য আমাদের প্রারম্ভিক কতকগুলি কথা বলবার সুযোগ হইয়াছিল ; কিন্তু সেদিন বাস্তবিক কোন প্রস্তাবিত বিষয়ের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং আমরা একদিন পিছিয়ে পড়েছি। এই আলোচনার উদ্দেশ্য যে, আমরা কিছু ভাল জানতে পার্ব। ঈশ্বর এ বিষয়ে অহুরাগবিশিষ্ট বা এ বিষয়ে নিপুণতা লাভ ক'রেছেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুনতে চেয়েছিলাম।

## গুরুদেবতান্না সেবকের বিচার

আমরা যখন গুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পুস্তকবিশেষ, তখন আমরা কেন অপরের কথাগুলি শুনতে চাই, এই সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন ক'রতে পারেন। এতৎসম্বন্ধে আমি গতকল্য কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান ক'রেছি। অসাম্প্রতিক শাস্ত্র হ'তেও সাম্প্রতিক যেরূপ তাঁদের বাক্যের দৃঢ়তা স্থাপনের জন্ত অনেক

\* পারমার্থিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রদত্ত দ্বিতীয় ভাষণ।

—সম্পাদক



অমূল্য বিষয় উদ্ধার করেন অথবা ব্যতিরেক ভাবে তাঁর আলোচনা করেন, তেমনি আমরাও অপরের কাছ থেকে অনেক কথা শুনে শ্রীত বাস্তব সত্যে অধিকতর দৃঢ়তা লাভ করিতে পারি। আমরা ভাগ্যদোষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানিগণের অনেক কথা শুনে থাকিতে পারি, কিন্তু তাঁদের সে-সকল কথা শুনে হয় ত' আমাদের বাক্যের আরও সুদৃঢ়তা হ'তে পারে। তাঁদের নিকট হ'তে কিছু শুনে আমা অভিজ্ঞতাবাদের পণ্ডিত হ'য়ে যা'ব, একরূপ ছুরাশা রাখি না। জাগতিক পাণ্ডিত্য লাভের জন্ত বৃথা চেষ্টা আমার নেই। যদি প্রাপঞ্চিক কথায় পাণ্ডিত্যের আবশ্যক হয়, তা' হ'লে সেই ব্যাপারে তাঁদিগের উপরই ভার দেওয়া যেতে পারে। আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট শুনেছি,—

‘লৌকিকী বৈদিকী বাপি বা ক্রিয়া ক্রিয়তে যুনে।

হরিসেবামুকুলৈব সা কার্য্য ভক্তিমিচ্ছতি ॥’

আমরা যখন ভগবন্তের সেবক—আমরা যখন কস্মি-জ্ঞানিগণের সেবক নই—আমরা যখন হরিজনগণের পাছুকাবহনকারী, তখন অত্যাভিলাষী, কস্মী, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই—জয় পরাজয়েরও কোন কথা নাই। তবে আমাদের আবশ্যক পরমার্থ বিষয়ে যদি কেহ আমাদের সন্ধান দেন, তাঁদের ভাবের দ্বারা ভাষার দ্বারা যদি আমাদের কিছু অমূল্য ক'রতে পারেন, তজ্জন্তই তাঁদের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া হ'য়েছিল, কিন্তু প্রশ্নের ভাষাগুলিও তাঁরা বুঝতে পারেন নাই। আমরা কি উদ্দেশ্যে কি প্রশ্ন ক'রেছি অধিকাংশ স্থলেই তাঁরা তা' বুঝতে পারেন নাই। অনেক স্থলেই তাঁদের কার্য্যে যে কথার-আবশ্যক হয়, তা' আমাদের কার্য্যে আসে নাই। কেহ কেহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে নানা প্রকারে তাঁদের দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। আমরা সে-সকল কথায় বাধির্ধ্য লাভ ক'রেছি।

## যুক্ত ও বন্ধের অভিলাষ-তারতম্য

কতকগুলি লোক কৰ্ম্মবীরত্বের জন্ত যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক অত্যাভিলাষের জন্ত যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক ব্রহ্মাহুসন্ধানের জন্ত যত্ন ক'রেছিল—কতকগুলি লোক কৈবল্যসিদ্ধির জন্ত যত্ন ক'রেছিল; কিন্তু আমরা জ্ঞানি—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের উপাসনা ছলনা মাত্র অর্থাৎ সে



সকল কেবল আমার অপস্বার্থপরতার সহিত সংশ্লিষ্ট; তা' মুক্ত আত্মার কথা নয়, Liberated soul এর কথা নয়, Conditioned soul (বদ্ধজীব)-এর প্রলাপ মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রুতে ক'রুতে উপদেশ ক'রেছিলেন,—

‘যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।

‘আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥’

আমাদের তখন প্রশ্ন হ'য়েছিল, আমরা যদি নিজেরা সিদ্ধ না হই, তা' হ'লে কিরূপে পরমার্থ আলোচনা ক'রুবো ?

তখন শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছিলেন,—

‘ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।

পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥’

ভগবদ্বস্তুর জন্ত যত্ন কর, যেখানে ব'সে আছ, সেখান থেকেই যত্ন কর। যে যে-দেশে, যে-কালে, যে-পাত্রে থাক না কেন, ভগবদ্বস্তুর জন্ত যত্ন কর। শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পালন ক'রুতে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে যে-সকল কথা শুনেছি, সে-সকল কথা আলোচনা ছাড়া আর উপায় নেই। ভগবৎসেবকের একমাত্র কার্য্য হ'চ্ছে, যা'তে ভগবৎকার্য্য করবার কৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণে আমাদের মতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। আমরা ধন, জন কিছুই চাই না—জন্মান্তর-রহিত হ'তে চাই না; জগতে অত্যাভিলাষের বশীভূত হ'য়ে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রার্থী হ'য়ে নানা লোকে নানা প্রকার দেবতার আরাধনা ক'রে থাকেন। কিন্তু আমরা যখন মহাদেবের নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি—

‘বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোম-

মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।

গোপেশ্বর ব্রজবিলাপিয়ুগাজ্যুপদ্রে

প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে।’

যখন কাত্যায়নীর নিকট উপস্থিত হই, তখন বলি,—

‘কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিগুধীশ্বরী।

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥’

ব্যাধি নিরাময় হউক কিম্বা রোগ, রোগী উভয়েই একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে মুক্তি লাভ করুক, এরূপ প্রার্থনা আমরা করি না। আমরা তাঁদের নিকট



উপস্থিত হ'য়ে বলি,—‘কৃষ্ণে মতি হউক’ আপনারা এইরূপ আশীর্বাদ করুন। জগতের লোক কৃষ্ণের বিষয়ে বিষয়ী হ'বার জন্ত প্রার্থনা করে থাকেন; কিন্তু আমাদের গুরুপাদপদ্ম উপদেশ করেন,—বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ। অনান্য-প্রতীতিবশে যদি আমাদের কৃষ্ণানুসন্ধানের কোন ব্যাঘাত হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে সেই ব্যাঘাতের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভের জন্ত আলোচনা হউক, এজন্তই আমাদের প্রশ্ন। অপরের পকেটে হাত দেওয়া—অপরের অসুবিধা করা—এরূপ নীচ প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যা'রা কাম-ক্রোধের সেবায় রূচসম্পন্ন, তাঁ'রা অতীত বিচার ক'রতে পারেন; কিন্তু আমরা আমাদের পূর্বগুরু ঐল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট হ'তে শ্রবণ ক'রেছি—

‘কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-  
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ ।  
উৎসৃজ্যৈতানথ যত্নপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-  
স্বামায়াতঃ শরণমভ্যং মাং নিযুক্ত্বা ত্বদাশ্রে ॥’

আমারা ভিক্ষুক, তা' ব'লে আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য কামনার ভিক্ষুক নই। আমাদের ভিক্ষা ছিল—সকল সাধু-সম্প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা বিচার করুন, তা' হ'লে পরম চমৎকৃত হ'বেন।

আমাদের ভিক্ষা,—

‘দন্তে নিধায় ত্বণকং পদয়োনিপত্য  
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি ।  
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-  
চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥’

### শ্রীচৈতন্যদেব ও সঙ্গবিচার

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশেষ কথা ব'লেছেন—মানবের বাসনা হ'তে মুক্ত হ'বার সরল পথ ব'লেছেন, তা' আর কিছু নয়,—ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করা। তিনি ব'লেছেন,—

‘নিষ্কিঞ্চনশ্চ ভগবদ্ভজনোন্মুখশ্চ  
পারং পরং জিগমিষোর্ববসাগরশ্চ ।  
সন্দর্শনং বিষয়ীগামথ যোষিতাঞ্চ  
হা হস্ত হস্ত বিষভক্ষণতোইপ্যসাধু ॥’



বিষ খেয়ে ম'রে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণের বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা কর্তব্য নয়। হরিভজন আরম্ভ ক'রে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা'র সর্বনাশ হ'য়ে গেল। ভরত—যিনি ভারতবর্ষের রাজা হ'য়েছিলেন, তিনি পূর্বে অনেক সাধনা-তপস্যা করেছিলেন—হরিভজনের পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন; কিন্তু তাঁ'র সামান্য একটু কৃষ্ণের বিষয়ের অভিলাষ—একটু সংকল্প হওয়ার ইচ্ছা—জীবে দয়ার পরিবর্তে জীবসেবা (?) ক'রবার একটু সামান্য স্পৃহা উদিত হওয়ায় তাঁ'কে হরিণ-শিঙ হ'য়ে জন্ম লাভ কর্তে হ'য়েছিল। তাই আমাদের গুরুপাদপদ্ম আদেশ করেন—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর আমাদের কোন কর্তব্য নাই—‘কৃষ্ণ মতিরস্তু’ই একমাত্র আশীর্বাদ।

### ললিতপুরের দারী সন্ন্যাসী

শ্রীগৌরমন্দের যখন অবৈতাচার্য্য প্রভুর অবৈতবাদ গ্রহণ-লীলা খণ্ডন করবার জন্ত শ্রীমায়াপুর হ'তে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে ললিতপুর হ'য়ে শান্তিপু্রে যাচ্ছিলেন, তখন ললিতপুরে একজন দারী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁ'দের সাক্ষাৎ হয়। লীলাময় প্রভুদ্বয় কোন এক উদ্দেশ্যে সেই দারী সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হ'লে উক্ত সন্ন্যাসী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বালক বিচারে আশীর্বাদ করে বলেন,—

‘ধন, বংশ, সুবিবাহ হউক বিভালাভ।’

মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর এই আশীর্বাদ শ্রবণ করে বলেন, ইহা আশীর্বাদ নয়,—অভিশাপ। ‘কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হউক’—এইরূপ আশীর্বাদই প্রকৃত আশীর্বাদ। দারী সন্ন্যাসী এই কথা শুনে মহাপ্রভুকে বল্লেন,—“আমি পূর্বে য শুনেছি, আজ প্রত্যক্ষ তার নিদর্শন পেলাম। আজকাল লোককে ভাল ব'ল্লে লোক তা'কে ঠেঙ্গা নিয়ে মার্তে যায়।” এই ব্রাহ্মণ কুমারেরও সেরূপ আচরণ দেখছি। কোথায় আমি পরম সন্তোষে একে ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ হউক বর দিলাম—এর উপকার ক'র্তে গেলাম, আর এই ব্যক্তি সেই উপকারকে অপকার ভেবে আমাকে দোষারোপ ক'র্তে উত্তত হ'লো। নিত্যানন্দ প্রভু তখন একটু প্রবীণ ও অতিভাবকের ছায় ভাব প্রদর্শন ক'রে দারী সন্ন্যাসীকে ব'ল্লে লাগলেন,—আপনার এই বালকের সঙ্গে বিচার করা কার্য্য নয়, আমি আপনার মহিমা বুঝতে পেরেছি। আমার দিকে চে'য়ে এর কোন দোষ নেবেন না।” (ক্রমশঃ)



# প্রশ্নোত্তর

( প্রয়োজনভিত্ত )

১। ‘প্রয়োজন’ কাকে বলে ?

“ ‘আমি কে ? এই জড়ব্রহ্মাণ্ডই বা কি ? ভগবন্তই বা কি ? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি ?—এই চারিটি প্রশ্নের সদর্থ পাইলে ‘সম্বন্ধ-জ্ঞান’ হয়। সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত পুরুষের কর্তব্য কি ? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্তব্যাবলম্বনকেই শাস্ত্রের ‘অভিধেয়’ বলিয়া জানিতে হইবে। কর্তব্যানুষ্ঠানের পর যে-রকম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম—‘প্রয়োজন’।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ অ ৭।১৪৬

২। প্রকৃত প্রয়োজন কি ?

“সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহ-সুখ বা বাসনা-সুখ যথার্থ নিত্য-সুখ নয়। চিংসুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি বই কোন প্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজন-জ্ঞানদ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয়-আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়।”

—‘প্রয়োজন-বিচারঃ’, শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।২

৩। একমাত্র মঙ্গলময় প্রয়োজন কি ?

“তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্ত মানবগণ জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করেন। প্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণ বিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। সুতরাং পূর্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্মের, অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়শ্চেষ্টার চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকে নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল।”

—‘প্রয়োজন বিচারঃ’, শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।১১

৪। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ও আনেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কিরূপ ?

“ ‘আমি কৃষ্ণদাস’—এই বুদ্ধির অনুগত যে-সমস্ত বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে। ‘আমি ফলভোক্তা’—এই বুদ্ধি হইতে যে-সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে সমস্তই কামবাঞ্ছা।”

—‘অঃ প্রঃ ভাঃ অ ৪।১৬৫-১৬৮



৫। জীবাত্মার স্বাভাবিক ভজন কি ?

“জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।”

—অ: প্র: তা: ম ৪।১৯৭

৬। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত জনের ভজন-চাতুর্য্য কি ?

“অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নাম-আশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজন-চাতুর্য্য।”

— পী: প: বৃ: ১১, স: তো: ৯।১১

### ( চতুর্ভুজ )

১। স্বর্গাদি-সুখেচ্ছায় উপবাস-ব্রতাদি-পালনের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন হিন্ন হয় কি ?

“ওরে মন, কর্ম্মের কুহরে গেল কাল।

স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্মফাঁসে,

উর্গনাত-সম কর্ম্মজাল ॥

উপবাস-ব্রত ধরি’, নানা কায়ঃক্লেশ করি’,

ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।

মরিলাম নিজ-দোষে, জরা-মরণের ফাঁসে,

হইবারে নারিহু উদ্ধার ॥”

—‘অনুতাপ-লক্ষণ-উপলব্ধি’ ৩, ক: ক:

২। ‘কাম’ ও ‘প্রেম’ কি স্বরূপতঃ এক ?

“কাম-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,

তবু কাম ‘প্রেম’ নাহি হয়।

তুমি ত’ বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে ‘প্রেম’ নাম

আরোপিলে কিসে গুণ হয় ॥”

—‘উপদেশ ১৮, ক: ক:

৩। কৈবল্য বা দৈশ্বর-সায়ুজ্য জীবের সর্ব্বনাশকর কেন ?

“কেবল বৈরাগ্য করি’, তাহা না পাইতে পারি,

কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।



বৈরাগ্য-জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে,  
 জীবের কৈবল্য হয় ভাই ॥  
 কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্বনাশ বলি তাই,  
 কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার ।  
 এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,  
 কৈবল্যের করহ বিচার ॥”

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৪। সাযুজ্যমুক্তি নিরর্থক কেন ?

“ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানু-  
 সন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্যরূপ দোষ-বিশেষ ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র  
 আনন্দ নাই ; জীবেরও কোন প্রভেদ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোন  
 প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না ।”

—কঃ সঃ ৮।২৩

৫। সাযুজ্যমুক্তি শ্লাঘা নহে কেন ?

“যে-সকল দৈত্যকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিষাটী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন,  
 সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে  
 কিক্রমে শ্লাঘ্য বলা যায় ?”

—বঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

৬। ব্রহ্মসাযুজ্য হইতেও ঈশ্বরসাযুজ্য অধিকতর ঘৃণাই কেন ?

“সাযুজ্য দুইপ্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য । মায়াবাদী বৈদান্তিকের  
 মতে, জীবের চরম ফল—ব্রহ্মসাযুজ্য ; পাতঞ্জল-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বর-  
 সাযুজ্য । এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণাই ! ব্রহ্ম-  
 সাযুজ্যে নির্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্বিশেষ-গতি-লাভ ; কিন্তু সবিশেষ-ঈশ্বরকেই  
 ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনা-দোষে  
 অতিরিক্ত পতনরূপ ফল । ‘ক্লেশকর্মবিপাকাশয়েরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ  
 ঈশ্বরঃ ।’ ‘স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ ।’ এতদ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের  
 নিত্যত্ব দেখা যায় । পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে ‘পুরুষার্থ-পুণ্যানাং  
 প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যাং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিত্তিশক্তিরিতি’—এই সূত্রদ্বারা  
 সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অণু পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব । সবিশেষ-তত্ত্বাশ্রয়-  
 চ্ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিংকর । তাৎপর্য্য এই যে, ( যোগ-পন্থায় )



সবিশেষ তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্তী ধিক্কার-যোগ্য ফল হইল।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।২৬২

৭। সাযুজ্য-মুক্তি-সুখ হইতে ভক্তি-সুখের অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠত্ব কেন?

“সাযুজ্য-মুক্তিসুখ সর্বদাই কেবল অস্মুট, স্তুরাং ক্ষুদ্র ও একাকার। ভক্তিসুখ একরূপ হইয়াও অদ্ভুতরূপে বহুরূপ। শ্রীহরির মহাভক্তিবিলাস—মাধুরীভর, স্তুরাং তহুভয়প্রকার সুখই সর্বদা পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ প্রতিযোগী। ভক্তিসুখ বাহারা আশ্বাদন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অবিতর্ক্য।”

—বুঃ ভাঃ তাৎপর্যানুবাদ

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## ✓ শ্রীভগবানের লীলা

লীলা ও কর্মে অত্যন্ত ভেদ আছে। জীবগণ যাহা করে তাহা কর্ম, তাহাতে কর্মফল-বাধ্যতা আছে অর্থাৎ যে কর্ম করে তাহার একটা ফল পরবর্ত্তিকালে ভোগ করিতে হয়। সেজন্ত পাপ ও পুণ্য বিচারে কর্ম করার জন্ত বেদের উপদেশ, জীবের জন্ত যাহা উপদিষ্ট, তাহাতে শ্রীভগবানের কোনরূপ বিধি-বাধ্যতা নাই অথবা তিনি যাহা করেন, তাহার ফল ভোগও জীবের মত শ্রীভগবানকে করিতে হয় না। কারণ তিনি যাহা করেন, তাহাতে তাঁহার নিজস্বার্থ কিছুই নাই, স্বেচ্ছায় কৃত কার্যের মধ্যে জীব-মঙ্গল নিহিত।

শ্রীভগবানের মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহাদি অবতারগণের লীলারও কিছু কিছু বিচিত্রতা আছে, যাহা আমাদের ধারণায় বজ্রন! করা যায় না। সেজন্ত বিভিন্ন প্রকারের সমালোচনা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে বা অত্যাশ্চর্য্য শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাতে অনন্ত বিচিত্রতা আছে। যুবা-অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্র তারকা রাক্ষসীকে বাণদ্বারা বিনাশ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ছয় দিবসের শিশু অবস্থায় পুতনার গুনপান করিতে করিতে তাহার প্রাণ



বিনাশ করেন। অত্যাণ্ড অসুরগণকেও অনায়াসে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত লীলার মধ্যে রাসলীলার বৈচিত্র্য অতি অদ্ভুত। অনেকে ইহার তত্ত্ব আগত হইতে না পারিয়া অনেক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়—“কৃষ্ণচরিত্র” পুস্তক লিখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের রাসলীলাকে প্রক্লিপ্ত বলিয়া কৃষ্ণকে আদর্শ নৈতিক চরিত্রবান সাজাইয়া ছিলেন। সুনীতে পাওয়া যায় যে, পরমারাধ্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বঙ্কিম বাবুকে উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বঙ্কিম বাবু উহা প্রকাশ করিয়া একটা অকীৰ্ত্তি লাভ করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলায় অন্তে একটা শ্লোকে বলিতেছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ

শ্রদ্ধাষিতোহনুশৃণুযাদথ বর্ণয়েদ্ যঃ !

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ( ১০।৩৩।৩৯ )

আজন্ম ব্রহ্মচারী পরমহংস শ্রীশুকদেব গোস্বামী অগণিত রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষি পরিবেষ্টিত সভায় উপবেশন করিয়া আসন্নমৃত্যুমুখে পতিত মহারাজ পরীক্ষিতের পারত্রিক কল্যাণের নিমিত্ত যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা কখনই প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কামক्रीড়া হইতে পারে না। তিনি পরীক্ষিৎকে বঞ্চনা করিয়া তাহার সংসার-মুক্তির জন্য প্রতারণা করিতে পারেন না। বিপ্রে'র শাপ মোচনের জন্ত যিনি প্রায়োপবেশন করিয়াছেন, অগণিত ঋষি যেখানে উপস্থিত, যাহাদের নিকট মুমুর্ষুঃ কর্তব্য-বিচার জানিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সভায় সকলের বিভিন্ন মতবাদকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া শ্রীশুকদেব অসংখ্য ব্যক্তির হিতের কথা উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের-লীলা, যাহা সমস্ত লীলার মুকুটমণিস্বরূপ, উহা কখনই প্রাকৃত কামক्रीড়ার উপাখ্যান হইতে পারে না। সেই জন্তই প্রাচীন টীকাকার শ্রীধর-স্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—‘ব্রহ্মাদিজয়সংক্লটদর্পকন্দর্পদর্পহা। জয়তি শ্রীপতি গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ তস্মাদ্রাস ক্রীড়া-বিড়ম্বনং কাম-জয়া-খ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্। কিন্তু শৃঙ্গার কথা ব্যাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেষং পঞ্চাধ্যায়ীতি, অর্থাৎ কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদনের প্রভাবে ব্রহ্মাদিদেবগণ পর্যন্ত কুপথে পরিচালিত হইয়াছেন। এজন্ত মদনের গর্বে অত্যন্ত বুদ্ধি



হইয়াছিল। মদনের তাড়নায় দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যাতে উপগত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মা নিজকণ্ঠাগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীপতি কৃষ্ণচন্দ্রের কৈশোর লীলাকালেও তাঁহার উপর মদন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ওখানে তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তাই বলিলেন—রাসক्रीড়া বিড়ম্বন কামজয় খ্যাপনের হেতু। শৃঙ্গার ব্যপদেশে ইহা পরম নিবৃত্তিপর এই রাসপঞ্চাধ্যায়।

শ্যামসুন্দরের এই রাসলীলাকথা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অক্ষুণ্ণ শ্রবণ করিলে এবং তৎপশ্চাৎ অক্ষুণ্ণ কীর্তন করিলে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পরাভক্তি লাভ ও হৃদরোগ-কাম অচিরে নাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান্ আত্মগুবরুদ্বসৌরতঃ অর্থাৎ রমণী মিলনে পুরুষের যে বিশেষভাব হয় তাহাকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ অর্থাৎ বশীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। এজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

চড়ি, গোপীমনোরথে,

মন্থের মন মথে,

নাম ধরে মদনমোহন ॥

আবার শ্রীমদ্ ভাগবতে (১০।২৯।৪২) উক্ত হইয়াছে—আত্মারামো-  
হপ্যরীরমৎ। তিনি আত্মারাম। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আরাধনাদ্বারা ভীষণ  
আত্মারাম হইয়া যায়। আত্মাতে রমণশীল ব্যক্তি জড়ীয় বস্তুতে রত হন না।  
জগতের জীব কোন না কোন কামে অভিভূত হইয়া বিবিধ কাম্য বস্তু  
উপভোগের জন্য ব্যস্ত। কেহ সর্বতোভাবে কামজয়ী হইতে পারে না।  
যাহারা ভোগ-কামনা ত্যাগ করে, মোক্ষকামনা বা সিদ্ধিকামনা তাহাদের  
হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু সর্বপ্রকার কামনা জয় করিতে  
হইলে সাক্ষান্মন্থ-মন্থ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র  
গতি হওয়া চাই। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণ-সেবালাভকে সংসার  
নিবৃত্তির উপায়রূপে কীর্তন করিয়াছেন। আত্মনি যঃ রমতে এই ব্যুৎপত্তি লভ্য  
অর্থে আত্মারাম-শব্দে জানা যায় যে, যিনি আত্মাতে সম্যক্ রমণশীল, তিনি  
আত্মারাম। সাধারণ জীবের কোনপ্রকার আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে  
শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ করিতে হয়। কিন্তু আত্মারামের  
আনন্দ ভোগে কোনপ্রকার বাহ্য বস্তুর প্রয়োজন হয় না। তাঁহার স্বরূপানন্দেই  
পরিপূর্ণ ও আনন্দিত, আত্মারামগনের কোনরূপ কার্য্যও দেখা যায় না।  
শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—



যস্মান্নরতিরেব শ্রাদান্নতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তশ্চ কার্যং ন বিদ্যতে ॥

যাঁহাদের কেবল আত্মাতেই প্রীতি, আত্মস্বরূপানন্দে যাঁহারা তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, তাঁহাদের কোন কার্যেরই প্রয়োজন হয় না। সাধন প্রভাবে মানবগণ আত্মারামতা লাভ করিয়া বিষয়মুক্ত ও আত্মস্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ হন। অতএব অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের কোনরূপ বিষয়-সম্বন্ধ বা কামাধীনতা থাকিতে পারে না। তথাপি তিনি আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন। তাহা কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্থকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ (১০।৩৩।১৬)

ক্রীড়ামোদী বালক যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজ মূর্তির সহিত ক্রীড়া করে, শ্রীভগবানও তদ্রূপ নিজ প্রতিবিম্বস্বরূপা গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-

স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (৫।৩৭)

ব্রজদেবীগণের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের যে কান্তা-কান্ত ভাবময়ী লীলা, উহা কামক্রীড়া-বিলাস নহে, হ্লাদিনীশক্তির বিলাস-বৈচিত্র্য মাত্র। কারণ ব্রজদেবীগণ তাঁহার নিতালীলার পরিকর ব্যতীত ভিন্ন কোন বস্তু নহে। আবার অশ্রুত ও (ব্রহ্মসংহিতায়) বলিয়াছেন—“লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি”—এই ব্রজরমণীগণ শত শত লক্ষ্মীবিশেষ। তাঁহারা সর্বদা সম্ভ্রমসহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবানিরতা। স্বয়ং ভগবান্ যাঁহাদের সহিত লীলাবিলাস করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহারই দারা স্বরূপা অর্থাৎ অভিন্না। অতএব উহাতে কামসম্পর্ক-লেশও থাকিতে পারে না।

কামের তাৎপর্য নিজসন্তোগ কেবল ।

কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য প্রেম ত' প্রবল ॥

লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম-কর্ম ।

লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম ॥

দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ-পরিজন ।

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভৎসন ॥



সর্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন ।  
 কৃষ্ণমুখ হেতু করে প্রেম-সেবন ॥  
 ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ ।  
 স্বচ্ছ ধোতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥  
 অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর ।  
 কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্মল ভাস্কর ॥  
 অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ ।  
 কৃষ্ণমুখ লাগি মাত্র প্রেমের সম্বন্ধ ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অঃ ৪।১৬৬-১৭২)

শ্রীম জীবগোস্বামী প্রভু ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—অথ ব্রহ্মেন্দ্রাগ্নি-  
 বরুণাদীনাং দর্পং শময়িত্বা কন্দর্পশ্চ দর্পং শময়িতুং যুগপদনেকরমণীকদম্বমস্থালতং  
 রাসাখ্যং লাস্ত্রয়ারিষ্পূর্তগবানেকদা স্বযোগবৈভবং প্রাদুশ্চকার । তত্র রাসস্ত  
 লক্ষণং—

নর্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিঞ্চুতিঃ ।  
 যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ ॥  
 তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা ।  
 রাসঃ স্থান্ন স নাকেপি বর্ততে কিং পুনর্ভূবি ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া গো-গোপগোপীসহ বিচিত্র  
 লীলারসাস্বাদন-প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-মোহনলীলায় ব্রহ্মার, গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলায়  
 ইন্দ্রের, দাবাগ্নিমোহন-লীলায় অগ্নির এবং নন্দমোক্ষণ-লীলায় বরুণের দর্প  
 চূর্ণ করিয়া পরিশেষে কন্দর্পের দর্প খণ্ডন করিবার জন্ত অগণিত ব্রজরমণী-  
 সম্বলিত রাসনৃত্য করিবার ইচ্ছায় অচিন্ত্য মহাশক্তি-বৈভব প্রকাশ করিলেন ।  
 রাসের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত আছে—মণ্ডলাকারে নৃত্যপরাঙ্গণা অসংখ্য  
 নর্তকীর মধ্যে যদ কোন নট নৃত্য করে, তবে সেই নৃত্যকে “হল্লীশক” নৃত্য  
 বলা হয় । সেই নৃত্য যদি বিবিধ তালবন্ধ ও বিবিধ গতি সমন্বিত হয়,  
 তাহা হইলে তাহাকে ‘রাসনৃত্য’ বলে । এই রাসনৃত্য স্বর্গে দেবতাগণও  
 জানেন না ; সুতরাং পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তির কথা বহু দূরে ।

অতএব এই রাসনৃত্য সকলের সাধ্যাত্ত নহে । শ্রীভগবান্ অত্যাশ্র  
 অবতারে অনন্তলীলা প্রকাশ করিলেও একাধিক মহিষীর সহিত সম্বন্ধ রাখেন  
 নাই ; সুতরাং সে সকল মূর্তিতে রাসের কোন কথাও আসিতে পারে না ।



একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অগনিত গোপ-রমণীর সহিত এই রাসনৃত্য করিয়াছিলেন। এই লীলার মাধুর্য্যে শ্রীভগবান্ নিজেও আত্মহারা হইয়া যান। তিনি যদি ষড়্-বিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া এই লীলা করিতেন, তবে তাহা সর্ব্বতোভাবে মাধুর্য্যময় হইতে পারিত না। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া গিয়া স্নিগ্ধ-শান্ত-মনোহর মূর্ত্তিতে গোপীগণের প্রেমের অমুরূপ-ভাবে তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন।

তাসামতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ ।

প্রামুজং করুণঃ প্রেমা শন্তমেনাদ্ধ পাণিনা ॥

( শ্রীভাঃ ১০।৩৩।২০ )

করুণাময় ভগবান্ তাঁহারি পরমসুখজনক করপল্লব দ্বারা রাসনৃত্যে পরিশ্রান্ত গোপীগণের বদন মার্জন করিয়াছিলেন। গোপীগণও ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি স্বরূপ ভুলিয়া তাঁহার মাধুর্য্য রসে ডুবিয়া তাঁহার সঙ্গে বিবিধ প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্তই বংশীরবে তাহাদিগকে যমুনা-তীরে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের সহিত রাস-ক্লেীড়া করিয়াছিলেন। যদিও বংশীরবে সমস্ত ব্রজমণ্ডল মুখরিত হইয়াছিল কিন্তু কোন গোপীগণ বাতীত তাহা অত্য়ের কর্ণগোচর হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গোপীর সহিত রাসনৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বজনগণ বা তথাকথিত পতিগণ কৃষ্ণচন্দ্রের এই লীলাতে কোনরূপ অসুয়া প্রকাশ করেন নাই ; কারণ শ্রীশুকদেবের উক্তি—

নাসুয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্ত মায়ায়া ।

মন্তমানাঃ স্বপার্ষ্বস্থান্ স্থান্ স্থান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥

( ভাঃ ১০।৩৩।৩৭ )

ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া-প্রভাবে নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অবস্থিত দেখিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন দোষারোপ করেন নাই। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসহচরী, তাঁহারা কখনও অণু ভোগ্যা হইতে পারেন না। সুতরাং যোগমায়া তাঁহাদের অমুরূপ স্ত্রীমূর্ত্তির প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের নিকট রাখিয়াছিলেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ



## প্রবাসী

পিত্রালয় ছেড়ে সাগরের পারে ভিন্ দেশেতে বেঁধেছি ঘর ।  
আপনার জন আত্মীয়-স্বজন ভাবছি যারে, আসলে পর ॥  
পেয়েছি যে-সব বন্ধু ও বান্ধব সবাই লুটে খাবার তালে ।  
সারা বছরের রুজি-রোজগার দিয়েছি তুলে তাদের গালে ॥  
নতুন নতুন বসন-ভূষণ আধুনিক বলে বাজারে যা' ।  
দাসের মতন হরেক রকম যাই চেয়েছে, দিয়েছিও তা' ॥  
ভেবেছিছু হায় ! বলবে আমায় ঢের হয়েছে আর দিও না ।  
শুধু ইশারায় এইটি জানায়, পরেও কিন্তু আরো চাই, হ্যা ॥  
অশেষে বিশেষে নিষ্ঠুর আদেশ পাল্ছি আমি বোকার মত ।  
এখন দেখছি হাপিয়ে পড়ছি প্রাণ যে আমার ওষ্ঠাগত ॥  
এমনি করে যে, কতকাল গেছে অনিত্য সুখ পাবার তরে ।  
পরিণামটায় যারা দুঃখ দেয় তাদের স্নেহ-আদর করে ॥  
রূপ-ধন-জন, জীবন-যৌবন, বল ও বিদ্যার বাহাদুরী ।  
এক নিমেষেতে কালের ইঙ্গিতে ব্যর্থ জীবের সব চাতুরী ॥  
আমি ও আমার মায়া অহঙ্কার কৃষ্ণকৃপায় ছাড়ব যবে ।  
প্রবাসের বাড়ী পরিত্যাগ করি গৃহে ফিরবার ইচ্ছা হবে ॥  
যবে কৃপাকরি দয়াময় হরি দাসের দাস করিয়া লয় ।  
তবে সুখ শান্তি অবসান ক্লান্তি নইলে আর কিছুতে নয় ॥  
থাকতে বললে বিদায়ের কালে বলব শুধু একটি কথা ।  
প্রবাসীর লাগি হয় অনুরাগী মায়াক জীবের এ' মূর্থতা ॥

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী



# শ্রীশ্রীএকাদশী ব্রত

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩১ পৃষ্ঠার পর )

যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানিচ ।

অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্ভ্রাতে হরিবাসরে ॥

সু

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ৮ শ্লোক

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় উৎকট পাপই একাদশীর দিনে অনেকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, একত্র একাদশীতে অন্ন-ভক্ষণকারীর কখনও পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই ।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোহথবা যতিঃ ॥

একাদশ্যাং হি ভূক্ষানো ভুঙ্তে গোমাংসমেব হি ॥

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১২ বিঃ ১৫ শ্লোক

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, কিশ্বা যতি প্রভৃতি যে আশ্রমীই হউক না কেন, একাদশীতে অন্নভক্ষণ করিলে তাহার গো-মাংস ভক্ষণ করা হয় ।

মাতৃহাঃ পিতৃহাশ্চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহাস্তথা ।

একাদশ্যাস্ত যো ভুঙ্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ ॥

—স্কন্দপুরাণ, শ্রীহরিভক্তি বি, ১২ বিঃ ১৩ শ্লোক

একাদশীতে অন্ন-ভোজনে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও গুরু-হত্যার পাপ হয়, একত্র ভোজনকারী ব্যক্তি ( অত্যাণ্ড পুণ্য করিলেও ) শ্রীবিষ্ণু-লোকে গমন করিতে সক্ষম হয় না ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীনারায়ণ মহর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন—

সত্যং সৰ্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।

সন্তোবোদনমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসরে ॥

ভুঙ্তে তান চ সৰ্বাণি যো ভুঙ্তে তত্র মন্দধীঃ ।

ইহাতিপাতকী সোহপি যাত্যন্তে নরকং ধ্রুবম্ ॥

একাদশী প্রমাণানি যুগসংখ্যাকৃতানি চ ।

কুন্তীপাকে মহাঘোরে স্থিতা চণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥

গলিত ব্যাধিযুক্তশ্চ ততঃ সপ্তস্ব জন্মযু ।

পশ্চান্মুক্তো ভবেৎ পাপাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥

—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৬ অঃ, ২৪-২৬ শ্লোক



একাদশীতে সকল প্রকার মহাপাপই অনাশ্রিত থাকে। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, সে ইহলোকে মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং মরণান্তে একাদশী-পরিমিত যুগ পরিমাণে কুন্তীপাক নামক নরকে অবস্থান করতঃ চণ্ডাল-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্ত জন্ম পর্যন্ত গলিত-কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত হইয়া বহু যন্ত্রণা ভোগের পর মুক্ত হইতে পারে, ইহা কমল-যোনি ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন।

ব্রহ্মহত্যা দি পাপানাং কথঞ্চিন্মুক্তির্ভবেৎ ।

একাদশীন্ত যো ভুঙ্ক্তে নিষ্কৃতি নাস্তি কুত্রচিৎ ॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ২ শ্লোক

ব্রহ্মহত্যা মহা মহাপাপ হইতেও কোন প্রকারে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু একাদশীতে অন্ন-ভোজনকারী ব্যক্তির কখনও নরক-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি নাই।

একাদশীর উপবাসে মানবগণের সকল প্রকার পাপই বিনাশ হইয়া যায়। পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে “দেবদূত-কুণ্ডল” সংবাদে লিখিত আছে—

একাদশেন্দ্রিয়ৈর্পাপং যৎকৃতং বৈশ্য মানবৈঃ ।

একাদশ্যুপবাসেন তৎসর্বং বিলয়ং ব্রজেৎ ॥

হে বৈশ্য ! মানবগণ একাদশ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, গুহ, উপস্থ ও মনদ্বারা যে-সকল পাপ করিয়া থাকে, তৎসমুদয়ই একাদশীর উপবাসদ্বারা বিলীন হইয়া থাকে। অতএব—

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিযতিস্তথা ।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

—অগ্নি পুরাণে ; শ্রী, হ, ভ, বি, ১২ বিঃ ৩০ শ্লোক

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, আহিতাগ্নি ও যতি ইহঁরা কেহই গুরু ও কৃষ্ণ—এই উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না।

যথা গুরু। তথা কৃষ্ণ। বিশেষো নাস্তি কশ্চন ॥

—বিষ্ণুসংহিতা

বিশেষং কুরুতে যন্ত পিতৃহা স প্রকীর্তিতঃ ॥

—গরুড় পুরাণ, শ্রী হ, ভ, বি, ১২ বিঃ ৫১ শ্লোক

গুরু ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীই সমান, ইহাতে কিছুই প্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি ভেদজ্ঞান করে, তাহার পিতৃ-হত্যার পাপ হয়।



একাদশ্যাং ন ছুজীত নারী দৃষ্টে রজস্তপি ।

—বিষ্ণু সংহিতা

শ্রীলোক রক্ষসলা হইলেও একাদশীতে ভোজন করিবে না ।

শিব পার্শ্বতীকে বলিয়াছেন—

বর্ণানাং আশ্রমানাঐষেব জীগাঞ্চ বরবর্ণিণি ।

একাদন্ত্যপবাসস্ত কৰ্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড

হে পার্শ্বতি ! সকল বর্ণের, সকল আশ্রমের এবং সকল শ্রীলোকেরই একাদশীর উপবাস করা কৰ্ত্তব্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমাতাকে বলিয়াছিলেন—

একদিন মাতৃপদে করিয়া প্রণাম ।

প্রভু কহে, মাতঃ মোরে দেহ একদান ॥

মাতা বলে তাই দিব, তুমি যা মাগিবে ।

প্রভু বলে, একাদশীতে অন্ন না খাইবে ॥

শচী কহে, না খাইব, ভালই কহিলা ।

সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১৫ পঃ ৮৯।১০ কঃ

সপুত্রশ্চ সভার্য্যাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ ।

একাদশীমুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ।

—বিষ্ণুধর্মোত্তর খণ্ড

স্বীয় পুত্র, ভার্য্যা এবং স্বজনগণের সহিত ভক্তি-সহকারে গুরু ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঐষেব যোষিতাং ।

মোক্ষদং কুর্কীতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ ॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ২ শ্লোক

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও জীগণ ইহারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুর পরম প্রিয় একাদশী ব্রত করিলে মোক্ষ ( বিষ্ণোরহুচরিত্বং হি মোক্ষমাহ র্মনীষিণঃ— পদ্মপুরাণ ) অর্থাৎ শ্রীহরির দাস্য লাভ করিতে পারেন ।



একাদশ্যপবাস যঃ সদা তু কুরুতে নরঃ ।

স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবোহরিঃস্থিতঃ ॥

—অগ্নিপুরাণ ; শ্রী, হ, ভ, বি, ১২ বি, ৭১ শ্লোক

যে ব্যক্তি সদা একাদশী উপবাস করেন, তিনি যেখানে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থিত, তথায় গমন করিয়া থাকেন ।

একাদশীব্রতং ভক্ত্যা যঃ কৰোতি নরঃ সদা ।

স বিষ্ণুলোকংব্রজতি যাতি বিষ্ণু-স্বরূপতাম্ ॥

—গরুড় পুরাণ

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে একাদশীর ব্রত করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ লাভ করতঃ শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন ।

একাদশীব্রতং যস্ত ভক্তিমান্ কুরুতে নরঃ ।

স যাতি পরম স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্বয়ম্ ॥

ভাঃ-১০।২৮।১ শ্লোকের সিদ্ধান্তপ্রদীপ টীকা

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক একাদশী ব্রত করেন, সেখানে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থিত । তিনি সেই পরম দুর্লভ গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন । এস্থলে একটী গল্প মনে পড়িল, সেটী বাল্যকালে ঠাকুর মার নিকট শুনয়াছিলাম ।

গল্পটী, যথা—

“পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ পুরোহিত হবানন্দ ঠাকুরের পত্নীর অর হইয়াছিল । ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর চিকিৎসার জন্ত প্রাচীন কবিরাজ শত্ননাথ বিশ্বাসকে ডাকাইয়া আনিলেন । শত্ননাথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগিণীর হস্তধারণ করিয়া বসিয়া ছিলেন । ৪।৫ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে তিনি রোগিণীর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে শুষ্ঠী, কটিকারী ইত্যাদি পঞ্চপদী পাঁচন সেবন করাইবার জন্ত বড় বড় অক্ষরে বর্ণমালার মত একখানি তালিকা লিখিয়া দিয়া সোয়া চারি আনা ভিজিট লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । হবানন্দের বিছাভাস মাত্র সেকালের ফলা বানান পর্য্যন্ত, বেদ পাঠ করা ত’ দূরের কথা আটআনা মূল্যের একখানি অভিধান, কিম্বা চারিআনা মূল্যের একখানি ব্যাকরণও তিনি দেখেন নাই । বিছাশূন্য ভট্টাচার্য্য পিতার নিকট মৌখিক যে-মন্ত্রগুলি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সকল মন্ত্র তাঁহার মুখস্থ না থাকিলেও



কেবল “অং আং” “নমো নমঃ” এবং “চটাং মটাং” ইত্যাদি অর্থাৎ শুধু অনুস্বার-সংযুক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তিনি যজ্ঞমানবাড়ীর পূজা-পার্বণের কার্য শেষ করিতেন। আজ হবানন্দ, পাঁচনের তালিকাখানি একবার-দুইবার করিয়া পাঁচ-সাতবার পাঠ করিয়াও ‘গোকুর’ শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে রাত্রি হইল। সে দিন মাঘমাসের অমাবস্যা। ব্রাহ্মণ সেই অমাবস্যার গভীর নিশিতে শিশিরসিক্ত-কলেবরে দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে যষ্টি হস্তে শিষ্যবাড়ীর গো-শালায় প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর প্রাণরক্ষার জন্ত শিষ্যের বড় আদরের সেই দুগ্ধবতী নবপ্রসূতা গাভীটির দক্ষিণ পদের ক্ষুরটী কাটিয়া আনিয়া দিলেন।” সকল ব্রতের সার এই একাদশী নামক মহাব্রত পালন করিতেও যাহারা নিষেধ করিতে পারেন, তাহাদের ব্যবস্থা যে হবানন্দ ঠাকুরের গো-হত্যার জ্ঞায়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

হে শ্রীশ্রীহরিভজনপরায়ণ ভ্রাতা ভগিনীগণ! একাদশী নামক যে-মহাব্রত পালনের ফলে মানবগণ নির্ঝিল্লি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, পবন, যম, ছত্ৰাশন এবং শিব-শিবানীর চিরবাঞ্ছিত পরম রমণীয় অতি সুদুল্লভ নিত্য-নন্দময় নিত্যধাম শ্রীগোলোকে গিয়া শ্রীশ্রীভগবচ্চরণাবিন্দ-সন্নিধানে বাস করিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রত এই মর্ত্যভূমিতে আর কি আছে? এই জন্তই শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন :—

একাদশীব্রতং যে চ ভক্তিভাবেন কুর্ষতে ।

পায়ত্তি মম নামানি জ্যেষ্ঠে বৈষ্ণবজনাঃ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে একাদশী ব্রত পালন করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্তন করেন, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। অতএব তাকিক শৃগালের সহিত “ফেউ ফেউ” করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের সর্বদা প্রভুর এই উপদেশটী মনে রাখা কর্তব্য—

“কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি’ অনাচার ।

জীবে দয়া নামে রুচি—সর্ব ধর্ম সার ॥”

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত



# শ্রীনাথের কপা

( একাঙ্ক নাটিকা )

—চরিত্র—

রামচন্দ্র খান—বেনাপোলের জমিদার

নায়েব—ঐ কর্মচারী

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

১ম বারাজনা

২য় বারাজনা

৩য় বারাজনা

প্রথম দৃশ্য

বেনাপোল গ্রাম

জমিদার রামচন্দ্রখানের দরবার

( রামচন্দ্রখানের প্রবেশ )

রামচন্দ্র—হরিদাস, হরিদাস, কেবল ঐ বেধন্থী হরিদাসের কথা ছাড়া  
কি জনগণের মুখে আর কোন কথা নেই? হুচুকপ্রিয় জনগণ কি  
একটুও ভেবে দেখে না যে কেন ঐ কাঙ্গাল ভিখারী ছুষ্টবুদ্ধি হরিদাস  
বৈরাগীর ভেখ্ ধরেছে? ভণ্ডামি না করলে হা-ভাতে ছোঁড়াটার  
ভাতের অভাব দূর হবে কি করে? বেটার ঐ দূরভিসন্ধি বুঝতে  
পেরে ইসলামী সম্প্রদায় তা'কে বয়কট করেছে! মুসলমান-বংশে  
জন্মেও সে মুসলমানদের কাছে ঘৃণ্য হওয়ায় নেহাৎ বাঁচার তাগিদে  
মান রক্ষার জন্য হিন্দুয়ানার অভিনয় করছে। নিজের বংশের ও নিজের  
জাতির প্রতি যার প্রীতি বা মমতা নেই, তার আবার ভিন্ন জাতি  
হিন্দুর প্রতি কোন প্রীতি থাকে? 'মা'-কে 'মা' না বলে যদি কেউ  
মাসীকে 'মা' বলে ডাকে তথা মাকে অবজ্ঞা করে যদি কেউ মাসীকে  
ভক্তি করে তবে ঐ ভক্তি কি সজ্জনের কাছে প্রশংসাই হয়? সেই  
মাতৃ-অবজ্ঞাকারীকে সজ্জনে যেমন প্রশংসা করে না, তেমনি ঐ  
হরিদাসের স্বজাতি ও স্ববংশকে অবজ্ঞা করে হিন্দুয়ানায় পরিচিত



হওয়ার ব্যাপারটা কখনই সজ্জন কর্তৃক অনুমোদিত হতে পারে না।  
তবু,—তবু কেন হরিদাসকে অজ্ঞ, মুচি, মেথর থেকে আরম্ভ করে  
সজ্জন, ব্রাহ্মণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত সকলেই প্রশংসা করে ?  
হরিদাসের ঐ সকল কার্য্য যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ছরভিসন্ধিপূর্ণ  
তাহা কি জন্মগণ বুঝতে পারে না ? আমি এই গ্রামের জমিদার  
অথচ আমার প্রজারা আমার সামনেই আমাকে এড়িয়ে ঐ হরি-  
দাসকে ভক্তি করে ! না—না—এ বড় অসহ ! আমারই অধীনস্থ  
দরিদ্র প্রজা আমাপেক্ষা বেশী সম্মান পাবে,—এ' হ'তে পারে না !  
এর উপযুক্ত বিহিত করতেই হবে। দেখি, নায়েব কি বলে !  
নায়েব,—নায়েব !

( নায়েবের প্রবেশ )

নায়েব—( কুণ্ঠিত করতঃ ) হজুর !

রামচন্দ্র—আজ হরিদাসের কোন খবর আছে ?

নায়েব—আছে হজুর ! লোকের মুখের কথায় বিশ্বাস না করে আজ  
আমি নিজে হরিদাসের কুঠীতে গিয়ে দেখে এসেছি, এই গ্রামের বহু  
গণ্যমান্য ব্যক্তি হরিদাসকে প্রণাম ক'রে তার পদধূলি নিচ্ছে।

রামচন্দ্র—কি বললে ?...হরিদাস আবার পদধূলি দিতে আরম্ভ করেছে ?  
হঁ—হঁ..., ভেখ্ না করুলে কি ভিক্ষা মেলে ? বৈরাগীর ভেখ্ ধরে  
সে বেটা কিছু রোজগারের সঞ্চয় করেছে মনে হয়। তার হিন্দু-  
বৈরাগীর বেশ দেখে হিন্দুরাও কি তার পদধূলি নিচ্ছে।

নায়েব—সে অদ্ভুত দৃশ্য হজুর ! উচ্চ কুলজাত হিন্দুরাও উদ্গ্রীব হয়ে  
স্বচ্ছায় এসে তার পদধূলি নিচ্ছে। আমি সেই হিন্দুদের জিজ্ঞাসা  
করলাম—হরিদাস মুসলমান, ওর পদধূলি নিচ্ছেন কেন ?

রামচন্দ্র—( পাষাচারি করিতে করিতে ) তারপর,...তারপর তারা কি  
বল্ল ?

নায়েব—তারা জানাল, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই হরি-ভজনের  
অধিকার আছে। সাম্প্রদায়িক মতবাদে কোন উদারতা নেই।  
হরিদাস মুসলমান-গৃহে আবিভূত হ'লেও ওঁর প্রাক্তন সংস্কার-ক্রমে  
হরিভজনে রতি হওয়ায় ও কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে বিশুদ্ধ প্রেম লাভ হাওয়ায়



উনি শুদ্ধভক্ত বিধায় ঠেকে মুসলমান বলা অপরাধ। প্রহ্লাদ দৈত্য-কুলে জন্মেও যেমন পরম ভাগবত, তেমনি হরিদাস মুসলমান-কুলোদ্ভব হলেও ভাগবতোত্তম এবং তাই ঐ হরিদাসের পদধূলি তাদের কাছে বড়ই আদৃত।

**রামচন্দ্র**—বাঃ, হরিদাসকে ভক্তরূপে প্রচার করার জন্তু তারা তো বেশ সুন্দর যুক্তি খাড়া করেছে! তারা হরিদাসকে প্রহ্লাদের মত ভক্ত বললেই কি সে ভক্ত হয়ে গেল? একটা চোরকে কতকগুলো লোক সাধু বললেই কি সেই চোরটা সাধু হয়ে যাবে? যত সব নিরর্থক লোকেরাই ঐ বেধর্মীটাকে ভক্ত সাজিয়েছে।

**নায়েব**—হরিদাসকে শুধু ভক্ত বলেই তারা যে ক্ষান্ত তা' নয়, তারা দলে দলে হরিদাসের কুটীর-প্রাঙ্গনে গিয়ে নামগান করছে। সেখানকার বিপুল জন-সমাবেশ ও তাজ্জব ব্যাপার দেখে-শুনে আমি বিস্মিত। সেরূপ লোকের সমাগম আপনার দরবারে কখনও দেখি নি হুজুর!

**রামচন্দ্র**—আমার দরবারের চাইতেও সেখানে লোকের ভীড়! আশ্চর্য্য! ঐ বেধর্মী ভিখারী হরিদাসের প্রতি লোকের এত আকর্ষণ! কিসের নেশায়, কি পাবার আশায় এত লোক তার কাছে ছুটছে?

**নায়েব**—হুজুর, লোকে যে তার কাছে কি পায় তা' জানি না। তবে দেখেছি হরিদাস কারোর কাছে কিছু চায় না ও তার রোজগারের কোন স্পৃহাও নেই! তবুও সবাই তা'কে ফলমূল ইত্যাদি স্বেচ্ছায় দিয়ে আসে।

**রামচন্দ্র**—কিছু না নিলেও লোকে তা'কে দেয়,—এ বড় আশ্চর্য্য ঘটনা নায়েব! একটা ভিখারীর এতখানি সম্মান আমি জমিদার হয়ে চোখের সামনে দেখে কি করে সহ্য করি?

**নায়েব**—আপনার গ্রাম প্রভাবশালী ও প্রভাপশালী জমিদারের পক্ষে এ ঘটনা কোন মতেই সহ্য করা যায় না, হুজুর! ঐ ফকির হরিদাসের এত স্পর্দ্ধা যে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ করে বড় হ'তে চায়? আমার মতে তাকে এই দেশ-ছাড়া করে দেওয়াই ভাল।

**রামচন্দ্র**—বিনা কারণে তা'কে উচ্ছেদ করলে জনগণ আমাকেই দোষ দেবে নায়েব। ফলে তার সম্মান আরও বেড়ে যাবে। তার সাধুতা



সম্পর্কে দেশে জনগনের মনে সংশয় না জাগা পর্যন্ত তার সম্মান ক্ষুণ্ণ করা দুর্ভাগ্য। জনগণ যদি তাকে একবার অসাধু বা অসচ্চরিত্র বলে বুঝতে পারে তা'হলেই তার সম্মান চিরতরে খর্ব্ব হবে।

নায়েব—জনগণের মধ্যে তার চরিত্র বিষয়ে অসৎ ধারণা আনা কি করে সম্ভব হবে ?

রামচন্দ্র—তোমার সাহায্য পেলে সেও সম্ভব।

নায়েব—হজুর, আমি আপনার দাস। দাস কি কখনও মণিবকে সাহায্য না করে থাকতে পারে ? আপনার সাহায্যকল্পে আমি সর্বদাই কৃত-সঙ্কল্প।

রামচন্দ্র—তোমাকে ধন্যবাদ ! তুমি ঐ হরিদাসের চরিত্রে দোষারোপ করতে পারবে ?

নায়েব—হরিদাসের চরিত্র তো নিষ্কলঙ্ক। তার চরিত্রের কোন দোষ তো এযাবৎ শুনি নি। আমি একাকী তার বিমল চরিত্রে দোষারোপ করলেই কি লোকে তা' বিশ্বাস করবে ?

রামচন্দ্র—তোমার একার কথায় লোকের বিশ্বাস নাও আসতে পারে,—এ কথা সত্য। কিন্তু যদি কোন গণিকার দ্বারা তার মহৎ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার ব্যবস্থা করতে পার তা'হলে তখন লোকে ঐ হরিদাসকে নষ্ট-চরিত্র জেনে আর সাধু বলে সম্মান দেবে না। তখন হরিদাস চিরতরে গণিকার দাস হয়ে পড়বে।

নায়েব—বাঃ, সুন্দর যুক্তি !...একমাত্র গণিকার দ্বারাই হরিদাসের সর্বনাশ-সাধন সম্ভব !

রামচন্দ্র—আর শুভ কাজে বিলম্ব ক'রো না নায়েব ! তুমি এখনই সেরা গণিকাদের এখানে ডেকে নিয়ে এস। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জেনে নিই তারা ঐ কাজে কে কতদূর পারদর্শী হবে।

নায়েব—যথাদেশ হজুর। (প্রস্থান)

রামচন্দ্র—(পায়চারি করিতে করিতে) আশ্চর্য্য ! এই বেনাপোল গ্রাম হ'ল কি ? 'হরিদাস'-নামে কান পাতা যায় না। যেখানে যাই সেখানেই শুনি হরিদাস মস্ত বড় সাধু, হরিদাস সাক্ষাৎ পীর—সর্বজন-প্রণম্য ! আমার প্রজারা কিনা আমাকে উপেক্ষা করে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে ? আমার এত লোক-লস্কর, টাকা-কড়ি থাকতেও ঐ



দীন-হীন ভিখারীর এত সম্মান ! তার ঐ সাধুগিরীর মূলোৎপাটন না করতে পারলে আমার সম্মান ফিরে আসবে না। এইবার দাবার চাল দিয়েছি এতে কিস্তিমাৎ হবেই। এইবার তার সাধুতার পরীক্ষা। আগুণের কাছে ঘি থাকলে তাকে গলতেই হবে ; যুবতী গণিকার মোহ-জালে এবার তা'কে পড়তেই হবে। গণিকাগণ এলে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রূপসী ও পুরুষদের বশে আনতে বেশী ওস্তাদ-তাকেই হরিদাসের কুটীরে পাঠাবো। দেখি, হরিদাস কত বড় চরিত্রবান্ পুরুষ !

[ তিনজন গণিকা সঙ্গে লইয়া নায়েবের প্রবেশ ]

( নায়েব ও বারান্নাগণ খাঁসাহেবকে কুনিশ করিল )

নায়েব—হজুর, আপনার নির্দেশমত আমি সেরা বারান্নাদের নিয়ে এসেছি।

রামচন্দ্র—( সোল্লাসে ) তোমাকে ধন্যবাদ ! তুমি আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজই করেছে।

( বারান্নাদের প্রতি ) বারান্নাগণ ; হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম নাশ করার জন্ত আমি তোমাদের ডেকেছি। তোমাদের মধ্যে কে এই কাজ সব চেয়ে তাড়াতাড়ি করতে পারবে ?

বারান্নাগণ—হজুর ! আমরা সবাই ঐ কাজে অভ্যস্ত। আমাদের মোহে পড়ে চরিত্রবান্ ব্যক্তিরও চরিত্র নষ্ট হয়।

রামচন্দ্র—হরিদাস বিশেষ চরিত্রবান্, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী তাকেই এই কাজে প্রয়োজন।

১মা ও ২য় বারান্না—( ৩য় বারান্নার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক ) এই বারান্নাই আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী। এ খুব তাড়াতাড়ি হরিদাসকে বশীভূত করতে পারবে। আপনি এর উপর ঐ কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

রামচন্দ্র—অতি উত্তম কথা ! তোমাদের মধ্য থেকেই যখন সুন্দরী বারান্নার নাম প্রস্তাব করছ তখন ওকেই আমি এই কাজের ভার দিলাম।

( ৩য় বারান্নার প্রতি ) কি গো সুন্দরী ; ঐ হরিদাস ছোঁরাটার চরিত্র নষ্ট করতে পারবে তো ?



৩য় বারাজনা—হজুর, আমি এই অল্প বয়সে অনেক পুরুষকে দেহ দান করেছি। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও এই সুন্দরী বারাজনার কবলে পড়ে হিম্মসিম্ম খেয়ে গেছে। ঐ হরিদাস যত বড় সাধুই হোক সে তো যুবক! কাজেই আপনি চিন্তা করবেন না। আমাকে মাত্র তিন দিন সময় দিন, তার মধ্যেই আপনি হরিদাসের ছুষ্টচরিত্রতার প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

রামচন্দ্র—বহৎ-আচ্ছা বারাজনা! তোমার কথায় আমি খুব খুশী। তোমার ঐ কাজ সম্পন্ন হলে তোমাকে আমি অনেক অর্থ পুরস্কার দেবো! এখন এই কিছু অর্থ রাখ।

( ৩য় বারাজনাকে থলিভর্তি অর্থ প্রদান করিলেন )

৩য় বারাজনা—( অর্থের থলি গ্রহণপূর্বক হাসি মনে নীরবে কুর্নিশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। )

নায়েব—( ৩য় বারাজনার প্রতি ) শুন্লে সুন্দরী, আরও অনেক অর্থ পাবে। তোমার শেষ বয়স সুখে চলে যাবে; অর্থের জ্ঞা ভাবতেই হবে না। এখন যে কোন উপায়ে তিন দিনের মধ্যেই হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম নাশ করে হজুরের মান বাঁচাও!

৩য় বারাজনা—নায়েব মশাই! একবার এই সুন্দরীর খেলাটা দেখুন। তিন দিন পরে দেখতে পাবেন ঐ হরিদাস ছোঁড়াটা আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরুষকে বশে আনার কৌশল আমার ভালই জানা আছে।

নায়েব—হজুর, এই বারাজনা যেমন রূপে অতুলনীয়, তেমনি হরিদাসকে বশীভূত করতেও দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন। এই বারাজনা যে হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম নাশ করবেই—এতে কোন সন্দেহ নেই!

রামচন্দ্র—হাঃ-হাঃ-হাঃ..., দেখা যাক সুন্দরীর কেরামতি! শোন নায়েব, তুমি এখনই এই বারাজনাকে নিয়ে গিয়ে হরিদাসের কুটীরটা চিনিয়ে দাও গে!

নায়েব—জি আজ্ঞে! চল গো বারাজনারা।

( খানসাহেবকে কুর্নিশ করতঃ সকলের প্রস্থান )

রামচন্দ্র—এইবার আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে। পুরাকালে মুনিরাও যে নারীর মোহ আকর্ষণ এড়াতে পারে নি, সেই নারীর দুর্নিবার



আকর্ষণে ঐ হরিদাস ছোঁড়াটা কি স্থির থাকতে পারে ? ঐ গণিকার ঋগ্নরে পড়ে তার চরিত্র ভেঁষে হবেই। সে একবার চরিত্ররত্ন হারালে আর তাকে কেউ সাধু বলে ভক্তি করবে না। এখন হরিদাস সাধু-শিরোমণি হয়ে যে সম্মান লুটছে তখন লম্পট-শিরোমণি হয়ে জনগণের খুংকার কুড়াবে।

হাঃ-হাঃ-হাঃ..., আর মাত্র তিন রাত্রি বাকী। তারপর হরিদাসের কলঙ্ক দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে ; তখন ঐ সাধুর নাম মুখেও আনবে না। দেশের লোকের কাছে তখন আমি প্রচুর সম্মানে ভূষিত হ'ব ; আমারই দরবারে হবে দেশের গণ্যমান্ত লোকের ভীড় ! কি স্মৃতি ! কি স্মৃতি !! [ প্রস্থান ] ( ক্রমশঃ )

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

## সমিতির উৎসব-বার্তা

### শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা তদধীনস্থ অন্যান্য শাখা মঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর হিন্দোল-লীলা ২৪শে শ্রাবণ ( ইং ১৮।৭৩ ) বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে শ্রাবণ ( ইং ১৮।৮।৭৩ ) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

স্থানান্তরে এস্থলে আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার কেন্দ্রের শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ হইতেছে।

### শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে

উক্ত অনুষ্ঠান শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবরূপে প্রতি বৎসরই বিশেষ সাড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদ্যাবাসু বৈষ্ণব মহারাজের বিশেষ প্রার্থনায়



সমিতির আচার্য্য-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদুক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ সদগবলে উৎসবের কয়েক দিবস পূর্বেই সেখানে স্তববিজয় করেন। তাঁহার আগমানে শ্রীমঠ আরও আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

শ্রীকুলনযাত্রার পূর্ব দিবস অর্থাৎ ২৩শে শ্রাবণ ( ইং ১৮৮৭৩ ) হইতে বিবিধ পুষ্প, পত্র, কদলীবৃক্ষ প্রভৃতিদ্বারা শ্রীমঠের তোরণ তথা শ্রীবিগ্রহের হিন্দোল-দোলা সু-সজ্জিত করা হয় এবং অধিবাস-দিবসের সন্ধ্যায় বিশেষ কীর্তনাদি ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীকুলনযাত্রা বলিতে কি বুঝি তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় শোভমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেন।

বিগত ২৪শে শ্রাবণ ( ইং ১৮৮৭৩ ) ব্রাহ্মমূর্ত্ত্তে কীর্তনমুখে নগর-পরিক্রমা ও পরে মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্তন-মহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ সু-সজ্জিত হিন্দোল-দোলায় আরোহণলীলা করিলে ভক্তগণ কীর্তনমুখে দর্শন করতঃ পরম তৃপ্তিলাভ করেন।

উক্ত উৎসব উপলক্ষ্যে ২৯শে শ্রাবণ ( ইং ১৮৮৭৩ ) পর্য্যন্ত প্রত্যহ যথারীতি পাঠ-কীর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। তদুপরি শ্রীল আচার্য্য মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকায় বহু গণ্যমান্য ও সুধী ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা ধরনের প্রশ্নাদি করতঃ উন্নত চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

## শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে

উক্ত মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদুক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের বিশেষ উৎসাহে সেখানেও শ্রীশ্রীকুলনযাত্রা-মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সমিতির অন্ততম শাখামঠ শ্রীধাম পুণী হইতে সেবক আসিয়া এই মঠের উৎসবকে আরও সজ্জীবিত করেন। শ্রীল মহারাজ উড়িয়া ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে হিন্দোল-লীলা কি সে-সম্পর্কে দর্শকবৃন্দকে অবগত করান। এই উপলক্ষ্যে প্রত্যহ যথারীতি পাঠ, কীর্তন এবং পাঠ-মুখে বক্তৃতা প্রভৃতি ও আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য যথাক্রমে উল্লিখিত তিন মঠেই ৩০শে শ্রাবণ ( ইং ১৮৮৭৩ ) বুধবার দিবসে আমন্ত্রিত ও আগন্তুক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।



## শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব

পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথি ৪ঠা ভাদ্র (ইং ১১।৮।৭৩.) মঙ্গলবার বিশেষ আগ্রহের সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। সমিতির সমস্ত মঠে এই তিথি পালিত হইলেও সমিতির আকরমঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে একটু বিশেষত্ব ও বিপুল উদ্দীপনার সহিত শ্রীনাম-কীর্তন-কোলাহলের মধ্য দিয়া উক্ত ব্রত পালিত হইয়াছে।

ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে পরব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি এক বিশেষ তাৎপর্যের হুচনা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত অন্তর্মুখী জীবকে বৈকুণ্ঠে আকর্ষণ করতঃ বৈকুণ্ঠ-বিরোধী স্বার্থান্ধ কলহপ্রিয় জীবগণকে ধ্বংশ করিয়া ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। এই শিক্ষা জগতে প্রচার মানসেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি নিরন্তর সারস্বত-বাণী কীর্তন করিতেছেন।

উক্ত দিবসেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে শীহার-সঙ্কীর্তন-সহকারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মালীলা-প্রদর্শনীর উন্মোচন করা হয়। উহা সপ্তাহকাল উন্মীলিত রাখা হইয়াছিল।

## শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রত

বিগত ১২শে ভাদ্র (ইং ৫।৯।৭৩.) বুধবার বৃষভানুন্দিনী মাধব-দয়িতা শ্রীমতী রাধিকার শুভাবির্ভাব-ব্রতোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমস্ত মঠেই যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ণশক্তিমত্ত্ব অজ শ্রীভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও লীলা আশ্বাদন মানসে চিহ্নকিকে আশ্রয় করতঃ জীবের প্রতি কৃপাপূর্বক মর্ত্যধামে তাঁহার প্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। পূর্ণশক্তি শ্রীরাধারানীও সর্বশক্তিমানের লীলার সহায়কারিণীরূপে ভগবানের অমুগমন করিয়া থাকেন। তাঁহার এই লীলামুগমন খুবই স্বাভাবিক, কারণ পরিপূর্ণকাম স্বয়ংরূপ ভগবানের তিনি স্বরূপ-শক্তি বা হলাদিনী শক্তি। ভগবানের সর্বতোভাবে আরাধনা তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করেন। বলিয়া তিনি ‘রাধা’ নামে অভিহিতা। রাধিকা ব্যতীত কৃষ্ণের পরিচয় নাই, আগার কৃষ্ণ ব্যতীত রাধার অস্তিত্বও অসম্ভব—তাই রাধাকৃষ্ণ অঙ্গাজা।

বলা বাহুল্য শ্রীনন্দোৎসব (শ্রীজন্মাষ্টমীর পর দিবস) ও শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব দিবসদ্বয়েই বিচিত্র মহাপ্রসাদ আগমিত ও আহৃত সকল জনসাধারণকে বিতরণ করা হইয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদ



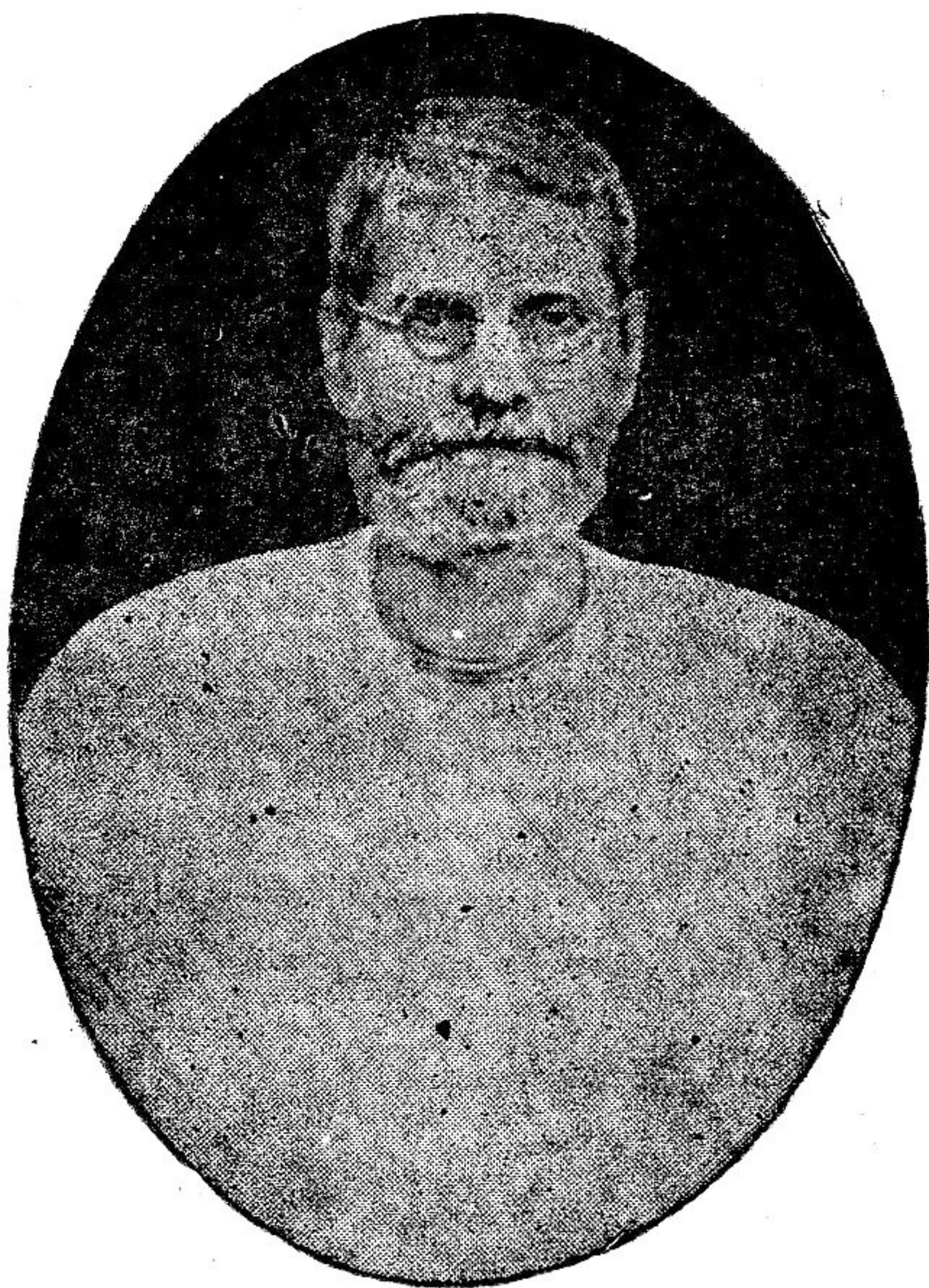
শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যাব্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১ম বার্ষিক ব্রহ্ম-অহোৎসব



নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ।

অতিমর্ত্যচরিত্রায় স্বাপ্নিতানাঞ্চ পালিনে ।

জীবদুঃখে সদাভায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

শ্রীধাম নবদ্বীপ ( নদীয়া ) ।



শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি  
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৪ ভাদ্র, ১৩৮০ ; ইং ১০।৯।৭৩

শ্রী আচার্য্যচরণে দণ্ডবন্দিত-পূর্ব্বিকেষম্—

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিত-পূর্ব্বিকেষম্—

আগামী ৩০ পদ্যনাভ, ২৫শে আশ্বিন (ইং ১২।১০।৭৩) শুক্রবার  
দিবসে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদধীনস্থ শাখা মঠসমূহে অস্বদীয়  
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি  
উপলক্ষ্যে পঞ্চম-বার্ষিক-বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবা-সূচী অনুসারে  
আপনি সবান্নব যোগদান করতঃ আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার  
দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা  
নিমন্ত্রণের ক্রটি মার্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী :—

২৫শে আশ্বিন, ইং ১২।১০।৭৩ শুক্রবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের

অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪.৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

দ্রঃ— পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী  
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,  
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানার প্রেরিতব্য।



# সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের সুবর্ণ-সুযোগ

“গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে ।

সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে ॥”

শুদ্ধভক্তির অঙ্গরূপে তীর্থদর্শন বিশেষ আবশ্যিক, তদুপরি সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ । ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । তীর্থভ্রমণহলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান প্রকৃত তীর্থযাত্রার ফল নহে । সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য । শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে দৃষ্ট হয়—“যে তীর্থেতে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি কাজ হাঁটিয়া দূরদেশে ।”

আজকাল বহু তীর্থভ্রমণ-কোম্পানী নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া তীর্থভ্রমণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গব্যতীত তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল লাভ হয় না ।

আমাদের এই তীর্থভ্রমণের সুদুর্লভ বৈশিষ্ট্য :—

- ১ । মঠবাসীভক্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের মুখে সর্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সঙ্কীর্তন ।
- ২ । সাধুগণ দর্শনীয় তীর্থের মাহাত্ম্য যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দেন ।
- ৩ । চলন্ত ট্রেনে থাকাকালেও শ্রীমন্মহাত্মর শ্রীবিগ্রহের অর্চন-পূজন, আরতি ও ভোগরাগাদি দর্শন ।
- ৪ । প্রত্যহ দুই বেলাতে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা ।
- ৫ । সঙ্কীর্তনমুখে যাবতীয় তীর্থ পরিদর্শন ও পরিক্রমা ।

সর্বোপরি এই পরিক্রমায় সমিতির সভাপতি-আচার্য মহারাজ কৃপাপূর্বক সঙ্গে থাকিয়া ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবেন এবং পূজ্যপাদ ঐদণ্ডিষামী শ্রীমদ্ভক্তিবদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সন্ন্যাসিগণ যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করিবেন ।

অতি অল্পসংখ্যক আসন সংরক্ষিত হইতে অবশিষ্ট আছে, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বরেই আসন সংরক্ষণ না করিলে অবিলম্বে হতাশ হইবেন ।



## দর্শনীয় স্থান :—

১। পুরী, ২। সিংহাচলম্ ( জিওড় নৃসিংহ ) ৩। মঙ্গল-  
গিরি ( পানা নৃসিংহ ), ৪। তিরুপতি বালাজী, ৫। বিষ্ণুকাঞ্চী,  
৬। শিবকাঞ্চী, ৭। পক্ষীতীর্থ, ৮। চিদাম্বরম্ ( নটরাজ শিব ),  
৯। কুন্তুকোণম্, ১০। তাঞ্জোর ( বৃহদীশ্বর শিব ), ১১। ত্রিচিনা-  
পল্লী ( রঙ্গনাথ ) ১২। রামেশ্বর, ১৩। মাদুরা, ১৪। কন্যাকুমারী,  
১৫। ত্রিভেন্দ্রাম্ ( অনন্ত পদ্মনাভ ), ১৬। মাদ্রাজ।

যাত্রাদিবস—৫ই কার্তিক, সন ১৩৮০, ইং ২২।১০।৭৩ সোমবার  
প্রত্যাবর্তন দিবস ( আনুমানিক ) — ২৭শে কার্তিক ১৩৮০,  
ইং ১।১১।৭৩, মঙ্গলবার।

## —ঃ নিয়মান্বলী :—

আগামী ৫ই কার্তিক ইং ২২।১০।৭৩ সোমবার, রাত্র ৮ ঘটিকার  
সময়ে হাওড়া ৮ নং প্লাটফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমায়  
আনুমানিক ২৩ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্তী স্থানের  
জন্ম বাস-কুলীভাড়া ও ছুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্ম প্রতি যাত্রীকে  
৫০।১'০০ (পাঁচশত এক) টাকা ভিক্ষাস্বরূপে প্রদান করিতে হইবে।  
অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের কম) জন্ম ৩৭৫'০০ (তিনশত পঁচাত্তর)  
টাকা দিতে হইবে। ১৫ই আশ্বিন, ইং ২।১০।৭৩ মধ্যে অগ্রিম  
১৫০'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট  
ভিক্ষা যাত্রার ১০ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৫ আশ্বিন (ইং ১২।১০।৭৩) মধ্যে  
সম্পূর্ণ জমা দিতে হইবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ  
মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—  
ঠিকানায় অর্থাৎ জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে। যাত্রিগণ  
একটি করিয়া হাল্কা খালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-  
পত্র ১৫ কিলোর অধিক হইলে ভাড়া লাগিবে, শীতোপযোগী  
বিছানার প্রয়োজন নাই। গরম চাদর সঙ্গে লইলেই চলিবে।

পত্রালাপ করিতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ  
মহারাজ, শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায়  
পত্র প্রেরিতব্য। ইতি—২৫শে ভাদ্র, ইং ১১।৯।৭৩


সভ্যবন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অনিবার্য কারণ ও দৈব-দুর্ভিক্ষপাকে পরিক্রমা-পঞ্জী  
পরিবর্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবে না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয়  
স্থানে পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।



স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্ষা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অত্র ধর্ম স্মৃষ্কপে পালে যেই জন ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যশূন্য ॥ হরি-কথায় রক্তি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ৫ দামোদর, ৪৮৭ গৌরাক্ষ  
বুধবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৮০ ; ইং ১৭।১০।১৯৭৩ } ৮ম সংখ্যা

সান্নিধানং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[ শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর )

মদনরসঙ্গত সঙ্গতপরিমল ভূজতটরঙ্গ-তরঙ্গিত-জিতবল ।

যুগতিবিলম্বিত লম্বিতকচভর কুসুমবিটঙ্কিত টঙ্কিতগিরিবর ॥বীর॥

হে গিরিবরধারিন্ ! হে কুসুমভূষণ ! তুমি ব্রজরমণীর অঙ্গসৌরভে  
কামোন্মত্ত হইয়া উহাদিগের সহিত নৃত্য ও বিহার করতঃ তোমার কেশ-  
পাশ অলুলায়িত হয় ।

দ্রুমগুলতাণ্ডবিত-প্রসূনকোদণ্ডচিত্রকোদণ্ড ।

হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যং মণ্ডয় মম পুণ্ডরীকাক্ষ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! কন্দর্পের পুষ্পময় শরাসনের তুল্য তোমার দ্রুমগুল  
তুমি আমার হৃৎপদ্মমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে অলঙ্কৃত কর ।



॥ পাণ্ডুপলম্ ॥

জয় জয় দণ্ডপ্রিয় কচযুগ্মথিতশিখণ্ডব্রজ শশিখণ্ড-  
 সুরগসপিণ্ডস্মিতবৃতগণ্ড প্রণয়করণ্ড দ্বিজপতিতুণ্ড  
 স্মররসকুণ্ড ক্ষতফণিমুণ্ড প্রকটপিচণ্ডস্থিতজগদণ্ডা-  
 কণদণুঘণ্ট স্ফুটরগঘণ্ট স্ফুরতুরুণ্ডাকৃতিভুজদণ্ডা-  
 হতখলচণ্ডাসুরগণ পণ্ডাজনিতবিতণ্ডাজিতবল ভাণ্ডী-  
 রদয়িত খণ্ডীকৃতনবহিণ্ডীরভদধিহণ্ডীগণ কলকুণ্ডী-  
 কৃতকলকণ্ডীগণ মণিকণ্ডীস্ফুরিতসুকণ্ডীপ্রিয় বরকণ্ডীরবরণ ॥ধীর॥

হে দণ্ডপ্রিয় ! তোমার চূড়াগ্রে চন্দ্রকলার ঞায় সমধিক ময়ূরপুচ্ছ  
 শোভা পাইতেছে, তোমার গণ্ডদেশ মন্দ মন্দ ঠাস্ত-ভূষত, তুমি প্রেমের  
 আশ্রয়, হে চন্দ্রানন ! তুমি কন্দর্পরসের সরোবর, তুমি কালিয়নাগের  
 ফণামণ্ডল নিগ্রহ করিয়াছ, তোমার উদরে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ  
 করিতেছে, তোমার কটিদেশে ক্ষুদ্রঘটিকা স্তমধুর শব্দ করিতেছে, তুমি  
 যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক হও, তুমি হস্তিগুণ্ডাকার বিশাল ভুজদণ্ডদ্বারা প্রচণ্ড  
 দানবগণকে নিগ্রহ করিয়াছ, তুমি বাক্যকৌশলে নিজ বয়স্শব্দকে পরাভব  
 কর, তুমি ভাণ্ডীরবনপ্রিয়, তুমি বাল্যকালে সমুদ্রফেণসদৃশ নবনব নবনীত-  
 পূর্ণ নবভাণ্ড শিলাখণ্ডদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছ, তুমি স্তমধুর বংশীরবে  
 কোকিলদিগকে কুণ্ঠিত করিয়াছ, তুমি মণিহারভূষিত ব্রজরমণীগণের প্রিয়,  
 হে বীর ! যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহের ঞায় তোমার বিক্রম প্রকাশিত হয়।

দণ্ডী কুণ্ডলিভোগকাণ্ডনিভয়োরুদ্রদণ্ডদৌর্দণ্ডয়োঃ

শ্লিষ্টশচণ্ডিমডম্বরেণ নিবিড়শ্রীখণ্ডপুণ্ডোজ্জ্বলঃ ।

নিধূতোদচণ্ডরশ্মিঘটয়া তুণ্ডশ্রিয়া মামকং

কামং মণ্ডয় পুণ্ডরীকনয়ন ত্বং হন্ত হ্রস্মণ্ডলম্ ॥

কন্দর্পকৌদণ্ডদর্পক্রিয়োদণ্ড

দৃগ্ভঙ্গিকাণ্ডীর সংজুষ্টভাণ্ডীর ॥ধীর॥

হে পুণ্ডরীকনয়ন ! ত্বদীয় অকলঙ্কচন্দ্রসদৃশ বদনবাস্তিদ্বারা আমার তামস  
 হৃদয়ের শোভা বিস্তার কর। তুমি দৃষ্ট নিগ্রহ নিমিত্ত দণ্ডধারণ করিয়াছ,  
 মর্পের কাষদণ্ডের ঞায় তোমার দৌর্দণ্ড, চন্দন-তিলকে তোমার ললাট



সুশোভিত হইয়াছে, হে ভাণ্ডীরবনপ্রিয় ! তোমার দ্বয়ুগলরূপ শরাস্ন ও  
নয়নভঙ্গীরূপ বাণ লইয়া কন্দর্প, ত্রিভুবন জয় করিতেছে ।

তুমুপেন্দ্র কলিন্দনন্দিনীতটবৃন্দাবনগন্ধসিকুর ।

জয় সুন্দরকান্তিকন্দলৈঃ সুরদিন্দীবরবৃন্দবন্ধুভিঃ ॥

হে উপেন্দ্র ! তুমি কালিন্দীনদীর তীরবর্তি শ্রীবৃন্দাবনের মদমত্ত মাতঙ্গ-  
স্বরূপ, বিকসিত ইন্দীবরের ছায় তোমার সুন্দর কান্তি ।

॥ ইন্দীবরম্ ॥

জয় জয় হন্তু দ্বিষদভিহন্তুর্মধুরিমসংতর্পিতজগদন্তু-  
মৃদুল বসন্তপ্রিয় সিতদন্ত সুরিতদৃগন্তু প্রসরতুদন্তু  
প্রভবদনন্তু প্রিয়সখ সন্তুস্তুয়ি রতিমত্তঃ স্বমুদহরন্তু  
প্রভুবর নন্দাত্মজগুণকন্দাসিতনবকন্দাকৃতিধর কুন্দা-  
মলরদ তুন্দাত্তভুবন বৃন্দাবনভবগন্ধাস্পদমকবন্দা-  
দ্বিতনবমন্দারকুণ্ডমবৃন্দাচিতকচ বন্দারুনিখিলবৃন্দা-  
রকবরবন্দীড়িত বিধুসংদীপিতলসদিন্দীবরপারিনিন্দী-  
ক্ষণযুগ নন্দীশ্বরপতিনন্দীহিত জয় ॥ ধীর ॥

হে শত্রুনাশন ! তুমি শ্রীমদ্রেব মাধুর্য্যদ্বারা ত্রিভুবন পরিতর্পিত করিতেছ,  
তোমার অন্তঃকরণ অতি কোমল, তুমি বসন্তঋতুপ্রিয় তোমার দস্তাবলী  
মুক্তামালার ছায় অতিশুভ্র, তোমার কটাক্ষ অতি চঞ্চল, তোমার কথা  
জগৎ-ব্যাপ্ত, তুমি অগ্রজ বলদেবের প্রিয়সখা, পণ্ডিতগণ তোমাতে ভক্তি  
করিয়া মুক্তি লাভ করেন, হে সর্বেশ্বর নন্দনন্দন ! হে নিখিল গুণাশ্রয়  
নবনীরদ নীলবর্ণ ! হে কুন্দদশন ! তোমার উদর মধ্যে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড  
অবস্থিতি করিতেছে, শ্রীবৃন্দাবনের অতি সুন্দর রস গন্ধপরিপূর্ণ প্রফুল্ল মন্দার-  
কুসুমদ্বারা তোমার কেশপাশ সুশোভিত, ব্রহ্মাদি দেবগণ বন্দী হইয়া  
তোমার স্তব করিতেছেন, বিকসিত ইন্দীবরের ছায় তোমার নয়নযুগল,  
হে ধীর ! নন্দমহারাজ তোমার অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া অতিশয়  
আনন্দিত হন ।

স্মিতরুচিমকরেন্দ্রশ্রুতি বক্তারবিন্দং

তৱ পুরুপরহংসা ঘণ্টগন্ধং মুকুন্দ ।



বিরচিতপশুপালীনেত্রসারঙ্গরঙ্গং

মম হৃদয়তড়াগে সঙ্গমঙ্গীকরোতু ॥

অম্বরগতসুরবিনতিবিলম্বিত তুশুরুপরিভবিমুরলিকরম্বিত ।

শম্বরমুখমৃগনিকরকুটম্বিত সংভ্রমবলয়িতযুবতিবিচুম্বিত ॥বীর॥

হে মুকুন্দ ! যাহা হইতে মন্দ মন্দ হাস্যরূপ মকরন্দ বিগলিত হইতেছে, গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পরমহংসগণ যাহা অব্বেষণ করিতেছেন, গোপিকাগণের নয়নভ্রমর যাহা পান করিতেছে, এই প্রকার স্বদায় সেই বদনারবিন্দ আমার হৃদয়-সরোবরে বিরাজিও উটক । হে বীর ! দেবগণ আকাশস্থ হইয়া তোমার বন্দনা করিতেছেন, তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে তুশুর গন্ধর্কের গীতাশ্রিমান দূর হয়, শম্বর প্রভৃতি হরিণগণ বংশীরবাকৃষ্ট হইয়া তোমার চতুর্দিক পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, ব্রজরমণীগণ তোমার বদনারবিন্দ সাদরে চুম্বন করিতেছেন ।

অম্বুজকুটম্বহিতুঃ কদম্বসংবাধবন্ধুরে পুলিনে ।

পীতাম্বর কুরু কেলিং ত্বং বীর নিতম্বিনীঘটয়া ॥

হে পীতাম্বর ! হে বীর ! কদম্ববনাকার্ণ অতি মনোহর কানিন্দীতটে গোপিকাগণের সহিত তুমি বিহার কর ।

॥ অরুণান্তোরুহম্ ॥

জয় রসসংপদ্বিরচিতবাম্প স্মরকৃতকম্প প্রিয়জনশংপ  
প্রবণিতকম্পস্ফুরদনুকম্প ছ্যাতিজিতশম্পস্ফুটনবচম্প-  
শ্রিতকচণ্ডম্প শ্রুতিপরিমলস্ফুরিতকদম্বস্তমুখ ডিম্ব-  
প্রিয়রবিবিশ্বোদয়পরিজ্জন্তোন্মুখলসদন্তোরুহমুখ লম্বো-  
দ্ভটভুজ লম্বোদরবরকুন্তোপমকুচবিশ্বৌষ্ঠযুবতিচুম্বো-  
দ্ভট-পরিরন্তোৎসুক কুরু শং ভোস্তুড়িদবলম্বোজিতমিলদন্তো-  
ধরসুবিড়ম্বোদূর নতশংভো পরিজিতদন্তোলিগরিমসংভা-  
বিতভুজজন্তাহিতমদ লম্পাকমনসি সংপাদয় ময়ি তং পা-

কিমমনুকম্পালবমিহ ॥ ধীর ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি শৃঙ্গাররস-সমুদ্রে বাম্প দিয়া নিমগ্ন হইয়াছ, স্মরণাবেশ হেতু সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে তোমার শ্রীঅঙ্গ কম্পিত ও পুলকিত হয়, তুমি



আত্মীয়জনের কল্যাণকারী. তুমি কোন সময়ে ভয়কুণ্ঠিত বরুণের প্রতি  
অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছিলে, বিদ্যাতের ন্যায় পীতবর্ণ নববিকসিত চম্পক-  
মালায় তোমার চূড়া সুশোভিত, কর্ণাংশু কদম্বকুসুমদ্বারা তোমার শ্রীমুখের  
অপূর্ব শোভা হইয়াছে, তুমি গোপবালকের প্রীতিকর, প্রভাতরবিকিরণে  
প্রফুল্ল কমলের ন্যায় তোমার শ্রীমুখমণ্ডল সুশোভিত, তোমার বাহুযুগল  
সুদীর্ঘ ও বিক্রমশালী, যাহার স্তনসৌন্দর্য্যে গজ্ঞাননের কুন্ত শোভা পরাভব  
করিয়াছেন, সেই সমস্ত গোপাঙ্গনার মুখচুষনে ও তাঁহাদের আলিঙ্গনে তুমি  
সমুৎসুক, পীতাম্বরে সুশোভিত তোমাকে দেখিয়া সৌদামিনীশোভিত মেঘ-  
মালা লজ্জিত হয়, তুমি মহাদেবের নমস্কার, তুমি কল্যাণকর, তুমি হৃদয়পাণি  
পুরন্দরের মদগর্ভ খর্ব করিয়াছ, হে ধীর! বিষয়াসক্ত আমার প্রতি তুমি  
কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ কর।

দিব্যে দগুধরস্বসুস্তটভবে ফুল্লাটবীমণ্ডলে

বল্লীমণ্ডপভাজি লব্ধমদিরস্তম্ভেরমাড়ম্বরঃ ।

কুব্ধবনজ্ঞনপুঞ্জগজ্ঞনমতি-শ্যামাঙ্গকান্তিশ্রিয়া

লীলাপাঙ্গতরঙ্গিতেন তরসা মাং হন্তু সন্তপ্য ॥

হে নাথ! তুমি শ্রীঅঙ্গের স্ফটিক শ্যামল কান্তিদ্বারা পুঞ্জীকৃত অঙ্গন-  
কান্তি পরাভব করিয়াছ, তুমি সুদীর্ঘ কালিন্দীতটে পুষ্পিত অরণ্যমধ্যে  
নিকুঞ্জস্থানে গোপাঙ্গনার সহিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিহার করিতেছ,  
অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি সাক্ষর্য্যে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত কর।

অম্বুজকিরণবিডম্বক খঞ্জনপরিচলদম্বক ।

চুস্বিতযুবতিকদম্বক কুন্তললুণ্ঠিতকদম্বক ॥ বীর ॥

হে গোপিকামুখচুষনপ্রিয়! তোমার করচরণাদি-কান্তিদ্বারা অম্বুজকান্তি  
বিড়ম্বিত হইতেছে, তোমার নয়নযুগল খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল, তুমি গোপিকা-  
গণের কবরীবন্ধন আলুলায়িত কর, তোমার কর্ণযুগলে কদম্বকুসুম  
সুশোভিত।

ক্রমশঃ



# উপাধি ব্যাধি

[ “সেই সে বিজ্ঞার ফল জানিহ নিশ্চয় ।  
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয় ॥” ]

শ্রীশ্রীগুরু গোরাক্ষো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )

ইং ১৮।১২।৬৪

স্নেহাম্পাদেয়,

\* \* \* ! তোমার 27. 11. 64 ও 11. 12. 64 তারিখদ্বয়ের দুইখানা পত্রই পাইয়াছি। তোমার পত্রে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্তা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং কি উত্তর দিব বুঝিতে পারিতেছি না। তবে তুমি এখন বেদান্তের মধ্য পড়িতেছ, পড়িতে থাক, আমার কোন আপত্তি নাই। অবশ্য যাহারা রামানুজের বেদান্ত পড়ান, তাঁহাদের মধ্যে বেশির ভাগই রামানুজ বেদান্ত অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁহারা যে কি পড়াইবেন, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজকাল শিক্ষক বা ধর্মপ্রচারকদের কোন ধর্মের ঠিক নাই। তাঁহারা অনিচ্ছাকেই শিক্ষা এবং অধর্মকেই ধর্ম বলিয়া মনে করেন। তুমি ইহা তোমার টোলের অধ্যাপক ও ছাত্রদের বুঝাইয়া দিবে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার শিক্ষকদের ও ছাত্রদের ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি পিতার অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ( রাজা ) শিক্ষকরূপে বালক শ্রীপ্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী আমাদের আদর্শ। শিক্ষাই প্রয়োজন। উপাধির প্রয়োজন নাই। উপাধিকে ব্যাধি বলে। শুধু উপাধি সংগ্রহের জন্ত চেষ্টা ছাত্রদের পক্ষে অভক্তিপর। সুতরাং তাহা বিদ্যার্থীগণের যত কম হইবে ততই মঙ্গল। শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবসেবা না করিলে বিদ্যা অবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত হয়। উহার দ্বারা বিদ্যার্থীগণের অধঃপতন অনিবার্য। ‘জ্ঞান’ একটা জিনিষ, উপাধি অণু জিনিষ। উপাধিতে দন্ত-অহঙ্কারাদি মানুষকে নিয়গামী করিয়া ভক্তিবিরোধী করিয়া দেয়। নিজের টোলে ৫৭ বৎসর পড়িয়াও যদি কোন খেতাব না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাট সর্বোত্তম। সাধারণ



গ্রাম্য নীতিতে বলে, পরের বুদ্ধিতে বড়লোক হওয়া অপেক্ষা নিজের বুদ্ধিতে ফকির হওয়া ভাল। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ মধুসূদন সরস্বতীর নিকট বেদান্ত পড়িয়া তাঁহাকেই বেদান্ত-বিচারে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকেই শিষ্য ক'রয়াছিলেন। মধুসূদন সরস্বতীর ছায় সরল অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিতে দোষ নাই। তবে অসবল অধ্যাপকদের শিক্ষা সর্বতোভাবে অগ্রহণীয়। সে যাহা হউক, ভক্তি বিরোধী অধ্যয়ন-পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া তুমি হরি-সেবা করিবার যত্ন করিলেই সন্তোষের বিষয় হইবে। তোমার আর্থিক অভাব হইলে আমাকে জানাইবে। আমার নিকট তোমাকে দিবার জ্ঞাত একজন দাতা ৩০ টাকা জমা রাখিয়াছে। তুমি ভবিষ্যতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিবে এই বিশ্বাসে টাকা দিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিলেই মনে হয় সকলের পক্ষে মঙ্গল। \* \* \* মহারাজ শারীরিক অসুস্থতার জ্ঞাত সিধাবাড়ী গিয়াছেন। উর্দ্ধমহী মহারাজ বৈষ্ণব-দর্শনের মধ্য, রাঘব কাব্যের মধ্য, কৃষ্ণকুপা হরিনামা-মৃতের মধ্য পরীক্ষা দিবে বলিয়া Form fill up করিয়াছে। শ্রীহরি ও হরিহর হারনামামৃতের উপাধি পরীক্ষার Form fill up করিয়াছে। বৃষভানু, গোরাচাঁদ, মুকুন্দ প্রভৃতি হরিনামামৃতের আশু পরীক্ষার form fill up করিয়াছে। \* \* \* পণ্ডিত বেদান্ত চতুষ্পাটীর অধ্যাপকস্বরূপে form স্বাক্ষর করিয়াছে। কাব্যের অধ্যাপক \* \* \* মহারাজ। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাক জ্ঞানী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

## পরমার্থ

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৪ পৃষ্ঠার পর )

নিত্যানন্দ প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হ'য়ে দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু ভোজন করা'তে চাইলেন। পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান ক'রে সন্ন্যাসীর গৃহে ফলাহার করিতে লাগলেন। এমন সময় সেই দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে 'আনন্দ' গ্রহণের জ্ঞাত পুনঃপুনঃ ইজিত ক'রিতে লাগলেন। দারী সন্ন্যাসীর পত্নী ভোজনকালে অতিথি-গণকে ঐরূপ বিরক্ত ক'রিতে নিষেধ ক'রলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে



জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—সন্ন্যাসী 'আনন্দ' শব্দে কি লক্ষ্য ক'রছে? নিত্যানন্দ প্রভু সকল প্রকার ব্যক্তির আচরণই অবগত ছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরকে জানালেন,—'আনন্দ' শব্দদ্বারা দারী সন্ন্যাসী 'সুখ' লক্ষ্য ক'রছে। এই কথা শুন্বামাত্র বিশ্বম্ভর "বিষ্ণু বিষ্ণু" স্মরণ ক'রে তৎক্ষণাৎ আহাৰ পরিত্যাগপূর্বক আচমন ক'রলেন এবং অতি সত্বর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিলেন। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু দুঃসঙ্গ-বর্জনের শিক্ষা দিলেন এবং আরও জানা'লেন,—

‘স্ত্রেণ ও মদ্যপে প্রভু অনুগ্রহ করে।

নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে ॥

সন্ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।

তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে ॥

না হয় এজন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।

সবে নিন্দকের নাহি বাসে ভাল মর্মে ॥

দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।

তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী ॥

ভুক্তিকামী অপেক্ষা মুক্তিকামী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিস্থ অধিকতর কপট ব'লে শ্রীমন্ন্যাসী প্রভু মঙ্গলেচ্ছুকে তা'দের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিবর্জন করবার উপদেশ দি'য়াছেন। উর্বশী তা'র অপস্বার্থ-সিদ্ধির সময় অতিক্রান্ত হ'লে যখন চন্দ্রবংশীয় পুরুষ বা ঐলকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিল তখন ঐল উর্বশীর নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি ক'রে নির্বেদ লাভ ক'রলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ উদ্ধাকে ব'লেছিলেন,—

‘ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সংস্রু সজ্জিত বুদ্ধিমান্।

সন্তু বাস্তু ছিন্তন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥’ ( ভাঃ ১১।২৬।২৬ )

[ অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সাধু উপদেশদ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করিবেন। ]

সাধুগণের একমাত্র কর্তব্য—জীবের যে সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অন্য রকম কথা পোষণ করে; আর এই দ্বিহৃদয়তাকেই



উদারতা বা সমন্বয়ের ধর্ম ব'লে প্রচার ক'রতে চায় ! যারা দ্বিহৃদয়তা প্রকাশ না ক'রে সরল হ'তে চান—সরলভাবে আত্মার বৃত্তি যাজন করতে চান, তাঁ'দিকে ঐ সকল দ্বিজিহ্ব ব্যক্তি 'সাম্প্রদায়িক', গোঁড়া প্রভৃতি ব'লে থাকেন। যারা সরল, আমরা তাঁ'দেরই সঙ্গ ক'র্ব্ব—অপরের সঙ্গ ক'রব না। দুঃসঙ্গকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জন ক'রতে হবে ; যেমন শৃঙ্গীর নিকট হ'তে শত হস্ত পরিমাণ দূরে থাকতে হয়।

এক সময় ঠাকুর মহাশয়—যিনি পূর্ব পরিচয়ে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে আবির্ভূত হ'বার লীলা প্রকাশ ক'রেছিলেন বহু বহু ভাল লোক—আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সত্য কথা ব'লেছিলেন, তাঁকেও অসদ-ব্যক্তিগণের আক্রমণের পাত্র হ'তে হ'য়েছিল। মৎসর-প্রকৃতির আধ্যাত্মিক কতকগুলি অবিচারক লোক ব'ল্তে লাগল, নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে কেন ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে পারমার্থিক উপদেশ দিচ্ছে শিষ্য ক'রছেন? এই কথা শুনে ঠাকুর মহাশয় ব'ল্লেন,—তা' হ'লে আমি সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হ'ব। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ব'ল্লেন,—তা'হ'লে জগৎ ত' রসাতলে যাবে—জগতে নাস্তক, পাষণ্ডের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে! এই বলে তখন তাঁরা একজন সাজলেন—বাকুই, আর একজন সাজলেন—কুমোর।

যখন বিদ্বৈষ সাম্প্রদায়ের গর্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী ঠাকুর মহাশয়কে বিচারে পরাস্ত করবার মতলব নিয়ে খেতুরীতে এ'সে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা তাঁ'দের আহ্বারের বন্দোবস্তের জন্ত বাজারে হাঁড়ী কিন্তে কুমোরের দোকানে গেলেন। তখন কুমোর তাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতে কথাবার্তা আরম্ভ ক'রে দিলেন। তারপর তাঁ'রা পান কিন্তে পানের দোকানে গেলেন, বাকুইও পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় কথা আরম্ভ ক'রলেন। এ সকল দেখে শুনে গর্ষিত পণ্ডিতগণ মনে মনে বিচার ক'রলেন—যে দেশের কুমোর-বাকুই পর্য্যন্ত সংস্কৃতে কথা ব'লতে পারেন, সে-দেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ঠাকুর নরোত্তম যে কত বড় পণ্ডিত, তা' অহুমানও করা যে'তে পারে না। সুতরাং তাঁর কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে আমাদের সম্মান লাঘব করবার পরিবর্তে আমাদের এখান থেকে বিদায় নেওয়া শ্রেয়। এরূপ বিচার ক'রে তাঁ'রা সেখান থেকে স'রে প'ড়লেন। যারা সত্য আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে চিরকালই এইরূপভাবে আক্রান্ত হ'তে হয়। (ক্রমশঃ)



# প্রমোত্তর

(স্থায়িত্ব ও রতি)

১। 'স্থায়িত্ব' কি ?

“অত্র সকল ভাবে নিঃ-বশে রাখিয়া যে ভাব কর্তৃত্ব করে, তাহাই স্থায়িত্ব। জাত-ভাব-পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই কৃষ্ণে মমতাসংযুক্ত ও কিয়ৎপরিমাণে গাঢ় হইতে হইতেই রসোপযোগী স্থায়ী ভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্থায়ী নির্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ অপরিমিত একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেমপ্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে; যেহেতু প্রেম অসীমত্ব-প্রযুক্ত সর্বাবস্থায় রতিত্ব-দশায় পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাষ্ঠাকে আত্মসাৎ করিয়া পরিচিত হয়, অতএব স্থায়িত্ব বলিতে রতিই অগ্রসর হইবে।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২। 'রতি' কাকে বলে ? তাহা কয় প্রকার ?

“রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থা এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থা। প্রেম—সূর্য্য-স্বরূপ এবং রতি বা ভাব—তাহার কিরণস্বরূপ। রতি উদিত হইলে অল্প-অল্প সাত্ত্বিকাদি ভাব উদিত হয়। রতি বন্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়াও স্বয়ং চিন্ত্যাপার, অতএব স্বপ্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্যত্বের জ্বায় প্রস্ফুট হন এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে থাকেন। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ ও সাধনাভিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুই প্রকারে রতির উদয় হয়। জগতে সাধনাভিনিবেশজ রতিই সর্বত্র লক্ষিত হয়। প্রসাদজ রতি বিরলোদয়। সাধনাভিনিবেশজ রতি আবার বৈধ-সাধনজ ও রাগানুগা-সাধনজ-ভেদে দ্বিবিধ।”

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৩। অনিত্য ও নিত্য-রতি কি ?

“জড়দেহে যে রতি আছে, সে রতি চিত্তানলে দগ্ধ হয়, আত্মার সহিত নিত্যরূপে থাকে না। পৃথিবীতে যে স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহার আছে, তাহা অতি তুচ্ছ; কেন না, দেহের স্মৃতি দেহের সহিত শেষ হয়। জীব যিনি, তিনি আত্মা, তাহার একটি নিত্য-দেহ আছে। সেই নিত্য-দেহ সকল-জীবই স্ত্রী এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র পুরুষ। জড়-দেহের চেষ্ঠা-সকলকে



ক্রমশঃ খর্ব করিয়া নিত্য-দেহের চেষ্ঠাকে বৃদ্ধি কর। যেমন জড়ীয় জী-  
দেহের রতি উৎকটভাবে পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ নিত্য-জী-দেহের  
অপ্রাকৃত-রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত কর। বিষয়ের প্রতি চিন্তের যে লালসা  
তাহাকেই 'রতি' বলি। অপ্রাকৃত সিদ্ধ-দেহের যে স্বাভাবিকী  
কৃষ্ণলালসা, তাহাই জীবের নিত্য-রতি।

—প্রঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ

৪। রসবিচারশূন্য ব্যক্তিগণের যে ভাবের উদ্দীপনা, তাহার মূল  
কোথায় ?

“রসবিচারশূন্য হইলেও কার্যতঃ তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে যে রসের  
আলোচনা করেন, তত্তজ্ঞানাভাবে তাহাকেই চিন্তাগত ধ্যান, ধারণা,  
নিদিধ্যাসন, সমাধি, এবাদৎ, পূজা, প্রার্থনা ( prayer ) ইত্যাদি নাম দিয়া  
থাকেন। যে-সময়ে উপাসক পূজা, প্রার্থনা ( prayer ) বা এবাদৎ প্রভৃতি  
ক্রিয়াতে আবিষ্ট হন, তখন বিদ্বাংগতির দ্বারা একটি ভাব তাঁহার অন্তরাগ্না  
হইতে উঠিয়া মনকে কম্পিত করে এবং দেহে রোমাঞ্চ প্রভৃতির কিছু কিছু  
ব্যাপ্তি উদ্ভাবন করে। তখন মনে হয়, ঐ ভাবটি যদি আমাতে স্থায়ীরূপে  
থাকে, তাহা হইলে আর আমার কষ্ট থাকে না। তাই, সে ভাবটি কি ?  
তাহা কি জড়ের ধর্ম, —না চিন্তার ধর্ম, —না জড়-বিপরীত ধর্ম ? সমস্ত জগৎ  
অন্বেষণ কর, জড়ে কোথাও সেরূপ ভাব দেখিবে না। তড়িৎ পদার্থ  
( Electricity ) বা চুম্বক ( Magnetism ) দ্বারা জড়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম,  
তাঁহাদের মধ্যে সে অবস্থা নাই। চিন্তাকে যদি বিচার করিয়া দেখ,  
তাহাতেও সে ভাব নাই। জড়-বিপরীত চিন্তাতে ত' কিছুই নাই। তবে  
তাহা কোথা হইতে আসিল ? তোমরা গভীররূপে বিচার করিয়া দেখ, জড়-  
আচ্ছাদিত জীবের সিদ্ধসত্তা হইতেই সেই ভাব উচ্ছলিত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খণ্ড ৭।২

৫। রতি কি হৈতুক-মনোবৃত্তি-বিশেষ ?

“রতি একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহার হেতু নাই, বিষয় দেখিলেই  
উত্তেজিত হয়। \* \* \* \* রতি প্রেমের বীজ ; শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে সেই  
বীজকে অঙ্কুরিত কর।

—প্রঃ প্রঃ ৭ম প্রঃ



৬। জাতরতি পুরুষের লক্ষণ কি ?

অপ্রস্তুট-প্ৰীতি প্রথমঃবস্থায় কেবল উল্লাসময়ী। তখন তাহার নাম—  
রতি। সেই রতি শান্তরসে অনুমিত হয়। রতি জন্মিলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য  
বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান হয়।

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

৭। স্থায়ীভাব-রতি ও রসোদয়ের ক্রম কি ?

“যতই অনর্থ বিগত হয়, ততই উন্নত-সোপান অতিক্রম করিতে করিতে  
নিষ্ঠা রুচিরূপে, রুচি আশক্তিরূপে এবং আসক্তি ভাবরূপে প্রকাশিত হইতে  
থাকে। ভাব স্থায়ী হইয়া রতিরূপে সামগ্রীযোগে রস হয়।”

—‘নিয়মাগ্রহ’, সঃ তোঃ ১০।১০

৮। ভাবাপন-দশায় সাধকের কি অভিমান ?

“ভাবাপন-দশায় জড়দেহের অভিমান দূর হইয়া স্নিগ্ধদেহের অভিমান  
প্রবল হইয়া পড়ে।”

—‘ভক্তজনপ্রণালী’, হঃ চিঃ

৯। আত্মরতিই কি অন্তর্যদায়িনী নহে ?

“যোগৈশ্বর্য্য, ভোগৈশ্বর্য্য—সকলি সমুদয়।

বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয় ॥”

—‘অভিধেয়-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি’ ১, কঃ কঃ

১০। ইহজন্মে সাধন-ব্যতীত শুদ্ধ-রতির উদয় দৃষ্ট হইলে কি বুঝিতে  
হইবে ?

“কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা গেল না, কিন্তু শুদ্ধ রতির উদয় হইতে  
দেখা যায়; সে-সকল স্থলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাগ্ভবীয় সুসাধন কেন  
কারণে স্থগিত ছিল। সেই বিঘ্ন বিনষ্ট হওয়ায় ফলোদয় হইল, মনে করিতে  
হইবে ?

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১১। জাতরতি-পুরুষে যদি আচার-ব্যবহারের বৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, তবে  
কি তাহাকে অশ্রয়া করিতে হইবে ?

“জাতরতি পুরুষের আচার-ব্যবহার যদি বৈগুণ্যের ছায়া লক্ষিত হয়,  
তথাপি তিনি কৃতার্থ; তাহাতে কেহ অশ্রয়া করিবেন না। বস্তুতঃ



জাতরতি ব্যক্তির চরিত্র নির্দোষ। কোন কোন সামান্য ক্রিয়া সাধারণ বৈধাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ তাহার পক্ষে দৃশ্যীয় নয় ; বিধি-প্রসক্ত নিম্নাধিকারীর চক্ষে তাহা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বোধ হয় মাত্র।”

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১২। মুক্তিকামী ও ভুক্তিকামী ব্যক্তিতে কি রতির উদয় সম্ভব ?

“রতি অতি দুর্লভ পদার্থ। মুমুকু ও বুভুকু প্রভৃতি ব্যক্তি-সমূহে যে-সমস্ত রতি-লক্ষণ দেখা যায়, সে-সমস্তই রত্যাভাস। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে অর্থাৎ প্রতিবিশ্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। সেই সকল লক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যক্তিগণ সেই সেই রত্যাভাসকেই ‘রতি’ বলিয়া থাকে।”

—শ্রীমঃ শিঃ ১১শ পঃ

১৩। মায়াবাদী বা চিহ্নসম্বন্ধবাদীর বাহ্য বিকারাদি কি অপ্ৰাকৃত-ভাবোৎপাদিত বিকার ?

“\* \* \* বাবাজীর যদি নিরপেক্ষত্ব সত্ত্বেও ভাব হয়, তবে তিনি ধক্ত। কিন্তু বিচার-পূর্বক যদি ভাব-লক্ষণ-সকল স্বীকার করেন, তাহা হইলে বুঝিবেন—সে ভাবসমূহ যথার্থ ভাব নয়, সে-সকল কেবল ভাবাভাসমাত্র। ‘ভাব’-সম্বন্ধে বিশুদ্ধপ্রমাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী এইরূপ বলিয়াছেন—

কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্ছিন্ন বীক্ষয়া।

অভিজ্ঞেন সুবোধোহয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ।

প্রতিবিশ্বস্থতা ছায়া-রত্যাভাসো বিধা মতঃ ॥

রত্যাভাস দুই প্রকার—প্রতিবিশ্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। রত্যাভাসমাত্রেরই সর্ব প্রকার রতি-লক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহাতে নির্বোধ লোকেরা চমৎকৃত হইয়া পড়ে ; কিন্তু যথার্থ রতির আশ্বাদকগণ তাহা চিনিতে পারেন।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ২৬

১৪। সাধন-ভক্তির ভাবাবস্থা প্রাপ্তিতে কি ফলোদয় হয় ?

“সাধন-ভক্তি যখন ‘ভাবাবস্থা’ প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণ-কৃপা-বলে প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাব-ভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয় ; তাহা হইলেই সাক্ষাদ্ দর্শন হয়।”

—ব্রঃ সং ৫১৩৮



১৫। শান্তিরতি কিরূপে প্রকটিত হয় ?

“জীবের শুদ্ধা রতি অনেকদিন আশ্রয়ের সহিত জড়কুণ্ঠতা ও বিস্তৃতি ভোগ করিয়া, অনর্থোপশম হইলে, আহা ! কি ভয়ঙ্কর আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম বলিয়া স্বীয় শুদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম লাভ করে। সে-সময় শান্তিরূপ একটি আশ্রয়গত-ভাব তাহাকে স্পর্শ করিলে, রতি তখন শান্তি-রতি হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৬। শান্তিরতির বিষয় ও আশ্রয় কি ?

“উপাস্ত-বস্তু নির্বিশেষ ( Undistinguishable ) নয়, কিন্তু সবিশেষ ( Personal )। এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধি-বুদ্ধিকে ‘শম’ বলা যায়। শম যে উপাসকের হৃদয়ে আসীন হইয়াছে, সে উপাসক যখন উৎপন্ন-রতি হন, তখন তাঁহার রতিকে ‘শান্তি রতি’ বলি। শান্ত জীবই শান্তিরতির আশ্রয়। সবিশেষ ( Personal God ) ভগবান্‌ই সেই রতির বিষয়। শান্ত জীব ভগবত্তত্ত্বে জড়-বুদ্ধি-পরিশূন্য। চিৎসুখ-প্রাপ্তির যোগ তাঁহার উপাসনা-লিঙ্গ। বিষয়োন্মুখতা পরিভাগ-পূর্বক নিজানন্দে তিনি স্থিত হন। অতএব কৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে পরমাত্মা বা কিঞ্চিৎ সবিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া তাঁহার রতির বিষয় হন।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৩

১৭। ‘দাস্ত’-রতি কোন্ সময় উদিত হয় ?

“রতিতে অল্প মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্ত বা প্রীত-রতি হয়। তখন ভগবান্‌কে ‘প্রভু’ বোধ করত জীব আপনাকে তাঁহার ‘নিভাদান’ বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপনা করেন। দাস্তরতি দুই প্রকার—সম্মমগত ও গৌরবগত। সম্মমগত দাস্তে জীব আপনাকে অন্তর্গৃহীত মনে করেন, গৌরবগত-দাস্তে আপনাকে লাল্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তুসকল - সম্মমগত দাস্তের আশ্রয়। পুত্রসকল—গৌরবগত দাস্তের আশ্রয়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৮। দাস্তরতির স্বরূপ কি ?

“দাস্তগত রসে স্থায়িভাব প্রেম অর্থাৎ রতি মমতার দ্বারা পুষ্ট হইয়া ‘প্রেম’ হইয়া থাকে। অতএব দাস্তে রতি ও প্রেমরূপ লক্ষণদ্বয়যুক্ত স্থায়িভাব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১



১৯। 'সম্ভ্রম-প্ৰীতি' কি ?

“কৃষ্ণে দাসাভিমান ব্যক্তিদিগের ব্রজেন্দ্রনন্দনে সম্ভ্রমবিশিষ্টা প্ৰীতি উৎপন্ন হয়। তাহাই পুষ্ট হইয়া 'সম্ভ্রম-প্ৰীতি' সংজ্ঞা লাভ করে। এই রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ আবলম্বন।”

—জৈঃ ধঃ ২৯শ অঃ

২০। সখ্যরসে স্থায়ীভাব কি ?

“সখ্য বা প্রেমভক্তিরসে স্থায়ীভাব প্রণয়। রতি ও প্রেম তাহাতে নিহিত আছে। দাস্যে যে সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল, তাহা পারপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রান্ত বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয়, বলবান, স্নেহ রাগ কিছু কিছু থাকে।

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২১। সখ্য হইতে বাৎসল্য-রতির উৎকর্ষ কি ?

“বাৎসল্য-রসে বিশ্রান্ত পরিপাক-অবস্থায় অনুকম্পা হইয়া পড়ে।” তাহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্য্যন্ত প্রবল ; রাগও থাকে।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২২। শৃঙ্গারের স্থায়ীভাব কি পর্য্যন্ত পুষ্ট হয় ?

“শৃঙ্গার বা মধুর ভক্তিরসে কমনীয়ত্ব প্রবল হইয়া সম্ভ্রম, গৌরব, বিশ্রান্ত ও অনুকম্পাকে স্বসত্তায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। ইহাতে স্থায়ীভাব যে প্রিয়তা নামা রতি, তাহা প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত ভাবে পুষ্ট হয়। ভাব ও মহাভাব ইহাতে উদিত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২৩। মুক্তিকামিগণের পুলকাক্ষ প্রভৃতি বিকার কোথা হইতে জাত ?

“যে-সকল লোক মুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের যে পুলকাক্ষ, তাহা রত্যাভাস হইতে হয়। তাহাদের হৃদয় শ্লথ, তাহাদের হৃদয়ে অকারণ আহ্লাদ ও বিস্ময়াদির আভাস উদিত হয়। সে আভাস হইতে যে-সকল বিকার হয়, সে সমুদায় সত্যাভাস-জনিত।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



# সন্দর্ভ-সার

( প্রীতিসন্দর্ভ—৩১ )

তটস্থ ও পরিকরভেদে ভক্তগণ দুই প্রকার। তাহাতে শ্রীভগবানের ব্রহ্মত্বলক্ষণ ও ভগবত্ত্বালক্ষণ স্বভাবের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তটস্থ ভক্তগণ-মধ্যে কেহ কেহ ব্রহ্মত্বলক্ষণ ভগবৎস্বভাব ভালবাসেন, আর কেহ তাহা ত ভালবাসেনই, ভগবত্ত্বালক্ষণ স্বভাবেও প্রীতিমান। পরিকরগণ কেবল ভগবত্ত্বালক্ষণ স্বভাবেই প্রীতিমান। শ্রীভগবান স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ। স্বরূপ—পরমানন্দ। ব্রহ্মত্বলক্ষণে কেবলমাত্র স্বরূপেরই অভিব্যক্তি। ভগবত্ত্বালক্ষণে স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—তিনেরই অভিব্যক্তি—সতত বর্ত্তমান। মাধুর্য্যানুভবের তারতম্যানুসারে পরিকরগণের ভাবের তারতম্য।

ভগবত্ত্বা সাধারণতঃ দ্বিবিধ, পরমৈশ্বর্য্যরূপ ও পরমমাধুর্য্যরূপ। ঐশ্বর্য্য—প্রভুতা, মাধুর্য্য—স্বভাব, গুণ, রূপ, বয়স, লীলা এবং সম্বন্ধ বিশেষের মনোহরত্ব।

দাস্যভাবাপ্রিত, সখ্যভাবাপ্রিত, বাৎসল্যভাবাপ্রিত ও মধুরভাবাপ্রিত এই চতুর্বিধ পরিকরও দুইভাগে বিভক্ত, পরম ঐশ্বর্য্য অনুভব প্রধান ও পরম মাধুর্য্য অনুভব প্রধান। পরমৈশ্বর্য্যানুভব প্রধান পরিকরগণ মাধুর্য্যানুভবে বঞ্চিত থাকেন না। তবে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যানুভব বেশী মাধুর্য্যানুভব কম। আর যাহারা মাধুর্য্যানুভব করেন, তাঁহাদের মাধুর্য্যানুভব অধিক, ঐশ্বর্য্য-অনুভব অল্প।

ঐশ্বর্য্য হইতে সাধন ( ভয় ), সন্ত্রম ( ভয়াদি জনিত ব্যগ্রতা ) ও গৌরব বুদ্ধি জন্মে ; আর মাধুর্য্য হইতে প্রীতি জন্মে। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম বসুদেব-দেবকীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে বসুদেব-দেবকী পুত্রদ্বয়কে জগদীশ্বর বলিয়া অবগত হওয়ায় প্রীতিবশতঃ আলিঙ্গনাদি স্নেহ প্রকাশ করেন নাই। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের তাদৃশভাব অবগত হইয়া মায়া বিস্তার করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মাতঃ, হে পিতঃ, আমাদের নিমিত্ত আপনারা নিত্য উৎকণ্ঠিত থাকিলেও আমাদের বাল্য, পৌগণ্ড বা কৈশোর-জনিত কোন সুখই ভোগ করিতে পারেন নাই। মায়ামগ্ন্য শ্রীহরির তাদৃশ বাক্যে বসুদেব-দেবকী মোহিত হইয়া পুত্রদ্বয়কে



ক্রোড়ে ধারণপূর্বক আলিঙ্গন করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অশ্রুধারায় অভিসিক্ত করিতে করিতে বাস্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কিছু বলিতে সমর্থ হন নাই।

মায়াবিস্তার অর্থে প্রেমের আবরণ জগদীশ্বরত্ব জ্ঞান যাহাতে না হয়, জগদীশ্বরত্ব আচ্ছাদনের গুণ নিভমায়া আবরণ শক্তিকে জগদীশ্বরত্ব আচ্ছাদনের গুণ বিস্তার করিলেন ও তাঁহাদের সম্বন্ধে বাৎসল্যপ্রীতি ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে ভক্তিতে পরমেশ্বরের যে কোন স্থলে উদ্বীপনত্ব দেখা যায়, তাহা সঙ্গম-গৌরবাদি ভক্তির অবয়বের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অবয়বী প্রীতাংশে মাধুর্যেরই উদ্বীপনত্ব। আবার পরমেশ্বর্য্য-মাধুর্য্য উভয়ের সম্মিলন পরমেশ্বরে প্রেমজনক—এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

অবয়ব—অঙ্গ, আর অবয়বী অঙ্গী। অবয়বী মানুষ হইতে অবয়ব কর-চরণাদি নিকৃষ্ট, কোন অবয়বের অভাবে অবয়বীর অভাব ঘটে না, কিন্তু অবয়বীর অভাবে কোন অবয়ব থাকিতে পারে না। এইজন্য অবয়বী মুখ্য, আর অবয়ব গৌণ। কোন ব্যক্তি যেমন অবয়ব-অবয়বী ভেদে দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে, ভক্তিও তেমনি দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। সঙ্গম গৌরবাদ তাহার অবয়ব স্থানীয়, প্রীতি অবয়বী স্থানীয়া। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাহার প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করার প্রবৃত্তি হয়। আর মাধুর্য্য দর্শনে প্রীতির উদ্রেক হয়। প্রীতিই মূল ভক্তি, সঙ্গম গৌরবাদি তাহার অঙ্গ। যাহা অঙ্গীর সহায় তাহা অঙ্গের সহায় হইতে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ অঙ্গীর সহায়ের উপযোগিতা অধিক এবং অপরিহার্য্য। এই হেতু শ্রীভগবানের মাধুর্য্যজ্ঞান ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ। মাধুর্য্যজ্ঞান হইতে পরমেশ্বর বোধ জন্মে না—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে পরমেশ্বর বুদ্ধি হয়; তাহা হইতে সেবাভাব জন্মে। সেবাই ভক্তির স্বরূপ। “তস্মাৎ সেবেবুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী।” সেই সেবা যদি আনুকূল্যাশ্রিত্য হয়, তবেই তাহার ভক্তিসংজ্ঞা হইতে পারে।

মাধুর্য্যের প্রীতিজনকত্ব স্থির হওয়ায় তাহার অনুভব শ্রীগোকুলবাসি-গণের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চিত হইতেছে। তাহাদের ঐশ্বর্য্যানুভব আগন্তুক, শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণের পর গোপগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং ব্রজরাজের নিকট সমবেত হইয়া বলিলেন—হে নন্দঃ, তোমার এই পুত্রে আমাদের সমস্ত ব্রজবাসীরই দুঃখ্য অমুরাগ, আর ইঁহারও আমাদের প্রতি স্বাভাবিক



অমরাগ কেন? শ্রীব্রজরাজ তাহার সমাধানের জন্ত শ্রীগর্গমুনির বাক্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—হে গোপগণ, আমার বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলে বালক-সম্বন্ধে তোমাদের ভয় দূরীভূত হইবে। কুমারের উদ্দেশ্যে শ্রীগর্গাচার্য্য আমাকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—“এই বালক প্রতি-যুগে শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার স্তন, রক্ত ও পীত তিন প্রকার বর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি পূর্বে কখনও বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অভিজ্ঞগণ ইঁহাকে ‘বাসুদেব’ বলিয়া থাকেন। তোমার পুত্রের গুণ কর্ম্মানুরূপ বহু কাম ও গুণ আছে, তাহা আমি জানি, অন্ত ব্যক্তির জানে না। ইনি গোকুলবাসিগণের আনন্দজনক হইয়া সকলের মঙ্গলবিধান করিবেন। তোমরা ইঁহাদ্বারা সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যাহারা ইঁহাকে প্রীতি করেন, তাঁহাদিগকে কখনও শত্রুগণ অভিভূত করিতে পারে না। তোমার এই পুত্র গুণ, সম্পত্তি, কীৰ্ত্তি ও কার্য্যদ্বারা নারায়ণের সমান।”

শ্রীব্রজরাজের মনের ভাব—শ্রীকৃষ্ণ আমারই পুত্র, তবে গর্গাচার্য্য তাহাকে গুণে নারায়ণের সমান বলিয়াছেন। ঋষিবাক্য মিথ্যা হইবার নহে, স্মরণ্য সে নারায়ণাংশ হইতেও পারে। মুনিবাক্যে তাঁহার ঐক্যপ বিতর্ক হইয়াছে, নচেৎ তিনি তাঁহাকে সততই পুত্ররূপে অনুভব করিতেন। ঐশ্বর্য্য দেখিলেই তৎপ্রতি অবধান ছিল না। মাধুর্য্যমূর্ত্তেই সতত নিমগ্ন থাকিতেন, কদাচিৎ অবধানের বিষয় হইলেও তাহা শ্রীনারায়ণের কৃপা-সঞ্জাত বা ব্রাহ্মণসজ্জনের আশীর্বাদ সম্ভূত মনে করিতেন। ব্রজরাজ স্বভাবতঃ মাধুর্য্যানুভব করিতেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কুমার ও বালক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীব্রজবাসীদের মাধুর্য্যানুভব স্বভাবসিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের কথা বলা যায় না। তবে এ বিষয়ে তাঁহাদের অজ্ঞান ছিল একথাও বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ পরমৈশ্বর্য্যের নিধি হইলেও ব্রজবাসীগণকে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা অজ্ঞে না জানাইলে জানিতে পারেন না—তাঁহাদের ঐক্যপ অজ্ঞান নহে। কারণ মাধুর্য্যজ্ঞানদ্বারাই তাঁহাদের পরম ভগবত্তাজ্ঞান বর্ত্তমান আছে।

সচরাচর দেখা যায় যাহার কোন বিষয়ে অজ্ঞান থাকে তাহাকে অপরে সে বিষয়ে জানাইলে তাহা জানিতে পারে। অজ্ঞে না জানাইলে কিছু



না জানা অজ্ঞান । শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর. ইহা ব্রজবাসিগণ জানিতেন না, গর্গাচার্য্য জানাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন । ইহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে যে ইহা, ব্রজবাসিগণের অজ্ঞান । কিন্তু তাহা নহে, মাধুর্য্যজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের মধ্যে মাধুর্য্যজ্ঞানই মুখ্য । ব্রজবাসিগণে তাহা থাকায় তাঁহাদের ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান সর্বোত্তম ।

একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্রের অন্ততম কবি বলিয়াছেন—“দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ঈশাদপেতশ্চ” অর্থাৎ ঈশ্বর বৈমুখ্যদোষে ঈশ্বর-বিষয়ক অজ্ঞান হেতু জীবের সংসার প্রাপ্তি । এই বচনে জানা যায়, যাহার ঈশ্বর বিষয়ক অজ্ঞান থাকে তাহার অন্তর আবেশ ঘটে । ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্তর আবেশ না থাকায় তাঁহাদের ভগবদ্বিষয়ক অজ্ঞান থাকা অসম্ভব । জ্ঞানের চরমাবস্থা পরতত্ত্বে আবেশ । ব্রজবাসিগণের মত পরম আবেশ আর কাহাও ছিল না । এজন্যই উহা সর্বোত্তম ।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

## শ্রীনাথের কৃপা

( একাক্ষ নাটিকা )

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৬ পৃষ্ঠার পর )

দ্বিতীয় দৃশ্য

হরিদাস ঠাকুরের ভজন-কুটীরের বহির্ভাগ

( হরিদাসের প্রবেশ )

হরিদাস—ওগো দয়াল, দীনবৎসল শ্যামসুন্দর, একবার দেখা দাও ।

আমার হৃদয়-বেদনা তোমার তো অজানা নাই প্রভু ! মুসলমান গ্রামবাসিগণ কর্তৃক বিতারিত হয়ে বেনাপোল গ্রামের এই নির্জন কাননে তোমার ভজনে রত আছি । কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এখানেও রামচন্দ্র খান এক বেশ্যাকে পাঠিয়ে আমার সর্বনাশ সাধনে তৎপর হয়েছে । হা প্রভু, আমার ভাগ্যে একি অঘটন ! তোমার করুণা ছাড়া এই বিপদ থেকে আমি কেমন করে নিস্তার পাব, দেব ! পর পর দুই-দিন তা'কে প্রত্যাখ্যান করেছি । সংখ্যানাম পূর্ণ না হওয়ায় 'নাম' সমাপ্ত হ'লে তা'কে অঙ্গীকার করব বলায় সে আশ্বস্ত হয়ে আছে ।



কিন্তু আজ যে সর্বশেষ দিন প্রভু ! আজও সে এলে আমি কি করব ?  
ওগো নাথ, তুমি কৃপা করে তার মন ফিরিয়ে দাও। সে যে দুই-  
দিন সারারাত্রি ধরে আমার কাছে নাম শ্রবণ করেছে তৎফলে তার  
চিত্তের গুণিতা এনে দাও, দেব !

[ সহসা দৈববাণী স্মুরিত হইল ]

দৈববাণী - হরিদাস, তুমি নামাচার্য্য। তোমার ভক্তি-প্রভাবে জগন্লোক  
তোমার সম্মান করায় পরশ্রীকান্তর রামচন্দ্র খান তা' সহ্য করতে না  
পেরে তোমার প্রতিষ্ঠা নষ্ট করার জন্ত তোমার কুটীরে যুধতী বারাজনা  
পাঠিয়েছে। কিন্তু ভক্তের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবার নহে। ঐ বারাজনা  
তোমার মুখে শুদ্ধ হরিনাম শ্রবণের ফলে তার চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায়  
তোমার প্রভাবে অদৃষ্টই সে কৃষ্ণপ্রেমান্বিত হয়ে তোমার কাছে হরিনাম  
গ্রহণের জন্ত প্রার্থনা জানাবে। এইভাবে তোমার নিকট হরিনাম গ্রহণের  
ফলে ঐ বারাজনা ভক্তরূপে জগতে সমাদৃত হবেন। মাতৈঃ, তোমার  
চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের ক্ষমতা কাহারো নেই ! ভগবান্ শীঘ্রই  
তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন !

হরিদাস— ( কাঁদিতে কাঁদিতে ) তা'হলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে ?  
হা কৃষ্ণ ! তুমি আমার জ্বায পাপিষ্ঠকে দর্শন দেবে ! ওগো তোমার  
অদর্শনে আমার যে আর ক্ষণকালও কাটছে না ! আমার প্রাণ যে  
বড় ব্যাকুল হয়ে উঠছে গো ! খুঁ শীঘ্রই দেখা দেবে তো ? আমি  
তোমার দেখা পাব নাথ ? বুঝোছি তুমি যে অপার করুণাসিন্ধু, অধম-  
ভারণ ; তাই এ দীন-কাঙাল তোমার কাছে উপেক্ষিত নয় ! তোমার  
দেখা পাবার ভরসায় আজ আমি বড় উল্লসিত ! তোমার কৃপায়  
রামচন্দ্র খানের এই ফাঁদ থেকে রক্ষা পা'ব জেনে আজ আমার চিত্ত  
বড় প্রসন্ন ! তুমি ছাড়া আমার রক্ষাকর্ত্তা আর কে আছে ? আমার  
কেবল তুমিই ;... .. তুমিই একমাত্র শরণ ! তোমার ঐ অভয়বাণী  
আমার মনে প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে,—আমায় নির্ভয় করেছে। ওগো  
কৃপাময়, একবার কৃপা করে এ দোনের কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর।  
( প্রণাম করিলেন )

[ ইত্যবসরে ওয়া বারাজনার প্রবেশ ]

ওয়া বারাজনা— ( দণ্ডবৎপূর্ব্বক ) ঠাকুর, আপনি কা'কে প্রণাম করছেন ?



হরিদাস— যার নাম নিয়ে আছি তাঁকেই প্রণাম করছি, দেবী !

৩য় বারাজনা— ঠাকুর, আজ আমার অভিলাষ পূর্ণ হবে তো ? আপনি গত দুইরাত্রি আমার ঘুরিয়েছেন এবং বলেছেন আজ আপনার ত্রত-ভঙ্গ হলে কথা রাখবেন।

হরিদাস— নিশ্চয়ই ! এই হরিদাসের কথা কখনও নড় চড় হয় না। এখনও কোটি নাম-যজ্ঞের কিছু সংখ্যা বাকী আছে। আজ রাত্রি শেষে তা' অবশ্যই পূর্ণ হবে ; তখন তোমার কথা চিন্তা করব দেবী !

৩য় বারাজনা— আর চিন্তা নয় ঠাকুর ! আজ রাত্রি শেষেই আপনার কথা রাখতে হবে।

হরিদাস— বেশ তো, এখন সরারাত্রি নাম-কীর্তন শ্রবণ কর। রাত্রি-শেষে আমার নাম-যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লেই তোমার প্রার্থনা মত ব্যবস্থা করব। গত দুই রাত্রি নাম-কীর্তন ভাল লেগেছে তো ?

৩য় বারাজনা— প্রথমে নাম শুন্তে ভাল না লাগলেও আপনার মুখে তা' শুন্তে শুন্তে ক্রমে ঐ নামে আমার মন বড় আকৃষ্ট হচ্ছে। ঐ নাম আমি এর পূর্বে কখনও শুনি নাই। নাম যে এত মিষ্টি তাও জানতাম না। এখন আমার জিহ্বাও যেন সব সময় নাম করতে চাইছে। কিন্তু ভাবছি আপনার কাছে ঐ নাম শ্রবণে আমার এরূপ ক্রমশঃ আগ্রহ বাড়লে আমার এ ব্যবসা কি করে চলবে ?

হরিদাস— কি বললে ? তোমার ঐ পাপ-ব্যবসা কি করে চলবে তার জন্ত তোমার এত চিন্তা ?

৩য় বারাজনা— ঠাকুর আমার এ ব্যবসাকে আপনি পাপ-ব্যবসা বলছেন ?

হরিদাস— তোমার ঐ ব্যবসার সবটাই পাপ। তুমি কি জান না যে সতীত্ব বিসর্জন দেওয়া মহাপাপ ? অসতী কি কখনও সমাজে উচ্চস্থান বা মর্যাদা পায় ? স্ত্রীলোকের সতীত্ব বক্ষণই তার বিশেষ ধর্ম। সতীত্ব বলেই সাবিত্রীদেবী মৃত্যুর পরও রথ থেকে তাঁর মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। পতিব্রতা এতদা মাণ্ডব্য মুনিকে বলেছিলেন,— সূর্য্য উঠলেই যদি আমার স্বামীর মৃত্যু ঘটে, তা'হলে সূর্য্য আর উঠবেন না। সেই সতীর কথা লজ্জন করে সূর্য্য উঠতে পারেন নি। আর সতীকুল-শিরোমণি সীতাদেবীর কথা কখনো জানে ? সীতাদেবীর পতিব্রত্যা-



লীলার কি তুলনা আছে? অগ্নিদেব স্বয়ং বিপ্লব চরিত্রা-সীতাকে তুলে নিয়ে অগ্নিকুণ্ড হ'তে উঠে এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন,—

“বিপ্লবভাবাং নিষ্পাপং প্রতিগৃহীষ্ব রাঘব।

ন কিঞ্চিদভিধাতব্য। অহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥”

নিষ্কলঙ্কা ও পবিত্রা সীতাদেবী শাস্ত্রে পুণ্যশ্লোক বলেও কীৰ্ত্তিতা হয়েছেন; যথা—

“পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।

পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ॥”

শাস্ত্রে আরও কত অসংখ্য সতীর উদাহরণ আছে। তুমি এমন সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা না করে নেহাৎ অর্থ রোজগারের জন্ত বা যৌন-তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় সতীত্বকে বিসর্জন দিয়ে ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করছ। ভেবে দেখছো না তোমার কি গতি হবে? যে-স্ত্রীলোক বেশা-বুত্তিদ্বারা বহু পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করে তার পতিব্রতা-ধর্ম থাকে কি করে? বেশাবুত্তি অতি জঘন্যবুত্তি—উড়াতে কখনও মজল হয় না; বরং মহাপাপে পতিত হয়ে ক্রম ক্রমান্তর ধরে দুর্দশা ভোগ করতে হয়।

৩য় বারাদেশ—আপনার মুখে সতীত্বের মহিমা শুনে আমি অসতী-পথে যাওয়ার জন্ত বড় লজ্জিত ও অনুতপ্ত। যদিও বুঝছি এ' বুত্তি জঘন্য ও পাপপূর্ণ, তবু অর্থ রোজগারের লালসা যেন এখনও মন থেকে যাচ্ছে না!

হরিদাস—ভেবে দেখ দেবী, তুমি যে রূপের বড়াই করে দেহ-বিক্রী-রূপ বেশাবুত্তিদ্বারা অর্থ রোজগার করছ, তোমার সেই 'রূপ' কি চিরস্থায়ী? কালে তোমার দেহ রোগগ্রীর্ণ বা বার্দ্ধক্য উপনীত হ'লে ঐ কমনীয় রূপ তখন মলিনতা প্রাপ্ত হবে। মৃত্যুর পর তোমার ঐ দেহটা ভস্মীভূত হয়ে যাবে অথবা শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্যরূপে পরিণত হবে। যে অর্থের লালসায় নিজের সতীত্ব বিসর্জন দিচ্ছ সেই অর্থ তোমায় চির-যৌবন দান করতে পারবে না বা সেই অর্থ তোমার মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাতে পারবে না বা সেই অর্থ মৃত্যুর পর তোমার সঙ্গে যাবে না। সুতরাং যে দেহ-অর্থ তোমায় সুখ দিতে পারে না ও পারবে না বা তোমার নিত্য কালের সঙ্গী নয় তার অনুগত হয়ে লাভ কি? বরং তুমি যে বেশাবুত্তি করে অর্থ বা পাপ সঞ্চয় করছ তার প্রতিফল তোমাকে ভোগ করতে হবে; ঐ পাপের সাজা এড়াতে পারবে না।



৩য় বারাজনা—সতীত্বের মহিমা না জেনে আমি যে পাপ করেছি, সে পাপেরও সাজা আমায় পেতে হবে ?

হরিদাস—নিশ্চয়ই । পাপ জ্ঞানেই কৃত হোক বা অজ্ঞানেই কৃত হোক তাহা পাপই । নৃগরাজা ভুলবশতঃ ব্রহ্মস্ব হরণের পাপে কুকলাম-জন্ম পেয়েছিলেন । সুতরাং তুমি যে পাপী—এতে সন্দেহ নেই ।

৩য় বারাজনা—( ঠাকুরের পদতলে পাতত হইয়া ) আমার এ পাপ থেকে আমি কি নিষ্কৃতি পাব না ? আমার কি উদ্ধারের উপায় নেই ঠাকুর ?

( চক্ষে জল আসিল )

হরিদাস—তোমার উদ্ধারের উপায় ঠিকই আছে । মানুষ যতই পতিত হোক, যতই অপরাধ করুক, তার উদ্ধারের পথ কখনও চিররুদ্ধ হয় না । পশু-পক্ষী-মীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যারা ‘নাম’ করতে পারে না তারাও ‘নাম’ শুনতে শুনতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় । মানুষোত্তর প্রাণীর যদি নাম শ্রবণে গতি হয়ে থাকে, তা’হলে তোমারই বা গতি হবে না কেন ? যে-কোন পতিত নর-নারী অথবা কোন সাধন-ভজন না করেও একমাত্র ‘নাম’ অবলম্বন করেই কৃতার্থ হয়ে যায় । তোমার যে অর্থ-চিন্তা ও পাপ-চিন্তা ঘিরে ধরেছে তা’ সমস্তই একমাত্র নাম শুনতে শুনতে ও নাম অবলম্বন করলে যাবতীয় পাপ ও পাপ-বাসনা কোথা দিয়ে চলে যাবে তা’ জানতে পারবে না । সূর্য্য উদয় হতে না হতেই যেমন অন্ধকার দূরিভূত হয় তেমনি এই নামোদয় আরম্ভেই পাপ আদি ক্ষয় হয়ে যায়—নামের প্রতি শরণাপত্ত হলেই কোন অপরাধ আর থাকে না । পাপী-তাপীর পাপ দূর করার জন্তই তো স্বয়ং ভগবান্ নাম-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন । তাঁর গৌণ-নাম মোক্ষ প্রভৃতি দান করেন, আর মুখ্যনাম ভগবৎপ্রেম প্রদান করেন । তুমি গত দুইরাত্রি ব্যাপি আমার কাছে যে নাম শুনছ উহাই মুখ্য নাম । পিত্তোপতপ্ত রসনায় যেমন মিশ্রি ভাল না লাগলেও তা’ সেবন করতে করতে পিত্ত নাশ হইলেই মিশ্রিতে রুচি হয়, তেমনি তোমার দুই রাত্রি ব্যাপি ধৈর্য্যপূর্ব্বক এই নাম-রূপ-মিশ্রি সেবনের ফলে অবিদ্যা-নাশ হতে থাকায় ক্রমে ক্রমে নামে রুচির উদয় হচ্ছে । যতই নামে রুচির উদয় হয় ততই পূর্ব্বপাপ চলে যেতে থাকে । চিন্তা নাই দেবী ! তুমি উৎসাহ, ধৈর্য্য ও বিশ্বাস-পূর্ব্বক আজ সারারাত্রি ব্যাপি নাম শ্রবণ কর । নামের কৃপায় তোমার



অবশ্যই ক্রমে ক্রমে আসক্তি, ভাব ও মহাভাবের উদ্বর্তন হবে। তখন দেখবে বাহিরে যতই বিষ-জালা থাকুক, অন্তরে অমৃতের প্লাবন;... সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারে কৃষ্ণসুষ্ঠি! স্মরণ্য পাপ-মূলনাশক শ্রেষ্ঠ বস্তু এই নাম-সঙ্কীর্ণনই তোমার উদ্ধারের একমাত্র উপায়!

৩য় বারাজনা—( সঙ্গল চক্ষে ) আমার ছায় দুশ্চরিত্রা অধমাকেও ঐ নাম কৃপা করবেন? আমি বেশ্যাবৃত্ত, অর্থলোলুপতা প্রভৃতি মহা মহা পাপ করেছি। হায়, আমার জীবনে হিক্! ঠাকুর, আপনার দুটি পায়ে পড়ি আপনি অনুগ্রহ করে আমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করুন!

( হরিদাস ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন )

হরিদাস—ওঠো দেবি! কৃপালু নাম তোমায় ক্ষমা করবেন। নামী ভগবান হতেও নামের করুণাধিক্য থাকায় নামের তুল্য অল্প কিছু নাই। এই নামই তোমার স্বগুণ উদয় করিয়ে তোমায় কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করাবেন। ভ্রমিদারের আদেশে তুমি যে দিন এই নগন্য কাঙালের কলঙ্ক রটাবার জন্ত এখানে এসেছো সেই দিনই আমি এখান থেকে চলে যেতাম। কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তোমার উদ্ধারের জন্তই এখানে থেকে গেছি।

৩য় বারাজনা—ঠাকুর, আপনি সামান্য ক'ডাল মাত্র নহেন; আপনি শ্রীনামের মূর্তি বিগ্রহ। অহো আপনি কত দয়াল, এ অভাগিনী বেশ্যটার মনের কু-অভিসন্ধি জেনেও এর মঙ্গলসাধনে এত তৎপর!

হরিদাস—ভিতরে নাম-মণ্ডপে চল দেবী; সেখানে তুলসী-তলে উপবেশন করে নাম শ্রবণ করবে।

৩য় বারাজনা—চলুন ঠাকুর!

[ “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

—এই নাম-মহামন্ত্র মালায় জপ করিতে করিতে হরিদাস

ঠাকুর অগ্রে চলিলেন এবং তৎপশ্চাতে বারাজনা

হাত-তাল দিতে দিতে নাম শ্রবণ করিতে

করিতে গমন করিলেন। ]

( ক্রমশঃ )

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা  
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঙ্গ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
পঞ্চম বার্ষিক ব্রহ্ম-তিথি-বাসন্তে  
ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

[ ১ ]

শ্রীচৈতন্যমনোহরীষ্ট স্থাপিবাব তরে ।

কে এলে গোলোক হ'তে এড়লোক' পরে ?

দিব্য হিরণ্য মূর্তি সূচাক বদন ।

চির স্মিত-হাস্যপ্লুত প্রীতি-নিদর্শন ॥

কোকিল অখিলপ্রিয় যথা তার গানে ।

আশ্রিতবৎসল তুমি তথা সবে জানে ॥

সেই মোর গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।

গৌরাভিষ্ট সাধি আজি করিলা প্রয়াণ ॥

নানা অপসম্প্রদায়ে বাপিত ভুবন ।

মায়াবাদ-দোষধ্বস্ত ধর্ম বিলোপন ॥

সেহেতু লেখনী-বাণ স্বহস্তে ধরিলা ।

খণ্ড-খণ্ড করি 'বাদ' স্ব-ধামে চলিলা ॥

“মায়াবাদের জীবনী”—এস্থ নিরাগিলা ।

অক্ষয়োজ্জ্বলা কীর্তি ধরায় রাখি গেল ॥

পাষণ্ড-ধর্মধ্বজী প্রমত্ত হস্তীদলে ।

“গজৈক-সিংহ”রূপে পিষিলা পদতলে ॥

গৌরান্দের প্রেমবত্যা ভাসিয়ে জগতে ।

কোথায় রহিলে আজি নিগূঢ় গোপতে ॥



গুরুভক্তি-পরাকাষ্ঠা কৈলা প্রদর্শন ।  
 এ বাসরে স্মৃতিপটে জাগে অনুক্ষণ ॥  
 মাগি আমি নতশিরে তোমার চরণে ।  
 (যেন) চিরদিন রত থাকি ও-পদবরণে ॥  
 গোলোক-প্রসূন তুমি নিত্য নিরমল ।  
 বরিষ সেবক-মাথে আশীঃ-পরিমল ॥  
 বেহাগকরুণ সুরে সুরে রচি' অশ্রুগাথা ।  
 অপিণু পাদপদ্মে লওগো হে দেবতা !

শ্রীপাদপদ্মরেণু-প্রার্থী—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু উদ্ধমন্তী

[ ২ ]

যাহার কৃপায় মুকব্যক্তি বাগ্মীতা লাভ করেন, পঙ্কু গিরি লঙ্ঘনে সামর্থ্য  
 লাভ করেন, সেই পরম করুণাময় শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্যকেশরী মদভীষ্টদেব  
 নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী  
 প্রভুবরের রাতুল চরণ-কমলে সার্বাগ্রে এ অধম শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ  
 করিতেছে । অতঃ তাহার বিরহ-তিথি-পূজায় তাহার অপার মহিমার কণা-  
 মাত্র স্পর্শ করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে  
 বর্ণন করিয়াছেন,—

আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ ।  
 যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৭-৯)  
 ঐছে গুরুদেবের লীলা অনন্ত অপার ।  
 এ' অধমের কৈছে শক্তি তাহা বর্ণিবার ॥

তথাপি শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় অত্যন্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও তাহার  
 অতিমর্ত্য চরিত্র বর্ণন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গুরুবৈষ্ণবের বিরহকেই সর্বাপেক্ষা দুঃখ বলা  
 হইয়াছে—



দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?

কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥

( চৈঃ চঃ মঃ ৮২৪৭ )

যद्यপি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণ নিত্য, তথাপি জগৎ-কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহারা প্রকট কখনও বা অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। ভগবৎ-পরিকরের প্রকটে আনন্দ এবং অপ্রকটে বদ্ধ জীবের পক্ষে সাক্ষাৎ দর্শন ও উপদেশ লাভে বঞ্চিত হওয়ার জন্য দুঃখ। তাই আজি এই বিরহ-বাসর আমাদের পক্ষে গুরুতর দুঃখের তিথি। তবে—

এ'সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।

‘আবির্ভাব-তিরোভাব’ মাত্র কহে বেদ ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৫২)

তথাপি অত্যাঁ আমরা তাঁহার সেবা ও মহিমা শ্রবণ-কীর্তনের সুযোগ লাভ করিতেছি বলিয়া এই তিথি মঙ্গলজনক ও আনন্দময়।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারিজীউ ও ঔদার্য্য-লীলা-বিস্তারকারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যধামে নিত্যপরিকর। তাঁহাদের মনোহরীষ্ট পূরণের জন্য বিশ্বহিত-নিমিত্ত শ্রীভগবদিচ্ছায় তিনি ইহ জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তিনি পরম করুণাময় রসিকাচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুবরের ন্যায় বিরাট ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াও জীবের নিত্য কল্যাণের নিমিত্ত জাগতিক ধনৈশ্বর্য্য তুচ্ছকৃত করিয়া যৌবনকালেই শ্রীমতী রাধারানীর নিজজন শ্রীরূপানুগাচার্য্যপ্রবর বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা চিহ্নিলাস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীচরণসরোজে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌরধাম মায়া-পুরের মহিমা বিস্তার, রক্ষণাবেক্ষণ তথা গৌরনাম ও গৌরকাম প্রচারাদি সেবা-কার্য্যদ্বারা জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সর্বতোভাবে মনোহরীষ্ট পূরণ করেন।

সর্বশক্তিমান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেবা-ভগবান এবং শ্রীশ্রীল গুরুপাদ-পদ্ম সেবক-ভগবান। শ্রীগুরুরূপে ভগবান জগতে অবতরণপূর্বক স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে গুরুনিষ্ঠা, বৈষ্ণবপ্রীতি ও ভগবানে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন—যদ্বারা জগজ্জীব পরাশান্তি লাভ করিতে পারেন। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুরুনিষ্ঠা অতুলনীয় যাহা শ্রীব্রহ্ম-মাক্ষ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে ও থাকিবে।



জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ যখন আউল-বাউল, ভাগবত-ব্যবসায়ী অপ-  
সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বিগুহ্ণ ভক্তিসিদ্ধান্তের বানী প্রচার  
করিতে আরম্ভ করিলেন সেই সময় একবার যখন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পার্শ্বদ  
ও ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীকোলদ্বীপান্তর্গত  
বর্তমান সহর নবদ্বীপে ‘প্রোটা মায়া’-সন্নিকটে উপস্থিত হন তখন জাতগোসাঁ-  
ইয়ের দল স্বপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল, ইষ্টক ও গরম জলাদি  
নিষ্ক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে অস্বদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্বই নির্ভিকভাবে  
শ্রীল প্রভুপাদকে নিজের শ্বেতবস্ত্র জড়াইয়া তাঁহাকে শ্রীমায়াপুরে সুরক্ষিত-  
ভাবে পোঁছাইবার ব্যবস্থা করেন ও নিজে শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাসবস্ত্র গ্রহণ  
করতঃ আচার্য্য শ্রীরামানুজের প্রিয় শিষ্য কুরেশের জলন্ত আদর্শ স্থাপন  
করেন। সেই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বিগত হওয়ার পর শ্রীল প্রভুপাদের গণ  
সকলেই একবাক্যে অস্বদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্বকে প্রীতিসহকারে বলিতে  
লাগিলেন, — আমাদের বিনোদ দা শ্রীল প্রভুপাদকে ফিরাইয়া আনিয়া  
আমাদের প্রাণরক্ষা করতঃ চিরঋণ-পাশে আবদ্ধ করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিবিধপ্রকার সেবায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে ‘কৃতিরত্ন’  
উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি তদীয় মনোহরীষ্ট পূরণার্থে  
কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপনপূর্বক ভারতের বিভিন্ন স্থানে  
শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করতঃ বিপুলভাবে শ্রীগৌরবানী প্রচার করিয়া অগণিত  
বদ্ধজীবকে সংসার-কারাগার হইতে উদ্ধার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তিরূপ  
মন্দাকিনী-ধারায় স্নান করাইয়া নিত্য আনন্দ প্রদান করেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ব পাষণ্ডদলনে অদ্বিতীয় ছিলেন। বৌদ্ধ-মায়াবাদরূপ  
হস্তীর নিকট তিনি দুর্দান্ত সিংহরূপ আর যে কোন প্রকার তাকিকের নিকট  
তিনি ছিলেন বিচারে অপরাজেয়। তিনি জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের নিকান্ত-  
বিরুদ্ধ বিচারসমূহকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেন নাই। শুদ্ধা ভক্তি প্রচারে ও  
অভক্তিপর বিচার দমনে শ্রীগৌড়ীয়-কৃতিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন নীর্ঘস্থানীয়।  
শ্রীগুরুগৌরাস্ত্রের মনোহরীষ্ট পূরণকল্পে তিনি বাংলা ও হিন্দী ভাষায়  
যথাক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ও শ্রীভাগবত পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকাদ্বয়  
এবং বহু ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থও প্রকাশ করেন।



অচিন্ত্যভেদাভেদ নামক গ্রন্থে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীব্রহ্ম-মাধব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ-বাদীর যাবতীয় কুযুক্তিসমূহ খণ্ডন করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় ব্রহ্ম-মাধব-সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত এবং শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ ঐ অন্তর্ভুক্তির বিষয় স্বীকার করিয়া কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করেন নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর লুপ্তপ্রায় শ্রীনবদ্বীপ-বৃন্দাবন-পুরী-কেদার-বদ্রী-সেতুবন্ধরামেশ্বর-দ্বারকাদি ধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রকাশ তথা বিভিন্ন স্থানে বহু মঠ-মন্দিরাদি স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্য অতিমর্ত্য লোকাতীত মহিমায় মহিমান্বিত। তিনি যখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-মাধুরী তথা নাম, গুণ, মহিমা, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত-লীলার কথা কীর্তন করিতেন তখন শাস্ত্রবর্ণিত রোমাঞ্চ, কম্পাশ্রু ও পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারসমূহ দেখা যাইত।

আজ-কাল দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সারস্বত-সমাজে কাহারও কাহারও ভজন-কীর্তনের মধ্যে নানাপ্রকার রং-তামাসাদি অপসিদ্ধান্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে। কীর্তনাদি সম্বন্ধে শ্রীল গুরুপাদপদ্য যেরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করতঃ তৎসম্পর্কে তদীয় সম্পাদিত ‘শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ’-এর ১ম খণ্ডের মুখবন্ধে যাহা উপদেশ ও বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতেছি—

“গান-বাজনাকে শাস্ত্রে তৌষ্যাত্মিক বলিয়াছেন—তাহা বিলাস-ব্যসনের অন্তর্গত। কিন্তু মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ণনে ভগবদ্ প্রাপ্তি হয়—তাহা বিলাসিতা নহে।” কিন্তু বর্তমানে কাহারোও কাহারোও তৎপরিবর্তে বিভিন্ন বিলাসযন্ত্রের সুর-ই ভজন হইয়াছে। কেহ কেহ নিজ-মহিমা বিস্তার-কল্পে প্রতিষ্ঠা-পিপাসু হইয়া স্বয়ং ‘প্রভুপাদ’ নাম লইয়া ও প্রভুপাদ সাজিয়া গুর্বিজ্ঞাই প্রদর্শন করিতেছেন। কেহবা নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রয়াস ও নব-সিদ্ধান্ত প্রকাশে তৎপর হইয়াছেন ও হইতেছেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্য যখনই শ্রীল প্রভুপাদের গুণ, মহিমা-কীর্তন করিতে যাইতেন তখনই ‘প্রভুপাদ’ নাম উচ্চারণ করিতে গিয়া কেবলমাত্র ‘প্র’-বলিতে বলিতেই তিনি অশ্রুজলে আক্লুত এবং কণ্ঠে গদগদ স্বর, রোমাঞ্চ ও পুলক প্রভৃতি অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার হইত।



পরম কারুণিক শ্রীল গুরুপাদপদের ন্যায় বৈদান্তিক পণ্ডিত তদানিন্তন সময়ে কেহ ছিলেন না বলিলে অত্যাক্তি হয় না। কেননা পরপক্ষ অর্থাৎ রসাভাস, রসদুষ্টি, কস্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি শুদ্ধা ভক্তি-বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তের নিকট তিনি ছিলেন বজ্রতুল্য।

শ্রীল গুরুপাদপদ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রটের পর সপ্তকালে তাঁহার সপ্নাদেশ পাইয়াছেন—

“বিনোদ, তুমি এখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে না? আমার প্রবর্তিত শুদ্ধা ভক্তিধারা পুনঃ রুদ্ধা হইবার উপক্রম হইতেছে। তুমি অতিশীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচার ও রক্ষা কর।”—এই সপ্নাদেশের পরেই তিনি কাটোয়ায় গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বিপুলভাবে অসীম সাহসীকতার সঙ্গে কুসিদ্ধান্তরূপ মেঘসমূহকে উড়াইয়া দিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ-মতালম্বীগণকে পরাস্তপূর্বক শ্রীল প্রভুপাদের ধারা সংরক্ষণ করিয়া বিশ্বে শুদ্ধ-ভক্তিপিপাসুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। তদীয় অন্তরঙ্গ সতীর্থ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ গুরুপাদপদকে ‘পাষণ্ড-গজৈকসিংহ’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ একদিকে যেরূপ ‘পাষণ্ড-গজৈকসিংহ’ ছিলেন অপর দিকে তিনি ‘তৃণাদপি সুনীচ তরোরপি সহিষ্ণুনা’—এবং অমানী মানদ-ধর্মের মূর্তি বিগ্রহ। তাঁহার আচার-ব্যবহারে সর্বত্রই ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। তিনি অভিন্ননিত্যানন্দবিগ্রহ পতিতপাবন ও পরম করুণাময়।

হে পতিততারণ করুণাময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেব! আজিকার এই শুভ তিথিতে আপনার শ্রীচরণে নিপতিত হইয়া অত্যন্ত কাকুতিভরে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আপনার মহাবদান্য গুণে—এই অত্যন্ত অধম দাসকে ভববন্ধন হইতে উদ্ধারপূর্বক তব শ্রীচরণ-ধূলিসম করুন। ধূলিসম করুন! ধূলিসম করুন!!

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-হরির শ্রীচরণ-সেবাকাজ্ঞী

দাসাধম —

“ভক্তিবাদান্ত পর্যটক”



[ ৩১ ]

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান

কেশব গোসাঁই

প্রণমি তোমার পায় ।

(তুমি) সরস্বতী-প্রিয়,

বিভোর সদাই

'প্রভুপাদ'-নামে হায় ॥

'কৃতিরত্ন'-বলি

জগতে বিদিত

(তোমা) প্রভু কৈল কার্যাদ্যক্ষ ।

কত শত জীবে

করিয়া করুণা

করিলে ভজনে দক্ষ ॥

গুরুসেবা, তুমি

দেখাইলে ভবে

স্তম্ভিত সকলে করি ।

জীবনের মায়া

নাহিক তোমার

সে কথা স্মরণ করি ॥

একবার যবে

নবদ্বীপ মাঝে

প্রভুপাদে দ্রোহ কৈল ।

প্রভুর জীবন

বিপন্ন ভাবিয়া

মনে তোমার দুঃখ হৈল ।

গুরুর বসন

পরিত্যাগ করিলে

তোমার বসন তাঁরে ।

হাসিতে হাসিতে

লইয়া গুরুর

বাহির হৈল দ্বারে ॥

কিছুই না হ'ল

সকলে দেখিল

গুরুসেবকের জয় ।

এ হেন তোমার

মহিমা প্রচুর

জগজন সুবিস্ময় ॥

প্রভুপাদ যবে

অন্তর্দ্বান কৈল

শোকেতে অধির হৈলে ।

এ ভবে না রবে

পরাণ ত্যজিবে

মনেতে বিচার কৈলে ॥



সেদিন নিশায়

প্রভু আসি কয়

দুঃখ না ভাবিহ মনে ।

ভকতি-বেদান্ত

করহ প্রচার

(আমি) সদা আছি তোমা সনে ॥

প্রভু-আজ্ঞা পেয়ে

তুমি শান্ত হয়ে

তখন সুস্থির হৈলে ।

গৌড়ীয় বেদান্ত

সমিতি, স্থাপিত

ভকতি প্রচার কৈলে ॥

বিশ্ব ভরি তুমি

মঠ প্রকাশিলে

গাহিলে প্রভুর জয় ।

প্রেমভক্তি আর

সারস্বত-বাণী

সর্বত্র প্রচার হয় ।

ধাম-পরিভ্রমা

করিয়া জীবের

কতই মঙ্গল কৈলে ।

সং শিক্ষা সার

প্রদর্শনী করি

(জীবের) মোহনিদ্রা ঘুচাইলে ॥

মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপি

ভক্তিগ্রন্থ ছাপি

ভকতিসিদ্ধান্ত-বাণী ।

প্রচারিলে তবে

অনায়াসে সবে

উদ্ধারিল তাহা শুনি ॥

তোমার করুণা-

বারিধিন্দু-স্পর্শে

(মোর) তপ্ত মরুসম হিয়া ।

শীতল হইবে

নামে রুচি হবে

পলাইবে জড়মায়া ॥

নবদ্বীপ ধামে

গুরু-গৌর-সনে

বিরাজিছ তুমি প্রভু ।

কাজাল 'হরিদাস'

করিতেছে আশ

ছেড়ে না আমারে কভু ॥

— শ্রীহরিদাস রায়



## [ ৪ ]

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।

কেশব গোস্বামীবর সরস্বতী-প্রাণ ॥

শারদ রাস-যাত্রায় করিলে গমন ।

তোমার বিরহে আজি কাঁদে ত্রিভুবন ॥

তোমার বিরহ-ব্যথায় আচ্ছন্ন সবে ।

তোমা হেন প্রভুবর মিলিবে বা কবে ॥

শ্রীরাধার প্রিয়জন গৌর-নিজজন ।

গৌরাজের প্রেম-বাণী কৈলা বিতরণ ॥

জীব-লাগি কত মঠ-মন্দির স্থাপিলে ।

মোহান্ন জীবের কত শত উদ্ধারিলে ॥

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শিষ্যগণ লয়ে ।

হরিনাম বিতরিলে গৌর-নামাশ্রয়ে ॥

পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম ।

সর্বত্র প্রচার করিলে শ্রীগৌর-নাম ॥

জগৎ-উদ্ধার লাগি গৌর-প্রেষ্ঠবর ।

অবতীর্ণ হয়েছিলে সর্বশক্তিধর ॥

তুমি অনন্ত জীবের করিতে পারাবার ।

জীবের লাগি এ'ভাবে হও অবতার ॥

আমি তো অতি পাপী দুরাচার ।

নিত্যদাস করি রাখ প্রার্থনা আমার ॥

যদি আর কিছু দিন থাকিতে ধরায় ।

মম সম কত পাপী লইত আশ্রয় ॥

প্রভুবর ! আসিবে কি তুমি ফিরে আর ?

পতিত পাতকী জনের করিতে উদ্ধার ?

যুগধর্ম “হরিনাম” যে করে আশ্রয় ।

ভবভয় ঘুচে তার ভক্তিলাভ হয় ॥



কলিকালে জানালেন 'কৃষ্ণনাম' সার ।  
 তোমা বিনা এ জগতে গতি নাহি আর ॥  
 গুরুদেব কৃপা করে যে করায়েন শিক্ষা ।  
 তাহা মানয়ে যে-জন সেই পায় রক্ষা ॥  
 কাকুতি করিয়া যদি ডাকে একবার ।  
 কৃপা করি তুমি তারে ঘুচাও সংসার ॥  
 ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী বৈষ্ণবের রাজ ।  
 শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ ॥  
 গুরুদেব কবে তোমার করুণা হ'বে ।  
 সংসার-বাসনা মোর কবে দূরে যাবে ॥  
 একান্ত আশ্রয় কবে বা লভিব আমি ?  
 এ দুষ্ট হৃদয়ে শোধিয়া স্মুরিবে তুমি ॥  
 বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু কভু নাহি হয় ।  
 আবির্ভাব-তিরোভাব শাস্ত্রে এই কয় ॥  
 বৈষ্ণবের আবিভাবে শুভ জগতের ।  
 ভক্ত-বিরহ দুঃখাপেক্ষা কি আছে আর ॥  
 বিরহেতে চিন্তে অহরহ আবির্ভাব ।  
 সেই হেতু কহে বিরহ-মহোৎসব ॥  
 শ্রীচরণের ধূলি দিয়া এ দীন জনে ।  
 অহৈতুকী কৃপা কর করুণ নরনে ॥  
 হয় যদি অপরাধ তোমার চরণে ।  
 নিজগুণে ক্ষমা কর আপনার জনে ॥

দাসানুদাসাভিলাষী—

“হরেকৃষ্ণ”



আচার্য্যকেশরী পরমহংসকুলচূড়ামণি  
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
১ম বার্ষিক বিবাহ-মহামহোৎসব

আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের আচার্য্যকুল-তিলক-মুকুটমণি বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুাদের অনুতম পরমপ্রিয়পার্বদ শ্রীস্বরূপরূপাহুগপ্রবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের পঞ্চম বার্ষিক বিবাহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব বিগত ৩০ পদুনাভ. ২৫ আশ্বিন ( ইং ১২।১০।৭৩ ) শুক্রবার দিবসে মহাসমারোহের সহিত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা অন্যান্য মঠসমূহে এই বিবাহ-পূজা প্রতিপালিত হয়।

ভক্তজন-হৃদয়ে বিবাহ-সেবা উদ্দীপ্ত করতঃ এই তিথি সমাগতা হইলে বিবাহ-বেদনাতুর হৃদয়ে সেবকগণ নানা বর্ণের বিবিধ পত্র, পুষ্প ও বস্ত্রসম্ভারে এবং কদলীবৃক্ষ রোপণ প্রভৃতিদ্বারা শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সমাধিমন্দির এবং তদীয় দ্বিতল ভবনের ভজন-কুটীর তথা মূল মন্দির শ্রীশ্রীগুরু-গোবিন্দ-গান্ধারিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারী জীউর শ্রীমন্দির ও অবিদ্যাহরণকারী শ্রীকীর্তন-মন্দির সহ বহিঃদ্বারস্থ তোরণগুলি নানাবিধ পত্র-পুষ্প কদলীবৃক্ষ, অম্রপল্লবযুক্ত ঘটাদি বিবিধ মাজলিক দ্রব্য-সম্ভারে ভক্তজন-চিত্তহারী মনোরম দৃশ্যের অবতারণা পূর্বদিবস হইতেই প্রস্তুত করিতে থাকেন।

মহোৎসব-দিবসে ব্রাহ্মমূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্ত হইলে উষঃকীর্তন আরম্ভ হয় ও শ্রীগুরুর্কষ্টক, গুরুপরম্পরা, গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, যে আনীল প্রেমধন, শ্রীকৃপমঞ্জরীপদ প্রভৃতি আভি কীর্তনাদি গুরু-মহিমা-সূচক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্তন করা হয়। অতঃপর সমিতির সহ-সভাপতি ও সেবা-সচিব ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব ও বিবাহ-সম্পর্কে পাঠমুখে আলোচনা করেন।

পূর্বাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায় হইলে আমন্ত্রিত অন্যান্য মঠ হইতে আগত শ্রীবৈষ্ণবগণ ও বিভিন্ন স্থানের সজ্জন মহোদয়গণ উপস্থিত হইলে পরমকারুণিক




শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের জীবন-দর্শন ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক আন্তি-সভা সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের সভাপতিত্বে আয়োজন হয়। এই বিরহ-বাসরে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত স্নেহ-ধন্য অনেক বৈষ্ণব-বৃন্দই তাঁহার অসীম মহিমারশির কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করেন। তদনন্তর তাঁহার সমাধি-পীঠে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনমণ্ডলী ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

মধ্যাহ্নকালে কীর্তন-মুখে নিবেদিত বিবিধ অন্ন, ব্যঞ্জন, চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি সন্তার ভোগারতি অন্তে আমন্ত্রিত সকলকেই বিশেষ আপ্যায়নের সহিত মহাপ্রসাদ সেবন ও পরিশেষে উপস্থিত সকলকেই উহা বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে সন্ধ্যায় কীর্তন-সহযোগে আরতি সমাপ্ত হইলে পুনঃ বিরহ-সন্তার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় সমিতির শ্রীল আচার্য্যপাদ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার প্রারম্ভণিতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অমৃতপীযুষধারা বাণীসংরক্ষণ-যন্ত্রের (Type Recorder) সাহায্যে কিছুসময় শ্রবণ করান হয়। পরে বিরহ-তিথি-উপলক্ষ্যে আন্তি-ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-নির্ম্মাণ্যস্বরূপ বিভিন্ন ভাষায় রচিত কবিতা-প্রবন্ধাদি আবৃত্তি করা হয়। তদনন্তর বিরহ সন্তার মুখবন্ধ-ভাষণে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ রসাল ভাষায় শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের অপ্রাকৃত জীবন-দর্শন বর্ণনামুখে সুস্বক্তি-সমন্বিত দার্শনিক দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে ব্যক্ত করেন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদেবত মহারাজ তাঁহার গুরুগন্তীর কণ্ঠনিদানে উক্ত মহাপুরুষের ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা, নির্ভিক ও বিপুল স্পষ্ট বক্তা সম্পর্কে উপমা-সমন্বিত উল্লেখ করেন। তদুপরি আরও অনেক সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থী-গার্হস্থ্য প্রভৃতি বক্তাগণ তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ-রাশি ও অলৌকিক জীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজ তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে প্রাঞ্জল ভাষায় উক্ত মহাপুরুষের জগতে বহুল দান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং তাঁহার অভাবে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ যে এক অমূল্যনিধি হারাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করতঃ ভাবাবেগে বাষ্প-পূরিত নয়নে গদগদকণ্ঠে বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার নিকট অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।



স সেই পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্ষা ভুপ্রসীদতি ॥

ধর্মঃ স্রুতিতঃ পুংসাং বিশ্বকুলেন-কথ্যাস্থ যঃ ।

নোংপাদমেরেদযদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসন্ন ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যন্ত ॥

অন্ত ধর্ম ভুট্টরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথার বক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ৬ কেশব, ৪৮৭ গোরাঙ্গ  
শুক্লাব্দ ৩০ কা্তিক, ১৩৮০ ; ইং ১৬।১১।১৯৭৩ } ৯ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদঃ

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[ শ্রীল-রূপ-গো-স্বামি-বিরচিতম্ ]

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭৭ পৃষ্ঠার পর )

প্রেমোদ্বেল্লিতবজ্জুতির্বলয়িতস্বং বল্লবীভিবিভো  
রাগোল্লাসিতবল্লকীবিততিভিঃ কল্যাণবল্লাভুবি ।  
সোল্লুঠং মুরলীকলাভিরমলং মল্লারমুল্লাসয়-  
ষাল্যেনোল্লাসিতে দৃশৌ মম তড়িল্লীলাভিরুৎফুল্লয় ॥

হে নাথ ! তুমি শ্রীবৃন্দাবনে সহাস্র বদনে মূলরী গ্রহণ করিয়া তদ্বারা  
সুমধুর মল্লার রাগের মুছনা করিতেছ, প্রেমোন্মত্তা গোপিকাগণ তোমার  
চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া মধুর বীণাধ্বনি করিতেছেন, অতএব হে বিভো !  
তোমার ঐরূপ রূপ তড়িতের আয় ক্ষণকালের নিমিত্ত দর্শন দিয়া এই  
অস্ত্রানাক্ষের নহনযুগল উল্লাসিত কর ।



## ফুল্লাশুম্

ব্রজপৃথুপল্লীপরিসরবল্লীবনভুবি তল্লীগণভৃতি মল্লী-  
মনসিজভল্লীজিতশিবমল্লীকুমুদমতল্লীজুষি গত ঝিল্লী-  
পরিষদি হল্লীসকসুখঝল্লীতর পরিফুল্লীকৃতচলচিল্লী-  
জিতরতিমল্লীমদ ভর সল্লীলতিলক কল্যাণতনুশততুল্যা-  
হবরসকল্যাচটুলিতখল্যাপ্রমথন কল্যাণচরিত ॥ ধীর ॥

হে নিকুঞ্জবিহারিন্ ! তুমি শ্রীবৃন্দাবনের রমণীয় প্রান্ত-স্থানে গমন করিয়া  
তথায় একাদিকে কুমুদ কল্লারাদি কুসুম শোভিত সরোবর অপর দিকে  
বিবিধ তরুলভাকর্ণ অরণ্যস্থলী, তন্মধ্যে মল্লিকাপুষ্প ও কন্দর্পের ভল্লাস্ত্র-  
স্বরূপ বকপুষ্প সকল বিরাজিত, নিশীথসময়ে ঝিল্লিকাগণ ( কীট বিশেষ )  
সুমধুর ঝিল্লিরব করিতেছে, তদর্শনে স্মরাবিষ্ট হইয়া গোপিকাগণের সহিত  
মণ্ডলাকারে নৃত্য ও তাহাদিগের সহিত রাস-ক্রীড়া করিয়া তুমি অপার  
আনন্দ অনুভব কর । হে মধুর লীলাকারিন্ ! ত্বদীয় ভ্রূয়ুগলের শোভা-  
সন্দর্শনে কন্দর্পের কার্নুকের মদগর্ব হইয়াছে, তুমি নৃত্যগীতাদি লীলা-বিষয়ে  
শত শত কন্দর্পতুলা, হে কল্যাণচরিত ! হে বীর ! যুদ্ধপ্রিয় যে সকল দানব  
তাহাদের তুমি নিগ্রহকারী ।

গোপীঃ সংভৃতচাপলচাপলতাচিত্রয়া ভ্রুবা ভ্রময়ন্ ।

বিলস যশোদাবৎসল বৎসলসন্ধেনুসম্বীত ॥

হে যশোদাবৎসল ! তুমি সবৎস ধেনুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ  
করিতেছ, তুমি চপল ভ্রূভঙ্গীদ্বারা ব্রজরমণীদিগের বিমোহিত করিতেছ ।

বল্লবলীলাসমুদয়সমুচিত পল্লবরাগাধরপুটবিলসিত  
বল্লভগোপীপ্রবণিত মুনিগণদুর্লভকেলীভরমধুরিমকণ  
মল্লবিহারাদ্রুততরুণিমধর ফুল্লমৃগাঙ্কীপরিবৃতপরিসর  
চিল্লিবিলাসার্ণিতমসিজমদ মল্লিকলাপামলপরিমলপদ  
রল্লকরাজীহরসুমধুরকল হল্লকমালাপরিবৃতকচকুল ॥ বীর ॥

হে গোপলীলানুকারিন্ ! তোমার অধরবিশ্ব নবপল্লবের স্তায় স্পন্দিত  
তুমি ব্রজরমণীগণের অনুগত, ত্বদীয় মধুর লীলার কণকামাত্রও মুনিগণেরা  
দুর্লভ বলিয়া বোধ করেন, তুমি মল্লযুদ্ধে আশ্চর্য্য বাহুবিক্রম প্রকাশ করিয়া



থাক, তুমি মৃগনয়না গোপাঙ্গনার সহিত সর্বদা পরিবৃত থাক, তুমি ভ্রতঙ্গীদ্বারা যুবতীহৃদয়ে কন্দর্পসঞ্চার করিয়া থাক, মল্লিকা কুসুমের আঘ তোমার শ্রীঅঙ্গের গন্ধ, তুমি মধুর বংশীরবে হরিণগগকে আকর্ষণ কর, কুসুমমালা-দ্বারা তোমার চূড়া সুশোভিত ।

বল্লবললনাবল্লীকরপল্লবশীলিতস্কন্ধম্ ।

উল্লসিতঃ পরিফুল্লং ভজাম্যহং কৃষ্ণকঙ্কেল্লিম্ ॥

গোপিকাগণ লতারূপ হইয়া করপল্লবদ্বারা যাহার স্কন্ধ আশ্রয় করিয়াছেন, যিনি সর্বদা প্রফুল্ল থাকেন, আমি পরমানন্দে সেই নন্দনন্দনরূপ অশোক-বৃক্ষকে ভজনা করি ।

চম্পকম্

চঞ্চলদরুণচঞ্চলকরুণসুন্দরনয়ন কন্দরশয়ন  
বল্লবশরণ পল্লবচরণ মঞ্জলঘুমৃগপিঙ্গলমসৃগ  
চন্দনরচন নন্দনবচন খণ্ডিতশবট দাঁড়িতবিকট-  
গর্বিবতদলুজ পর্বিবতমলুজ রক্ষিতধবল লক্ষিতগবল  
পন্নগদলন সন্নগকলন বন্ধুরবলন সিন্ধুরচলন  
কল্লিতমদনজল্লিতসদন মঞ্জুলমুকুট বঞ্জুললকুট-  
রঞ্জিতকরভ শঞ্জিতশরভমণ্ডলবলিত কুণ্ডলচলিত-  
সান্দিতলপন নন্দিততপনকক্কসুসুম বন্যককুসুম-  
গর্ভক বিরণদর্ভকশরণ তর্গকবলিত বর্ণকললিত

শম্বরবলয় উম্বর কলয় ॥ দেব ॥

হে গোবর্দ্ধন গুহাশাশিন্ ! তুমি করুণায়ুক্ত অরুণবর্ণ নয়নযুগলে সুশোভিত, তুমি গোপবৃন্দর পরিপালক, তোমার পাদপদ্ম নবপল্লবের আঘ সুস্নিগ্ধ, কুসুমচন্দনাদি অমুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গসুশোভিত, তোমার বাক্য জগতের আনন্দকর, তুমি শকটভঞ্জন করিয়াছ এবং অতি ভয়ঙ্কর ও গর্বিত দানব-গগকে বিনাশ করিয়াছ তোমাকে দর্শন করিয়া মনুষ্যগণ অপার আনন্দ লাভ করে, তুমি ধেমুগণের পরিপালক, তুমি গোচারণে যাইবার সময় মহিষশৃঙ্গ ধারণ কর, তুমি কালিয় নাগের মদগর্ভ খর্ব করিয়াছ, তুমি গোবর্দ্ধনধারী, তুমি মনোজ্ঞ দর্শন, মন্ত্রমাতাদের আঘ তোমার গমন, তোমার বাক্য অঙ্গনের আগাস, তোমার চূড়া অতি মনোহর, তোমার সিংহও



দক্ষিণহস্তে অশোকশাখা নিম্নিত যষ্টি শোভা পাইতেছে, তোমার বলবিক্রমে  
সিংহও পরাভূত হয়, কর্ণযুগলে স্বর্ণকুণ্ডল দোহুলামান হওয়ায় তোমার শ্রীমুখে  
অপূর্ণ শোভা হইয়াছে, তোমার শোভা সন্দর্শনে কালিন্দতনয়া যমুনা  
অতিশয় আনন্দিত হন, তোমার মৌলিদেহাঙ্কিত মালা বস্তুকুম্ভদ্বারা রচিত  
হইয়াছে. তুমি দাবাগ্নিভীত গোপবালকদিগকে রক্ষা করিয়াছ, তোমার  
চারিদিকে গোবৎস সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে. চন্দন, অগুরু, কস্তুরী,  
কুম্ভদ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত। সুন্দর বলদ্বারা তোমার হস্তদ্বয়  
সুশোভিত, তুমি মধুরলীলা বিস্তার করিয়াছ, অতএব হে দেব! এক্ষণে  
করুণনয়নে আমার কল্যাণ কর।

দানবঘটালবিদ্রে ধাতুবিচিত্রে ভগচ্চিত্রে ।

হৃদয়ানন্দিচরিত্রে রতিরাস্তাং বল্লবীমিত্রে ॥

রিঙ্গুরুভৃঙ্গুভৃঙ্গুগিরিশৃঙ্গশৃঙ্গরুতভঙ্গসঙ্গধৃতরঙ্গ ॥ বীর ॥

তুমি নিখিল দানবগণের বিনাশক, রক্ত-গীতাদি গৈরিক ধাতুদ্বারা তুমি  
অলঙ্কৃত, তুমি ভগতের বিস্ময়কর, তোমার চরিত্র শ্রবণে হৃদয়ে অপার  
আনন্দ হয়, তুমি ব্রহ্মরমণীগণের বন্ধু, অতএব তোমাতে আমার ভক্তি হউক।

হে বীর! তুমি ভ্রমরগণ বেষ্টিত, অত্যাচ অতি রমণীয় গিরিশৃঙ্গে শৃঙ্গ-  
(শিঙা) ধ্বনি করিয়া মহানন্দরসে নিমগ্ন হও।

ভ্রমত্র চণ্ডাসুরমণ্ডলীনাং রণ্ডাবশিষ্টানি গৃহানি কুত্বা ।

পূর্ণাণ্ডকাষীত্রৈজসুন্দরীভিবৃন্দাটবীপুণ্ড্রকমণ্ডপানি ॥

হে ভগবন্! তুমি নিখিল দানবগণ বিনাশ করিয়া উহাদের গৃহসকল  
বিধ্বামাত্রাবিশিষ্ট করিয়াছ, অনন্তর শ্রীবৃন্দাধনে মাধবীলতাকাশীর্ণ নিকুঞ্জ  
ব্রহ্মরমণীগণে পরিপূর্ণ করিয়াছ।

বজ্রসম্

জয় জয় সুন্দরবিহসিত মন্দরবিজিতপুরন্দর নিজগিরিকন্দর-

রতিরসশঙ্কর মণিযুতকঙ্কর-গুণমণিমন্দির হৃদি বলদিন্দির

গতিজিতসিন্ধুর পরিজনবন্ধুর পশুপতিনন্দন তিলাকিতচন্দন

বিধিকৃতবন্দন পৃথুহরিচন্দনপরিবৃতনন্দনমধুরিমনিন্দন-

মধুবন বন্দিতকুম্ভসুগন্ধিতবনবররঞ্জিত রতিভরসঞ্জিত



শিখিদলকুণ্ডলসহকৃতভণ্ডিল নবসিততণ্ডুলজয়িরদমণ্ডল

রতিরণপণ্ডিত বরতনুভণ্ডিত নখপদমণ্ডিত দশনবিখণ্ডিত ॥ ধীর ॥

হে নাথ ! তোমার শ্রীমুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্তযুক্ত, তুমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রকে পরাভব করিয়াছ এবং ঐ পর্বতগুহায় রতিরঙ্গ বিস্তার করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব কর, মণিধারা তোমার গ্রীবা স্পর্শোদ্ভিত, তুমি নিখিল গুণ-রত্নের আলয়, তোমার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, মাতঙ্গের দ্বায় তোমার সুন্দর গতি, তুমি আত্মীয় জনের মনোজ্ঞ, তুমি মহাদেবের আনন্দপ্রদ, তোমার ললাট চন্দন-তিলকে স্পর্শোদ্ভিত, তুমি ব্রহ্মার স্তবনীয়, তোমার এই মধুবন দেবতরুশোভিত নন্দনবনের শোভা পরাভব করিয়াছে, অতি প্রশস্ত কুসুমগন্ধে স্নগন্ধিত এই শ্রীবৃন্দাবনে তুমি অনুরক্ত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমে বশীভূত, তোমার চূড়াস্থ ময়ূরপুচ্ছ ও কর্ণকুণ্ডলে শিরীষপুষ্প শোভা পাইতেছে, তোমার দন্তাবলী নবীন শুভ্রবর্ণ তণ্ডুলের দ্বায় স্পর্শোদ্ভিত, তুমি রতিক্রীয়ায় স্পৃগণ্ডিত, তুমি বসন্তোৎসবে রমণীগণের সহিত ভণ্ড ব্যবহার ( অশ্লীল পরিহাস ) করিয়া থাক, গোপিকা-গণের নখচিহ্ন ও দশনক্ষতে তোমার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শোদ্ভিত ।

নিমিন্দ নিজমিন্দিরা বপুরবেক্ষ্য যাসাং শ্রিয়ং

বিচার্যা গুণচাতুরীমচলজ্ঞা চ লজ্জাং গতা ।

লসৎপশুপনন্দিনীততিভিরাভিরানন্দিতং

ভবন্তুমতিসুন্দরং ব্রজকুলেন্দ্র ! বন্দেমহি ॥

রসপরিপাটী-স্ফুটতরুবাটী-মনসিজ্জধাটী-প্রিয় নবশাটীহর জয় ॥ বীর ॥

হে গোকুলপতে ! যাহাদের রূপলাবণ্য দেখিয়া লক্ষ্মী আত্মশরীরকে নিন্দা করেন এবং যাহাদের নৃত্যগীতাদি নৈপুণ্য দেখিয়া অচলনন্দিনী কাত্যায়নী মনে মনে লজ্জিতা হন, এই প্রকারে সেই ব্রজরমণীগণে পরিবৃত্ত পরমসুন্দর তোমাকে আমি বন্দনা করি । হে রমণীবসনহর ! শৃঙ্গাররস, পুষ্পিত কানন ও কন্দর্প বিলাস এইসকল বস্তু তোমার অতিশয় প্রিয়, হে বীর ! তোমার জয় হউক ।

সংভ্রান্তৈঃ সযড়ঙ্গপাতমভিতো দেবৈর্মূদা বন্দিতা

সীমন্তোপরি গৌরবাতুপনিষদেবীভিরপ্যর্পিতা ।

আনম্রং প্রণবেন চ প্রণয়তো হৃষ্টাত্মনাভিষ্টুতা

মৃদ্বী তে মুরলীরুতিমূররিপো ! শর্ম্মাণি নির্মাভু নঃ ॥



হে মুরারে ! সামাদি বেদগণ ষড়ঙ্গে মিলিত হইয়া সাদরে যাহাকে বন্দনা করেন, উপনিষদ্ দেবীরাও যাহাকে শিরোধার্য্য করিয়া গৌরব করেন, প্রণব অবনত হইয়া হৃষ্টচিত্তে যাহাকে স্তব করিতেছেন, এই প্রকার অতি মধুর স্বদীয় মুণীধ্বনি আমার কল্যাণ বিস্তার করুন।

কুন্দম

নন্দকুলচন্দ্র লুপ্তবতন্দ্র কুন্দজয়িদন্ত দুষ্টকলহন্ত-  
রিষ্টস্বপ্নসন্ত মিষ্টসমুদন্ত সন্দলিতমল্লবন্দলিতবাল্লি-  
গুণ্ডদলিপুঞ্জমঞ্জুতরকুঞ্জলঙ্কারতিরঙ্গ হৃদয়জনসঙ্গ-  
শর্ম্মলসদঙ্গ হর্ষকদনঙ্গ মতুপরপুষ্টরম্যকলঘুষ্ট  
গন্ধভরজুষ্ট পুষ্পবনতুষ্ট কুন্তলযক্ষ যুদ্ধনয়দক্ষ  
বল্লুকচপক্ষবদ্ধশিখিপক্ষ পিষ্টনততৃক্ষ তিষ্ঠ হৃদি কৃষ্ণ ॥ বীর ॥

হে নন্দকুলচন্দ্র ! তুমি জীবের সংসারবিষয়ক মোহ বিনাশ কর, তোমার দস্তাবলী কুন্দকুস্তমের দ্বায় অতি তুল্য, তুমি দুষ্ট দানবগণের বিনাশক, তুমি বসন্ত-ঋতুপ্রিয়, তোমার কথা অতি মধুর, বিকসিত মল্লকার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ যে-স্থানে মধুর গুণ্ গুণ্ শব্দ করিতেছে, নবগল্লবিত লতাসকল যাহার চারিদিকে বিরাজ করিতেছে, এই প্রকার অতি রমণীয় নিকুঞ্জমধ্যে তুমি সর্বদা রাতিরঙ্গ বিস্তার কর, এবং প্রেয়সীগণের সাহিত্য সঙ্গ করিয়া তুমি পুলকিত ও আনন্দিত হও, কন্দর্প তোমার আনন্দপ্রদ, কোকিলের দ্বায় অতি রমণীয় তোমার কলধ্বনি সুগন্ধামোদিত পুষ্পবন তোমার অতিপ্রিয়, তুমি দুষ্ট শঙ্খচূড়কে নিহত করিয়াছ, তুমি যুদ্ধকুশল, মনোজ্ঞ শিখিপুচ্ছদ্বারা তোমার কেশকলাপ সুশোভিত, তুমি প্রণতজনের বিষয়তৃষ্ণা দূর কর, অতএব হে কৃষ্ণ ! তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি কর।

তব কৃষ্ণ ! কেলিমুরলী, হিতমহিতঞ্চ স্ফুটং বিমোহয়তি ।

একং সুধোন্মিসুহৃদা, বিষবিষমেণাপরং ধ্বনিনা ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া কি মিত্র, কি শত্রু উভয় পক্ষই বিমোহিত হয়, মিত্রপক্ষেরা উহাকে অমৃত বলিয়া বোধ করেন ও শত্রুপক্ষীয়েরা উহাকে হলাহল বলিয়া বোধ করে।

সন্নীতদৈতেয়নিস্তার কল্যাণকারুণ্যবিস্তার ।

পুষ্পেষুকোদণ্ডটঙ্কারবিস্ফারমঞ্জীরঝঙ্কার ॥ বীর ॥



তুমি দানবগণ বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়াছ,  
তুমি জগতে মঙ্গলময়ী করুণা বিস্তার কর, ত্বদীয় নূপুরঝঙ্কার কন্দর্পের  
কোদণ্ড টঙ্কার বলিয়া বোধ হয়।

রঙ্গস্থলে তাণ্ডবমণ্ডলেন, নিরস্ত্র মল্লোত্তমপুণ্ডরীকান্ ।

কংসদ্বিষং চণ্ডমখণ্ডযত্নো, হৃপুণ্ডরীকে স হরিস্তবাস্ত ॥

যিনি যুদ্ধস্থলে মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে মহামল্ল চানূর প্রভৃতি  
ব্যায়্রগণ নিপাত্ত করিয়া অতি ভয়ানক কংসরূপ হস্তিকে বিনাশ করিয়াছেন,  
সেই শ্রীহার তোমাদিগের হৃদয়পদ্মে সর্বদা বিরাজ করুন।

বকুলভাসুরম্

জয় জয় বংশীবাণবিশারদ শারদসরসীরূপরিভাবক-

ভাবকলিতলোচনসঞ্চারণ চারণসিদ্ধবধূধৃতিহারক

হারকলাপকুচাঞ্চিতকুণ্ডল কুণ্ডলসদেগা বর্ধনভূষিত

ভূষিতভূষণচিৎসনবিগ্রহ বিগ্রহখণ্ডিতখলবৃষভাসুর

ভাসুরকুটিলকচাপিতচন্দ্রক চন্দ্রকলাপকুচাভ্যধিকানন

কাননকুঞ্জগৃহস্বরসঙ্গর সঙ্গরনোদ্ধরবাহুভূজঙ্গম

জঙ্গমনবতাপিচ্ছনগোপম গোপমনীষিতসিদ্ধিষু দক্ষিণ

দক্ষিণপাণিগদগুনভাজিত ভাজিহকোটিশশাঙ্কবিরোচন

বোচনয়া কৃতচাকু বিশেষক শেষকমলভবসনকসনন্দন-

নন্দনগুণ মা নন্দয় সুন্দর ॥ বীর ॥

হে বংশীবাণবিশারদ ! তুমি শারদপদ্মনিন্দী নয়নাম্বুজ সঞ্চালন করিয়া  
সিদ্ধচারণ বধুগণের ধৈর্য্য হরণ কর, তোমার মণিমুক্তাখচিত হার ভূষণের প্রতি-  
বিম্বে কর্ণকুণ্ডল অতিশয় শোভিত হইয়াছে, জলাশয়শোভিত গোবর্দ্ধনের অতা-  
ধিকায় তুমি অবস্থান কর, ত্বদীয় সন্দ্র পিচ্ছানময় কলেবর নিখিল ভূষণের ভূষণ-  
স্বরূপ, তুমি যুদ্ধ করিয়া দুই বৃষভাসুরকে নিহত করিয়াছ, তোমার কুটিল  
কুন্তল ময়ূরপুচ্ছদ্বারা সুশোভিত, তোমার মুখচন্দ্র কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও  
সুশোভিত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জভবনে অনঙ্গযুদ্ধে সুনিপুণ, ত্বদীয় বাহু-  
ভূজঙ্গ আলিঙ্গনাদি সন্তোগ-বিষয়ে উদ্ভূত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে ইতস্ততঃ গমনা-  
গমন করিলে বোধ হয় যেন অভিনব তমালবৃক্ষ বিচরণ করিতেছে, তুমি



গোপগণের ইষ্টলাভে উদারতা প্রকাশ কর, দক্ষিণহস্তে পশুপালনের নিমিত্ত  
দণ্ডধারণ করিয়াছ, তুমি শ্রীঅঙ্গের কাঙ্ক্ষিতে কোটি কোটি চন্দ্র-সূর্য্য পরা-  
ভব করিয়াছ, তোমার ললাটে রোচনানিমিত্ত সুন্দর তিলক অশোভিত  
হইতেছে, তোমার দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণকলাপ, ব্রহ্মা, অনন্ত, মনক ও  
সনন্দন প্রভৃতি দেবগণের প্রীতিকর, অতএব হে বীর ! হে সুন্দর ! তুমি  
দর্শন দিয়া আমাকে আনন্দিত কর ।

ভবতঃ প্রতাপতরণাবুদেতুমিহ লোহিতায়তি স্ফীতে ।

দনুজানুককারনিকরাঃ শরণং ভেভুগুহাকুহরম্ ॥

হে নাথ ! ইহলোকে তোমার প্রতাপসূর্য্যের উদয়ের প্রথমেই দানব-  
গণরূপ অন্ধকারসকল ভীত হইয়া গিরিগুহার শরণ লইয়াছে ।

( ক্রমশঃ )

শাসন না মানিলে জীবনে কখনও

উন্নতি হইতে পারে না

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং ১৩৯৮'৬৪, সন্ধ্যা ৬টা

স্নেহান্বিতৈঃ \* \* \*

তোমার প্রেরিত M. O. যোগে ৫০/- গত ইং ১১/৯/৬৪ তারিখে পেয়েছি,  
এবং ঐ দিনই সঙ্গে সঙ্গে \* \* মহারাজের ১৬০/- বঙ্গাইগাঁও হইতে M. O.  
পাইলাম । যাহা হউক, \* \* মহারাজের মূলে জল দিয়া গাছ বাঁচাইবার  
চেষ্টা দেখিতেছি । তোমরা ডালপালায় জল দিয়া গাছপালা যতদূর সম্ভব



রক্ষা করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। ভক্তিরাজ্যে গুরুসেবাকেই ঝুলন, জন্মোৎসব-ব্রত ইত্যাদি যাহা কিছু তাহারই মধ্যে। গুরুসেবাহীন আড়ম্বর-দির ভক্তিরাজ্যে কোন স্থান নাই। \* \* আসাম হইতে তাহার পিতার অশ্রুততা দেখিবার জন্ত অত বাড়ী গেল। তাহার মুখে \* \* \* সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। \* \* \*, \* \* মহারাজের নিকট যে পত্র দিয়াছে, তাহা পাড়লাম। তোমরা ওজন একসঙ্গে আমার সহিত কোন সময় সাক্ষাৎ করিলে সমস্ত কথা তোমাদের সাক্ষাতে আলোচনা করিব। দুর্বলচিত্তগণকে সবল করাই গুরুর কার্য। শিষ্যেরও কর্তব্য গুরুর শাসন মানিয়া লওয়া। শাসন না মানিলে জীবনে কখনও উন্নতি হইতে পারে না। ইহা তোমাদের সকলেরই জানা কর্তব্য। যে বা যাহারা মঠ পরিত্যাগ করিয়া গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে অন্ত্র খা কিবার অভিলাষ করে, তাহাদের চিত্ত যে দুর্বল, এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাহাদের সবল করাই গুরুদেবের কার্য। পরস্পর শুনিলাম, \* \* লাল কাপড় পরিত্যাগ করিয়া সাদা কাপড় পরিবে। ইহাতে তাহার চিত্তে দুর্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আনুগত্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে ভগবৎসেবা কখনও হয় না। তুমি একজন প্রচারক। সর্বদা হরিকথা কীর্তন করিয়া থাক। তাহাতে তোমার সঙ্গের লোকজনের দুর্বলতা আসে কেন? দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া দুর্বলতারই লক্ষণ। তোমরা সর্বদাই সাবধানে থাকিবে। হরিভজন পরিত্যাগ করা মনুষ্যজন্মের কর্তব্য নহে। অধিক কি, \* \* \* \* \* ও ছোট \* \* \* বাংলায় পাঠাইয়া দিবে। আমি ভাল আছি। মন্দিরের কার্যারম্ভ হইয়াছে। বহু টাকা দরকার। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব



## পরমার্থ

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮১ পৃষ্ঠার পর )

সাধারণ বিবেকরহিত বিচার বা সাধারণ বিবেকযুক্ত বিচার ও সত্য এক নয়। অনেকে সাধারণ বুদ্ধিকে ( Common sense কে ) ‘সত্য’ মনে করেন। যেটা Common sense এর সঙ্গে খাপ খায় না, তা’কে তাঁ’রা সত্যের পদ হ’তে বিচ্যুত ক’রতে চান। কিন্তু এরূপ সাধারণ বুদ্ধি—কা’দের ? ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-বিনির্মুক্ত, বিমুক্ত আত্মার সহজ বুদ্ধি অথবা ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত, পরিবর্তনশীল মনের অভিজ্ঞতাবাদোখ সাধারণ বুদ্ধি ? ভ্রম-প্রমাদযুক্ত গডলিকার সাধারণ বুদ্ধি—মনোধর্ম মাত্র, তা’তে আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্যের একটা ছবি থাকতে পারে, কিন্তু উহা বাস্তব সত্য নহে। লোকের রজস্তম তাড়িত-বুদ্ধি অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের কথা বুঝতে পারে না। একজন পায়স খাচ্ছে, আর একজন যদি সেখানে এসে বলে যে, আমার কিছু চুণ সুরকি আছে, আপনি সেগুলি পরমান্নের মধ্যে মিশিয়ে পায়সের পূর্ণতা সম্পাদন ক’রে নিন ; তা’হ’লে যেমন মিষ্টান্ন খাওয়ার ফল পাওয়া যায় না, উহার আশ্বাদন নষ্ট হ’য়ে যায়, মুখে কাঁকর চুণ প্রভৃতি লেগে গলা পুড়িয়ে দেয়, গলা বন্ধ ক’রে দেয়, তা’তে মানুষের মৃত্যু হয়, সেরূপ পরম-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রা, বিশুদ্ধা, নিগুণা ভক্তির সহিত গুণজাত জগতের অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টাকে যদি কেহ মিশিয়ে নিতে বলেন—ভক্তির অসম্পূর্ণতা ( ? ) সম্পূর্ণ করবার পরামর্শ দেন, তা’হ’লে ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শও মিষ্টানে বিজাতীয় চুণ সুরকি মিশ্রিত করবার পরামর্শের ন্যায় হয়। কর্ম, জ্ঞান, যোগ—বদ্ধ জীবের চেষ্টা, উহা দেহ ও মনোধর্ম, আর ভক্তি—আত্মার রুত্তি বা আত্মধর্ম, উহা পরম মুক্তের চেষ্টা ; সুতরাং কর্ম-জ্ঞানাদি প্রাপঞ্চিক বিজাতীয় অনাত্ম-চেষ্টা-সম্পন্ন বস্তুর সহিত ভক্তির মিশ্রণ হ’তে পারে না। তবে কর্ম-জ্ঞানাদি যখন ভক্তির অধীনতা স্বীকার ক’রে চলে, তখন কথঞ্চিদভাবে সেই কর্ম-মিশ্রা ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি পরাভক্তির পথে উপনীত হ’বার আনুকূল্য ক’রতে পারে। পরাভক্তি লাভ হ’লে মিশ্রভাব আর থাকে না, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হ’য়েছে।

‘সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্दिष्ट या क्रिया।

সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥



আমরা এরূপ বিচারেই মনীষী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দিয়েছিলাম, আমরা হাটে-বাজারে, যাঁকে তাঁকে প্রশ্ন দেই নাই বা ক্ষীরের সঙ্গে ‘রাবিস্’ মিশাবা’র অভিলাষ নিয়েও আমরা প্রশ্ন পাঠাই নাই। অবিমিশ্র সত্য—অকৈতব সত্য জগতে প্রকাশিত হউক, এইরূপ অভিলাষ নিয়েই আমরা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলাম, কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভের বশীভূত হ’য়ে কতকগুলি ব্যক্তি এরূপ শিষ্টাচার-বহির্ভূত ব্যবহার প্রদর্শন ক’রেছেন যে, তাঁদের ব্যবহারেই তাঁরা তাঁদের স্বরূপের বিজ্ঞাপন প্রচার ক’রে ফেলেছেন। আমরা কৰ্ম্মাবলম্বীর সঙ্গ ক’রতে প্রস্তুত হই নাই, যাঁরা বহির্জগতের অভিজ্ঞতাবাদ বা মনোধর্ম্মকে নিয়ে অভ্যুদয়ের হিমালয়ে আরোহণ ক’রতে চায়, আমরা তাদৃশ আরোহণবাদী আধ্যাত্মিকের সঙ্গ করবার জন্য প্রস্তুত হই নাই, “প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে”—ইহাই আমাদের গুরুদেবের উপদেশ। উদরোপস্থ-বেগ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা চাই না, তাঁরা বাস্তবিক অকৃত্রিম অনুসন্ধিৎসু ন’ন; দ্বিজিহ্ব লোক—যাঁদের বাইরে এক প্রকারের জিহ্বা, ভিতরে আর এক প্রকারের জিহ্বা, সে শ্রেণীর লোক নিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন হ’বে? নিত্য আত্মার উপলব্ধি যাঁদের হ’য়েছে—ভগবানের সেবক-সম্প্রদায় যাঁরা, তাঁরা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা প্রশ্নের উত্তর পেতে পারবো। আমাদের গুরুপাদপদ্ম যে কথা জানিয়ে দিয়েছেন, দ্বিজিহ্ব লোক তা’ শুনবে না—তাঁরা কখনও সেবোন্মুখ কর্ণ দিবে না। আমাদের প্রশ্নগুলি বাইরের লোকে বুঝতে পারেন নাই—শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় ভাগবত-জীবন যাঁদের হয় নাই, তাঁরা বুঝতে পারেন নাই। সেইজন্য ভাগবত বলেন,—

‘ততো হুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জত বুদ্ধিমান্ ।

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥’

আমরা যে-সকল কথা সাধুকে জানতে দিই না—গোপনে যে-সকল কথা রেখে দিই, প্রকৃত সাধু সে-সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক’রে তা’র উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। ‘সাধু’ মানেই হ’চ্ছে,—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যুপকার্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র’য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন পরুষ-ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা’ হ’লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমর শত্রু। তা’ হ’লে আমরা প্রেয়ঃ পন্থা গ্রহণ ক’রলাম, শ্রেয়ঃ চাইলাম না।



## ভাগবতের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণীয়

ভাগবত-জীবন যা'র নয়, তা'র কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্তব্য।

‘সাধুসঙ্গঃ স্বতো বরে’।

ভাগবত-জীবন কা'র ?—

‘ঈহা যস্য হরেদাস্যে কস্মিণা মনসা গিরা।

নিখিলাস্বপ্যবস্থাষু জীবনুক্তঃ স উচ্যতে ॥’

‘কৃষ্ণে মতি হউক’—এরূপ আশীর্বাদই সাধুগণ ক’রে থাকেন। “কৃষ্ণে মতি নষ্ট হ’য়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক”—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্বাদ সাধুর আশীর্বাদ নয়।

‘কৃষ্ণ’ শব্দ ব্যতীত অন্যত্র ‘ভক্তি’ শব্দ প্রযোজ্য হ’তে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—মান্বিধের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেবা বস্তু। আমরা পরবর্ত্তিকালে আমাদের আলোচনার সময়ে দেখাব, কি ক’রে কৃষ্ণই একমাত্র সেবা হ’তে পারেন।

আমাদের প্রথম দিবসের আলোচনার বিষয়—চিদচিদ্বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞান লাভের আকর, চিদচিদ্বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের যন্ত্র, চিদচিদ্বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সিদ্ধান্ত চিদচিদ্বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সঙ্গতি এবং চিদচিদ্বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের ধারণা। ‘চিৎ’ শব্দটির মোটামুটি অর্থ হ’চ্ছে—জ্ঞান। জ্ঞান—কর্তৃত্ব-ধর্মযুক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় আমরা জানতে পারি,—

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন ’

সকল শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি ও যুক্তপ্রগ্রহ রূতিতে কৃষ্ণই  
পরতত্ত্বরূপে নির্ণীত হ’য়েছেন

সম্বিশক্তিমদধিষ্ঠিত বিগ্রহই—কৃষ্ণচন্দ্র। এই জ্ঞানলাভের আকর তিন প্রকার,—চেতনাকর, চিদচিনিশ্রাকর ও অচিৎ আকর। প্রত্যক্ষবাদী বলেন, অচিৎ হ’তেই চিৎ বা জ্ঞানের উৎপত্তি, ইঁহারা অচিন্মাত্রবাদী। এরূপ বিচারে যে রূতির উদয় হয়, তা’র নাম—তর্ক। অচিৎ হ’তে যাঁ’রা চেতনকে জন্মগ্রহণ করা’তে চান, সেই চেতনটাকে ক্রমশঃ কিরূপে neutralise করা যায়, কিরূপে efarvise করান যায়, তাঁ’ তাঁ’দের পরবর্ত্তিকালের বিচার্য্য



বিষয় হয়। তাঁ'রা তপস্যার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁ'দের সাময়িক চেতনাটাকে অচেতনে পরিণত ক'রতে চান। প্রচুর পরিমাণে কৰ্ম ক'রতে ক'রতে অত্যন্ত ক্লান্ত শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়লে ঐরূপ অনুভূতিরহিত অচিৎ হ'বার স্পৃহা বা নির্বাণ মুক্তির জন্য লালসা উপস্থিত হয়। 'দানশীল হওয়া ভাল—লোকের সেবা-শুশ্রূষা করা ভাল—মানুষ যখন অচিদ রাজ্যে নিষ্পেষিত হয়, তখন সাময়িক উপশম দিবার জন্য ঐরূপ ধারণা আমাদের প্রমাকে প্রলুব্ধ করে।

বহির্জগতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে আমরা সংকল্পী হই, পুণ্যবান্ হই, ধার্মিক হই, নৈতিক হই, কখনও বা অসংকল্পী, পাপী, অধার্মিক, অনৈতিক হ'য়ে পড়ি। বহির্জগতের আক্রমণের দ্বারা আমরা ঐরূপভাবে চালিত হ'য়ে থাকি।

সূক্ষ্মেতে স্থূলতা নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্থূল হ'তে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। বহির্জগতের স্থূল বস্তু হ'তে ভাব আকর্ষণ ক'রে সূক্ষ্মতা প্রকাশিত হ'চ্ছে। এই সূক্ষ্মভাবের জনক—স্থূল বিষয়।

এই জগতে চেতন বৃত্তির সহিত অচেতন-বৃত্তি নানাধিক সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে। অচিদ্রাজ্য হ'তে মন ও বুদ্ধি জ্ঞান-সংগ্রহে নিযুক্ত র'য়েছে। যেখানে পরমাণু-বাদী বা জড়শক্তির অচিৎ-এর কথা নাই—যেখানে কোন প্রকার অচেতনের কথা নাই, সেখানে কেবল চিৎ। কেহ কেহ বলেন, কেবল চেতনে নিঃশক্তিক অনুভূতি থাকবে। আধ্যাত্মিকজ্ঞানী জগতে যে জড়শক্তির তিত্ত অনুভূতি পেয়েছিল, তা' হ'তে পলা'বার জন্য যখন যত্ন হয়, তখনই আমাদের প্রাপ্য চেতনকে নিঃশক্তিক করবার জন্য একটা চেষ্টার উপায় হ'য়ে থাকে। যা'কে গোড়ীয়-বৈষ্ণবের ভাষায় 'বহিরঙ্গ শক্তি' বলে, সেই বহিরঙ্গ শক্তিরহিত বস্তুকে নির্ভেদজ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' ব'লতে চান। তাঁ'রা Radio activity, Molecular theory হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন—চিদচিনিষ্ঠ জগৎ হ'তে যে শক্তির পরিচয় পেয়েছেন সেই শক্তিকে নিরাস ক'রে ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু যাঁ'রা বৃহৎএর সমগ্রতা দেখতে পান, তাঁ'রা 'ব্রহ্ম' শব্দে ভগবান্কেই জানেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় ব'লতে গেলে,—

‘ব্রহ্ম’ শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ‘ভগবান্’।

সঙ্কষণ-সূত্র ‘ব্রহ্ম’ শব্দের দ্বারা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করেন। ভাগবতের শেষে (ভাঃ ১২।১৩।১২) আমরা একটি শ্লোক দেখতে পাই,—



সর্ববেদান্তসারং যদ্বাক্ষ্যত্বৈকত্ব লক্ষণম্ ।

বস্তুদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥ (১)

শব্দ মাত্রেরই দ্বিবিধ রুতি — বিদ্বদ্রুতিরুতি ও অজ্ঞদ্রুতিরুতি । যে শব্দের রুতি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে তফাৎ হ'য়ে অন্য কিছু উদ্দেশ্য করে, তা' — শব্দের অবিদ্বদ্রুতি । বিদ্বদ্রুতি রুতিতে সকল কথাই কৃষ্ণবাচক — কৃষ্ণোদ্দেশ্যক । যে-সকল শব্দ আমাদের ভূত্যাগিরি করে — আমাদের ভোগের কাজ চালিয়ে দেয়, সেই সকল ভোগসাধক শব্দ ভগবদ্বস্তু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অবিদ্বদ্রুতি রুতি প্রকাশ ক'রে থাকে । 'কৃষ্ণ' শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয় — গুণজাত জগতে 'কৃষ্ণ' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় — 'কৃষ্ণ' শব্দ দ্বারা গণ-গণুলিকা যা' বুঝেন, তা' কৃষ্ণ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় নয় । ভাষান্তরে 'গড়', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর' 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হ'তে মিশ্রিত একটা মহের ( মহঃ অর্থাৎ তেজঃপূজের ) বাচক মাত্র । তাঁ'রা 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্ণমুক্তপ্রগ্রহরুতি ধারণ ক'রতে পারেন না । কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে, —

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ (২)

এই অর্থ গৌরসুন্দর দক্ষিণ দেশ হ'তে এ'নে প্রচার ক'রেছিলেন । অন্য দেশের কথা কি, এই ভারতবর্ষেও যে চিন্তাস্রোতের মধ্যে ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ প্রকাশিত র'য়েছে, তা' কেবল কৃষ্ণ-শব্দের গোণী শক্তি বা নিঃশক্তিক বিচারের ব্যঞ্জক, উহারাও কৃষ্ণ-শব্দের পূর্ণতা অভিজ্ঞাপক নয় । আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান যে জিনিষকে দেখে, শুনে, ঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করে, তা' প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুবিশেষ ; এই সকল প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুকে লক্ষ্য ক'রে কৃষ্ণ-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই । কৃষ্ণ বস্তু জড়েন্দ্রিয় বা নিরিন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিগম্য নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত বস্তু ।

— জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ

(১) ইহাতে ( শ্রীমদ্ভাগবতে ) নিখিল বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে । ইহা আত্মৈকত্ব স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক এবং কৈবল্য ( কেবলা প্রেমভক্তি ) রূপ একমাত্র ফলজনক ।

(২) সৎ, চিৎ ও আনন্দময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর । তিনি ( স্বয়ংরূপ ) অনাদি এবং সর্ব বিষ্ণু বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্বকারণের কারণ ।



# প্রশ্নোত্তর

( রসতত্ত্ব )

১। রসোদয় কি ?

“ভগবানের সাহিত্য জীবের নিত্যসম্বন্ধাবিকাশই রসোদয়।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

২। রসতত্ত্ব কি প্রাকৃত ?

“রসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, তাহাতে জড়দেহের স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ নাই, তাহাতে সমস্তই চিন্ময়।”

—‘সমালোচনা.’ সঃ তোঃ ৫।১

৩। রসোদ্ভাবনের ক্ষেত্র কি ?

“জীবের সিদ্ধ-দেহেই রসোদ্ভাবন করা কর্তব্য ; কোনক্রমে এই জড়-বদ্ধদেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

৪। রস কয় প্রকার ? তত্তদ্রসের উৎপত্তিস্থান কি ?

“রস তিনপ্রকার অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-রস, স্বর্গীয়-রস এবং পার্থিব-রস। পার্থিব-রস ( মিষ্টাদি )—ষড়্‌বিধ। সেই রস পার্থিব ইক্ষু-খজুরাদিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রস মানসিক ভাবনিচয়ে দৃষ্ট হয়। তাহাতেই জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক-নায়িকাত্ব স্থাপিত হইয়া রসোদ্ভাসিত হয়। বৈকুণ্ঠ-রস কেবল আত্মাতেই লক্ষিত হয়।”

৫। পার্থিব, স্বর্গীয় ও বৈকুণ্ঠ-রসে পার্থক্য কি ?

“আত্মাতে রসের প্রাচুর্য্য হইলে মন পর্য্যন্ত তাহার ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে অতিক্রম করতঃ সাধক-শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তখনই পরস্পর রসের পরিচয়। বৈকুণ্ঠরসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নায়ক। এক বৈকুণ্ঠ-রসই ফলিত হইয়া স্বর্গীয় মানস-রসরূপে পরিণত ; পুনশ্চ প্রতিফলিত হইয়া পার্থিব-রস হইয়াছে। তজ্জন্তু ত্রিবিধ রসেরই বিধান, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকুণ্ঠরসই বৈষ্ণবের জীবন। অতঃ দুইপ্রকার রস বৈকুণ্ঠ-রসোদ্দেশক না হইলে নিতান্ত ঘণিত ও অশ্রদ্ধেয়। নীচ-প্রবৃত্তি-পরবশ লোকেরাই স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কতা-সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-রসের আলোচনা করিয়া থাকেন।”

—শ্রীঃ প্রঃ ৮ম প্রঃ



৬। ভাব ও রসের পার্থক্য কি ?

“ভাব এক-একটি ছবির স্থায়; রস একখানি চিত্রপট-স্বরূপ—যাহাতে অনেকগুলি ছবি থাকে। কয়েকটি ভাব সমবেত হইয়া রসকে উদয় করায়।”

—প্রঃ প্রঃ ৮ম প্রঃ

৭। অপ্রাকৃত-শৃঙ্গার-রস-তরুর মূল শ্রীমাধবেন্দ-ধারার বৈশিষ্ট্য কি ?

“গুরুভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ—চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকার-পূর্বক শ্রীমাধবেন্দপুত্রী বৈষ্ণব-সম্মাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দের গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে, বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দপুত্রী এই অপূর্বশ্লোক-রচনা দ্বারা শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, মথুরা-রাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহা-প্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়াদ্রনাথকে এই ভাবে ডাকিতেন—\* \* কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হওয়ায় তিনি তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—‘হে কান্ত, তোমার দর্শনভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে দীন-জন জানিয়া তুমি দয়াদ্র হও।’ শ্রীমাধবেন্দপুত্রীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব দর্শনে যে ভাব-বৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্তই মহা-জনগণ বলিয়াছেন যে, মাধবেন্দপুত্রী—শৃঙ্গার-রসতরুর মূল, ঈশ্বরপুরী—তাঁহার প্রবোহ, শ্রীমমহাপ্রভু—তাঁহার মূল স্বরূপ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাঁহার শাখা-প্রশাখা।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ২।৭

৮। ত্যাগী ও ভোগি-সম্প্রদায় কি অপ্রাকৃত মধুর-রসের অধিকারী ?

“নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের গুরুতা-নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে মধুর-রস নিতান্ত অল্পপযোগী; আবার জড়প্রবৃত্তিপূর্ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ ধর্ম্ম দূর হইয়াছে।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৬



৯। রসের অধিকারী কাহারো ?

“ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। যাহারা এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধ-রতি ও জড় হইতে বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদের রসাধিকার-চেষ্টা বিফল ; সুতরাং চেষ্টা করিতে গেলে রসকে ‘সাধন’ বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১০। কেহ কি কাহাকেও রসশিক্ষা দিতে পারেন ?

“রস সাধনাজ্ঞ নয় ; অতএব যদি কেহ বলেন,—‘আইস, তোমাকে রস-সাধন শিক্ষা দেই’, সে কেবল তাঁহার ধূর্ততা বা মূর্থতা মাত্র।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১১। রসতত্ত্ব কি জ্ঞানের বিষয় ?

“রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আশ্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটা জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আশ্বাদন, তাহা হয় না।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১২। যুক্তিদ্বারা কি রসতত্ত্বের উপলব্ধি হয় ?

কেবল যুক্তিদ্বারা রসতত্ত্ব অনুভূত হয় না। যুক্তিদ্বারা চিত্রসমূহ অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক, জড়রসও বিচারিত হইতে পারে না।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১৩। জীব কি রসের নায়ক বা বিষয় হইতে পারে ?

“গোপী হইয়া কৃষ্ণকে মধুর রসের দ্বারা সেবাই ভক্তের কর্তব্য। যিনি কৃষ্ণ সাজিয়া এই রূপ আশ্বাদন করিবেন, তিনি অবশ্য অবিলম্বে নরকে গমন করিবেন। শঠ, ধূর্ত, কুটিনাটী-পরায়ণ লোকেরাই এই অপরাধ করিয়া থাকেন।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৪। অপ্রাকৃত-রসের উর্দ্ধগতি ও তৎপ্রতিবিম্বিত রসের নিম্নগতির সীমা কি ?

“রস—নিত্য, অখণ্ড, অচিন্ত্য, পরমান স্বরূপ। শুদ্ধরতি হইতে মহা-ভাব পর্য্যন্ত রস উর্দ্ধগত। শুদ্ধরতির নীচ-গতিতে ঐ রস জড়গত মোহ পর্য্যন্ত বিকৃত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১



১৫। রস ও রস-বিরোধের উদাহরণ কি ?

“উপাসনাই রস। জড়ক্রিয়া বা চিন্তা কিংবা জড়বিপরীত নির্বিশেষ চিন্তা কখনও উপাসনা নয় ; সেই সকল ক্রিয়া সর্বদা নীরস।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

১৬। রসের ক্রম-বিকাশ কোথায় দৃষ্ট হয় ?

“পরতত্ত্বে নির্বিশেষ-ভাবে যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। ‘রসো বৈ সঃ’ ইত্যাদি বেদবাক্য বৃথা হইয়া পড়ে ; তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্বিশেষ-ভাব অনুপাদেয়। সর্বিশেষ-ভাবের যত প্রকাশ হয়, ততই রসের বিকাশ হয়।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭ ও জৈঃ ধঃ ৩১শঃ অঃ

১৭। অপ্রাকৃত পারকীয় রস কি ?

“নায়ক-নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস হয়, তাহাই পারকীয় রস। আত্মারামতার দিকে টানিলে ক্রমশঃ রসের শুদ্ধতা হইয়া পড়ে। লীলারামতার দিকে যত টানা যায়, রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। কৃষ্ণই যে-স্থলে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘৃণাম্পাদ হয় না।”—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৮। অপ্রাকৃত-পারকীয় রসের উপাদেয় কেন ?

“গোকুলরমণীগণ কৃষ্ণের নিত্য-শক্তি হইয়াও গোলোকে যে পারকীয় রস আশ্বাদন করেন, সে রস সর্বোৎকৃষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র সেই পরম রসাস্বাদকে জগতে আনিবার জন্ত স্বীয় গোলোক-রমণীগণকে গোকুলে আনিয়াছেন, তাহাতে কি দোষ আছে? তিনি ত’ প্রাকৃত নায়ক ন’ন? অতএব তাহা জীবের মঙ্গলের জন্তই হইয়াছে, না হইলে জীব কিরূপে উৎকৃষ্ট মধুর রস আশ্বাদন করিয়া সর্বোত্তম রস-লাভের যোগ্য হইত?”—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৯। ব্রজের পারকীয় রস অনিন্দনীয় ও অপ্রাকৃত কেন ?

“ব্রজলীলায় অতিক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহ-বিধির স্থান নাই। সেই গোলোকবিহারী যখন স্বীয় পরম পারকীয় রসকে প্রপঞ্চে গোলোকের সহিত আনয়ন করেন, তখন গোকুল-ললনাদিগের প্রতি জড়ীয় পারকীয় নিন্দা স্থান পায় না।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭।

( ক্রমশঃ )

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



# সন্দর্ভ-সার

( প্রীতিসন্দর্ভ—৩২ )

সমুদয় ভগবত্তার উপাসনা সকলে করেন না। আর সমুদয় ভগবত্তা সকলে অনুভব করিতেও পারেন না, নিজ নিজ অধিকার (যোগ্যতা) অনুসারে ভগবত্তার উপাসনা করেন। ভগবত্তা অনন্ত। সমস্ত ভগবত্তার উপাসনা ও অনুভব করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই। এজন্য বেদান্ত-দর্শনে সূত্রকার শ্রীবেদব্যাস গুণোপাসনা বাক্য সকলে সেই সেই গুণ বিদ্যায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই গুণ সমাহার করিয়াছেন। তদ্রূপ উক্ত হইয়াছে— “যস্য যস্য হি যঃ কামন্তস্য তস্য ত্যুপাসনয়, তাদৃশানাং গুণানাঞ্চ সমাহারং প্রকল্পয়েৎ” যাহার যাহার যে কাম, তাহার তাহার তাদৃশ উপাসনা তাদৃশ গুণসকলের সম্মিলন এইরূপ মনে করিতে হইবে।

বেদান্ত দর্শনের ৩য় অধ্যায় ৩য় পাদে গুণোপাসনাবাক্যসমূহ নিবদ্ধ আছে।

শ্রীভগবানের যে সকল গুণ উপাস্য, সে-সকল শ্রুতি-স্মৃতির যে যে বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল বাক্য গুণবিদ্যা। শ্রীভগবানের গুণ সকলের একত্র সমাবেশের ব্যবস্থা না করিয়া যে-স্বরূপে যে-অঙ্গে যে-গুণের সমাহার শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ এবং সঙ্গত, শ্রীবেদব্যাস সেই স্বরূপে সেই অঙ্গে সেই গুণের সমাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা— স্বরূপে শ্রীনৃসিংহে কেশরাতি, শ্রীরামচন্দ্রে ধনুর্বাণাদি, শ্রীমৎসো পুচ্ছাদির অঙ্গে শ্রীমুখে মূহূহাসাদি।

সমাহার বাহু ভিন্নবস্তুর বাহুব্যাপারে বা বুদ্ধিদ্বারা একত্রীকরণ।

নানাশব্দাদিভেদাৎ ( ৩।৩।৬০ ) শ্রীনৃসিংহাদি নানা স্বরূপের উপাসনা পৃথক্ বর্ণন করিয়া বিকল্পোহবিশিষ্টফলত্বাৎ ( ৩।৩।৬১ বেঃদঃ ) সূত্রে দ্বাদশ সঙ্গানুযায়ী ভগবৎসম্বল্ল হইতে যেমন উপাসনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ উপাসনা ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে যাহার যেমন উপাসনা, শ্রীভগবানের অনন্তগুণের প্রসিদ্ধি থাকিলেও তিনি উপাস্যে নিজ উপাসনোপযোগী গুণ সকলের সমাহার বুদ্ধিযোগে সমাবেশ করিবেন অর্থাৎ ঐ নানা গুণ চিন্তা করিবেন, ইহাই গুণোপাসনা বাক্যসমূহের তাৎপর্য। “ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসম্” ( ৩।৩।১০০ বেঃদঃ ) সূত্রের মধ্যভাষ্যে একথা ব্যক্ত হইয়াছে—যুজ্যতে চোপসংহারো-হনুপসংহারশ্চ যোগ্যতাবিশেষাৎ। গুণৈঃ সর্বৈরুপাস্যোহসৌ ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ। অর্নৈর্ঘথাক্রমশ্চৈব মানুষ্যৈঃ কৈশ্চিদেবত্ব ॥ ইতি ভবিষ্যৎ পর্বণি সাধকের যোগ্যতানুসারে ব্রহ্মের গুণোপসংহার ও অনুপসংহার-ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ পর্বের লিখিত আছে, ব্রহ্মা সমস্ত গুণের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, অন্য



কোন কোন মনুষ্য নিজ নিজ শক্ত্যানুসারে ব্রহ্মের গুণানুশীলন করিয়া উপাসনা করে। মূলকথা যিনি শ্রীভগবানের যে পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণ গুণের অনুশীলন করিয়া উপাসনা করিবেন। এজন্য বলা হইয়াছে যাহার যাহার যে কাম ইত্যাদি।

কাম-সঙ্কল্প, যাহার ঐশ্বর্য্যানুভবের অভিলাষ, তিনি উপাস্তে ঐশ্বর্যা-  
ছোতক গুণসকলের সমাবেশ চিন্তা করিবেন, আর যাহারা মাধুর্য্যানুভবের  
অভিলাষ, মাধুর্য্যছোতক গুণে সকলের সমাবেশ চিন্তা করিবেন।

এপর্য্যন্ত যেমন যোগ্যতানুরূপ উপাসনার কথা বলা হইল। তদ্রূপ  
যোগ্যতানুরূপ অনুভবের কথাও বলা হইয়াছে, “মল্লাশমশানি” ইত্যাদি শ্লোকের  
টীকায় ( স্বামিপাদের চূর্ণিকা )—তত্র চ শৃঙ্গারাদিসর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তিভগবান্  
তত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ ন সাকল্যেন সর্ব্বৈষামিত্যাহত্যেষা। অত্র  
পরমতত্ত্বতায় জানতামপি ন সমাগ্ জ্ঞানমিত্যাখ্যাতম্। যুক্তক্ষেদঃ তত্ত্বমাধুর্য্য  
বিশেষাননুভবাৎ। মাধুর্য্যানুভবিনাং ভক্তানান্ত যস্যাপ্তি ভক্তিভগবৎ্যকিঞ্চনা  
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ইত্যাদি—ন্যায়েনানী দৃতমপি সর্ব্বং জ্ঞানং সময়  
প্রতীক্ষকমেবস্যাৎ। অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরম তত্ত্বরূপে অবগত আছেন,  
তাহারা তাঁহাকে সমাকরূপে জানিতে পারেন নাই। কারণ সেই সেই  
মাধুর্য্যানুভবে তাহারা বঞ্চিত। আর মাধুর্য্যানুভবি ভক্তগণের যাহার ভগবানে  
অকিঞ্চনাভক্তি আছে, সমস্তগুণের সহিত দেবগণ তাঁহাতে সমাগত হন, ইত্যাদি  
ন্যায়ানুসারে ( যুক্তিমূলক বাক্যানুসারে ) অনাহত হইলেও সমস্ত জ্ঞান সময়ের  
প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ মাধুর্য্যানুভবি ভক্তগণের উৎকর্ষ  
কীর্ত্তন করিবেন। যাহারা পরমতত্ত্বরূপে অবগত হইয়াছেন, তাহারা  
ঐশ্বর্য্যানুভবী। আর যাহারা মাধুর্য্যানুভবী তাহারা মাধুর্য্যানুভব ত করেন-ই,  
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে উপেক্ষা করিলেও তাহা তাঁহাদের স্মৃতি পাইবার উপযোগী  
সময়ের অপেক্ষা করে, অবসর পাইলেও অনাহত হইয়াও উপস্থিত হয়।

“মল্লাশমশানি” শ্লোকে পূর্বেই মাধুর্য্যানুভবিগণের পরম বিজ্ঞতা অভিপ্রেত  
হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সহিত  
রঙ্গস্থলে গমন করিয়া মল্লদের অশনি ( বজ্রস্বরূপ ), নরদিগের নরবর,  
যুবতীদিগের মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপদিগের স্বজন, অসং নৃপতিগণের শাসন-  
কর্ত্তা, মাতাপিতার শিশু, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জনগণের  
বিরাট, যোগিদের পরমতত্ত্ব এবং ব্যুৎপত্তির পরম দেবতারূপে প্রকাশ  
পাইলেন।



উক্ত শ্লোকে প্রতিকূল জ্ঞান ( শত্রুবুদ্ধিসম্পন্ন ), মূঢ় ও বিদ্বান—ত্রিবিধ ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে মল্লগণ, কংসপক্ষীয় অসং রাজগণ ও কংস প্রতিকূল জ্ঞান অবিদ্বানের পক্ষে বিরাট পৃথগ্ভাবে এইরূপ উল্লেখ থাকায়, যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে বিরাট জ্ঞান করে, তাহারা মূঢ় আর বাকীসকলে বিদ্বান্। এস্থলে ‘বিরাট’ বলিতে বিরাটের অংশ ভৌতিক দেহ—সাধারণ নরবালক জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের মূঢ়তা, ভগবদ্ যাক্ষ্যায় শ্রদ্ধাহীন যাজ্ঞিক বিপ্রগণের সদৃশ। ইহাদের কেহ কেহ ভগবদবজ্রাতা। ঘেঘা নহে, প্রীতি-মানও নহে। উক্ত মূঢ়গণের শ্রীকৃষ্ণে ভৌতিকত্ব ( পাঞ্চভৌতিক দেহধারী সাধারণ মানুষ ) বোধ ভক্তগণের ঘণা জন্মে। যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে নরবররূপে দর্শন করিলেন, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও প্রভাবাংশে নরগণমধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করায় তাহারাও বিদ্বান্। অতএব তাহারা সামান্য ভক্ত। যথা, শ্রীশুকদেবের বাক্য—নিরীক্ষ্য তাবৃত্তমপুরুষো জনা মঞ্চস্থিতা নাগররাষ্ট্রিকা নৃপ। প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ পপূর্ন তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্” (১০।৪৩।২০) অর্থাৎ—হে রাজন, উত্তম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে নিরীক্ষণ করিয়া মঞ্চস্থিত নগর-বাসিজনগণের নয়ন বদন পরমানন্দে প্রফুল্ল হইল, তাহারা অতৃপ্তনয়নে তাহাদের মুখমাধুর্য্য পান করিলেন। মমতামূল্য ও মমতানুরক্তভেদে বিদ্বান-গণকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে—নরগণ, সামান্যভক্তগণ ও যোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদর্শনাভিলাষে সমাগত আকাশস্থিত চতুঃসনাদি জ্ঞানিভক্তগণের মমত্বসূচক পদ বিন্যাস করেন নাই। ইহারা মমতামূল্য, আর স্ত্রীগণও মমতামূল্য রঙ্গভূমিতে সমাগতা নারীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অহো ঐ দুইজন মল্ল প্রকাণ্ড পর্বততুল্য, তাহাদের সর্বদ্বন্দ্ব বজ্র-সারের মত কঠিন, ইহারা কোথায়, আর অপ্রাপ্ত যৌবন কিশোর দুইটাই বা কোথায়? ইত্যাদি বাক্যে যাহাদের অনুকম্পাময় পরম প্রীতি উদাহৃত হইয়াছে, নানাভাববতী রমণীগণমধ্যে যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্পরূপে অবগত হইয়াছেন এবং গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছিল ইত্যাদি বলিয়াছেন সেই বিষয়ে কান্তভাবা-ন্যায় প্রীতির সহিত লোকপ্রসিদ্ধ কামের মিশ্রণ হেতু তাহাদের প্রীতি ব্রজদেবীগণের মত বিশুদ্ধ নহে। আর মাত্র সেই সময়ের জন্যই তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদেরও মমতার অভাব প্রতিপাদিত হইতেছে।



ঋষিগণ, মাতাপিতা ও গোপগণ—ইহাদের মমতা বিশেষ সুচিত হইয়াছে। সুতরাং পরম মাধুর্যানুভবি গুণমধ্যে ইঁহারাই উত্তম। গোপগণের নিজজন এবং ঋষিগণের পরম দেবতা এইরূপ নির্দেশহেতু গোপগণের বান্ধবভাব-জ্ঞাপক মাধুর্য্যজ্ঞান এবং ঋষিগণের পরমারাধ্য ভাব প্রতিপাদক ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান স্বাভাবিক, ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীগোপগণ রঙ্গস্থলগত শ্রীকৃষ্ণকে নিজজনরূপে দর্শন করিলেন বলায় তাঁহার এবং মাতাপিতা ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহাকে নিজজনরূপে দর্শন করেন নাই। ইহা অনায়াসে প্রতীত হইতেছে, তাহাতেও ঋষিগণ পরমারাধ্যরূপে দর্শন করিয়াছেন বলায় তাঁহার। শ্রীকৃষ্ণকে নিজজন বোধ করেন নাই—ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। কিন্তু শ্রীনারদ যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকট বলিয়াছিলেন যে, ঋষিগণ সম্বন্ধবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এস্থলে জিজ্ঞাস্য—যাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহার প্রতি ত নিজজনবুদ্ধি থাকেই তবে এরূপ বলা হইল কেন? তত্ত্বত্তর—যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণে বন্ধুভাব থাকিলেও তাহা ঐশ্বর্য্যানুভবের অধীন, তাঁহার অসমোদ্রক ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া তাঁহাকে বন্ধু মনে করিতেন। এজন্য ঐ বন্ধুভাব ঐশ্বর্য্যানুগত ও গোঁণ, শ্রীকৃষ্ণে যাহার যে ভাব মুখ্য, কংসরঙ্গভূমিতে তাহার দর্শন তাদৃশ। যাদবগণের ভাবঐশ্বর্য্য অনুভব প্রধান বলিয়া পরমারাধ্যরূপে দর্শন করিয়াছেন, গোপ-গণের মাধুর্য্যানুভব প্রধান বলায় নিজজনরূপে দর্শন উক্ত হইয়াছে।

শ্রীবসুদেব-দেবকীর লীলাবিশেষবশে “মাতাপিতার নিকট শিশু” এইরূপ মাধুর্য্যজ্ঞান বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু উহার গোঁণত্ব নিবন্ধন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বালকমাত্র জ্ঞানে ঋষিগণের নিকট শ্রেয়োলাভের কথা কুরুক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীনারদ বসুদেবের মাধুর্য্যানুভব স্বীকার করেন নাই।

যাদবগণের মধ্যে কংস শতধন্বা প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণে স্বজনবুদ্ধির অভাব ছিল। কিন্তু ব্রজবাসীদের মধ্যে কাহারও নিজজনভাবের অভাব দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদে ঝম্প প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় সকল গোপ-গোপীই কাতরভাবে গোকুল হইতে বাহির হইয়াছিলেন। যেহেতু সকলের শ্রীকৃষ্ণে যথেষ্ট প্রীতি আছে; সকলেরই নিজজন বিচারের ইহাই যথার্থ নিদর্শন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ



## অধিকার-বিচার

পরমার্থ সাধকের স্বীয় অধিকার-বিচার করিয়া ক্রম-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার জন্ত কার্য্যকরী যথাযথ আগ্রহ একান্ত বাঞ্ছনীয়। স্বীয় অধিকার-অনধিকার-বিচারে প্রমুগ হইয়া পারমাথিক বিভিন্ন বিষয়ের বহুবিধ বিচার শ্রবণে তাহাতে লুফালুফি খেলিবার মত্ততায় স্বীয় ক্রমমঙ্গলের গতিকে গুরু করা হয় যাত্র। যাহারা স্বীয় অধিকার-নির্ণয়ে উদাসীন হইয়া স্বীয় কর্তব্যকার্য্যের নির্ণয়ে স্বেচ্ছায় জড় পোষণ করিবে, তাহা-দিগকে কি প্রকারে প্রকৃত পারমাথিক বলা যাইবে? বস্তুতঃ যখনই কাহারও পারমাথিক সত্য লাভ করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই তাহার যথার্থ করণীয়-নির্ণয়ে অধিকার-বিচারের প্রসঙ্গ অবশ্যই আনিতে হয়।

জীব ক্রমে-ক্রমেই পারমাথিক মঙ্গল-সমূহ লাভ করিতে পারেন। লোক ক্রমে-ক্রমে ভবসিন্ধুকুল পায়। একদিনে হঠাৎ চূড়ান্ত মঙ্গলের রাজ্য অধিকার করা যায় না। ‘কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার’—অর্থে ইহাই নয় যে, শ্রী গুরুপাদপদ্ম হঠাৎ একদিন আমার মোহযুম-ঘোর আচমকা ভাঙ্গিয়া দিয়া ‘কৃষ্ণ তোমার হও’ বলিবার যোগ্যতা দিলেন, অমনই কৃষ্ণ আমাকে তৎক্ষণাৎ মায়াবদ্ধ হইতে উদ্ধার করিলেন, আর তৎপূর্ব্ব-পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত জীবনের আফিং মোতাতে মসৃণ থাকালাম। যাহারা জড়তার নিশ্চয় কষাঘাতে চেতনতা একেবারে পরিহার করিয়া বসিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহারও গ্রন্থপ কল্পনা করিবার যে গাতাও নাই। পরমার্থপথে মস্তিষ্কে পরিচালনা না করিবার অথবা ‘গুন্‌তামি’র কিছুতেই রেহাই নাই।

জীব নিত্যই কৃষ্ণদাস ; সে যখন মায়াবদ্ধ থাকে তখনও সে কৃষ্ণদাস ; মায়াবদ্ধ হইলেও জীবের স্বরূপের কৃষ্ণদাস অভিমান নষ্ট হইয়া যায় না, তবে মায়া তাহাকে অগ্ৰান্ত আগন্তুক নানাবিধ অভিমান অশ্মিতার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে মাত্র। জীবের এইপ্রকার অপ্রকাশিত কৃষ্ণদাসাভিমান স্বরূপে থাকিলেও মায়া তাহাকে অগ্ৰ অহঙ্কারের দ্বারা সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে। জীব সাধুর নিকট নিজ কৃষ্ণদাস-স্বরূপের কথা শুনিলেও তৎক্ষণাৎই তাহার স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণদাস হইয়া যাইবার অধিকার থাকে না। এতদিন মায়া তাহাকে যেভাবে খেলাইয়াছে, তাহার অভিমান তাহাতে বাধা দিবেই। তজ্জন্ত তাহাকে মায়ার সেইসকল অভিমানে বাধা প্রদানদ্বারা নিজ সিদ্ধ-



স্বরূপের আগরণ-ক্রমে ক্রমিক মঙ্গলের পথে চলিতেই হইবে। রাতারাতি অবৈধভাবে কৃষ্ণদাস হইবার অবৈধ চেষ্টায় কপটতার আবাহন হয় এবং এইপ্রকার কপট মতলবের ব্যবহার-দ্বারাই জগতে প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়-গুলির উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমমঙ্গলের প্রতি উপেক্ষা দ্বারাই বৃক্ষোপরি না উঠিয়া ফল ধরিয়া টানাটানি করিয়া দুষ্টফল অর্জিত হয় এবং তাদৃশ অকাল-পকতা মহাজনগণ কর্তৃক বড়ই ক্ষতিকর বলিয়া সর্বতোভাবে গণিত হইয়াছে।

ক্রমমঙ্গল-লাভের পথে উদাসীনতা যেস্বরূপ পরমার্থ-সাধকত্বের অনধিকার-জ্ঞাপক, তদ্রূপ ক্রমমঙ্গলের প্রতি অত্যাশঙ্কির ভাণে ক্রমমঙ্গল লাভের পথকে রুদ্ধ করাও বিশেষ ক্ষতিকর। নিজ বিষয়াসক্তি বা অসংসজ্জকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ক্রমিক মঙ্গললাভের দোহাই দিয়া নিজ-মঙ্গলকে চির নির্বাসিত করা জঘন্য কপটতা। বাস্তব মঙ্গললাভ করিবার পক্ষে স্বীয় পরমার্থ অনুকূল যোগ্যতার অপকট যথাযথ ব্যবহারদ্বারাই সাধুসঙ্গে ক্রমপথে পারমাণ্বিক মঙ্গল লাভ হয়।

ক্রমিক মঙ্গললাভের এই উদ্ভববিধ অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অধিকার-বিচার অপরিহার্য। অধিকার-বিচারে স্বীয় কর্তব্য অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিয়া তাহাতে অধিকারানুযায়ী স্বীয় নিকপট প্রচেষ্টাদ্বারা আত্মমঙ্গল লাভ হয়।

পারমাণ্বিক বিচারসমূহ অধিকারানুযায়ী সুসজ্জিত। বিভিন্ন অধিকারে বিভিন্ন বিচার ক্রমপথে গৃহীতব্য। যদি কেহ যে কোন বিচার গুনিয়া তাহাতেই আঁচড়-কামড় আরম্ভ করিয়া দেন, তবে তাহাতে নিকপটতার অভাবই অবশ্যই প্রমাণিত হয়। পরমার্থ-বিচারে নিজেকে নিকপটভাবে adjust করিতে হইলে অধিকারানুযায়ী বিচার-গ্রহণে উন্মুখতার একান্ত প্রয়োজন।

কাহারও নিকপট অধিকারের প্রতি যথোপযুক্ত সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে প্রকারান্তরে তাহাকে কপটতা গ্রহণ করিতে বাধ্য করাই হয়। যেখানে কাহারও অধিকারানুযায়ী কার্যের বিচার করিবার সময় তাহার নিকপটতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেখানে তাহার আন্তরিক সহজ চেষ্টার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য পতিত হবে। পারমাণ্বিক নবীশের ভক্তিদার্ঢ্য দৃষ্ট না হইলেও তাহার ভক্তি-বিচারগ্রহণের প্রকৃত আগ্রহ তাহার অধিকারের নিকপটতা-জ্ঞাপক। তাহার তাদৃশ অধিকারে অমনোযোগী হইয়া তাহাকে রাতারাতি গড়িয়া পিটিয়া ভক্ত হইতে হইবে না।



কনিষ্ঠাধিকারিগণ অনেক সময় মহাভাগবতগণের বাহ্যে প্রকাশিত আচরণ-  
গুলির অথবা অনুকরণদ্বারা অনধিকার ব্যবহারের আবাহন করে। মহা-  
ভাগবতগণই “পুরীষের কীট হইতে মুণ্ডি সে লঘিষ্ঠ” বলিতে পারেন, আমরা  
তাঁহার বাহ্য অনুকরণ করিলে তাহা অত্যন্ত অশোভন হয়। আমাদের  
গুরুবর্গ সর্বোত্তম হইয়াও বিপ্রলভ্যবশে যেসকল দৈন্ত্যাক্তি করেন, তাহা  
আমাদের অধিকারে কখনই অনুকরণীয় নহে। তদ্বারা তাঁহাদের শ্রীচরণে,  
তথা শক্তির চরণে অপরাধের আবাহন হয় মাত্র। তাঁহাদের তাদৃশ সর্বোত্তম  
অবস্থার প্রতি নিষ্কপট আকাজক্ষা রাখিয়া স্ব-স্ব অধিকারে নিষ্কপটতার পরিচয়  
দিতে হইবে।

ভক্তি-বিচার সর্বতোভাবে আন্তরিকতাময়। অন্তর পরিপূর্ণ  
করিয়া তাহাই উচ্ছলিত হইয়া বাহ্যে প্রকাশিত হয়। তখনই আমরা  
বাহ্যে তাদৃশ বিচার আবাহনের অধিকারে নিষ্কপট থাকিতে পারি।  
আন্তরিকতার একান্ত অভাবজ্ঞাপক বাহ্যে ভক্তিবিচারের অশোভন  
দৌরাত্ম্যকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাহা সর্বতোভাবে গর্হণীয়।  
কনিষ্ঠাধিকারীর অনুকরণজাত অথবা লৌল্য বা চাঞ্চল্যকে তাঁহার অধি-  
কারের নিষ্কপটতাসূচক ব্যবহার বলিয়া কখনও স্বীকার করা যায় না।  
যদিও কোন কোন সময় কনিষ্ঠাধিকারীর তাদৃশ ব্যবহার কোনও বিচারে  
তাঁহার নিষ্কপটতার ব্যাঘাতকারক হয় না, তথাপি তাঁহার অনুচিত প্রশ্রয়  
পাইলে তাহা তাহাকে ভবিষ্যতে কপটী করিয়াই তুলিতে সহায়তা করে।

শরণাগতির সুষ্টু-বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে স্বপ্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ  
প্রপন্ন ব্যক্তির কার্যকলাপ ও বিচার-ব্যবহার যাঁহারা এখনও শরণাগতির  
বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাট, তাঁহারা যদি অযথাভাবে অনুকরণ  
করেন, তদ্বারা অধিকার-বিচারের বিপর্যয় আনা হয়। নিজ অধিকারানুযায়ী  
নিষ্কপট আচরণদ্বারাই উন্নতধিকার লাভ হয়।

মহাভাগবতগণ সর্বত্রই স্বীয় ইষ্টদেবকে দর্শন করেন। যেখানে আমাদের  
বাহ্যবিচারে অর্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, সেখানের তাঁহাদের পরিপূর্ণ দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত  
হয় না। কিন্তু তদৃষ্টে আমরা যদি শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহের পূজার নৈখিল্য  
বা উদাসীজ্ঞ প্রকাশ করি, তাহা হইলে তদ্বারা আমাদের মঙ্গলের দ্বারকে  
চিররুদ্ধই করা হয়।

শরণাগতির পরিমাণানুসারে শরণাগতের নিকট অধোক্ষজ বস্তু তাঁহার  
স্বপ্রকাশ স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাদৃশ শরণাগত জনের হৃদয়ের তাদৃশ



স্বপ্রকাশিত বিচারের অবৈধ অনুকরণ-দ্বারা মানসিক খণ্ডিত বিচারের আবাহন মঙ্গলজনক হয় না। অন্তর্যামীর স্বপ্রকাশ-বিচার-নিষ্ফাত শরণাগত সেবক যেকোন স্থানে প্রকাশিত বা অবস্থিত শ্রীআলেখ্যার্চা-দর্শনে মর্যাদাহানির বিচার আত্মানে অমনোযোগী হইয়া তাঁহার অধিকারানুযায়ী তাঁহার দ্বারা তথাই শাসিত হইবার যোগ্যতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু তদুপেক্ষে আমরা যদি অনুপযুক্ত কোনও স্থানে শ্রীগুরুবর্গের বা শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের আলেখ্যার্চা দর্শন করিয়া তাঁহার তাদৃশ শোভন বিচারের অবৈধ অনুকরণে মানসিক চাকলা বৃদ্ধ করিয়া, ‘শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং প্রকাশিত বস্তু, তাঁহাকে স্থানান্তরে স্থাপন করিবার কর্তৃত্ব জীবের নাই, আমাকে শাসন করিবার জন্ত তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন’—এই পরমসত্য বিচারের উৎসাদন করিয়া তাঁহাকে যথাস্থানে স্থাপন করিবার বিচারে শৈথিল্য প্রদর্শন করি, তবে আমার হীনাদিকারে মর্যাদাহানি-জন্ত অপরাধের আবাহন হইতে পারে। শরণাগত অধিকারী সেবকের হৃদয়ে প্রকাশিত বিচারদ্বারা মানসিক কসরতের দ্বারা বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখা সম্ভব নয়। নিজের নিষ্কপট অধিকারে স্বপ্রকাশিত স্বাভাবিক ভক্তিবিচারের যথাযথ আবাহন-দ্বারা ভক্তির নিষ্কপট অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়; অপর কোন বিচারে অবৈধভাবে হাত বাড়াইলে ভক্তির চরণে অপরাধ ঘটে।

অধিকার-বিচারের ছলনায় ভক্তিবিচার হইতে নিজেকে তফাৎ রাখিবার অবৈধ-চেষ্টা যদি কাহারও দেখা যায়, তবে তিনি অত্যন্ত কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, জানিতে হইবে। অধিকার-বিচার ইহা নহে যে, ভক্তির উন্নত-বিচারের সহিত কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দিতে হইবে না। নিজ-ক্রমিক উন্নতি-অবনতির বিচারদ্বারা স্বীয় অধিকার-বিচারের যথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

স্বীয় অধিকারের সহজ বিচার বলিয়া যদি কেহ ভক্তি-বিরুদ্ধ ব্যবহারের আবাহন করেন, তবে তাহাও মারাত্মক কপটতা মাত্র। ভক্তিতে অধিকার-বিচার করিতে যাইয়া ভক্তিকেই গলা টিপিয়া মারিবার প্রবৃত্তি দ্বারা কখনও কাহারও ব্যবহারের নিষ্কপটতা প্রমাণিত হয় না। যাহারা কিছুতেই হরিভজন করিবে না, কেবলমাত্র তাহারাই হয় ভক্তি-বিচারসমূহ কপটভাবে অনুকরণ করিবে, না হয় স্বাভাবিকতার নাম দিয়া ভক্তিবিরুদ্ধ বিচারের আবাহনে কপটতাকে সরলতা বলিয়া চালাইবার কপটতার অবাধ প্রশ্রয় দিবে।

অধিকার-লঙ্ঘন অত্যন্ত ক্ষতিকর। কন্যাধিকার লইয়া কন্যা কখনও ভক্তিপথে উন্নতি করিতে পারে না, আবার ভক্তি-অধিকারী ‘ন নিক্ষিপ্তো



নাতিসক্তঃ' ব্যক্তিও জ্ঞানমার্গের কথায় রুচিযুক্ত হইতে পারেন না। কৰ্ম্মাধিকারী বা জ্ঞানাধিকারিগণ কপটতা করিয়া ভক্তিতে অধিকার জ্ঞাপন করিতে আসিলে তদ্বারা সৰ্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর জগজ্জঞ্জালের সৃষ্টি হয়। শ্রীগুরুপাদপদের অহৈতুকী রূপায় ভক্তি-অধিকার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম ও জ্ঞানাধিকার লইয়া কাহারও ভক্তিপথে নিকপট থাকিবার কোনও উপায় নাই এবং তাদৃশ কপট-ব্যবহার করিতে তাহারা বাধ্য, আর ইহার দ্বারাই জগতের সৰ্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর অমঙ্গল সাধিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

স্বৈ স্নেহধিকারে বা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

বিপর্য্যয়স্ত দোষঃ শ্রাদ্ধভয়োরেব নির্ণয়ঃ ॥ ( ভাঃ ১১।২১।২ )

যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহাই তিনি করিবেন। স্বীয় অধিকারে বা নিষ্ঠা, তাহাই তাহার গুণ। অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। ইহাই গুণ ও দোষের নির্ণয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ইহাই বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—“গুণ-দোষবিচারে নিজ নিজ অধিকারের ঐকান্তিকতা থাকিলে তাহাকে ‘গুণ’ বলে। অধিকারানুসারে স্বরূপের উপলব্ধির তারতম্য ঘটে।” শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।

স্বধৰ্ম্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধৰ্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ( গীঃ ৩।৩৫ )

নিজ অধিকারোচিত বেদোক্ত ধৰ্ম্ম সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে তদধিকারীর পক্ষে তাহাই ভাল। পরধৰ্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইলেও তাহা ভীতিজনক। কেন-না স্বধৰ্ম্ম অর্থাৎ অধিকারোচিত ধৰ্ম্ম পালন করিতে করিতে যদি পতন হয়, তবে তাহাও অমঙ্গলজনক হয় না, কিন্তু পরধৰ্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় নহে।

শ্রীগুরুপাদপদে প্রপন্ন ব্যক্তিগণকে শ্রীগুরুপাদপদ তাহাদের অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থার দ্বারা তাহাদের ক্রম-মঙ্গল বিধান করেন, কিন্তু তদ্বারা তিনি কাহাকেও মানসিক জমাট-জাড়োর মধ্যে নিক্ষেপ করেন না। শরণাগতজন জড়তা-প্রাপ্ত হন না, পরন্তু শ্রীগুরুপাদপদের সেবায় নিজের অধিকার-উন্নতির ক্রমিক ফল অনুভব করিবার জন্ত ব্যগ্র থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদের অহৈতুকী রূপায় তিনি স্বীয় অধিকার-বিচারে নিকপট থাকিয়া উত্তরোত্তর সেবাধিকারে সমৃদ্ধ হন।



# ଭକ୍ତି-ପ୍ରହରାଞ୍ଜଳି

[  ]

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদ্যান-কেশব-ইতি-নামিনে ॥

“বিরহ-মহোৎসব” ! বিরহ-মহোৎসব কথাটির মধ্যে যে শব্দবিন্যাস আছে, তাহা সাধারণ অর্থে বিচার করিলে সংশয় উৎপন্ন করে। কারণ, যেখানে বিরহ আছে, আবার সেখানেই উৎসব। এ কি ধরনের উক্তি ? ‘বিরহ’-শব্দের অর্থ দুঃখ। যেখানে দুঃখ, সেখানেই উৎসব। বৈষ্ণব-পরিভাষায় যুগপৎ সুখ-দুঃখ বিद्यমান। খণ্ডকালের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সন্তোগ ও বিরহ সুখ-দুঃখের কারণ হয়। অখণ্ডকালে সন্তোগ ও বিরহ যুগপৎ অবস্থিত। কৃষ্ণের জন্য ভক্তের বিরহ সন্তোগের পুষ্টিকারক। গ্রাম্য কথাতেও আমরা পাই—“বিরহে প্রেম গাঢ় হয়।” এই বিরহ সেবার পরাকাষ্ঠা। যেখানে কৃষ্ণ-কাষণের জন্য বিরহ নাই, সেখানে ভক্তিও নাই। বিরহীর হৃদয়ে নিজসুখের লেশমাত্র নাই। কৃষ্ণ-বিরহীর সেবাভিলাষ ছাড়া অন্য কোন ইতরাভিলাষ নাই। মহাজন-পদাবলীতে পাই—

❖ ❖ ❖ ❖

সেবা-সুখ-ভুঃখ                      পরম সম্পদ,  
 নাশয়ে অবিদ্যা-ভুঃখ ॥



শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভজন-রীতিই বিরহ। গৌরভক্তগণের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, প্রচার সবই বিরহোৎসব। এই বিরহোৎসবে সন্তোগের কোন কথাই নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেন—“জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত স্বাভাবিক ভাবই ভজন। বিপ্রলম্ব ব্যতীত সন্তোগের স্ফূর্তি হয় না। বিচ্ছেদের নামই বিপ্রলম্ব।

শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের বিচারে সঙ্কীর্ণনই বিরহোৎসব। সঙ্কীর্ণনের ন্যায় বিরহোৎসব আর নাই। কৃষ্ণকথামৃতই বিরহ-কাতর ভক্তগণের একমাত্র জীবাত্ম। তাই আজ গৌরজন-বিরহ-কাতর ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণনে প্রমত্ত। সঙ্কীর্ণনরোলে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের সমাধিকুঞ্জ আজ মুখরিত।

জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতামুখে বলিয়াছিলেন—“আজকে আমাদের বার্ষিক গুরুপূজার বাসর। সাধারণ লোক বলে অপ্রকটের দিন; কিন্তু তাঁর অপ্রকটের দিনই প্রকটের দিন বলিয়া আমরা জানি। আমরা তাঁরই পূজা করিবার জন্য অবসর পাচ্ছি।”

যেখানে সম্বন্ধ নাই, সেখানে বিরহের কোন কথাই নাই। শ্রবণ না হইলে কি কীর্তন হয়? বিরহ ত' কীর্তনাকারেই প্রকাশিত। কৃষ্ণ-কাষ্ণ-বিরহ আমাদের হৃদয়ে স্থান না পাইলে অভক্তি বা ভোগত্যাগ-পিপাসা আমাদের হৃদয় হইতে কি করিয়া অপসারিত হইবে? সুতরাং আমরা যাহাতে শরণাগত হইয়া বিরহসাগরে নিমজ্জিত হইতে পারি, তজ্জন্য এই পবিত্র তিথিবরার নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

অপ্রকটে বিপ্রলম্ব ও প্রাকটোর অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বর্তমান থাকায় মহান্ত-গুরুর অপ্রকটলীলাস্মৃতি-দিবস তাঁহারই প্রকটলীলার উজ্জল্য বিধান করে। শ্রীল প্রভুপাদ ও গুরুবর্গের অপ্রকট-তিথিকে ব্রজে যাওয়ার তিথি বা সুমেধা-স্তিতি বলিয়াছেন। এই সুমেধাস্তিতিতে শ্রীগুরুদেব ও তদনুগমনের আনুগত্যে শ্রীনামকীর্তন করিতে করিতে ব্রজের পথে গতিশীলতা লাভ করা যায়। পঙ্কু, অন্ধ, জড় সকলে এই তিথিতে গতিশীলতা লাভ করে। সকলের হৃদয়ে নূনাধিক জগতের অনিত্যতা ও ব্রজের নিত্যতা উপলব্ধি হয়। এইজন্য গুরু-বর্গের বিরহ তিথি-পূজার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।



আজ এই তিথিবরাকে বার বার স্মরণ করি। প্রার্থনা করি—কি সম্পদে, কি বিপদে, কি শয়নে, কি ভোজনে, কি ভ্রমণে, কি জাগরণে সর্বাবস্থায়ই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কাঙ্গাল হইয়া থাকিতে পারি। কৃপার কাঙ্গাল হইলেই কৃপাময় শ্রীগুরুদেব কৃপা করিবেন এবং গুরুস্মৃতি সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে।

শুদ্ধ গুরুদাসের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকিয়া—তঁাহার কৃপাশাসনে থাকিয়া গুরুসেবা করিতে যত্নবান হওয়া উচিত; নতুবা গুরুসেবা হইবে না, মঙ্গল লাভ হইবে না। গুরুদাসগণ কখনও গুরুকে ভুলেন না। গুরুই তঁাহাদের প্রাণ, জীবন, ভূষণ—যা কিছু সব। তঁাহারা যাহা কিছু করেন সমস্তই শ্রীগুরুদেবের সুখের জন্য করিয়া থাকেন। গুরুদাস ভুলক্রমেও শ্রীগুরুদেবকে ভুলেন না—ইহাই গুরুদাসের সত্তা।

গুরুসেবা-শিক্ষাদাতা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী—

তুষা পদ বিস্মৃতি      আমার যন্ত্রণা

ক্লেশ দহনে দহি যাই।

\*      \*      \*      \*

কৃষ্ণ সে তোমার      কৃষ্ণ দিতে পার

তোমার শক্তি আছে।

আমি ত' কাঙ্গাল      কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি

ধাই তব পাছে পাছে ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতিহীন জীবন শ্মশান সদৃশ। যেখানে গুরু নাই, সেখানে কৃষ্ণও নাই, সেখানে গুরুদাস বৈষ্ণবও নাই। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতি-রহিত হইয়া—সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে গুরুসেবার যে অভিনয়, তাহা গুরুসেবা নহে তাহা দ্বারা গুরুপাদপদ্মের সুখবিধান হয় না। তাই গুরুসেবাভিলাষী আমাদের সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া গুরুসেবার জন্য যত্নপর হইতে হইবে।

অস্বদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম অনুক্ষণ তঁাহার গুরুপাদপদ্ম প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কথা স্মরণ করিতেন এবং প্রভুপাদ বলিতে ভাবে গদগদ হইয়া পড়িতেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের বাণী স্বয়ং আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই জগদ্গুরু প্রভুপাদের বাণী স্মরণ-কীর্তন করিলে শ্রীগুরুসেবা অধিক পরিমাণে হইবে।



“গুরুসেবার গ্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। ভগবানের আরাধনা সর্ব্বাপেক্ষা বড়—এ প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সংসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না। আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক এ বিচার হয় না। যখন আমরা মনে করি, অন্য প্রকার আকর হইতে আমাদের মনোভীষ্ট পূরণ হইবে, তখন আমরা মহান্তগুরুবিশেষে গুরুতত্ত্ব দর্শন করি না।”

বিরহ-ব্যথা যে কত তীব্র ও দুঃখপ্রদ, তাহা শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাণী স্মরণ করিলেই বিশেষভাবে অনুভূত হইবে—

“বহুজন্মের পুণ্যফলে পাই তোমার সঙ্গ।

হেন-সঙ্গ বিধি মোর করিলেন ভঙ্গ ॥

শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি' যায়।

তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥”

শ্রীগুরুদাসাধম—

তাং ১২।১০।৭৩

জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

[ ৩ ]

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, দীনবন্ধু প্রভু ;

তোমার বিরহ-তিথিতে আজিকে ব্যথা জাগে প্রাণে শুধু।

শ্যামের শারদ-রাসযাত্রার পূর্ণিমা-রাকা-রাতে,

মোদের ত্যজিয়া চলে গেছ তুমি পাঁচটি বছর আগে।

আজিকার দিন বড় নিশ্চয়, বিরহ-গরল-ভরা,

শূন্য পরাণে হা-হতাশ করে কোটি কোটি ভকতেরা।

তুমি যে ব্রজের বিনোদমঞ্জরী, ... শ্রীরাধার সহচরী,

এসেছিলে ভবে কৃষ্ণ-আদেশে শরৎ-সুত রূপ ধরি'।

একদা তুমিগো পৌগণ্ড বয়সে শুনিলে দৈববাণী,—

“অনঙ্গ দেবী” ‘প্রভুপাদ’ রূপে প্রচারিছে গৌর-বাণী।”



‘শুনি এ’ বারতা গৃহ-কারা ত্যজি বাহিরিলে তুমি পথে,  
 উল্লাসে তব হৃদি ভরপুর হেরিবারে প্রভুপাদে ।  
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে মিলিলে একদা প্রভুপাদ-পদতলে ;  
 প্রভুপাদ তাঁর নিজ মালাখানি পরাইল তব গলে ।  
 নিবিড় বাঁধনে বাঁধা যে তোমার ব্রজের নন্দ-সখী,  
 দীর্ঘকাল পরে পুনঃ মিলি’ হুঁহে পুলকে উঠিল মাতি’ ।  
 দৌহার অঙ্গ উঠিল শিহরি’, হুঁহু-চোখে বহে ধারা,  
 দৌহার সর্ব্ব তনু-মনে যেন জাগিল নূতন সাড়া !  
 দুই ব্রজসখী হেথা আসি’ বুঝি গুরু-শিষ্য রূপ ধরি’,  
 গৌর-মহিমা ভক্তিরস সীমা প্রচারিলে ধরা জুড়ি’ !  
 শিষ্যরূপে তুমি প্রভুপাদ-পদে নিজ মন-প্রাণ সঁপি,’  
 শ্রীগুরু-আদেশ পালনে নিয়ত ছিলে বড় অনুরাগী ।  
 তুমি প্রভুপাদ-প্রিয়-পরিকর ;... ছিলে তাঁর সদা সাথী,  
 তোমা’ সনে তিনি ব্রজ-কথা কহি’ কাটাইত কতরাতি ।  
 প্রভুপাদ-লাগি’ নিজের জীবন তুচ্ছ করিলে তুমি,  
 তোমার মতন নিষ্ঠা কেবল ‘কুরেশেরই’ ছিল শুনি ।  
 তোমার গুরৈকনিষ্ঠা দেখিয়া ভকতেরাও বিস্মিত,  
 ‘ভকতপ্রবর’ বলিয়া তুমিগো হ’লে তাই আখ্যাত !  
 প্রভুপাদ-ইচ্ছা হইল একদা মায়াবাদ দূরিবারে,  
 তোমা’ পরে তিনি নির্দেশ দিলা সেই ইচ্ছা পূরিবারে ।  
 তাই কি তুমিগো দিব্য জীবনে মায়াবাদ নাশ লাগি,’  
 বক্তৃতা দানে ও গ্রন্থ রচনে হয়েছিলে মনোযোগী ?  
 ‘ভক্তি-বেদান্ত’ প্রচার-কল্পে প্রভুপাদ-আদেশ লভি’,  
 বেদান্ত-জয়ডঙ্ক বাজালে সারা ভূ-ভারত ব্যাপি’ ।  
 মহাভাবাবেশে নিমগ্ন রহি’ কত লীলা কৈলে নিতি,  
 সব সেই লীলার মর্ম্ম মহিমা আমি আর কিবা বুঝি !



একদা তোমারে ব্রজ-রাসে পেতে হ'ল শ্যাম-অভিলাষ ;  
 তাই কি তোমারে যেতে হ'ল সেথা ত্যজি' এ মরত-বাস !  
 শ্রীমঠে তোমারে রাখারানী যেই দানিলা প্রসাদী মালা,  
 তখনি কি হয় আসিল তোমার ব্রজে যাইবার পালা !  
 চন্দ্রগ্রহণ-যোগ সেইকালে উদিত গগন-কোণে,  
 আকাশ-বাতাস হ'ল মুখরিত হরি-কীর্তন-গানে ।  
 সেইক্ষণে তুমি চলে গেলে ব্রজে মিতাকালের তরে,  
 মিলিত হইলে বসরাজ সাথে রাস-মঞ্চের 'পরে ।  
 ব্রজ-পথ-ঘাট বন-বীথি-তট চিন্তামণিতে ভরা,  
 কল্লবৃক্ষে শুক-সারি বসি' করে দিক্ মাতোয়ারা ।  
 চিন্ময় শশীর অমিয় আলোকে কুসুমিত ব্রজধাম,  
 পলকে পলকে ঠিকরি' পড়িছে সে' দৃশ্য-অভিরাম !  
 হেন রসালোকে বিরাজিছ তুমি হয়ে হরি-সঙ্গিনী,  
 আমরা তেথায় তোমারে হারায়ে কেঁদে ফিরি দিবাযামী ।  
 তব লীলাবলী কহিতে আজিকে ভাষা নাহি ফোটে মোর,  
 বিরহের তাপে জ্বলিছে হৃদয়, বারে পড়ে আঁখি-লোর ।  
 তুমি ছাড়া কেবা দিবে দিব্যজ্ঞান, ...কে জুড়াবে হৃদি-বাথা ?  
 কলি-ভয় হ'তে কে করিবে ত্রাণ, ...কে দানিবে প্রেম-সুধা ?  
 আজি চন্দ্ৰিনে তোমার চরণ অহরহঃ তাই স্মরি,  
 এসো গো তড়িতে আমার মানসে বারেক করুণা করি' ।  
 নমি' আজি তব রাতুল চরণে পবন ভকতি ভরে,  
 তব কৃপাশিষ মাগি অবিরত তাপিত এ' অন্তরে ।

সেবকাধম—

“চিত্তরঞ্জন”

শ্রী গুরু-বিরহ-তিথি-বাসর

শ্রীগোরাধ—৪৮৭

সাং—বড় বহরকুলি ( বর্দ্ধমান )



# পরলোকে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

## প্রাক্তন প্রচার-সম্পাদক

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একটি অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ, সর্বজনবিদিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ বিগত ৭ই কা্তিক, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ (ইং ২৪শে অক্টোবর) বুধবার, কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী তিথিতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ৭২ বৎসর বয়সে সমিতির মূলমঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—শ্রীধাম নবদ্বীপে মঠস্থ বৈষ্ণব-গণের সঙ্কীৰ্ত্তনের মধ্যে সজ্ঞানে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার হঠাৎ মহাপ্রয়াণের সংবাদ অবগত হইয়া জাহ্নবীর উভয়কূলস্থ গৌড়ীয় মঠসমূহের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থী এবং গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ উক্ত মঠে উপস্থিত হন এবং সঙ্কীৰ্ত্তন সহযোগে পতিতপাবনী গঙ্গার উপকূলে তাঁহার পুত কলেবরকে সমাধি প্রদান করেন।

সামাজিক জীবনে ইনি একজন প্রচুর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সর্বপ্রকারে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পূর্ববাস্তব নাম ছিল—শ্রীবাসচন্দ্র দাস, তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত গিরিধারী দাস; মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারে একজন উদার এবং ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। যোগ্য পিতার স্নেহপূর্ণ অনুশাসনে লালিত পালিত এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক শ্রীবাসের হৃদয়ে পিতার ন্যায়ই বহু সংগুণাবলী প্রকাশিত হয়। সে বাল্যকাল হইতেই সত্যের স্পষ্ট ও নির্ভীক বক্তা, সত্যনিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দূরদর্শী, পরোপকারী এবং সর্বোপরি ধর্মভীরু ছিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঐ গুণগুলি ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার অল্প বয়সেই পিতা সুনামের সহিত পরলোকগমন করেন।

পিতার পরলোকগমনে পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বালক শ্রীবাসের উপরে আসিয়া পড়ায় পড়াশুনা বন্ধ করিতে হইল। তিনি প্রথমে সুন্দরবন এলাকায় পাথর প্রতিমাতে একটি উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে এখানেই একজন প্রসিদ্ধ জমিদারের নায়েবরূপে নিযুক্ত হন।

যুবককালে মহাত্মা গান্ধীর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং শ্রীঅজয়



মুখার্জী প্রভৃতি বঙ্গ-সেনানায়কগণের আনুগত্যে নন্দীগ্রাম মহকুমায় শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী ভক্তদাস ও শ্রীসতীশচন্দ্র সাহু আদি সহযোগীগণের সঙ্গে আইন অমান্য, অসহযোগীতা আন্দোলন এবং ভারতের স্বাতন্ত্র্যতা সংগ্রামে একটি প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাহাতে তিনি বহু যাতনা এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করেন ; এমন কি তাঁহাকে একাধিকবার কারাবরণও করিতে হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বেই বর্তমান ভারত-সরকার তাঁহার দেশের জন্য ঐ সকল নির্যাতনাকে লক্ষ্য করিয়া বিগত স্বাতন্ত্র্যতা সংগ্রামের যোদ্ধা হিসাবে তাঁহাকে দুইশত টাকা মাসিক ভাতা (পেনশন্) দান করিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাকে তাম্রপত্র অর্পণ করিবার জন্য সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার শেষজীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটে। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য জগদগুরু নিত্যানীলপ্রবিষ্ট ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বীৰ্য্যবতি শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ করিয়া দেশভক্ত শ্রীবাসবাবু পার্থিব কর্মের অসারতা ও বিশেষ করিয়া বর্তমান রাজনীতির জঘন্যতা, কর্মমিশ্রাভক্তি হেয়তা এবং সংসারের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি-আত্মীয়স্বজন, বিত্তসম্পদ এবং ধর্মরহিত কলুষিত কপটময়ী রাজনীতি আদিকে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজী ১৯৬০ সালে উক্ত আচার্য্যকেশবীর শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ব তাঁহার আদর্শ গুরুনিষ্ঠা, সেবাপ্রবৃত্তি, সদাচার এবং নিরপেক্ষতাди গুণসমূহকে লক্ষ্য করিয়া ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে (২রা মার্চ, ১৯৬১ ইং) শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব—দোলোৎসবের দিন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তাঁহাকে ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাস প্রদান করেন এবং তাঁহাকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ নাম প্রদান করেন।

শ্রীমৎ ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ প্রথমে শ্রীল গুরুপাদপদ্বের নির্দেশে পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গৌরবাণী—শুদ্ধা ভক্তি প্রচার করেন। তৎপশ্চাৎ সমিতির ব্রহ্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশুদ্ধ সনাতন ধর্মের—শুদ্ধ-ভক্তির প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ব তাঁহাকে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র ‘শ্রীগৌড়ী-পত্রিকার’ প্রচার সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন।



পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদের অপ্রকটের পর তিনি অধিকাংশ সময় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে থাকাকালে তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরানন্দ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর আরতি দর্শন, মন্দির পরিক্রমা, গঙ্গাস্নান, শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাপাঠ, স্তবস্ততিপাঠ, সংখ্যাপূর্বক হরিনাম গ্রহণ, তুলসীতে জলদান, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণকে শ্রদ্ধাপূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম, একাদশীতে নিরন্তর উপবাসাদি ভক্ত্যাঙ্গসমূহ পালন করিতেন। তিনি জীবনের শেষকাল পর্যন্ত কায়মনোবাক্যে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন এবং অবশেষে দামোদর মাসে নিয়মসেবা-ব্রত করিতে করিতে জাহ্নবীতটে, শ্রীগৌরধামে সঙ্কীর্ণনের মধ্যে হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে পরম শ্লাঘনীয় বৈষ্ণবোচিত ভাবে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার এই আকস্মিক প্রয়াণে বিশেষ দুঃখিত ও মর্মান্বিত। তিনি পরলোক হইতে অহৈতুকভাবে আমাদেরকে রূপা করুন যেন আমরাও নিষ্কপট ভাবে শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমশঃ পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পারি—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

—জনৈক বিরহী

## গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

বর্তমান বর্ষে কাগজ অত্যন্ত দুপ্রাপ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দুর্মূল্য বিধায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সাহায্য নিবেদন। যাহাদের পত্রিকার ভিক্ষা এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা দয়া করিয়া দেয় আনুকূল্য পাঠাইয়া আমাদেরকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করিবেন।

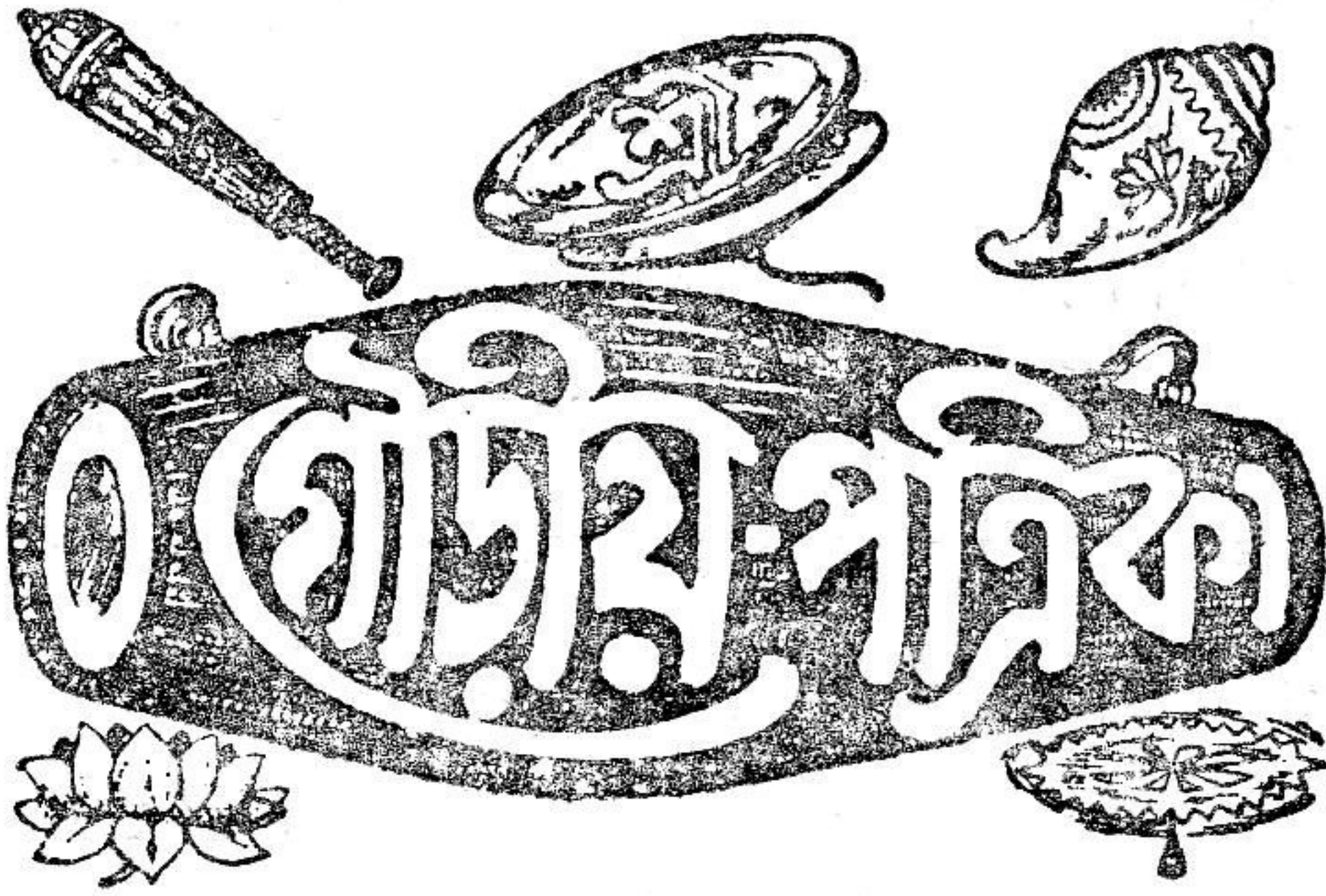
বিনীত নিবেদক—

সেবা-সচিব,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়



স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্ষা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥

অন্য ধর্ম স্পষ্টরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথার বক্তি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { বাসুদেব, ৬ নারায়ণ, ৪৮৭ গোরাঙ্গ  
রবিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ ; ইং ১৬।১২।১৯৭৩ } ১০ম সংখ্যা

সান্নিধ্য

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[ শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্ ]

( পূর্ব প্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৬ পৃষ্ঠার পর )

পুলিনধূতরঙ্গযুবতীকৃতসঙ্গ মদনরসভঙ্গগরিমলসদঙ্গ ॥ বীর ॥

হে ধীর ! তুমি যমুনাতটবিহারিণী ব্রজরমণীর সঙ্গাভিলাষী, তোমার  
শ্রীঅঙ্গ মদনরসতরঙ্গে নিমগ্ন ।

পশুষু কৃপাং তব দৃষ্ট্য নুনমিহারিষ্ঠবৎসকেশিমুখাঃ ।

দর্পং বিমুচ্য ভীতাঃ পশুভাবং ভেজিরে দলুজাঃ ॥

হে নাথ ! পশুগণের প্রতি তোমার অতিশয় করুণা দেখিয়া বৎস, কেশী  
প্রভৃতি অসুরগণ ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে দর্প পরিত্যাগপূর্বক পশুভাব আশ্রয়  
করিয়াছে ।



। বকুলমঙ্গলম্ ।

হুং জয় কেশব কেশবলস্তুত বীৰ্য্যবিলক্ষণ লক্ষ্মণবোধিত  
কেলিষু নাগর নাগরগোদ্ধত গোকুলনন্দন নন্দনতিব্রত-  
সান্দ্রমূদর্পক দর্পকমোহন হে সুষমানবমানবতীগণ-  
মাননিরাসক রাসকলাশ্রিত সন্তনগৌরবগৌরবধুবৃত  
কুঞ্জশতোষিত তোষিতযৌবত রূপভরাধিকরাধিকর্য্যচ্চিত  
ভীরুবিলম্বিত লম্বিতশেখর কেলিকুলালসলালসলোচন  
রোষমদারুণদারুণদানবমুক্তিদলোকন লোকনমস্কৃত-  
গোপসভাবক ভাবকশর্ম্মদ হন্ত কুপালয় পালয় মামপি ॥ বীর ॥

হে কেশব ! তোমার জয়গাথা ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত ইঁহারা কীর্ত্তন  
করিতেছেন, বল বীৰ্য্য বিশ্বাতিত, পাদপদ্মে ধ্বজবজ্রাকুশাদি বিশেষ চিহ্ন  
থাকায় লোকে তোমাকে ভগবান্ বলিয়া বোধ করে, তুমি কেলিবিষয়ে সুচতুর,  
তুমি কালিয়নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্ধত হইয়াছিলে, তুমি গোকুলের  
আনন্দবর্দ্ধন, তুমি নন্দ মহরাজকে পিতা বলিয়া ভক্তি কর, তুমি ভক্তের গাঢ়  
আনন্দপ্রদ, তুমি কন্দর্পের মোহনকারী, অভিনব ব্রজরমণীগণ প্রণয়কোপবশতঃ  
মানবতী হইলেও তোমার শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব শোভাসন্দর্শনে তৎক্ষণাৎ মান  
পরিত্যাগ করেন, সুস্তনী গৌরাঙ্গী গোপিকাগণে পরিবৃত হইয়া তুমি রাসক্রীড়া  
আরম্ভ কর, তুমি শত শত কুঞ্জে অবস্থান করিয়া ব্রজরমণীকর্তৃক পরিতোষিত  
হও, ব্রজরমণীর শিরোমণি শ্রীরাধিকা তোমার বিশেষ প্রীতি সম্পাদন করেন,  
তুমি ললিতাদি সখীগণে পরিবৃত হইয়া রাসস্থলে নৃত্য কর এবং নৃত্য করিতে  
করিতে তোমার শিরোভূষণ চূড়া লম্বিত হয়, রাসপরিশ্রমে তোমার নয়নযুগল  
আলস্যপূর্ণ হইলেও পুনর্ব্বার তদর্শন লালসা করিতেছ, হে লোকনমস্কৃত !  
তোমার সর্বকোপ দৃষ্টিপাতে ক্রোধপরায়ণ মদমত্ত দানবগণও মুক্তিলাভ  
করিয়াছে, তুমি সমস্ত গোপগণের রক্ষক ও ভক্তগণের আনন্দপ্রদ, হে  
করুণানিধান ! সম্প্রতি তুমি সংসার-সমুদ্র হইতে আমাকে রক্ষা কর ।

পর্য্যভবং ফেণিলবন্তুতাক্ষ বন্ধক ভীতিক মৃতিক বৃদ্ধা ।

পবর্গদাতাপি শিখণ্ডমৌলে !, হুং শাত্রবাণামপবর্গদোহসি ॥

প্রণয়ভরিতসধুরচরিত ভজনসহিতপশুপমহিত ॥ দেব ॥



হে শিখণ্ডমৌলে ! তুমি শক্রগণের প্রতি পরাভব, ফেণিল বন্ধুত্ব, বন্ধন, ভয় ও মৃত্যু এই সমস্ত পবর্গের দাতা হইয়াও তাহাদিগকে অপবর্গদান করিতেছ ( এই শ্লোকে যিনি পবর্গদাতা তিনিই অপবর্গদাতা এইরূপ বিরোধের আভাস থাকায় বিরোধাত্মক এবং প্রতিকূল অর্থ হইতে অনুকূল অর্থ হওয়ায় অনুকূল অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে ), ভক্তগণের প্রেমদ্বারা তোমার মধুর লীলা পরিপূর্ণ হইয়াছে, হে দেব ! ভক্তপরায়ণ গোপগণ কর্তৃক তুমি পূজিত হও ।

নবশিখিশিখণ্ডশিখরা, প্রসূনকোদণ্ডচিত্রশস্ত্রী ব ।

ক্ষোভয়তি কৃষ্ণ ! বেণী, শ্রেণীরেণীদৃশাং ভবতঃ ॥

হে কৃষ্ণ ! কন্দর্পের ছুরিকাস্ত্রেয় ন্যায় তোমার শিখণ্ডমণ্ডিত মস্তকের বেণী হরিনয়না গোপাঙ্গনাদিগকে বিক্ষোভিত করিতেছে ।

অনুভূয় বিক্রমং তে যুধি লব্ধাঃ কান্দিশীকন্তম্ ।

ভিত্ত্বা কিল জগদগুং প্রপলায়াঞ্চক্রিরে দনুজাঃ ॥

হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার বলবীৰ্য্য অনুভব করিয়া ভয়ব্যাকুলিত মানবগণ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়াই যেন পলায়ন করিয়াছে ।

। মঞ্জর্যাং কোরকঃ ।

মানবতীমদহারিবিলোচন দানবসঞ্চয়ঘূকবিরোচন ।

ডিণ্ডিমবাদিসুরালিসভাজিত চণ্ডিমশালিভুজার্গলরাজিত ।

দীক্ষিতযৌবতচিহ্নবিলোভনবীক্ষিতসুশ্রিতমাদ্ভবশোভন ।

পর্বতসংস্থতিনিধুতপীবরগর্বতমঃপরিমুগ্ধশচীবর ।

রঞ্জিতমঞ্জুপরিফুরদম্বর গঞ্জিতকেশিপরাক্রমডম্বর ।

কোমলতাক্ষিতবাগবতারক সোমললামমহোৎসবকারক ।

হংসরথস্ততিশংসিতবংশক কংসবধুশ্রুতিনুগবতংশক ।

রঙ্গতরঙ্গিত চারুদৃগঞ্চল সঙ্গতপঞ্চশরোদয়চঞ্চল ।

লুপ্তিতগোপসুতাগণশাটক সঞ্চিতরঙ্গমহোৎসবনাটক ।

তারয় মামুরুসংস্থতিশাতন ধারয় লোচনমত্র সনাতন ॥ ধীর ॥

তোমার নয়নযুগল দেখিলে মানবতী নারীর মানগর্ব অপগত হয়, তুমি দানবরূপ পেচকের সূর্য্যস্বরূপ, দেবগণ ডিণ্ডিম বাজ করিয়া তোমার পূজা



করেন, তুমি অতিশয় পরাক্রমযুক্ত বাহুরূপ অর্গলে সুশোভিত, তোমার দৃষ্টি  
 যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের চিত্তহারিণী, তোমার শ্রীমুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যে  
 সুশোভিত, তুমি গোবর্দ্ধনধারণ করিয়া ইন্দের বিপুল গর্ব খর্ব্ব করিয়াছ, তুমি  
 কুঙ্কুমরঞ্জিত মনোজ্ঞ বসনে সুশোভিত, তুমি কেশিনামক দানবের বিক্রম নষ্ট  
 করিয়াছ, তোমার বাক্য অতি কোমল, মহাদেবের মহানন্দকারক, ব্রহ্মা স্তব  
 করিয়া তোমার বংশকীর্তন করিয়াছেন, তুমি কংসবনিতাসকলের কর্ণযুগল  
 অলঙ্কারশূন্য করিয়াছ, অর্থাৎ তোমা হইতে তাহারা বিপবা হইয়াছে, নৃত্য-  
 সময়ে ত্বদীয় নয়নোপান্ত হইতে সুন্দর ভঙ্গী বিস্তার হইতে থাকে, কন্দর্পের  
 উদয়ে তোমার শ্রীঅঙ্গ অপূর্ব শোভা ধারণ করে,। তুমি ব্রজরমণীগণের  
 বসনাপহারী, আশ্চর্য্য রস অনুভব করিয়া ভক্তগণ তোমার লীলা অবলম্বন-  
 পূর্ব্বক কত কত নাটক রচনা করিয়াছেন, হে সনাতন ! হে সংসারদ্বিন্দু বিক !  
 তুমি একবার করুণা প্রকাশ করিয়া আমার প্রতি অবলোকন কর ।

তুরগদত্তুসুতাজ্জপ্রাবভেদে দধানঃ

কুলিশষটিতটঃক দগুবিস্কুজিতানি ।

তত্কুবিকটদষ্ট্রোন্মৃষ্টকৈয়ূবমুদ্রঃ

প্রথয়তু পটুতাং বঃ কৈশবো বামবাহুঃ ॥

হে ভক্তগণ ! যিনি কেশিনামক অসুরের পাষাণতুলা অঙ্গ ভেদ করিতে  
 বজ্রনির্ম্মিত পাষাণবিদারক অস্ত্রের প্রভাব ধারণ করিয়াছেন এবং ত্বদীয়  
 দণ্ডাঘাতে যাঁহার কৈয়ূবন্ধন ( অলঙ্কার বিশেষ বাজু ইতি প্রসিদ্ধ ) শিথিল  
 হইয়াছে, এই প্রকার সেই শ্রীহরির বামবাহু তোমাদের সমধিক ভক্তি বিস্তার  
 করুন ।

মাধব বিষ্ণুর দানবনিষ্ঠুর যৌবতরঞ্জিত সৌরভসঞ্জিত ॥ বীর ॥

পলিতঙ্করগী দশ প্রভো ! মুহুরন্ধকরগী চ ময্যভূত ॥ গুচ্ছঃ ॥

হে মাধব ! হে দানবারে ! তুমি আমার হৃদয়ে বিরাজ কর, তুমি  
 ব্রজযুবতীগণের চিত্তরঞ্জনকারী এবং তাহাদিগের অঙ্গ-সৌরভে বশীভূত হও ।

হে প্রভো ! এক্ষণে আমি বার্কাকাদশা প্রাপ্ত হইয়া অন্ধত্ব প্রায় হইয়াছি,  
 তথাপি শরণাগত এ দাসের প্রতি তোমার শুভাবহ দৃষ্টিপাত হইল না ।

জয় জলদমণ্ডলীত্যাতিনিবহসুন্দর

স্ফুরদমলকৌমুদীমূহুহসিতবন্ধুর



ব্রজহরিণলোচনাবদনশশিচুম্বক  
 প্রচুরতরুঞ্চনহ্যতিলিসদম্বক  
 স্মরনমরচাতুরীনিচয়বরপণ্ডিত  
 প্রণয়যুতরাধিকাপটিমভরভণ্ডিত  
 কণদতুলবংশিকাস্থতপশুপযৌবত  
 স্থিরসমরমাধুরীকুলরমিতদৈবত  
 গ্রথিতশিখিচন্দ্রকক্ষুটকুটিলকুন্তল  
 অবগতটসঞ্চরন্মণিমকরকুণ্ডল  
 গ্রথিত নবতাণ্ডব প্রকটগতিমণ্ডল  
 দ্বিজকিরণধোরণীবিজিতসিততণ্ডল  
 ক্ষুরিতবরদাড়িমীকুসুমযুতকর্ণক-  
 ছদনবরকাকলীস্থতচটুলতর্কক ॥ ধীর ॥

হে নাথ ! নবীন মেঘমালার ন্যায় তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তি। তোমার  
 মৃদুহাস্য শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোহর, তুমি হরিণনয়না ব্রজাঙ্গনাগণের  
 মুখচন্দ্রমার চকোর, খঞ্জনের ন্যায় তোমার নয়নযুগল সুশোভিত, তুমি অনঙ্গ-  
 যুদ্ধে বৈদগ্ধী বিজ্ঞায় সুপণ্ডিত, তুমি শ্রীরাধিকার প্রেমে বশীভূত, তুমি সুমধুর  
 বংশীধ্বনি করিয়া ব্রজরমণীদিগকে আকর্ষণ কর, যুদ্ধস্থলে তোমার অপূর্ব  
 শোভা দর্শন করিয়া দেবগণ আনন্দিত হন, তোমার কুটিল কুন্তলে ময়ূরপুচ্ছ  
 গ্রথিত থাকায় উহার অপূর্ব শোভা হইয়াছে, তোমার কর্ণযুগলে মণিময়  
 মকরকুণ্ডলে সুশোভিত, তুমি রাসস্থলে সুন্দর পদভঙ্গী করিয়া চমৎকার নৃত্য  
 কর, তুমি দন্তাবলির কিরণে শুভ্র তণ্ডুলের শোভা পরাভব করিয়াছ, তোমার  
 কর্ণযুগল সুন্দর দাড়িম-কুসুমে সুশোভিত, তুমি নবীন তালপত্ররচিত বংশীরব  
 করিয়া চঞ্চল বৎসগণকে সন্মুখে আনয়ন কর ।

পুন্নাগস্তবকনিবন্ধকেশজুট: কোটোরীকৃতবরকেকিপক্ষকুট: ।

পায়ান্নাং মরকতবেতুরঃ সতত্বা কাগিন্দীতটবিপিনপ্রসূনধন্ব ॥

হে শ্রীবৃন্দাবনকন্দর্প ! তোমার কেশপাশ পুন্নাগ কুসুমে সুশোভিত, সুন্দর  
 ময়ূরপুচ্ছ তোমার চূড়ায় সুশোভিত, মরকত মণির ন্যায় তোমার শ্রীঅঙ্গের  
 কান্তি, অতএব এই প্রকার রূপ দর্শন দিয়া আমাকে সংসারসাগর হইতে  
 রক্ষা কর ।



গর্গপ্রিয় জয় ভর্গস্তত রসসর্গস্থিরনিজবর্গপ্রবলিত ॥ বীর ॥

হে গর্গাচার্য্যপ্রিয় ! তুমি মহাদেবের স্তবনীয়, তুমি সুরসিকা ব্রজরমণী-  
দিগের বশীভূত ।

দনুজবধূবৈধব্যত্রতদীক্ষাশিক্ষণাচার্য্যঃ ।

স জয়তি বিদূরপাতী মুকুন্দ তব শৃঙ্গনির্ঘোষঃ ॥

হে মুকুন্দ ! যাহা দানব-বধুদিগের বৈধব্যত্রতের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু  
এবং যাহা অতি দূরগামী এইরূপ ত্বদীয় শৃঙ্গধ্বনির জয় হউক ।

। কুসুমম্ ।

কুসুমনিকরনিচিতটিকুর নখরবিজিতমণিজমুকুর ।

সুভটপটিমরমিতলথুর বিকটসমরনটনচতুর ।

সমদভুজগদমনচরণ নিখিলপশুপনিচয়শরণ ।

মুদিতমদিরমধুরনয়ন শিখরিকুহররচিতশয়ন ।

রমিতপশুপযুবতিপটল মদনকলহখটনচটুল ।

বিষমদনুজনিবহমথন ভুবনরসদবিশদকথন ।

কুমুদমূলবিলসদমল হাসিতমধুরবদনকমল ।

মধুপসদৃশবিচলদলক মসৃণঘৃসৃণকলিততিলক ।

নিভৃতমুষ্ণিতমথিতকলস সততমজিত মনসি বিলস ॥ বীর ॥

নানাপ্রকার কুসুমদ্বারা তোমার কেশপাশ সুশোভিত, তুমি নখর কান্তি-  
দ্বারা মণিময় দর্পণের শোভা পরাভব করিয়াছ, তুমি যদুবংশীয় বীরপুরুষদ্বারা  
মথুরামণ্ডল সুশোভিত করিয়াছ তুমি ভয়ানক সমরক্ষেত্রে নৃত্য করিয়া থাক,  
তোমার চরণযুগল মদমত্ত কালিয়নাগের দর্পহারী, তুমি নিখিল গোপবৃন্দের  
পরিপালক, মত্তখঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল তোমার নয়নযুগল জগতের প্রীতিকর,  
তুমি গিরিগুহায় শয়ন করিয়া ব্রজরমণীগণের সহিত বিহার কর, তুমি কন্দর্প-  
কলহে সুনিপুণ, তুমি ভয়ানক দানবগণ বিনাশ করিয়াছ, তোমার বাক্য  
জগতের আনন্দপ্রদ, তোমার বদনকমল কুমুদপুষ্পের ন্যায় মধুর হাস্যযুক্ত,  
ভ্রমরমালার ন্যায় তোমার অলকাবলী সুশোভিত, তোমার ললাট নিম্নল  
কুসুমতিলকে সুশোভিত, তুমি নির্জনে গোপিকাগণের নবনীতভাণ্ড অপহরণ  
কর, অতএব হে অজিত ! হে নাথ ! তুমি সর্বদা আমার মানসে বিরাজ  
কর ।



সখি চাতকজীবাতুর্মাধব ! সুরকেকিমগুলোল্লাসি ।

তব দৈত্যাহংসভয়দং শৃঙ্গামুদগজ্জিতং জয়তি ॥

হে মাধব ! ত্বদীয় মিত্রমণ্ডলীরূপ চাতকগণের যাহা জীবনৌষধ, দেবগণরূপ ময়ূরবৃন্দের মহানন্দপ্রদ এবং দৈত্যরূপ হংসগণের যাহা ভয়াবহ, এইরূপ ত্বদীয় সেই শৃঙ্গধ্বনিরূপ মেঘগজ্জনের জয় হউক ।

পুরুষোত্তম বীরব্রত যমুনাস্তুততীরস্থিত ।

মুরলিধ্বনিপূরত্রিয় সুরভীরজনাদপ্রিয় ॥ ধীর ॥

হে পুরুষোত্তম ! হে বীরব্রত ! তুমি যমুনার রমণীয় তীরে অবস্থিতি করিয়া সুমধুর বংশীধ্বনি কর, ঐ বংশীধ্বনি শ্রবণে সুরভীগণ হান্সারব করিলে তুমি তাহা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ কর ।

জগতীসভাবলম্ব্যঃ স তব জয়তাম্বুজাক্ষ ! দোস্তম্ভঃ ।

রভসাদ্বিভেদ দম্বুজান্প্রতাপনৃহরির্যতোহভ্যুদিতঃ ॥

হে অম্বুজনয়ন ! যিনি ত্রিভুবনরূপ মণ্ডপের অবলম্বন অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিখিল জগৎ সুশোভিত হইতেছে এবং যাহা হইতে প্রতাপরূপ নরসিংহ আবির্ভূত হইয়া দানবগণের প্রাণ সংহার করিতেছেন এই প্রকার ত্বদীয় আশ্চর্য্য সেই বাহুস্তম্ভের জয় হউক ।

চিত্রং মুরারে ! সুরবৈরিপক্ষস্তয়া সমস্তাদনুবদ্ধযুদ্ধঃ ।

অমিত্রমুচ্চৈরবিভিচ্ছ ভেদং মিত্রশ্চ কুবর্বনমৃতং প্রয়াতি ॥

হে মুরারে ! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তোমার বৈরিপক্ষ দানবগণ তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া অমিত্রভেদ ( শত্রুবিনাশ ) করিতে পারিল না পরন্তু মিত্রভেদ ( সূর্য্যমণ্ডল ) ভেদ করিয়া অমৃত লাভ করিতেছে । [ এই শ্লোকে মিত্রঘাতী ব্যক্তি অমৃত লাভ করিল, এইরূপ বিরোধ থাকায় বিরোধাভাস অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে । ]

( ক্রমশঃ )



# জন্মশৌচ বা মৃতশৌচ শুদ্ধবৈষ্ণবের নাই

শ্রীশ্রীগুরুগোরাণী জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

ইং ১৩৭৬, রাত ৯টা

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,—

আপনার প্রশ্নসম্বলিত ইং ১৯২১৬৫ তারিখের পত্র পাইলাম। আপনার প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আমরা আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। তবে আপনি নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে (Station-এর নিকটে) আসিলে খুব ভাল হয়। বিশেষতঃ আগামী ২৮শে ফাল্গুন হইতে ৪ঠা চৈত্র পর্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব হইবে। এই সময় আসিলে আপনার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ও উৎসব দর্শন করিয়া যাইতে পারিবেন। তবে মোটামুটি দুই-এক কথা আপনার প্রশ্নের জবাব দিতেছি।

১) শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত ও নামাশ্রিত বৈষ্ণবের কোন অশৌচ নাই। জন্মশৌচ বা মৃতশৌচ উভয়ই নিকট স্মার্তগণের, বৈষ্ণবগণের নহে। সুতরাং কোন বৈষ্ণবশাস্ত্রে বৈষ্ণবের অশৌচ-সম্বন্ধে কোনও কথা বর্ণিত নাই।

২) গৃহী-বৈষ্ণবদের যাবতীয় দশ-সংস্কারাদি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের দ্বারাই করা একান্ত কর্তব্য। স্মার্ত-ব্রাহ্মণগণের ইহাতে কোন অধিকার নাই।

৩) ১নং উত্তর আলোচনা করিলেই উত্তর পাইবেন।

৪) বৈষ্ণবের অশৌচ নাই, সুতরাং স্মার্ত-ব্রাহ্মণদের এ সম্বন্ধে কোন কাজ করিবার অধিকার নাই। করিলেও স্মার্তব্রাহ্মণগণের অপরাধ হইবে।

৫) স্মার্ত অশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বৈষ্ণবের কোন কার্যই করা উচিত নহে।

বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী নিরামিষাশী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈষ্ণবদের কাজ করাইলে কোন দোষ হইবে না। তবে সেরূপ ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে বিরল বলিয়া মনে হয়। ইতি—

গৌরজনকিঙ্কর—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

(সভাপতি, শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি)



# পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত

## দ্বিতীয় দিবসের অভিভাষণ

ব্যক্তিচার-বৃত্তি দ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা—অব্যক্তি-  
চারণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি! বেদান্ত-বোধই হ'তে পারে না  
—গুরুপাদপদ্মের অব্যক্তিচারিণী সেবা বাতীত। ভগবদ্ভক্ত বাতীত কেহ গুরুই  
হ'তে পারে না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তব-সত্য,—

মহাকুলপ্রসূতোহপি সৰ্বযজ্ঞেষু দৌক্ষিতঃ।

সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ শ্রাদ্ধবৈষ্ণবঃ ॥

পূর্বকালে দক্ষিণ প্রদেশে কাঞ্চিপুর নামক একটি নগর ছিল। সেখানে  
যাদবপ্রকাশ নামে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বাস করিতেন। সে-  
সময় সে-দেশে তাঁর সমকক্ষ কোন দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন না ব'লে  
জনশ্রুতি। লক্ষণ দেশিক (আচার্য্য শ্রীরামানুজ) তাঁর নিকট বিদ্যাশিক্ষার  
জন্য গমন ক'রেছিলেন এবং সেই গুরুর অন্তেবাদী হ'য়ে ঐকান্তিক শাস্ত্রা-  
নুশীলন ও অকৃত্রিম ব্যবহারের দ্বারা অল্প দিনের মধ্যেই যাদবপ্রকাশের  
স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। একদিন যাদবপ্রকাশ “তস্ম যথা  
কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমাঙ্কনী” ছান্দোগ্য শ্রুতির শঙ্করাচার্য্যমতানুসারিণী ব্যাখ্যা-  
স্থলে “আশ্রুতে উপবিশ্যতে অনেক ইতি আসঃ পশ্চাদ্ভাগঃ কপেঃ আসঃ  
কপ্যাসঃ” এইরূপ ব্যাখ্যা ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের চক্ষুদ্বয় বানরের  
পশ্চাদ্ভাগের ত্রায় বক্তবর্ণ অর্থ করায় রামানুজ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত  
হন। রামানুজ তখন যাদবপ্রকাশের অভ্যঙ্গ-সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের  
শ্রীমুস্তির নিন্দা-শ্রবণে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হলো। তাঁর দুই চক্ষু  
হ'তে তপ্ত অশ্রুধারা দরদর ধারে নির্গত হ'য়ে যাদবপ্রকাশের পৃষ্ঠদেশে  
দু'এক বিন্দুরূপে পতিত হ'লে যাদবপ্রকাশ হঠাৎ চমকিত হ'য়ে রামানুজকে  
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন; রামানুজ তখন বললেন যে, ‘কপ্যাসং’  
শ্রুতির সুন্দর অর্থ থাকতে এরূপ জঘন্য অপরাধজনক অর্থ করবার প্রয়োজন  
কি? যিনি পরমারাধ্য পরমেশ্বর, তাঁর অপ্রাকৃত চক্ষের সহিত মর্কটের  
জঘন্য প্রদেশের তুলনা করা কি অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য নয়? রামানুজের  
এই কথা শু'নে যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন,—কি এত বড়  
আস্পর্দা! সামান্য বালকের আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যার দোষ-দর্শন। শ্রুতির  
আচার্য্যের ব্যাখ্যা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা কি হ'তে পারে? রামানুজ



তখন বিনয়-নম্রাচনে বললেন,—হাঁ আচার্য্য অদৈব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণকে বিমোহিত করবার জন্ত যে ব্যাখ্যা ক'রেছেন, তা' ছাড়া শ্রুতির দিব্যস্মরিগণের আনন্দবর্ধিনী ব্যাখ্যা আছে। আমি বলছি, আপনি কৃপা-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। তখন রামানুজ 'কপ্যাসং' শ্রুতির এক্রপ ব্যাখ্যা করলেন,—“কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ নালঃ তস্মিন্ আস্তে তিষ্ঠতি ইতি কপ্যাসং নালস্তিমিত্যর্থঃ” অর্থাৎ তাঁহার ( পুরুষোত্তমের ) চক্ষুর্দ্বয় নালস্থিত অগ্নান পদ্মের ত্রায় রক্তিমাত। যাদবপ্রকাশ এই ব্যাখ্যা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন এবং শিষ্যের নিকট পরাক্রিত হ'য়ে গোপনে গোপনে রামানুজকে সংহার করবার জন্ত উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

নির্ভেদ-জ্ঞানিগুরু, কস্মিগুরু, যোগিগুরু, ব্রতগুরু, তপস্বিগুরু, ঐন্দ্র-জালিকগুরু, কপটগুরু কখনই 'গুরু' পদবাচ্য হ'তে পারেন না, তাঁ'রা সকলেই—লঘু। তাঁ'রা জীবের উপকারক নন,—আত্মসংসক ও পরসংসক ; কিন্তু একমাত্র মহাভাগবত বৈষ্ণব-গুরুই জীবে অহৈতুক দয়াময়, পরদুঃখ-দুঃখী ; এজন্ত আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু সেই পরদুঃখ-দুঃখী সম্বন্ধজ্ঞানদাতা সনাতন প্রভুকে আশ্রয় করবার উপদেশ প্রদান ক'রেছেন,—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈবপায়য়ন্মানভীষ্মুমক্ষম্।

কৃপানুধিঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥

জ্ঞানলাভের আকর কেবল-চেতন। না' মিশ্রিত-চেতন—কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্, না' অত কিছু ? একথাগুলি চিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, না' অচিন্মাত্রবাদ থেকে এসেছে, কিম্বা নিত্যানন্দময় চিদ্বিলাস থেকে এসেছে, সর্ব্বাণ্ড্রে স্থির হওয়া অবশ্যম্। জড়ে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—অচিন্মাত্রবাদ, চেতনে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার নাম—চিন্মাত্রবাদ, আর নিত্য আনন্দময় চেতনরাজ্যে নিত্য-ভগবৎসেবা করার নাম—পরম নিরপেক্ষ হইয়া নির্বিবাদে চিদ্বিলাসে অবস্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মুক্তি—ত্রিপুরীবিনাশমাত্র নয়, তা' স্বরূপে অবস্থান “মুক্তিহিত্বাহিত্যাক্রপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।” স্বরূপে অবস্থিত হ'লে অচেতনতা স্পর্শ করিতে পারে না, তখন চেতনের ক্রিয়া যে সেবা, তা' পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়—যাঁ'র চেতনে যেটী নিত্যসিদ্ধসেবা, সেই অপ্রতিহতা সেবাটী তখন বিকসিত হ'য়ে উঠে,—



যে যথা মাং প্রপত্তন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থঃ সর্বশঃ॥

ভগবান্ বল্ছেন, আমাকে যে-ভাবে যে পূজা করেন, আমিও তাঁকে সেই ভাবে পূজা ক'রে থাক। কান্তুরসে সর্বাঙ্গ দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁর সর্বাঙ্গকে বিলায়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। এখানে 'মাং' শব্দটী লক্ষ্য করতে হ'বে। 'মাং' শব্দ সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করছে। কৃষ্ণ বল্ছেন,—আমাকে যে পাঁচ প্রকারে পূজা করে, তাঁর যে কোন প্রকারের তটস্থগত বিচারের প্রতিপত্তির তারতম্যতা লক্ষিত হয়। কান্তুরসে প্রপত্তির পরাকাষ্ঠা। 'আমাতে' যদি না হয়, আমার ছায়া বা বহিরঙ্গা মায়াতে হ'লে আমাতে প্রপত্তি হ'লো না। দধিকে যদি দুগ্ধ বলা যায়, তা' হ'লে হ'বে না। দধির আকর দুগ্ধ বটে, বিকৃত দুগ্ধ কখনই দধি নয়। যদি কেউ বিষ্ণুর বিকৃত কল্পনা দর্শন ক'রে সেই বিকৃত দর্শনের শরণাগত হন, তা' হ'লে হ'বে না। বিষ্ণুর বিকার হয় না; কিন্তু যিনি দেখ্ছেন, তাঁর যদি দর্শন বিকার-প্রসূত ব্যাপার হয়, তা' হ'লে বিষ্ণু-দর্শন হলো না, জানতে হ'বে।

যেহপ্যত্রদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥

কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বস্তু দর্শনই অবৈধ দর্শন। এ অবৈধ দর্শনেই আমাদের যত অমঙ্গল ও ভেদবুদ্ধি। এরূপ অবৈধ-দর্শনের অবস্থাটা কে'টে গেলে সত্যসত্যই কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ—অখিলরসামৃতসিন্ধু। তিনি দ্বাদশ রসের আশ্রয়। পাঁচটা মুখ্যরস ও তৎপরিপোষক সাতটি গৌণরস কৃষ্ণেই পূর্ণভাবে সমন্বিত হ'য়েছে।

মল্লানামশনির্নাং নরবরঃ স্ত্রীনাং স্মরো মৃতিমান্

গোপানাং স্বজনোহমতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।

মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিদুবাং তদ্বং পরং যোগিনাং

বৃক্ষীনাং পরদেবতোতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বল্লেন—অখিলরসকদম্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি রসের পরিচয় প্রদান করছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হ'লেন তখন যাঁর যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখতে লাগ্লেন। বীর-রসপ্রিয়



মল্লগণ দেখল, যেন কৃষ্ণ তাঁদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্ররূপে উদিত হ'লেন এবং মধুর-রসপ্রিয় জ্রীগণ তাঁকে সাক্ষাৎ মূর্তিমান মন্থরূপে দর্শন করলেন। নর-সমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্য-বাসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁকে স্বজনরূপে দেখতে লাগলেন। ভয়ান্ত অসং রাজগণ শাসনকর্ত্ত্বরূপে কৃষ্ণকে দর্শন করতে লাগলেন। পিতা-মাতা তাঁকে স্নানদর শিশুরূপে দর্শন করলেন। ভোজপাত কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যাক্তগণ বিরাটরূপে শান্তরসের পরম যোগিসকল পরতন্তুরূপে এবং বৃষ্টিবংশীয় পুরুষগণ পর-দেবতারূপে তাঁকে প্রত্যক্ষ ক'রেছিলেন।

অতঃপর ঘুরে ঘুরে এসে সকলেই কৃষ্ণসেবা পা'বেন। কারণ কৃষ্ণই একমাত্র আকর্ষক, আর আমরা আকর্ষণীয়। সেই আকর্ষক ও আকর্ষণীয়ের মাঝখানে যে আগন্তুক আড়াল এসে প'ড়েছে, সেই আড়ালটা সরে গেলেই আকর্ষকের আকর্ষণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হ'বে।

অচিৎএর সহিত যে সংশ্রব, তা'র নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। এই দুঃসঙ্গ ছেড়ে দিলে আমাদের আকর্ষণীয় স্বরূপ আকর্ষক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের সহিত মিলিত হয়। কৃষ্ণ কেবল চেতনকে আকর্ষণ করেন। কেবল চেতন হ'তে কৈবল্যভাব গৃহীত না হ'লে চেতন-রাজ্যের আরদালী সকল প্রবেশ নিষেধ বলবে। বহির্জগতের প্রমাণ থেকে সূক্ষ্ম আকারে যে সকল জিনিষ গৃহীত হয়, সেই সকল জিনিষের আকর্ষণও ত্রিপাধিক। কৃষ্ণজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান বা প্রাকৃত-জ্ঞান যে প্রমাণ কর্ত্তক গৃহীত হয়, তা জ্ঞানের স্তরবিশেষ। নির্বিশেষবাদীর ধারণায় যে ব্রহ্ম, তা'তে ব্রহ্মদর্শন ব'লে কোন জিনিষ হ'তে পারে না। যোগিগণের বিচারে পরমাত্মদর্শন বা ঈশ্বর-সামুদ্র্য ব্রহ্ম-সামুদ্র্য অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধের কথা। ব্রহ্মসামুদ্র্য জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, ঈশ্বর-সামুদ্র্য জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আসন অধিকার করা'বার চেষ্টা—আরও অধিকতর পরমেশ্বর-দ্রোহিতা। এজন্ত মহাপ্রভু ব'লেছেন,—“ব্রহ্ম-সামুদ্র্য হইতে ঈশ্বর-সামুদ্র্য বিষ্কার।”

এ সকল কথা আলোচনা করিতে হ'লে সর্বপ্রথমে আমাদের জ্ঞানের আকরের আবশ্যক। এ সকল আলোচনার আকর কি মিশ্রিত চেতন? অথবা অবিমিশ্র চেতন? ইহা কি মনুষ্য-প্রণীত আকর হ'তে আগত? অথবা ভগবৎপ্রণীত আকর? মনুষ্যপ্রণীত আকর হ'লে ভ্রম-প্রমাদাদি থাকবে।



‘আমি’ জিনিষটা কি? পিতা-মাতা হ’তে যে শরীরটা লাভ ক’রেছি সেটা কি আমি? না যে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার দিয়ে সঙ্কল্প-বিকল্প, ভাঙ্গা-গড়া করছি, সে জিনিষগুলি আমি? এ’তে প্রচুর কথা আছে। আমাদের জীবনের অতি প্রারম্ভ কাল হ’তে এসব আলোচনা শুনবার অবসর হ’য়েছিল। ৫০ বৎসরকাল এসব কথাই আলোচনা করছি—প্রচুর পরিমাণে সর্বক্ষণ আলোচনা করবার সময় পেয়েছি—২৪ ঘণ্টাকাল এসকল কথা আলোচনা ক’রেছি—ঘুমোবার সময়ও আলোচনা ক’রেছি, জাগ্রত থাকবার সময়ও আলোচনা ক’রেছি। আর এ জিনিষটা আলোচনা করতে করতেই আমার শরীরও পতন হ’য়ে যা’বে।

‘আমির’ বিচারের অন্তরমহলে ঢুকবার পূর্বে ছ’টো ফটকে ছ’টো দারোয়ান দাঁড়িয়ে র’য়েছে, তাঁ’রা ‘আমি’র কাছে যেতে দিচ্ছে না। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ কেন পাচ্ছি না? কৃষ্ণের পঞ্চমজুষ-মুরলী-নিনাদ কাণে আসছে না কেন? রাস্তায় গোলমাল, জগতের কণ্ঠকোলাহল কাণে ঢুকছে কেন? বর্তমান সময়ে আত্মা সুপ্ত থাকার জন্য এজেন্ট স্ত্রে ম্যানেজার-স্ত্রে মাঝপথে মন ফাঁকি দিচ্ছে। মনোধর্ম্মজীবী আমাকে—আত্মাকে ফাঁকি-দেওয়া-মন কুপরামর্শ দিয়ে প্রেয়ঃপথে নিযুক্ত করছে। মনের মনিব, দেহের মনিব—আত্মা, বাক্ হ’চ্ছে—ফোরম্যান, যেমন জুরীর ফোরম্যান থাকে। চেতনের বাক্ একপ্রকার, আর অচেতনের বাক্ অল্প প্রকার। মনটা হচ্ছে—অনা আত্মা তাঁ’র প্রমাণ—গীতা,—

ভুমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়মিতত্ত্বাত্ প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ (৪।৬)

পর্য প্রকৃতি—জীব, তা’ তটস্থধর্ম্মযুক্ত। জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের সহিত তাঁ’র সম্বন্ধ র’য়েছে। পর্য প্রকৃতি—যা’কে অপ্রাকৃত ব্যাপার বলা হয়, তা’তেও জীবের স্থান আছে। পর্যাবিষ্কার অন্তর্গত—অক্ষর, অপরাবিষ্কার অন্তর্গত—ক্ষর। পর্যাবিষ্কার আশ্রয়—স্মৃতি। বেদে স্মৃতি ব’লে কথা আছে,— “ও আহম্ম জ্ঞানন্তো নাম চিদ্রিভক্তন্ মহন্তে বিষ্ণো স্মৃতিং ভজামহে ও তৎসং।” আমাদেরিগের স্মৃতি লাভ হউক, আমরা যেন সেই স্মৃতি ভজন করবার মত স্মৃতি লাভ করতে পারি।



# প্রশ্নোত্তর

( রসতত্ত্ব )

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৬ পৃষ্ঠার পর )

২০। অপ্রাকৃত পারকীয়-রস শুদ্ধ কেন ?

“ক্রীরূপ সনাতনের মতে—যত প্রকার লীলা গোলোকে প্রকটিত হইয়াছে, সে-সমস্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ-শূন্যভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয় ভাবও সেই বিচারার্থীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে। যোগমায়া-কৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ; পরদার ভাবটি যোগ-মায়াকৃত, সুতরাং অবশ্যই কোন শুদ্ধতত্ত্বমূলক।”

—ব্রঃ সং ৫১৩৭

২১। রসের অত্যন্ত দুর্লভতা কোথায় ?

“স্বকীয় অভিমানে রসের অত্যন্ত দুর্লভতা হয় না, তজ্জন্তু অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিসর্গতঃ ‘পরোঢ়া’ অভিমান আছে এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অহরূপ স্বীর ‘ঔপপত্য’ অভিমান স্বীকার-পূর্বক বংশী-প্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেন।”

—ব্রঃ সং ৩১৩৭

২২। লীলারস-আস্বাদনের সহিত ব্রজে গোলোক দর্শন সম্ভবপর কি ?

“পূতনা-বধ হইতে আরম্ভ হইয়া কংস-বধ পর্য্যন্ত অম্বরবধ-লীলা। সেই সকল লীলা ব্যতিরেকরূপে ব্রজে এবং নিগুণ গোলোক-লীলায় অভিমান-মাত্র-স্বরূপে আছে। বস্তুতঃ তাহারা তথায় নাই এবং থাকিতেও পারে না। ব্যতিরেক-লীলাপীঠে রসিক ভক্ত শুদ্ধ ভাবযুক্ত হইয়া অগ্র লীলারস আস্বাদন করিতে করিতে গোলোক দর্শন পাইবেন।

—টীঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

২৩। কতদিন পর্য্যন্ত মহারসে নিমজ্জন সম্ভব নহে ?

“ব্যতিরেক অহুশীলনের যতদিন প্রয়োজন, ততদিন মহারসে মগ্ন হওয়া যায় না।”

২৪। গোলোকে ও গোকুলে রসের আশ্রয়াভিমানের তারতম্য কি ?

“বাংসল্য-রসও অবতারীকে আশ্রয়-পূর্বক বৈকুণ্ঠে নাই,—ঐশ্বর্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরম-মাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছুই নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু জন্ম-ব্যাপার নাই, জন্মভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদ অভিমান,



তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু অভিমান-মাত্র ; যথা—‘জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ’ ইত্যাদি। রসসিদ্ধির জন্তু ঐ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ ‘পরোঢ়াত্ব’ ও ‘ঔপপত্য’-অভিমান-মাত্র নিত্য হইলে দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধও হয় না। ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতের প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়,—এইমাত্র ভেদ। বৎসল-রসে নন্দ-যশোদর পিতৃহৃদ-অভিমান কিছু স্থূলাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার-রসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ গোপী-দিগের পৃথক্ সত্তা-গত পতিত্ব না আছে গোলোকে,—না আছে গোকুলে।”

—ব্রঃ সং ৫।৩৭

২৫। অসংসান্দ্রদায়িকগণের রসের বাস্তবতার কিরূপ ?

“কোন কোন উপসন্দ্রদায়ে চিদ্রস আবির্ভাব করাইবার ছলে জড়রসকে আশ্রয় করেন, সে কেবল নিতান্ত বিপথ-গমন-মাত্র।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

২৬। কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা কিরূপে লক্ষিত হয় ?

“কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা সেই জীবের গূঢ় রুচির দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজন-শ্রদ্ধার উদয়কালে ঐ রুচিক্রমে সাধক স্বীয় রসকে ভালবাসেন। সেই রুচি বিচার করিয়া গুরুদেব তাঁহাকে ভজন-দীক্ষা দেন।”

—চৈঃ শিঃ ৬।২

১৭। শাস্ত্ররসের বিষয় ও আশ্রয় কে ? শাস্ত্রি-রতির প্রধান সেবক কাহার ?

“আদৌ শাস্ত্ররস। এই রসে শাস্ত্রি-রতিই স্থায়িত্বাব। নির্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দে এবং যোগীদিগের আত্মসৌখ্যে যে আনন্দ আছে, তাহা নিতান্ত শিথিল। ঈশময় সূত্র তদপেক্ষা নিগূঢ়। ঈশ্বররূপাভূতবই সেই সূত্রের হেতু। শাস্ত্ররসের আবলম্বন—চতুর্ভূজ-নারায়ণ-মুক্তি। এই মুক্তি বিভূতা, ঐশ্বর্য ইত্যাদি গুণাবিত। অলবস্তাস্তর্গত বিষয় ও অহুতাব এইরূপ। শাস্ত্র-পুরুষগণ শাস্ত্ররতির আশ্রয়। আত্মারামগণ ও ভগদ্বিষয়ে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণই শাস্ত্র-পুরুষ। সনক-সনন্দনাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইঁহারা বাল-সন্ন্যাসিবেশে বিচরণ করেন। ইঁহাদের প্রথমে নির্বিশেষ-ব্রহ্মে রতি ছিল।



ভগবান্মুক্তি-মাধুর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চিদ্বন-মুক্তির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন ।  
নিক্লিষ্টতা হইতে যুক্তবৈরাগ্য-দ্বারা বিষয়-বর্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তি-  
বাঞ্ছা দূর হয় নাই,—এইরূপ তাপস-সকল শাস্ত্ররসে প্রবেশ লাভ করেন ।”

—চৈঃ ধঃ ২৮শ অঃ

২৮। শাস্ত্র-ভক্তের স্বরূপ কি ? শাস্ত্ররতির বিভাষ, অনুভাবাদি কি ?

“শাস্ত্র-ভক্তের কৃষ্ণের প্রতি মমতা হয় না । মমতা স্বভাবতঃ স্বরূপ-  
নিবন্ধন ভাব-বিশেষ । অতএব শাস্ত্র-ভক্তের রতি সম্পর্কতাবশতঃ শুদ্ধ  
অবস্থাতেই থাকে । সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, আত্মারাম-শিরোমণি,  
পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, গতিদাতা, দয়াশীল, বিভূ—  
এবমুত্ত গুণবিশিষ্ট হরিই শাস্ত্র-রতি আলম্বন অর্থাৎ বিষয় । ঐ রতির  
আশ্রয় যে জীব, তিনি হয় আত্মারাম বা তাপস । সমস্ত গুণবর্জিত  
অতীন্দ্রিয়, স্বপ্রকাশ, চিদ্বন কোন মুকন্দনামা বস্তুর সাক্ষাৎ করণশীল  
রতিই ইহার স্থায়িত্ব । প্রধান প্রধান উপনিষৎ শ্রবণ : বিবিক্ত-  
স্থানে স্থিতি ; অনন্তবৃত্তিবিশেষের ক্ষুতি ; তত্ত্ববিচার ; বিদ্যাশক্তির  
প্রভাব : বিশ্বরূপ দর্শন ; তত্ত্ববিস্তৃতকনের সংসর্গ ; ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ সমবিদ্য-  
দিগের সহিত উপনিষৎ ও বেদান্ত-সূত্রার্থ-বিচার—এই সকল শাস্ত্ররসের  
উদ্দীপন বলিয়া বিচারিত হইয়াছে । নাসিকাগ্র-দর্শন ; অবধূত-চেষ্টি ;  
গমন-সময়ে চারিহাত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত ; অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনীস্পর্শরূপ জ্ঞানমুদ্রা-  
প্রদর্শন ; ভগবৎদম্বীর প্রতি দ্রেষরচিত্ততা ; ভক্তগণের সামান্য সম্মান ;  
অত্যন্ত সংসারধ্বংসরূপ সিংহর প্রতি আদর ; শিঙ্গ ও স্কুল শরীরদ্বয়ে  
অনাবেশের সহিত স্থিতিক্রম জীবমুক্তির বহমানন ; নিরপেক্ষতা ; নির্যমতা ;  
নিরহঙ্কারিতা ও মৌন ইত্যাদি ক্রিয়া-সমূহই শাস্ত্র-রতির অনুভাব । প্রলয়  
বাতীত অথচ সচল রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব শাস্ত্র-ভক্তের হইয়া থাকে ;  
কিন্তু তাঁহার শরীরগত অভিমান-শূন্যতা-বশতঃ ঐ সকল সাত্ত্বিক-ভাব কেবল  
ধূমায়িত অবস্থা প্রাপ্ত হয় । কখন কখন জ্বলিতবৎ প্রকাশিত হয় । কখনই  
দীপ্ত বা উদ্দীপ্ত হয় না ; শাস্ত্র-রসে নির্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, ওৎসাহ,  
আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাব-সকল কখন কখন লক্ষিত  
হয় । এমতাবস্থাতে বিশিষ্ট হইয়া শাস্ত্ররস রস-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৩



২৯। কোন্ সময় প্রীতভক্তিরস প্রকাশিত হয় ?

“ব্রহ্মলীলারূপ চিদ্রস-বর্ণনে শান্তরস পরিলক্ষিত হয় না ; যেহেতু এই রস কোন বিশেষসিদ্ধ এক স্বরূপগত নয়। এতদ্বিৎস্বদান মমতাসূত্র জীবের বহুভাগাক্রমে ভগবৎস্বরূপে মমতা জন্মে। সেই মমতা জন্মিলেই শুদ্ধা রতি প্রেমরূপে পুষ্ট হয়। তখন প্রীত-ভক্তিরস প্রকাশিত হয়।

—চৈঃ শিঃ ৭।৩

৩০। বৈষ্ণব-সাহিত্যের শান্তরস কিরূপ ?

“You must love God with all the heart ; your heart now runs to other things than God, but you must as you train a bad horse make your feelings run to the loving God. This is one of the four principles of worship or what they call in *Vaishnava Literature, Shanta Rasa.*”

—“To Love God” Journal to Tajpur 25th Aug. 1871

৩১। প্রীতভক্তিরস ও দাস্তরসের বৈশিষ্ট্য কি ?

“প্রীতভক্তি-রসকে অনেক দাস্ত-রস বলেন। কিন্তু প্রীত-ভক্তি-রস দুইপ্রকার—সম্ভ্রমগত প্রীতরস ও গৌরবগত প্রীতরস। সম্ভ্রমগত প্রীত-রসকেই ‘দাস্ত’ বলা যায়। গৌরবগত প্রীত-রসকে গৌরব-প্রীত-ভক্তি-রস বলা যায়,—দাস্ত বলা যায় না।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৪

৩২। দাস্ত প্রীত কি পর্য্যন্ত উন্নত হয় ?

“দাস্ত প্রীতিতে প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।”— চৈঃ শিঃ ৭।৪

৩৩। দাস্ত-রস কি ?

“You must love God with all your mind *i.e.* when you perceive, conceive, remember, imagine and reason you must not allow yourself to be a dry thinker but must love. Love alone can soften the dryness of the intellect, you must develop the intellect on all good and holy things by means of love of truth, spiritual beauty and harmony. This is the second phase of *Vaishnava* development which passes by the name of *Dasya Rasa.*”

—“To Love God”, Journal of Tajpur, 25th Aug, 1871

( ক্রমশঃ )

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



# সন্দর্ভ-সার

( প্রীতিসন্দর্ভ—৩৩ )

প্রচুররূপে পরম মাধুর্যা অনুভব করাই গোপগণের স্বভাব। এই হেতু সকল প্রীতির চূড়ামণিরূপা পরমা প্রীতি স্বভাবতঃই তাহাদের মধ্যে উদিত হয়। আগন্তুক জ্ঞান জন্য তাদৃশ প্রীতির ব্যভিচার ঘটে না। বিষয়ীর বিষয়প্রীতির মত সেই প্রীতি অন্য জ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিষয় সকল দোষযুক্ত ইহা শুনিলেও বিষয়ীর তাহাতে গুণযুক্ত বুদ্ধিই প্রবল হয়। যাহার যাহা স্বভাব, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেও সেই স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে না। স্বভাব বলিতে স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম। ইহার ব্যভিচার হয় না। শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যা সর্বাধিক-রূপে অনুভব করাই গোপগণের স্বভাব। এজন্য মহান্ ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাঁহাদের মাধুর্যানুভবজাত প্রীতির কোন ব্যতিক্রম হয় না।

যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান অন্যের সাধ্বস সঙ্কোচ উপস্থিত করিয়া গৌরবমিশ্রাভক্তির উদ্বেক করে, তাঁহারা উহার কোন আদর করেন না। এজন্য তাঁহাদের নিকট অন্য জ্ঞান তিরস্কৃত হয়।

কোন বস্তুতে প্রবল অনুরাগ থাকিলে দৈবাৎ অনুরাগের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাহা বিনষ্ট করিতে পারে না, পক্ষান্তরে প্রিয়বস্তুর অপচয়জ্ঞানে তাহাতে উৎকণ্ঠা উৎপাদন করিয়া অনুরাগ আরও বৃদ্ধি হয়।

আগন্তুক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে গোপগণের যে প্রীতি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীনন্দ-যশোদার বাক্য—

চিরং নঃ পাহি দাশার্হ সাবুজো জগদীশ্বরঃ ।

ইত্যারোপ্যাক্ষমালিঙ্গ্য নেত্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈঃ ॥ ( ভাঃ ১০।৬৫।৩ )

অর্থাৎ হে দাশার্হ ! জগদীশ্বর তুমি অনুজের ( শ্রীকৃষ্ণের ) সহিত চিরকাল আমাদিগকে পালন কর. ইহা বলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নেত্রজলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন।

শ্রীব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর তাদৃশ স্বভাববশতঃ বসুদেব-পুত্রত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও পরমেশ্বরত্ব ব্যক্ত হওয়ার পর শ্রীবলদেবের তাঁহাদের প্রতি পুত্রোচিত ভাবের অন্যথা হয় নাই, শ্রীবলদেব সুহৃদগণকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে রথে আরোহণপূর্ব্বক নন্দগোকুলে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে গোপ-গণ ও মাতৃস্থানীয়া বৃদ্ধা গোপীগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনিও মাতা-পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ দ্বারা আনন্দিত হইলেন।



কংস উপদেবে ভীত হইয়া বসুদেব বলদেব জননী রোহিণীদেবীকে নন্দগৃহে গোকুলে পাঠাইয়া দেন। তথায় বলদেবের জন্ম হয়। বালাকালে ব্রজে লালিত-পালিত হওয়ায় শ্রীবলদেব নিজেকে গোপকুমার ও নন্দ-যশোদাকে পিতামাতা জ্ঞান করিতেন। পরে মথুরায় গেলে তাঁহার বসুদেবপুত্রত্ব প্রকাশিত হয়। ব্রজরাজদম্পতি বলদেবকে বসুদেবপুত্র জানিলেও তাঁহাকে পরপুত্র বা ঈশ্বরভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দীর্ঘকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া পুত্রভাবে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নয়নজলে সিক্ত করিয়াছিলেন।

ভক্তের স্বভাবের অনুরূপ ভগবানেরও স্বভাব প্রকটিত হয়। শ্রীবলদেবের বালালীলাবসানে বসুদেবপুত্রত্ব ব্যক্ত হইলেও তিনি ব্রজরাজদম্পতির প্রীতিবশে পূর্বের ন্যায় নিজেকে তাঁহাদের পুত্রজ্ঞান করিতেন। ব্রজে আগমনপূর্বক তাঁহাদিগকে মাতাপিতাজ্ঞানেই প্রণাম করিতেন। অখণ্ডজ্ঞান শ্রীবলদেব তাঁহাদের প্রীতিবশে নিজবাসুদেবত্ব, পরমেশ্বরত্বাদি অভিমানও বিস্মৃত হইয়া ছিলেন।

পরমৈশ্বর্য্য অনুভব করা যাহাদের স্বভাব, তাঁহারাও প্রীতিপ্রাবল্যে সময়ে সময়ে ঐশ্বর্য্যানুভবকে তুচ্ছ করেন। শ্রীদেবহুতির পতি কর্দ্দম ঋষি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে কিছুকাল পরে যখন কপিলদেব চলিয়া যান তখন দেবহুতি পুত্রবিরহে বৎসহারা গাভীর ন্যায় অবস্থায়ুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্নেহবশে বিস্মৃত হইয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনা হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন, শ্রীযুধিষ্ঠির তখন শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার জন্য হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকাদি চতুরঙ্গ সৈন্য সঙ্গে পাঠাইয়া ছিলেন।

শ্রীদেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকটকালে চতুর্ভুজত্ব প্রকাশ করায় তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছিলেন তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—সমুদ্রজে ভবদ্বৈতাঃ কংসাদহ-মধীরধীঃ। ( ভাঃ ১০।৩।২৯ ) আমি আপনার নিমিত্ত কংস হইতে ভয় পাইতেছি তজ্জন্য আমার চিত্ত অধীর হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ কংস শ্রীকৃষ্ণের কিছুই করিতে পারিবে না, ইহা জানা সত্ত্বেও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐক্লব উক্তি করিয়াছিলেন।

দেব-দানব-মানবাদি কেহই শ্রীকৃষ্ণের অর্নিষ্ঠ করিতে পারে না। তিনি সর্বেশ্বর, এ কথা শ্রীযুধিষ্ঠির অবগত ছিলেন, স্নেহবশে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান উপেক্ষিত হইয়া মাধুর্য্যজ্ঞান প্রবল হইয়াছিল।



ঐশ্বর্য্যাজ্ঞান ঈশ্বরত্ব বোধ করায় আর মাধুর্য্যাজ্ঞান নিজজন বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। মাধুর্য্যানুভবী ভক্তগণ সর্বদাই তাদৃশ ব্যবহার করেন আর ঐশ্বর্য্যানুভবী ভক্তগণ প্রীতির প্রাবল্যে তাদৃশ ব্যবহার করেন। ইহাতে দেখা যায় যে মাধুর্য্যাজ্ঞান ঐশ্বর্য্যাজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যাজ্ঞান কখনও মাধুর্য্যাজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। ইহাই মাধুর্য্যাজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।

শ্রীদেবহুতির মত শ্রীবলদেবেরও প্রীতির প্রাবল্যে ঐশ্বর্য্যাজ্ঞানের প্রতি অনাদর দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন রোহিণীহরণার্থ গিয়াছিলেন, শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের একাকী গমন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্তিতাহেতু চতুরঙ্গিনী সৈন্য লইয়া সত্তর শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীশুকদেব গোপগণের ভগবৎপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছেন—

ইথং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা  
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন  
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ  
সাকং বিজহুঃ কৃতপুণ্যপূজাঃ ॥ ( ভাঃ ১০।১২।১১ )

যে-শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মসুখানুভূতিরূপে দাস-ভক্তগণের নিকট পরমদেবতারূপে মায়াশ্রিতজনের নিকট নরবালকরূপে প্রণীয়মান হন, গোপ-বালকগণ তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই ভগবৎ-প্রসাদের হেতু পুণ্যপুঞ্জানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধনলীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

নেমং বিরিক্ষে ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাং ॥ ( ভাঃ ১০।৯।২০ )

গোপী-যশোদা বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বয়ং ব্রহ্মা-শিব, এমন কি অঙ্কলক্ষ্মীও তাহা প্রাপ্ত হন নাই।

নাযং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপীকাসুতঃ

জ্ঞানিনাঞ্চানুভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ( ভাঃ ১০।৯।২১ )

এই গোপীকাসুত ভগবান্ ভক্তিমান জনগণের যেমন সুখলভ্য, দেহি (দেহাভিমাত্রী) বা আনুভূত (অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন) জ্ঞানিগণের তদ্রূপ সুখলভ্য নহেন। এই শ্লোকটি শুকদেবের বিস্ময়বাজক।



শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—

নায়াং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ

স্বর্ঘ্যোষিতাং নলিনগন্ধকুচাং কুতোহন্যাঃ

রাসোৎসবেহস্য ভুজ-দগুগ্রহীত-কণ্ঠ-

লক্কাশিষাং য উদ্গাদব্রজবল্লবীনাম্ ॥ ( ভাঃ ১০।৪৭।৬০ )

রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদগুদ্বারা আলিঙ্গিতকণ্ঠ ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখোল্লাসরূপ যে প্রসাদ প্রাপ্তি হইয়াছিল, শ্রীভগবানে যে শ্রীর নিতান্ত রতি, তাঁহারও তাদৃশ প্রসাদ প্রাপ্তি হয় নাই, পদ্মগন্ধরতিশালিনী স্বর্ঘ্যোষিগণও ( স্বর্গের অপ্সরাগণ ) তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, তাহাতে অন্য রমণীর সে সৌভাগ্য কোথায় ?

ব্রজবাসিগণের প্রীতি মাধুর্য্যজ্ঞানময়ী, কদাচিৎ ঐশ্বর্য্য দর্শনেও প্রীতির নানতা ঘটে না বা তাহা রূপান্তরিত হয় না। তাঁহাদের প্রীতির মহিমাদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা উক্তি করিয়াছেন—

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ন

শ্চেতো বিশ্বফলাং ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যনুহৃতি ।

সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা হ্বামেব দেবাপিতা

যদ্ধামার্থস্বহংপ্রিয়াত্নতনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বংকৃতে ॥ ( ভাঃ ১০।১৪।৩৫ )

শ্রীকৃষ্ণের গোচারণলীলাকালে কোন একদিন চতুর্ন্যুখ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্যদর্শনে আকৃষ্ট হইয়া নূতন বৈভব দর্শনাকাজ্ঞীয় গোবৎস ও সখাগণকে অপহরণ করিয়া গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মার তাদৃশ ব্যাপার অবগত হইয়া তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদানার্থ যে বিচিত্র লীলা করেন, তাহাতে ব্রহ্মা নিজ ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মপ্রান্তে শরণাগত হইয়া বিচিত্র স্তুতি করিয়াছিলেন। তাহারই অন্তর্গত শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই—

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে দেব ! ঈহাদের ধাম, অর্থ, সুখ, প্রিয়, আত্মা, প্রাণ, আশ্রয় আপনার সুখের জন্য সমর্পিত, সেই ব্রজবাসিগণকে আপনি কি দান করিবেন—ইহা চিন্তা করিয়াই আমার এবং শ্রীব্যাস প্রভৃতির চিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। কারণ, সর্ব্বফলাত্মক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর



কিছুই নাই, যাহা আপনি দিতে পারেন। সবেষের অনুকরণ করিয়া পাপিষ্ঠা পুতনা নিজ-বন্ধুবান্ধবের সহিত (সকলে) আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রজ বাসিগণকে ইহা হইতে উত্তম কিছু দেওয়া উচিত, কিন্তু তাহা ত নাই।

শ্রীগোকুলসম্বন্ধেই প্রীতির আধিক্য দেখা যায়। তথায় পশুগণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে পরমপ্রীতিবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন-জন্য কালীয় হ্রদে লক্ষ্যপ্রদান করিলে বৃষ, গাভী, বৎসাদি সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক বোদনপরায়ণ হইয়া ভিতচিহ্নে দাঁড়াইয়াছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ হ্রদ হইতে উত্থিত হইলে গাভী-বৎসাদি সকলে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইল। কেবল তাহাই নহে বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, সে সকলও পুনরায় সঞ্জীবিত হইল।

গোকুলের বৃক্ষসকলেরও শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি দর্শন করিয়া শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

তদুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপাটব্যাং

যদগোকুলেহপি কতমাজ্জি রজোভিষেকম্।

যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-

স্তূত্বাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিনৃগ্যামেব ॥ ( ভাঃ ১০।১৪।৩৪ )

হে ভগবন্ ! আমার এই পরমেষ্ঠীজন্মেও নিজেকে অধন্য জ্ঞান করিতেছি, যদি আমার গোকুলে কোন একটা জন্ম (তৃণগুল্মাদি) লাভ করিয়া গোকুল-বাসী যে-কোন ব্যক্তির [দর্হি হাড়িপাদি (মেথর) কাহারও] চরণরজে অভিষিক্ত হইবার সৌভাগ্য হয় তবে আমি ধন্য জ্ঞান করিব। যে গোকুল-বাসীর জীবনস্বরূপ ভগবান্ মুকুন্দ, অত্থাপি যাহার পাদরজে শ্রুতিসকল অনুসন্ধান করিয়াও পায় নাই।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্তজিভূদেব শ্রোতী মহারাজ



# শ্রীনাথের ক্রপা

( একাক্ষ নাটিকা )

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৬ পৃষ্ঠার পর )

তৃতীয় দৃশ্য

রামচন্দ্র খানের দরবার

[ রামচন্দ্র খানের প্রবেশ ]

রামচন্দ্র—অবশেষে তৃতীয় রাত্রিও অতিক্রান্ত হ'ল ; হরিদাসের দুশ্চরিত্র-তার কোন খবর নিয়ে বারাজনা তো এখনও এলো না ! প্রথম ও দ্বিতীয় রাত্রির পর দুই দিনই বারাজনা এসে বলে গেল তখনও হরিদাসকে সে স্বপথে নিয়ে আসতে পারে নি ; তবে তৃতীয় রাত্রিতে অবশ্যই হরিদাস তা'কে অঙ্গীকার করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে । কিন্তু কৈ তৃতীয় রাত্রি অবসানের পর এতটা বেলা হয়ে গেল এখনও বারাজনার দেখা নেই ! তবে কি হরিদাসকে সাথে করে বারাজনা কোথাও ঘর বাঁধবার লালসায় পলায়ন করেছে ?

( ইত্যবসরে নায়েবের প্রবেশ )

নায়েব—(কুণ্ঠিত করতঃ) না—না হুজুর, তা' নয় ! সব ফন্দী নস্ত্রাৎ করে দিয়ে বারাজনা হরিদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে ।

রামচন্দ্র—এ্যা, হরিদাসের শিষ্যা হয়েছে একটা বারাজনা ? বেশ্যার মুখে হরিলাম ? এ তুমি কি বলছ নায়েব ? এ কি সত্য ?

নায়েব—সত্য হুজুর, ... ... সব সত্য । আমি আজ প্রাতে আমার বিশ্বস্ত অনুচরের মুখে সংবাদ পেয়েছি—বারাজনার সম্পূর্ণ পরিবর্তন !

রামচন্দ্র—বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় সে কিরূপ আছে ?

নায়েব—সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য হুজুর ! বারাজনা তার সমস্ত ধন-সম্পত্তি ব্রাহ্মণদের দান করে দিয়ে মাথা মুড়িয়ে একবস্ত্রে হরিদাসের কুটার থেকে তীব্র বৈরাগ্যের সঙ্গে নিরন্তর তুলসীসেবা ও হরিলাম কীর্তন করছে ।

রামচন্দ্র—একই কুটীরে হরিদাস ও বারাজনা পরস্পর ঘর বেঁধে নেড়া-নেড়ী হয়ে অবস্থান করলে তো ভালই হ'ল । এতে হরিদাসের সম্মান তো খর্ব্ব হবে । হাঃ—হাঃ—হাঃ ... ... !



নায়েব--হরিদাস আর সেই কুটীরে নেই হজুর ! বারাজনাকে নাম-দীক্ষা দিখেই হরিদাস কুটীর ছেড়ে গঙ্গা পার হয়ে সপ্তগ্রামের দিকে চলে গেছে । এখন সেই কুটীরে কেবলমাত্র বারাজনা একাই বসবাস করছে ।

রামচন্দ্র - কি বললে ? .. হরিদাস আর কুটীরে নেই ! যাক্ একটা আপদ বিদায় হয়েছে । এতদিনে আমার দুর্ভাবনার অবসান হ'ল ! অপবিত্র বেধম্মী হরিদাসের বিদায়ে বেনাপোলের মাটি যেন আজ পবিত্রতা ফিরে পেল ! (চিন্তিত হইয়া) ঐরূপ বারাজনা হরিদাসকে নিজের তার ফাঁদে ফেলতে গিয়ে নিজেই কি করে হরিদাসের ফাঁদে পড়ে গেল,— সেটাই আশ্চর্য্য ! কত ভাল ভাল গান থাকতে ঐ তুচ্ছ একঘেয়ে নাম-গানে বারাজনা কেন আকৃষ্ট হ'ল বলতে পার ?

নায়েব--হজুর, আমিও পূর্বে মনে করতাম ঐ নাম-গান তুচ্ছ । যদিও হরিদাসের কাছে সেদিন ঋণকালের জগু গিয়ে জেনেছিলাম যে নাম-গান আদৌ তুচ্ছ নয়, সকল শুভকর্ম্ম অপেক্ষা ঐ নাম-গান বহু গুণে শ্রেষ্ঠ কারণ নাম ও নামী সম্পূর্ণ অভিন্ন,—একই তত্ত্ব ; তথাপি সেদিন আমি ঐ কথায় বিশ্বাস করতে পারিনি । সেদিন হরিদাসের মুখে শুনেছিলাম,— দেবর্ষি নারদ তাঁর ভক্তি স্মৃতি বলেছেন,—“সঙ্কীর্ত্ত্যমানঃ শীঘ্র-সেবাবিভবত্যনু ভাবয়তি ভক্তান্”—অর্থাৎ ভগবানের নাম-কীর্ত্তনে তিনি শীঘ্রই প্রকাশিত হন এবং ভক্তের অনুভবযোগ্য হন । ঐ নামের গুণে জলে শিলা ভাসে, পঙ্খ গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, মূক ও বাচাল হয় এবং যত কিছু অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হয়ে ওঠে । হেলায় নাম উচ্চারণ করলেও মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হয়ে থাকে ; আর প্রজ্ঞাপূর্ব্বক নিরপরাধে নাম-কীর্ত্তন করলে চিত্ত-বৃত্তি সকল নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ হয়ে তন্ময় হয়ে যায় ও বিস্তৃত প্রেম লাভ হয় । দেবর্ষি নারদ আরও বলেছেন,—“হরিনামপরান্ মর্ত্ত্যান্ ন কলির্বাধতে ক্চিৎ”—অর্থাৎ ‘হরিনামপরায়ন ব্যক্তিদের সাধনাদ্বে কলি কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না ।’ হরিদাস-কথিত ঐ সমস্ত ও আরও অনেক উপদেশ সেদিন আমার কাছে তুচ্ছ বলে বোধ হয়েছিল । এখন আমরা বহু চেষ্টা করেও হরিদাসের সাধন-ভজনে বাধা সৃষ্টি করতে না পারায় ও সুন্দরী বারাজনা নাম সাধনে আকৃষ্ট হওয়ায় নারদের ঐ উক্তিগুলির যথা ও প্রামাণিকতা অনুভূত হচ্ছে । যে নাম-গানে আকৃষ্ট



হয়ে বারাজনা তার বেশা-বস্ত্র পরিত্যাগ করে তীব্র বৈরাগ্যের বেশ ধারণ করেছে সেই গানকে তুচ্ছ বলি কি করে ?

**রামচন্দ্র**—(সক্ৰোধে) তুমিও হরিদাসের বড় অনুগামী হয়েছেো দেখছি ! তোমার ঐ উপদেশগুলি শোনাবে ভীক, কাপুরুষ লোকদেরকে ও দুর্বল নারীদের। এই রামচন্দ্র খান তোমার উপদেশ শোনার প্রত্যাশী নয় ! আমি দাবার চাল ঠিকই দিয়েছিলাম ; ঐ বারাজনা যে এত অপদার্থ ও দুর্বল-চিন্ত-সম্পন্ন তা' জান্তাম না ! নইলে হরিদাস ছোঁড়াটার ফাঁদে আবদ্ধ হয় ?

**নায়েব**—হুজুর, আমার মনে হয় ঐ হরিদাসের মুখনিঃসৃত নাম-কীর্তন ও শাস্ত্র-বাণী শ্রবণ করলে আপনিও হয়তঃ তাঁর ঐ ফাঁদে পড়ে যেতেন ! শুনেছি বিষয়-স্বখ-অভিলাষী বা অতৃপ্তকামীজন যদি কৃষ্ণনাম ভজন-পরায়ন হয় তবে ভগবান্ সেই ভক্ত-পরায়ণ ভক্তকে নিজ-চরণামৃত দান করে তার সে' কামনা ভুলিয়ে দিয়ে তাকে বিমুক্ত প্রেম প্রদান করেন। এক্ষেত্রে ঐ বেশা পাপ-বাসনা নিয়ে হরিদাসের কাছে উপস্থিত হলেও ধৈর্য্য-সহকারে নাম-শ্রবণ করতে করতে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ও ভাগবতপ্রবর হরিদাসের কৃপায় বিমুক্ত-প্রেম লাভ করে শুদ্ধ-ভক্তে পরিণত হয়েছে। এখন ঐ বেশা পরম মহাত্মী হওয়ায় তার দর্শনে সাধু-সজ্জনগণ ইতি-মধ্যেই যাতায়াত শুরু করে দিয়েছেন ! একেই বলে নামের কৃপা !

**রামচন্দ্র**—তুমিও সেই মহাত্মীকে দেখবার জন্ত সেখানে যাবার উত্তোগ করছ নাকি ?

**নায়েব**—নামের প্রতি বারাজনার নিষ্ঠা দেখবার জন্ত আমারও ইচ্ছা জাগে হুজুর ! কিন্তু আপনাকে ছেড়ে কি করে যাই ?

**রামচন্দ্র**—যাও,—তুমিও যাও নায়েব ! নামের প্রতি তোমারও আকর্ষণ মন্দ নয় দেখছি। বারাজনার পরিবর্তনের ঘটনা শুনে তোমারও মনের গতি বিকৃত হয়েছে। আমি জমিদার ; —জমিদারের বিক্রম ও তেজ এখনও আমার রক্ত-কণিকায় ও শিরায় শিরায় প্রবাহিত। আমি তোমার মত দুর্বল-চিন্ত নই। তোমার স্বভাব দাসত্ব আর আমার স্বভাব প্রভুত্ব করা ; কাজেই তোমার ও আমার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্তমান ! হরিদাসের দাসত্ব স্বীকার করা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয় ; কিন্তু আমি তা' পারি না ;—পারবও না। ভিত্তারী ও সাধুবেশী ভণ্ড হরিদাসের



কাছে নতি স্বীকারের অর্থই কাপুরুষতা। তুমি জেনে রেখো এই  
রামচন্দ্র খান কাপুরুষ নয়! তোমার ও হরিদাসের দৌড় দেখলাম,—সে  
আজ পলাতক; এইবার বারাজনার দৌড়টাই দেখি! (প্রস্থান)

নায়েব—খান সাহেবের কি মতিভ্রম হয়েছে? নামতত্ত্বের আচার্য্য হরিদাস  
ঠাকুরের একরূপ মহিমা দেখেও উনি ঠাকুরকে এখনও চিন্তে পারলেন  
না! একটা বারাজনার মন ফিরিয়ে দিয়ে হরিদাস ঠাকুর যে নামের  
মাহাত্ম্য প্রচার করলেন তাহা কি অসত্য? হার, ঐ বারাজনার প্রতি  
নামের এমন কৃপা লক্ষ্য করে ও নাম-সাধনের মাহাত্ম্য দেখেও খান  
সাহেবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ হেতু তা' উপ-  
লব্ধিভূত হ'ল না! ঠাকুরের অমন্দোদয়-দয়া সত্যই সুনির্মলা ও নিত্য-  
ভক্তিবিনোদ! আজ খান সাহেব নামের প্রতি অবজ্ঞা ও বৈষ্ণব-  
অপরাধের ফলে অসুর-সমান হয়ে উঠেছেন। আমি ঠাকুরের নিকট  
শ্রুত নামের মাহাত্ম্য বলায় খান সাহেব আজ আমার উপরও বিরূপ  
হলেন! হরিদাস ঠাকুরের প্রশংসা ও নামের মাহাত্ম্য শুনে খান  
সাহেব নারাজ! দেবতার প্রশংসা কি কোন কালে অসুরের কানে  
ভাল লেগেছে? অথবা অসুরেরা কুপিত হয়েও কি দেবতার দেবত্ব হানি  
করতে পেরেছে? দেবত্বের মহিমা চিরদিনই অম্লান গৌরবোজ্জ্বল!  
আজ খান সাহেবও কুপিত হয়ে নর-দেবতা হরিদাস ঠাকুরের কোন  
অনিষ্ঠ করতে পারলেন কি? হরিদাস ঠাকুরের অপরাজেয় স্বত্বগুণাবিত  
দেব-ভাবের কাছে অসুর-ভাবাপন্ন খান সাহেবের কুটিল চক্রান্ত আজ  
বার্থতায় পর্যাবসিত! হরিদাস ঠাকুর বেনাপোলের ঐ কুটীর ছেড়ে চলে  
গেছেন বলে খান সাহেব ভাবছেন হরিদাস তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে  
গেছে। কিন্তু হরিদাস কি কারও ভয়ে ভীত হয়?

যে কৃষ্ণনাম যাবতীয় ভয়ের ভীতিস্বরূপ সেই নামের আশ্রয়কারী  
শুদ্ধ বৈষ্ণবকে কোন ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারে না। খান সাহেবের  
কুটিল চক্রান্ত, বারাজনার মোহ-আকর্ষণ প্রভৃতি কোন কিছুই শুদ্ধ  
বৈষ্ণব হরিদাসের মনে কণামাত্র ভয়ের উদ্রেক করতে পারে নি। খান  
সাহেবের প্রেরিত বারাজনা হরিদাসকে তার মোহ-ফাঁদে বন্দী করতে  
গিয়ে নিজেই হরিদাসের কাছে নামের প্রভাবে ভববন্ধন-দশা হইতে পরি-  
ত্যাগ পাইয়া পরম মহাত্মীতে পরিণত হয়েছেন। এইভাবে ঠাকুর হরিদাস



খান-সাহেবের প্রেরিত বারান্দনাকে অনুগতা শিষ্য করে নেওয়ায় খান-সাহেব তার চক্রান্তের ব্যর্থতা ও অপমানের গ্লানি ভুলবার জন্যই 'হরিদাস পলাতক'— এইরূপ উক্তি করে আত্মতুষ্টির অংগারণা করছেন ! হায়, খান-সাহেব আজ তার দুঃস্বপ্নের জন্ত যেমন অধঃপতিত, তেমনি আমিও তার কর্মচারীরূপে বহু পাপে লিপ্ত ! ঐ খান-সাহেবের প্ররোচনা ও প্রলোভনে ভুলে যে অন্তায় কাজ করেছি তজ্জন্তু সেই নাম-প্রেমী হরিদাস ঠাকুরের পদতলে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কোন গতান্তর নেই ! যাই,—ঠাকুরের পদতলে লুটিয়ে পড়ে বলি গে,—ওগো ঠাকুর, তোমার নিত্য দাসত্ব দিয়ে আমার কলুষতা মোচন করে আমায় উদ্ধার কর !

জয় কৃষ্ণনামের জয় !

জয় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জয় !!

( প্রস্থান )

—অবনিকা—

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

## বাণাসুর

বাণাসুর ভগবদ্ভক্ত শ্রীবলিমহারাজার শত-পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র। বৈষ্ণব গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও সে অত্যন্ত শিবভক্ত ছিল। এই বাণাসুর শোণিত-পুরে রাজত্ব করিত। শিবের প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার ভয়ে ভীত হইয়া ভূত্যের ন্যায় অবস্থান করিতেন। বাণাসুর সহস্র হস্তে বাণ করিয়া শ্রীমহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। মহাদেব তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে বাণাসুর মহাদেবকে নিজ-পুত্রীর পালকরূপে প্রার্থনা করিয়াছিল। বাণাসুরের কন্যা উষা একদিন শ্রীঅনিরুদ্ধের সহিত সপ্নসদৃশ লাভ করিয়াছিল। সেই উষা একদিন স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া “হে প্রিয় ! তুমি কোথায় আছ”— এই বলিয়া ব্যাকুলতা-সহকারে জাগ্রত হইল এবং সখীগণকে দেখিতে পাইয়া লজ্জিতা হইল। বাণাসুরের কুস্তাণ্ড-নামক এক মন্ত্রী ছিল। সেই মন্ত্রীর কন্যা চিত্রলেখা উষার সহচরী ছিল। উষার কোন পতি নাই, অথচ স্বপ্নে উষাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া চিত্রলেখা উষাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে



কাহার অনুসন্ধান করিতেছে। উষা চিত্রলেখাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিল যে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের জন্ম তাহার চিত্র ব্যাখ্যিত আছে। এই কথা শুনিয়া দেব-গন্ধর্বাদির ও বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণের বহুচিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। অনন্তর উষা প্রহ্মায়ের চিত্র দর্শনে স্বপ্ন-জ্ঞানে লজ্জিত হইল। এবং অনিরুদ্ধের চিত্র-দর্শনে লজ্জানম্র-বদনে ঈষৎ হাস্য করিয়া ‘ইহাই আমার অভীষ্ট পুরুষ’ বলিয়া নির্দেশ করিল; তখন যোগবলসম্পন্ন চিত্রলেখা নির্দিষ্ট পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া আকাশপথে দ্বারকায় উপস্থিত হইল। সে যোগবলে দ্বারকায় সুরমা পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে গ্রহণপূর্বক শোণিতপুরে আগমন করিয়া উষার অভিলষিত প্রিয়পতিকে প্রদান করিল। উষা নিজ পতিকে পাঠিয়া সানন্দে নিজগৃহে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল। এই সংবাদ ক্রমশঃ বাণাসুরের কর্ণে পৌঁছিলে বাণাসুর ব্যাখ্যিত-চিত্রে সত্ত্বর কন্ডা-গৃহে গমনপূর্বক অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইল। শ্রীঅনিরুদ্ধ ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি সেই সময় উষার সহিত অঙ্কজীড়া করিতেছিলেন। বাণাসুর তাহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল। বাণাসুর-সৈন্য অনিরুদ্ধকে আক্রমণ করিলে নির্ভীক শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রবলবেগে সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিলেন। অনন্তর মহাবল বাণাসুর অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করিলে উষা তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

যাদবগণ প্রায় চারিমাস কাল অনিরুদ্ধের কোন সন্ধান না পাইয়া চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন, পরে শ্রীনারদের শ্রীমুখে শ্রীঅনিরুদ্ধের বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যাদবগণ বহু সৈন্য-সহ শোণিতপুরে গমনপূর্বক বাণাসুরের পুরী আক্রমণ করিলে বাণাসুর বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া যাদবগণকে বাধা প্রদান করিল। বাণাসুরের সাহায্যার্থ কার্ত্তিকেয় ও প্রমথগণের সহিত মহাদেব স্বয়ং নন্দী-নামক বৃষভে আরোহণপূর্বক শ্রীরাম-কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্করের মধ্যে এবং প্রহ্মায় ও কার্ত্তিকেয়ের মধ্যে রোম-হর্ষকর যুদ্ধ আরম্ভ লইল। কুস্তাঙ ও কূপকর্ণের সহিত শ্রীবলদেবের, বাণপুত্রের সহিত শাস্ত্রের এবং বাণের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ দর্শনার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বিমানে সমাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা শঙ্করের অমুচর ভূত, প্রেত, প্রমথ, পিশাচ, ডাকিনী, বেতাল ও ব্রহ্ম-রাক্ষসগণকে বিতাড়িত করিলেন। শ্রীশঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত অস্ত্র নিবারণপূর্বক জুস্তনাস্ত্রে শঙ্করকে জুস্তিত ও মোহিত করিলেন।



আচার্য্যকেশরী পরমহংসকুলচূড়ামণি  
নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী  
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের  
পঞ্চম বার্ষিক বিরহ-তিথি-বাসন্তের  
ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

[ পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪০ (ক) পৃষ্ঠার পর ]

( ৭ )

আজি সেই নিদারুণ বিরহের দিনে ।  
জাগিছে তোমার শ্রীমুরতিখানি মনে ॥  
সুন্দর নেত্রদ্বয় ঘুরিত নিরন্তর ।  
সোনার কমলে যেন ফিরিত ভ্রমর ॥  
হে গুরুদেব ! হারায় তোমায় ।  
তপ্তমরুসম সদা জ্বলিছে হৃদয় ॥  
শ্রীপাদপদ্ম দর্শন আর কি পাইব ?  
তুষা অদর্শনে প্রভু কেমনে রহিব ॥  
বহু যোনি ভ্রমি প্রভু লইলু শরণ ।  
অহৈতুকী কৃপা কর হে পতিতপাবন ॥  
তব সম দীনবৎসল না দেখি যে আর ।  
খুজিয়া দেখিলেও সারা বিশ্ব-মাঝার ॥  
গৌড়ীয়-ভাস্কর তুমি হলে অন্তর্হিত ।  
ঘোর অন্ধকার আসি পুরিল জগত ॥  
তোমার বিরহে আজি কান্দে ভক্তগণ ।  
হে দেব, কৃপা করি দাও দর্শন ॥  
পতিত উদ্ধার লাগি গৌরপ্রের্তবর ।  
অবতীর্ণ হয়েছিলে ভারত-মাঝার ॥



শ্রীগৌরান্দ-মনোভীষ্ট প্রকাশি জগতে ।  
 ডুবাইলে ভক্তে, ভক্তিবিনোদ-ধারাতে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে মত্ত করালে ভুবন ।  
 শিখাইলে সর্ব শ্রেষ্ঠ রূপানুগ-ভজন ॥  
 হে গুরুদেব ! শরণাগতের জীবন ।  
 তুমিই ভক্তগণের আপনার জন ॥  
 দয়ার ঠাকুর নিতাই পর দুঃখ জানে ।  
 হরিনামের মালাগাথি দিল জগজনে ॥  
 সিংহের হুঙ্কারে সদা শ্রীচৈতন্য-বাণী ।  
 বিশ্বভরি বিলাইলা মৃত-সঞ্জিবনী ॥  
 বহু মঠ-মন্দির শ্রীকৃষ্ণ-নিকেতন ।  
 একাধারে স্থানে স্থানে করিল স্থাপন ॥  
 নবদ্বীপ-পরিভ্রমায় লইয়া ভক্তগণ ।  
 বহু সুসন্তোরে কৈলে তাহা প্রচারণ ॥  
 ব্রজধাম, গৌরধাম ভিন্ন কভু নয় ।  
 যেই কৃষ্ণ, সেই গৌর, জানালে নিশ্চয় ॥  
 ভক্তগণ সুবেষ্টিত তুমি দয়াময় ।  
 তব প্রভুর বাণী বোলেছিলে অমায়ায় ॥  
 বিপুল উৎসাহে সবে করেন প্রচার ।  
 বিন্দুমাত্র কোন ভয় নাহিক কাহার ॥  
 অতীতের শ্রীমুখ-বাণী হৃদয়ে জাগয় ।  
 সত্য গুরুপাদপদ্ম, সত্য বাণী হয় ॥  
 দুঃখের অধিক দুঃখ কাহাকে জানাই ।  
 অন্তর্দ্বান-লীলা এবে শ্রীগুরু-গোসাঁই ॥  
 শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের স্বায়ংলীলায় ।  
 শারদীয়া পূর্ণ রাসে করিলে বিজয় ॥



জয় জয় শ্রীগুরুদেব প্রণমি তোমারে ।  
 অমার্জনীয় সব অপরাধ ক্ষমহে আমারে ॥  
 সাধন-ভজন মুই কিছুই না জানি ।  
 ভূমিত মোদের প্রভু ভরসা-পরানী ॥  
 অন্ধ জনের কি শক্তি পথ চলিবারে ।  
 যষ্টি যদি সহায়তা না করে তাহারে ॥  
 হা হা গুরুদেব, অদোষদরশী ; করহ করুণা দান ।  
 জন্মে জন্মে প্রভু, এই অধমারে, শ্রীচরণে দেহ স্থান ॥

অধমা সেবিকা—

“গিরিবালী”

( ৮ )

জয় জয় গুরু (দেব),      শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান  
 ধন্য তুমি মূর্ত্তিমান ।  
 করিতে শোধন,      মানব-জনম,  
 গুরুরূপে প্রকটন ॥  
 বৈকুণ্ঠ-বাণী      অবনীতে আনি,  
 উদ্ধারিতে বদ্ধজীবে ।  
 শোধিয়া সবার,      হৃদ-ভূনিবার,  
 সিংহ-হৃষ্কার রবে ॥  
 রূপানুগ-বাণী      শ্রেষ্ঠ করি মানি,  
 প্রচার করিলা বিস্তর ।  
 নাসি তম-অন্ধ,      পতীত-পাষণ্ড,  
 কৃপা কৈলে সুবিস্তর ॥  
 পরতত্ত্বজ্ঞান,      অতি গুহ্য জ্ঞান,  
 জড়জ্ঞানে (জানা) অসম্ভব ।  
 তুমি কৃপাময়,      শুদ্ধ তত্ত্বময়,  
 দিতে পার সে বৈভব ॥



(তব) বিরহ-কাতর                      হয়ে বহুতর,  
আছে সর্ব ভক্তগণ ।

মহীমা তোমার,                      হয় যে অপার,  
বর্ণিতে পারে কি এ' জন ॥

করি যুক্তিবাদ,                      নাশি মায়া-বাদ,  
স্থাপি নানা শাস্ত্রমত ।

নাশি কু-মত,                      স্থাপিয়া সু-মত,  
করিল সিদ্ধান্ত কত ॥

অতি মূর্থ হীন,                      এ পতীত দীন,  
বুঝি না ( তব ) মহীমা-তত্ত্ব ।

এবে কৃপা করি,                      এ অধম পরি,  
দেখাও তব মহত্ত্ব ॥

করিয়া যতন,                      ওহে মহাজন,  
কৃপা কর এ দীন জনে ।

দিয়া কৃষ্ণধন,                      ঘুচাও বন্ধন,  
কাঁদিছে পামর জনে ॥

জনমে জনমে,                      ঐ রাঙা চরণে,  
থাকে যেন শুদ্ধা ভক্তি ।

বিষয়-বাসনা,                      দূর হউক মোর,  
দৃঢ় হউক অনুরক্তি ॥

ঐ রাঙা চরণ,                      অমূল্য রতন,  
পূজিবার সদা আশ ।

করিয়া কাকুতি,                      জানায়ে প্রণতি,  
সেবা মাগে নরহরিদাস ॥

শ্রীগুরুকৃপালেশ-প্রার্থী—  
“নরহরি”



( ৯ )

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।  
 তব পদযুগলে মম অসংখ্য প্রণাম ॥  
 ভূমিতো করুণাময় পতিতপাবন ।  
 মোসম পাপীরে তারিতে, তব আগমন ॥  
 ছরাচার বলি মোরে না করিলে উপেক্ষা ।  
 সংসার-সাগর হইতে করিতে রক্ষা ॥  
 আমি নিত্য কৃষ্ণদাস—ইহা গিয়া ভুলি ।  
 মায়াদাস হইয়া ভবে চিরদিন ঘুরি ॥  
 কৃপা করি ঘুচাও হৃদয়ের আঁধার ।  
 অলীক মোহের বন্ধন ঘুচাও আমার ॥  
 আজি তব এই অপ্রকট-তিথি-বাসরে ।  
 কত শত ভক্ত পূজিছেন ভক্তি-উপচারে ॥  
 আশা জাগে হৃদয় মাঝে করি তব বন্দন ।  
 কিন্তু, কলুষ ভরা চিত্তে নাহি ভক্তি-সাধন ॥  
 তোমা বিনা শূন্যময় দেখি এ' ভুবন ।  
 বিরহানলে সদা দগ্ধ হইতেছে জীবন ॥  
 ভক্ত জন ভক্তিনেত্রে তোমায় করে দরশন ।  
 অভক্ত চক্ষুহীনের কভু নহেত দর্শন ॥  
 বার্কিকের আগমনে আয়ুরবি হইতেছে ক্ষীণ ।  
 ভাহাতেই আমি তো শুদ্ধা-ভক্তি-রতি-হীন ॥  
 হে প্রভো ! এই আশীষ কর এ' দীনা পামরে ।  
 লভি যেন সেবাধিকার জন্ম জন্মান্তরে ॥

শ্রীচরণ-সেবাভিলাষিণী—

( শ্রীমতী ) “সরযু” ( সাধু )



( ১০ )

প্রাণের ঠাকুর হে ভাস্কর, হে কেশব সন্ন্যাসী ।  
 গৌড়-রাজ্যে—উদিলে যে তুমি প্রেম-ভক্তি পরকাশি ॥  
 পূর্ব বাঙ্গালার জমিদার-গৃহে, অরুণ-উদয়-কালে ।  
 আসিলেগো তুমি আলোক, জনক-জননী-কোলে ॥  
 বালক-কালেতে পড়াশুনা আর ধর্ম্মেতে অনুরাগী ।  
 এই ছিল তব সাধনার ধন শাস্ত্রেতে মনোযোগী ॥  
 ক্রমে যৌবনে জমিদারী তব আসিল তোমার হাতে ।  
 সুষ্ঠুরূপেতে শাসন করেছ সুখে ছিল সব তাতে ॥  
 পরে কোনদিনে প্রভুপাদ সনে মিলন তোমার হ'লে ।  
 সংসার-সুখ ছাড়িলেক তুমি প্রভুপাদ-কৃপা পেলে ॥  
 শ্রীল সরস্বতী-চরণকমলে নিজেরে সঁপিয়া দিলে ।  
 থাকিলেক সেথা প্রভুর আদেশে বিরাগীর পথ নিলে ॥  
 আচারে-প্রচারে তুমি সুনিপুণ সরস্বতীর প্রাণ ।  
 প্রভুপাদ সনে মিলন তোমার যথা মণি-কাঞ্চন ॥  
 কিছু দিন পরে শ্রীল প্রভুপাদ চলিয়া গেলেন সেথা ।  
 দানিয়া তোমারে সেবাধিকার, প্রচারের ভার (দিলে) হেথা ॥  
 গুরুর মহিমা গোরের বাণী পত্রিকায় ছাপাইলে ।  
 পতিত, অধম, পামরে হারিতে ঘরে ঘরে পাঠাইলে ॥  
 ভকত জনেরে আশ্রয় দানে স্থাপিয়াছ আশ্রম ।  
 কত সাধুজন তব নিজজন লইল সেথায় স্থান ॥  
 তব গুণ-কীর্তন করিতে সাধ্য নাই মোর, কি বলিব প্রভু ।  
 তোমার অশেষ করুণার কথা নাহি যেন ভুলি কভু ॥  
 আজি এ' তোমার বিরহ-তিথির পাঁচটি বছর হল ।  
 তোমার এই বিরহ-বাসরে, আমার প্রণাম লহ ॥



স্থাপিয়া গিয়াছ বেদান্ত সমিতি জগতের কল্যাণে ।  
 তোমার আশীষে সমিতি রয়েছে এখনও অম্লানে ॥  
 তব প্রেষ্ঠজন রাখিয়া গিয়াছ মোর শ্রীল গুরুদেব ।  
 প্রহরী রূপেতে সদা জাগ্রত আছেন নারায়ণ দেব ॥  
 ত্রিবিক্রম দেব আছেন সদাই উনাদের পাশে পাশে ।  
 উদ্ধারণে থাকেন, কিন্তু মাঝে মাঝে হেথা আসে ॥  
 তোমার প্রাণের কৃষ্ণকুপাতো জননীরূপেতে আছে ।  
 সকল প্রভুরে করে সমাদর থাকে তোমারই কাছে ॥  
 নিক্ষিপ্ত সেবক-রূপে নিতাই প্রভুর নাম ধরি ।  
 তাঁহার সেবার আদর্শ যেন আমার হৃদয়ে ধরি ॥  
 কৃপাসিন্ধু প্রভু অনলস ভাবে করেন সেবার কাজ ।  
 নারায়ণ দেব উপাধি দিলেন তাঁহারে “ভকতরাজ” ॥  
 নবযোগেন্দ্র প্রভুজী আছেন সদা মুদ্রণ-বিভাগেতে ।  
 তোমার বাণী, তোমার আদর্শ ছাপাইছে কাগজেতে ॥  
 এমন বহুত তব প্রিয়জন মিশনের সেবা করে ।  
 সকল সময় ভক্তি করিয়া তোমারে প্রণাম করে ॥  
 তাঁহাদের গুণ কীর্তন করা নাহিক সাধ্য মোর ।  
 আমার চিন্তে সদা অপরাধ বিষয়-সুখেতে ভোর ॥  
 কি আর বলিব এ দুঃখের কথা তুমিত সবই জান ।  
 কৃপা করে প্রভু সংসার থেকে আমারে টানিয়া আন ॥

কৃপাকণাপ্রার্থী—

“সুধানিধি”



# শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

( গভঃ-রেজিষ্টার্ড )

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

তেষরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ ; ইং ১৬।১২।৭৩

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘা-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৮৭ শ্রীগৌরাদ ; ২৬শে মাঘ ১৩৮০ সাল ( ইং ১২।২৭ ) শনিবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব ( মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া )- তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ, ২৮শে মাঘ ( ইং ১১।১২।৭৪ ) সোমবার ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর ( মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী ) পর্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্তানুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শনিবার পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। রবিবার পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। সোমবার পূর্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব-সম্বন্ধে আলোচনা।



শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

* নমঃ অমৃতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথার যঃ। *	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়স্যঃ সুপ্রসীদতি ॥</p>	* নোংপাদমেরেবদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥ *
---	---	---

সেই বর্ষ শ্রেষ্ঠ বাতে আশ্ব-পরসন্ন । অহোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥	অত্র ধর্ম স্পষ্টরূপে পালে যেই জন । হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥
---	---

২৫শ বর্ষ {	সঙ্কর্ষণ, ৬ মাঘ, ৪৮৭ গৌরাক সোমবার, ২২ পৌষ, ১৩৮০ ; ইং ১৪১১/১২৭৪	} ১১শ সংখ্যা
------------	---	--------------

সানুবাদং

## শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্ [ শ্রীল-রূপ-গোশ্বামি-বিরচিতম্ ]

॥ ত্রিভঙ্গ্যাং দণ্ডকত্রিভঙ্গী ॥

শ্রিতমঘজলধেবহিত্রং চরিত্রং সুচিত্রং বিচিত্রং  
 ফণিত্রং সমিত্রং পবিত্রং লবিত্রং রুজাম্ ।  
 জগদপরিমিতপ্রতিষ্ঠং পটিষ্ঠং বলিষ্ঠং গরিষ্ঠং  
 বরিষ্ঠং অদিষ্ঠং সুনিষ্ঠং দবিষ্ঠং ধিতাম্ ।  
 নিখিলবিলসিতেহভিরামং সরামং মুদা মঞ্জুদাম-  
 ন্নভামং ললামং ধৃতামন্দধামনয়ে ।  
 মধুমথন হরে মুরারে পুরারেরপারে সসারে  
 বিহারে সুরারেরুদারে চ দারে প্রভুম্ ।



স্মুরিতমিনসুতাতরঙ্গে বিহঙ্গেশরঙ্গে গঙ্গে-

ঐভঙ্গে ভুজঙ্গেন্দ্রসঙ্গে সদঙ্গেন ভোঃ ।

শিখরিবরদরীশান্তং প্রয়াস্তং সকান্তং বিভান্তং

নিতান্তঞ্চ কান্তং প্রশান্তং কৃতান্তং দ্বিষাম্ ।

দনুজহর ভজামানন্তং সুদন্তং হৃদন্তং দৃগন্তং

হসন্তং বসন্তং ভজন্তং ভবন্তং সদা ॥ বীর ॥

হে মধুসূদন ! হে হরে ! হে মুরারে ! হে দনুজহর ! আমি তোমাকে সর্বদা ভজনা করিতেছি, তুমি পাপার্ণবের মহানৌকাস্বরূপ বিচিত্রলীলা বিস্তার করিয়াছ, তোমার লীলাগান করিলে অজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞানলাভ করে, তুমি সর্পাকার সুদর্শন নামক বিদ্যাধরকে পরিত্রাণ করিয়াছ, তোমাকে স্মরণ করিয়া যোদ্ধগণ যুদ্ধে জয়লাভ করে, তোমার চরিত্র অবিদ্যা নিবারক ও সংসাররোগের বিনাশক, জগতে তোমার অসীমকীর্তি প্রকাশ পাইতেছে তুমি কার্যদক্ষ ও মহাবলপরাক্রান্ত, তুমি গুরুর গুরু ও মহতের মহৎ, তুমি মৃদু ও অমোঘব্রত, তুমি বুদ্ধির অগোচর, তুমি বিবিধ বিলাসপ্রিয় তুমি বলদেবের সহচর, তুমি মনোহর বনমালায় সুশোভিত, তুমি ক্রোধরহিত, তুমি ভুবনভূষণ, তোমার অসামান্য প্রভাব, তোমার উৎকৃষ্টলীলা মহাদেবের অগমা, তুমি অসুরগণের সংহারে সমর্থ, তুমি ভুজগরাজ কালিয়নাগের দর্পচূর্ণ করিবারনিমিত্ত সমুদ্রের ন্যায় অতি গভীর কালিন্দীজলে নিমগ্ন হইয়াছিলে, তোমার তৎকালোচিত রূপ সন্দর্শনে খগরাজ গরুড়ের অদ্ভুত জ্ঞান হইয়াছিল, তুমি বিলাসের নিমিত্ত ব্রজরমণীগণে পরিবৃত্ত হইয়া গিরিগুহারূপ রমণীয় আলায়ে গমন কর, তোমার রূপ অতিশয় মনোহর তুমি প্রশান্তচিত্ত হইলেও ভক্তদ্রোহি অসুরগণের কৃতান্তস্বরূপ, তুমি সর্বব্যাপক, মুক্তামালার ন্যায় তোমার দন্তাবলী, তুমি গোপিকাগণের প্রতি কটাক্ষভঙ্গী বিস্তার কর, তোমার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত, তুমি শ্রীহৃন্দাবনে ঋতুরাজ বসন্তের প্রতি প্রীতি প্রকাশ কর ।

পীত্বা বিন্দুকণং মুকুন্দ ! ভবতঃ সৌন্দর্য্যসিন্ধোঃ সৰ্ব্বং

কন্দর্পশ্চ বশং গত। বিমুমূহঃ কে বা ন সাধবীগণাঃ ?

দূরে রাজ্যময়দ্বিতস্মিতকলাভ্রবল্লগীতাণ্ডব-

ক্রীড়াপাঙ্গতরঙ্গিতপ্রভৃতয়ঃ কুবর্বন্ত তে বিভ্রমাঃ ॥



হে মুকুন্দ ! সাধ্বী ব্রজরমণীগণ তোমার সৌন্দর্য্যাসিকুর বিন্দুমাত্র পানে  
কামপরবশ হইয়া বিমোহিত হইয়াছে, অতএব সম্প্রতি ত্বদীয় মন্দহাস্য, দ্রক্ষেপ,  
অপাঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি বিলাস সকল স্বাধীন হইয়া অপর স্থানে রাজ্য শাসন  
করুক অর্থাৎ শ্রীরূদাবনবাসিনী গোপিকাগণ তোমাকে দেখিয়াই তোমার  
বশীভূত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগকে আয়ত্ত করিবার জন্য আর বিশেষ যত্ন  
করিবার প্রয়োজন নাই।

চারুতটরাসনট গোপভট পীতপট পদ্মকর দৈত্যহর

কুঞ্জচর বীরবর নর্ম্মময় কৃষ্ণ জয় নাথ ॥

তুমি রমণীয় কালিন্দীপুলিনে রাসক্রীড়া কর, শ্রীদামাদি গোপবালক  
তোমার প্রধান সহচর, তুমি পীতবসনে সুশোভিত, অম্বুজের সদৃশ তোমার  
করযুগল, তুমি দৈত্যগণের সংহারকারী, হে নাথ ! হে কৃষ্ণ ! তুমি বীর-  
শ্রেষ্ঠ ও ক্রীড়া-কৌতুকপরায়ণ অতএব তোমার জয় হউক।

সংসারান্তিসি দুস্তরোভিগহনে গন্তীরতাপত্রয়ী-

কুন্তীরেণ গৃহীতমুগ্রমতিনা ক্রোশন্তমন্তুর্ভয়াৎ ।

দীপ্রেণাচ্চ সুদর্শনেন বিবুধক্লান্তিচ্ছিদাকারিণা

চিন্তাসন্ততিরুদ্ধমুদ্ধর হরে ! মচ্ছিত্তদন্তীশ্বরম্ ॥

হে হরে ! মদীয় চিত্তহন্তী দুস্তর তরঙ্গমালায় পরিব্যাপ্ত এই অগাধ  
সংসারসরোবরে অতি ভয়ানক তাপত্রয়রূপ কুন্তীরাক্রান্ত হইয়া ভয় ও চিন্তায়  
আকুল হইয়া অতিশয় ক্রন্দন করিতেছে অতএব তুমি কৃপা করিয়া গজেন্দ্র-  
মোক্ষের ন্যায় দীপ্র সুদর্শনাস্ত্রদ্বারা ইহাকে উদ্ধার কর।

॥ বিদগ্ধত্রিভঙ্গী ॥

চণ্ডীপ্রিয়নত চণ্ডীকৃতবলরপ্তীকৃতখলবল্লভ বল্লব

পট্টাস্বরধর ভট্টারক বকুটাক ললিতপণ্ডিতমণ্ডিত

নন্দীশ্বরপতিনন্দীহিতভর সন্দীপিতরসসাগর নাগর

অঙ্গীকৃতনবসঙ্গীতক বরভঙ্গীলবহ্নতজঙ্গমলঙ্গিম

উর্ব্বীপ্রিয়কর খর্ব্বীকৃতখল—দবর্বীকরপতিগর্বিতপর্বত

গোত্রাহিতকর গোত্রাহিতদয় গোত্রাধিপধৃতিশোভনলোভন

বন্যাস্থিতবল্লকন্যাপটহর ধন্যশয়মণিচোর মনোরম

শম্পারুচিপট সম্পালিতভবকম্পাকুলজন ফুল্ল সমুল্লস ॥ ধীর ॥



হে নাথ ! তুমি মহাদেবের নমস্, তুমি প্রচণ্ড বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া  
 দুষ্টি দানবমহিষীদিগকে বিধ্বা করিয়াছ, অর্থাৎ নিখিল অসুর নিপাত  
 করিয়াছ। পীতাম্বর ! হে গোপরাজ ! তুমি বকাসুরের নিহন্তা, তুমি পণ্ডিত-  
 মণ্ডলীর ভূষণ, তুমি নন্দমহারাজের আনন্দকর, তোমার অনন্তলীলা, হে  
 নাগর ! তুমি উজ্জলরসের সাগর ও নবসঙ্গীত-প্রিয়, তুমি অমানব হইলেও  
 অঙ্গভঙ্গীদ্বারা মানবের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছ, তুমি পৃথিবীর আনন্দকর,  
 তুমি কালিয়নাগের পর্ব্বতাকার গর্ভ খর্ব্ব করিয়াছ, তুমি গাভীগণের হিতকর,  
 তুমি নিজ কুটুম্বের প্রতি অতিশয় দয়াকর তুমি গোবর্দ্ধনধারণ সময়ে অপূর্ব্ব-  
 রূপে দর্শন দিয়া সকলের চিত্ত বিমোহিত করিয়াছ। হে মনোরম ! তুমি  
 জলনিমগ্ন গোপকন্যাদিগের বসন হরণ করিয়াছ এবং ঐ সঙ্গে শ্রীরাধিকার  
 চিত্তরত্নকেও চুরি করিয়াছিলে. বিদ্রোহের ন্যায় তোমার বসনের শোভা, তুমি  
 সংসারভয়ভীত জনগণের পরিপালক, অতএব হে আনন্দময় ! হে বীর !  
 তোমার জয় হউক।

পিষ্ট্বা সংগ্রামপটে পটলমকুটিলে দৈতগোকণ্টকানাং

ক্রীড়ালোচীবিঘট্টেঃ স্মৃটমরতিকরং নৈচিকীচাক্রকাণাম।

বৃন্দারণ্যং চকারাখিলজগদগদঙ্কারকারুণাধারো

যঃ সঞ্চারোচিতং বঃ সুখয়তু স পটুঃ কুঞ্জপট্টাধিরাজঃ ॥

যাঁহার করুণা জগতের উপদ্রবনাশে চিকিৎসকস্বরূপ, যিনি সংগ্রামরূপ  
 শিলাপৃষ্ঠে গোপগণের পীড়াকর, দানবগণরূপ কণ্টকবৃক্ষকে নির্মূল করিয়া  
 শ্রীবৃন্দাবনকে নিষ্কণ্টক ও গমনাগমনের সুন্দর উপায় করিয়াছেন, সেই নিকুঞ্জ-  
 অধিরাজ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে আনন্দিত করুন।

পিচ্ছলসদৃশনীলকেশ চন্দনচচ্চিতচাক্রবেশ।

খণ্ডিতদুর্জনভূরিমায় মণ্ডিতনির্মলহারিকায় ॥ বীর ॥

হে নাথ ! তোমার নীলবর্ণ কুটিল কুন্তল ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত, তোমার  
 শ্রীঅঙ্গ সুন্দর চন্দনাদি অহলেপনে সুশোভিত, তুমি দুর্জনরূপ শৃগালবৃন্দ সংহার  
 করিয়াছ, তোমার শ্রীঅঙ্গ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সকলের চিত্ত হরণ  
 করিতেছে।

গীর্বাণং স্মৃটমখিলং বিবর্দ্ধয়ন্তুং

নির্ব্বাণং দনুজঘটাসু সংঘটয়্য।



কুব্জাণং ব্রজনিলয়ং নিরন্তরোত্তম-

পর্ববাণং মুরমথন ! স্তবে ভবন্তুম্ ॥

হে মুরমথন ! তুমি দানবগণ বিনাশ করিয়া দেবগণের শ্রীধ্বজ করিতেছ  
এবং ব্রজধামকে নিত্যোৎসবে পূর্ণ করিয়াছ, এ নিমিত্ত আমি তোমাকে পুনঃ  
পুনঃ স্তব করিতেছি ।

উদঞ্চদতিমঞ্জুলস্মিতসুধোন্মিলীলাম্পদং

তরঙ্গিতবরাঙ্গনাস্ফুরদনঙ্গরঙ্গাসুধিঃ ।

দৃগিন্দুমণিমঞ্জুলীসলিলনিঝার'শ্রুন্দনো

মুকুন্দ ! মুখচন্দ্রমাস্তব তনোতি শর্মাণি নঃ ॥

হে মুকুন্দ ! যিনি হাস্যরূপ সুধাতরঙ্গের আকর, যাহার উদয়ে ব্রজরমণী-  
গণের অনঙ্গসমুদ্র উচ্ছলিত হয় এবং যাহার দর্শনে ভক্তগণের নয়নরূপ  
চন্দ্রকান্তমণি হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হইয়া থাকে এই প্রকার ত্বদীয় মুখচন্দ্র  
আমাদের সমূহ আনন্দ বর্দ্ধন করুন ।

। মিশ্রকলিকা ॥

তুষ্টতুর্মদারিষ্টকণ্ঠীরবকণ্ঠবিখণ্ডনখেলদষ্টাপদ নবীনাষ্টাপদ-

বিস্পর্দ্ধিপটাস্বরপরীত গরিষ্ঠগণ্ডশৈলসপিণ্ডবক্ষঃপটু পাটব-

দণ্ডিতচটুলভূজঙ্গম কন্দুকবিলসিতলঙ্গিম ভাণ্ডলবিচকিলমণ্ডিত

সঙ্গরবিহরণপণ্ডিত দন্তরদলুজবিড়ম্বক কুণ্ঠিতকুটিলকদম্বক ।

খচিতাখণ্ডলোপলবিরাজদণ্ডরাজকুণ্ডলমণ্ডিতমঞ্জুলগণ্ডস্থল

বিশঙ্কটভাণ্ডীরতটীতাণ্ডবকলারাজতসুহৃন্মণ্ডল নন্দবিচুম্বিতকুন্দ-

নিভস্মিত গন্ধকরম্বিত শব্দবিচেষ্টিত তুন্দপরিস্ফুরদণ্ডকড়ম্বরতুর্জন-

ভোজেন্দ্রকণ্ঠককন্দোদ্ধারগোদামকুদাল বিনম্রবিপদারুণধাত্ত-

বিদ্রাবণমার্ত্তগোপমকুপাকটাক্ষ শারদাচণ্ডমরীচিমাধুর্য্যবিড়ম্বি-

তুণ্ডমণ্ডল লোষ্ঠীকৃতমণিকোষ্ঠীকুলমুনিগোষ্ঠীশ্বর মধুরোষ্ঠীপ্রিয়

পরমেষ্ঠীড়িত পরমেষ্ঠীকৃতনর ॥ ধীর ॥

হে কৃষ্ণ ! অতি দুর্দান্ত সিংহতুল্য রূষাসুরের কণ্ঠচ্ছেদনে তুমি শরভ,  
( হিংস্রক মৃগশিশেষ ) তুমি স্বর্ণবর্ণ পীতাস্বরে সুশোভিত, বিশাল শিলাখণ্ডের  
ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থল সুদৃঢ়, তোমার বাহুবলে খলরাজ কালিয়নাগ দণ্ডিত



হইয়াছে, তুমি কন্দুকখেলায় তৎপর, তুমি শিরীষপুষ্প ও মল্লিকাকুসুমে সুশোভিত, তুমি যুদ্ধক্রীড়ায় সুপণ্ডিত, তুমি ভয়ঙ্কর দানবগণের বিনাশক, তুমি কুটিল জনগণের নিগ্রহকর, তোমার মনোহর গণ্ডস্থল, ইন্দ্রনীলমণি খচিত মকর কুণ্ডলে সুশোভিত, তুমি সুবিস্তীর্ণ ভাণ্ডীরতটে নৃত্য করিয়া গোপাঙ্গনা-দিগকে আনন্দিত কর, কুন্দকুসুমতুলা মন্দ মন্দ হাস্যে ত্বদীয় মুখমণ্ডল শোভিত ও নন্দবোধের আনন্দপ্রদ, তোমার লীলা ভক্তগণের কল্যাণপ্রদ, তোমার উদর মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে হৃদ্যন্ত কংসরূপ কণ্টকরক্ষের মূলোৎপাটনে তুমি বিশাল কুদ্যালস্বরূপ, তুমি প্রণতজনের বিপদরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনাশে সূর্যাস্বরূপ, শংকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তোমার শ্রীমুখমণ্ডল সুশোভিত, তুমি সংসারবিরক্ত মুনিজনের উপাস্য, তুমি বিশ্বোপী ব্রহ্মরমণীগণের প্রিয়, তুমি ব্রহ্মার আরাধ্য, তুমি ভক্তদিগকে ব্রহ্মত্বপদ প্রদান কর। (ক্রমশঃ

## [ বৈষ্ণব-সম্মিলনার পরিচালন-পদ্ধতি সম্পর্কে লিখিত ]

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

ইং ২১।৮।৬৬, রাত্রি—৭টা

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিতপূর্বকেষম্

\* \* \* \* প্রভু! আপনাদের “তাম্রলিপ্ত গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনার” প্রতিনিধি স্বরূপ \* \* \* দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু আমার নিকট সমিতির পরিচালনের পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিয়া জানাইতে বলিল। তাহাতে আমার বক্তব্য বিশেষ কিছুই নাই। তবে কয়েকটি নিম্নে লিখিয়া জানাইতেছি। তাহাতে আমাদের সকলেরই একমত। যথা—

১) গোড়ীয়-বৈষ্ণবের আচার-যাহা শ্রীল প্রভুপাদ প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে। কেহ তাহা হইতে স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক পতিত বা ভ্রষ্ট হইলে তাহাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সংশোধনের সম্ভাবনা না থাকিলে তাহাকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে হইবে অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে তাহা হইতে নিরপেক্ষ থাকা দরকার।



২) বৈষ্ণবমাত্রেরই লাজলচাষ নিষিদ্ধ নহে, ইহা প্রচার করা কর্তব্য।  
‘হরিভক্তিবিলাস’ গ্রন্থ এবং “সংক্রিয়াসার-দীপিকা”য় এ-সম্বন্ধে নির্দেশ আছে, তাহা ছাড়া শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ইহা অহুমোদন করিয়া গিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধবাদিগণ শ্রীল প্রভুপাদের এং গোস্বামিগণের বিরোধী বলিয়া তাহারা সমিতির সদস্য হইবার অযোগ্য।

৩) গোস্বামী-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন সামাজিক বা প্রাদেশিক আচার-ব্যবহার স্বীকার করা হইবে না।

৪) বংশ বা জাতিগত ব্রাহ্মণ শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত দৈব-বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলে বা কোন আচার অহুমোদন করিলে সমিতি তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিবে। শুদ্ধ তাহাই নহে, তাহাদিগকে বৈষ্ণব-অপরাধী হুঃসঙ্গ বলিয়া ত্যাগ করিবে। প্রয়োজন হইলে বিরাট সভা আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে দৈব-বর্ণাশ্রম স্বীকার করাইতেই হইবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য যে কোন বর্ণের লোক যদি আপত্তি উত্থাপন করে তাহাদের সকলের পক্ষেই উক্তরূপ বিধান ব্যবস্থা করা হইবে।

৫। শ্রাদ্ধ-বিবাহ-অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপনয়নাদি সমস্তই গোপালভট্ট গোস্বামীর “সংক্রিয়াসার দীপিকা” ও “সংস্কার দীপিকানুসারে” কার্য্য হইবে। কোন স্মার্ত বা দেশীয় প্রথা অহুমোদন করা হইবে না। পূজাপার্বণাদিতে এবং ব্রত-নিয়মাদির পালন সম্বন্ধে “হরিভক্তিবিলাস” ও তাহাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা এবং উক্ত সংক্রিয়াসার-দীপিকাদি” বাহ্য গোড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা অবলম্বন করা হইবে। সহজিয়াদের বা তেরো অপসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বা আচার-বিচার প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না।

৬। বৈষ্ণবের ব্যবহারিক জীবনের রীতিনীতি শ্রীল প্রভুপাদ যাহা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাই গ্রন্থ এবং তাহার অনুকূলে “হরিভক্তিবিলাসে”র পদ্ধতি অনুসারে শাস্ত্র-সম্মত অনুষ্ঠান স্বীকার্য্য।

৭) শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট যে-কোন ব্যক্তি সমিতির সভ্য হইবার যোগ্য কিন্তু তাহাদের অবিমিশ্র শুদ্ধ আচার হওয়াই বিশেষ প্রয়োজন।

৮) অত্যাগ্র বিধি-বিধান পরে নির্দিষ্ট হইবে। ইতি—

শ্রীমত বৈষ্ণবাসানুদাস—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব



# শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুগাদের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠের সারস্বত নাট্যমন্দির ।

সময়—২৪শে মাস শনিবার ১৩৩৭ সন, কৃষ্ণা-পঞ্চমী রাত্রি ৯ ঘটিকা ।

অজ্ঞানতিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া !

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

আজ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা করবার অবসর দিবস। বিগত বর্ষেও আমার সৌভাগ্য হ'য়েছিল—শ্রীগুরুদেবের পূজা করবার ; আজও সে সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। ভগবৎকৃপায় শ্রীগুরু-সেবা করবার সুযোগ আমরা একবৎসর কাল পেয়েছি। যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁ'র সেবা হ'তে আমাদেরকে বঞ্চিত করবার অভিলাষ করতেন, তা'হ'লে বর্ষব্যাপী জীবন লাভ করতামু না। এই বর্ষব্যাপী যে জীবন লাভ ক'রেছি, তদনুরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করুতে পেরেছি কিনা, সে বিষয় আলোচনা করবার সময় এসেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লেছেন যে, আমরা সকলে মিলে ভগবানের সেবা করবো। 'আমরা' এই শব্দে তিনি একজনকে লক্ষ্য করে বলেন নাই। অনেকে স্বার্থপর হ'য়ে বলেন,—আমিই সেবা করবো, বা আমারই একা কার্য্য প'ড়েছে, অতএব তা'তে অধিকার নেই। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের দয়ার্দ্ৰচিত্ত বলেন,—এসো, হিংসা পরিত্যাগ ক'রে সকলে মিলে ভগবানের পূজা করি। এটা সকলের চেয়েও বড় জিনিষ। সকলের চেয়ে বড় জিনিষ ব'লে সেটা অপরে করুতে পারবে না, অপরকে করুতে দেবো না, সেরূপ হিংসা আমার গুরুপাদপদ্মের নেই। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন করা যায়, তা' সঙ্কীৰ্ত্তন। “বহুভি-মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীৰ্ত্তনম্”। সঙ্কীৰ্ত্তনের অন্তর্গত বন্দনা—স্তুতি।

বাহিরের দিকে দেখতে গেলে স্তাবকের স্থান—নিম্নে, স্তবনীয়ের স্থান উচ্ছে ; কথাটি তৃতীয় পক্ষ শ্রবণ ক'রে বেশ বুঝতে পারেন, স্তাবকের মহিমা স্তবনীয় বস্তু অপেক্ষা স্তব-কার্য্যে কতদূর অধিক অগ্রসর হ'য়েছে ও অধিক আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী এই যে, ভগবানকে ডাকুতে হ'লে ‘তৃণদপি স্তূনীচ’ হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না করুণে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অস্ত্রের সাহায্যপ্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অস্ত্রের সাহায্য



গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচজন মিলে যে কার্যটি করতে হ'বে তা' কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। গৌরসুন্দর ভগবানকে ডাকতে ব'লেছেন, একথা গুরুপাদপদের নিকট হ'তে পাই। ভগবানকে ডাকতে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ করতে ব'লেছেন; কিন্তু যখন ভগবানকে ডাকি তখন যদি তাঁকে ভৃত্যে ( ? ) পরিণত বা নিজের কোন কার্য উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য গ্রহণ করতে চাই, তা'হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না। বাহ্য দৈন্ত 'তৃণাদপি সুনীচতা' নয়, সেটা কপটতা। যে ভাবে ডাকলে তাঁবেদার সকল উত্তর দেয়, সেভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌঁছে না। কারণ তিনি পরম স্বতন্ত্র পূর্ণ চেতন বস্তু, কা'রও বশ্য ন'ন। নিজের অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্তে প্রতিষ্ঠিত না করলে পূর্ণ-স্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌঁছে না।

আর একটি কথা হচ্ছে, 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'য়ে ডাকার সঙ্গে যদি গুহ-গুণসম্পন্ন না হই, তা' হ'লেও ডাকা হয় না। আমরা যদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হ'য়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই, তবে 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবের বিরুদ্ধ ভাবালম্বন করতে হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই, ভগবান পূর্ণ বস্তু, তাঁকে ডাকলে কিছু অভাব হ'বে না, তা' হ'লে সে সময় সহন-শীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে—অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমার নিজের কিছু কৃতিত্ব-সামর্থ্য অবলম্বন ক'রে কার্যোদ্ধার করব, এরূপ মতলব এঁটে রাখি তা'হলে ভগবানকে ডাকা হয় না। আত্মস্তরিতা অধিক থাকলেও ভগবানকে ডাকা হয় না—আত্ম-স্তরিতা বিনাশ করবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকলেও ডাকা হয় না। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ ক'রে স্তুবাদি করি—ভগবানকে না ডেকেও অল্প কার্যে নিযুক্ত হ'তে পারি, এরূপ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এই সকল মনোভাব হ'তে আমাদের রক্ষা করবার জন্য—আমরা নিষ্কপট 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হ'য়ে থাকি, তা' হ'তে রক্ষা করবার জন্য রক্ষকের আবশ্যক—সে রূপ দুঃপ্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা করবার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে,

তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,

আর সব মবে অকারণ।



শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কন্য জ্ঞান বা অন্যা-  
ভিলাষ লাভ করতে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুর  
প্রদত্ত বিত্তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ  
ক্ষুদ্র ফল-প্রদাতা ন'ন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বাস্তবমঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়-জাতীয়  
ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্তে রহিত হ'য়ে যা'বে, সেই মুহূর্তে জগতে  
নানা অভিলাষ উপস্থিত হ'বে। বস্তুপ্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদেরকে  
উপদেশ না দেন,—কি ভাবে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বে,—কি ভাবে  
গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার করতে হ'বে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন,  
তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেলতে হয়।

নামভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী। শ্রীগুরুদেব এই ভজন-প্রণালী  
প্রদান করেন; সুতরাং আমাদের বর্ষারন্তে গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্তব্য।  
শ্রীরূপ প্রভু ভক্তিরসামুতসিন্ধুতে ব'লেছেন,—“আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ  
কৃষ্ণদোক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রান্তেণ গুরোঃ সেবা সাধুবত্ত্বানুবত্ত্বনম্।”

নিজের শত শত পারদর্শিতার দ্বারা অজ্ঞেয় রাজ্যে, দুজ্ঞেয় রাজ্যে  
অগ্রসর হওয়া যায় না—যে-সকল ভবিষ্যৎ জগৎ দেখতে দেওয়া হচ্ছে না—  
ভবিষ্যৎকাল ব'লে যে জিনিষটা, তা'তে নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায়  
না। অতি-লোকবিচার যেখানে, সেখানে ইহলোকের বিচার আমাদেরকে  
পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। যে-সকল কাল গত হ'য়েছে, তা'তে ইন্দ্রিয়জ-  
জ্ঞান লাভ ক'রেছি; কিন্তু আগামীকাল—যা, জানি না—যে চক্ষু দুই এক  
মাইল মাত্র দেখতে পারে—যে কণ্ঠ কিছু দূরের শব্দ মাত্র শুনতে পারে,  
সে-প্রকার ইন্দ্রিয়ের গম্যজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা—পূর্ণ রাজ্যের কথা  
জানতে পারি না। সেইরূপ রাজ্যে কেবল নিজের পারদর্শিতার দ্বারা  
অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করলে কখনই আমরা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারি  
না; রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার চেষ্টার হায়ে সিঁড়ি কিছুদূর উঠতে  
না উঠতেই আশ্রয়ের অভাবে—নিরালস্যভাবে শূন্যে বেশীক্ষণ থাকতে পারে  
না, চূরমার হ'য়ে নীচে পড়ে যায়। কেবল নিজের পারদর্শিতার পুঁজি নিয়ে  
অজ্ঞেয় রাজ্যে উঠতে চাইলেও আমরা অধঃপাতিত হ'য়ে পড়ি, আর  
লঘুকে ‘গুরু’ করলেও আমরা অধঃপাতিত হই।

কে গুরু, কে লঘু, আমরা তা' বিচার করবো। যিনি সকল গুরুর  
একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনিই গুরু।



সেতার শেখানর গুরু বা কসরৎ শেখানর গুরুর কথা বলছি না, তাঁ'রা মৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকে পাই,— সে গুরু, গুরু নয় ; সে পিতা, পিতা নয় ; সে মাতা, মাতা নয় ; সে দেবতা দেবতা নয় ; সে স্বজন, স্বজন নয়—যিনি আমাদের মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা করতে না পারেন—আমাদিগের নিত্য জীবন দিতে না পারেন—এই জড়-জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে না পারেন।

অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জন করি, পাগল হ'য়ে গেলে, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হ'লে বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তব-সত্যের যদি অনুশন্ধান না করি, তা' হ'লে আমরা অচেতন হ'য়ে যাই। যিনি মৃত্যুর মুখ হ'তে উদ্ধার করতে না পারেন, তিনি খানকতক দিনের জন্ত ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদের লুক্ক ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা করতে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা করবেন ? আমার গুরুদেব তাঁ'দিগকে নিজের ক'রে নিয়েছেন, তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী ; কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।

যিনি প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সে' গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্তে ভ্রষ্ট হই সে' গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সে মুহূর্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান করতে দৌড়াই, শীত নিবারণের জন্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অণু কার্যো ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃত্তি, মুহূর্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরু-পাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত



হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সাজতে চা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক, আমার এ দুর্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে — ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে এমনিএর জ্ঞান 'গুরুপূজা' করতে এসেছি, তা' নয়, নিত্য প্রতি মুহূর্তে আমাদের গুরুপূজা।

গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু তিনি জগদগুরুরূপে এখানে এসেছেন। তিনি যে 'শিক্ষাষ্টক' ব'লেছেন সেই শিক্ষায় মহান্তগুরু এ১ং মহান্তগুরু-পাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল সর্বতোভাবে আমাকে শিক্ষিত করেন। মহান্তগুরুর পাদপদ্মে প্রণত মহান্ত বৈষ্ণবসকল আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন। ( ক্রমশঃ )

## প্রশ্নোত্তর

( রসতত্ত্ব )

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৭ পৃষ্ঠার পর )

৩৪। 'বিশ্রান্ত' কাহাকে বলে ?

“যন্ত্রণাশূন্য গাঢ় বিশ্বাসকে বিশ্রান্ত বলা যায় তাহাকেই সন্ত্রমশূন্য বিশ্বাস বলা হইয়াছে।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৪

৩৫। প্রণয়ের গাঢ়তার ক্রম কি ?

“প্রণয় ক্রমে প্রেমা, স্নেহ, রাগ পর্যাণ্ত সখ্যারতিতে বুদ্ধি লাভ করে।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৬। 'প্রণয়' কাহাকে বলে ?

“সন্ত্রমাদি যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াও রতি যখন সন্ত্রম-গন্ধে পৃষ্ঠ না হয়, তখন তাহাকে 'প্রণয়' বলা যায়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৭। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কি ব্রজবাসীর বিচ্ছেদ আছে ?

“প্রকট-লীলার অনুসারে সখ্যরসে 'বিরহ' বর্ণিত হয় ; কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের কখনই বিচ্ছেদ নাই।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৫



৩৮। বাৎসল্য-রসের উৎকর্ষ কি ?

“কৃষ্ণরতির অপ্ৰতীতিস্থলে প্রীতিরসের অপুষ্টতা হয়। সেরূপ স্থলে সখ্য-  
রতির তিরোভাব হয়। কিন্তু বাৎসল্যে সেরূপ হইলেও কোন ক্ষতি নাই।  
এইটাই বাৎসল্যরসের উৎকর্ষ।” —চৈঃ শিঃ ৭।৬

৩৯। বলদেব, যুধিষ্ঠির, আলকাদির স্ব-স্ব রসবৈশিষ্ট্য কি ?

“বলদেবের সখ্যপ্রীতিও — বাৎসল্যরস-সঙ্কুলিত। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য-দাস্ত্র  
সখ্যের দ্বারা অধ্বিত। আলক প্রভৃতির দাস্ত্র — বাৎসল্য-মিশ্রভাব। বৃদ্ধ  
অভীরদিগের বাৎসল্য — সখ্যমিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির সখ্য-  
—দাস্ত্র মিশ্রিত। শিব, গরুড়, উদ্ধবাদির দাস্ত্র — সখ্যমিশ্রিত। অনিরুদ্ধ  
প্রভৃতি কৃষ্ণনপ্তৃদিগের ভাবও তদ্রূপ মিশ্র। অন্যান্য ভক্তদিগের মধ্যেও  
সেইরূপ ভাবমিশ্রিতা লক্ষিত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৬

৪০। বৈষ্ণবগণের সখ্যরস কি ?

“You must love God with thy soul also, i.e. you must  
perceive yourself in spiritual communication with the  
Deity and receive Holy Revelations in your sublimest  
hours of worship. This is called the *Sakhya Rasa* of the  
*Vaishnavas*,—the soul approaching the Deity in holy and  
fearless service”

—“To Love God”, *Journal of Tadjpur*, 25th Aug, 1871

৪১। মধুর রসের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীকৃপানুগ-ভক্তনের পরমোপাদেয়ত্ব  
কেন ?

“পঞ্চ মুখ্য-মধ্যে ভাই, মধুরের গুণ গাই,

সর্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি।

গুণ অন্য রসে যত,

মধুরেতে আছে তত,

আর বহু বলে হয় বলী ॥

গৌণ-রস আছে যত

সব সঞ্চারীর মত,

হএণ শৃঙ্গারের পুষ্ট করে।

শ্রীকৃপের অনুগত,

ভজনে যে হয় রত,

স্থিতি তার কেবল মধুরে।”

—‘শ্রীকৃপানুগ-ভক্তন-দর্পণ, গীঃ মাঃ



৪২। কৃষ্ণভক্তিরসে গোণরস-সমূহও উপাদেয়, হয় কিরূপে ?

“কৃষ্ণ ভক্তিরসে সাতপ্রকার গোণরসও উপাদেয় যেহেতু তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলারসকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ব্যাভিচারী বা সঞ্চারি-ভাবে মধোষ্ট কৃষ্ণ-ভক্তিরসে হাস্তাদি সপ্তরস পরিগণিত। তাহারা উপযুক্ত কালে উদ্ভিত হইয়া রস-সমুদ্রের উন্মির ত্রায় সমুদ্রের সৌন্দর্য্য ও পুষ্টিসাধন করে। কেহ কেহ রসতত্ত্বের অপ্রাকৃততত্ত্ব অল্পসন্ধান করিতে সমর্থ না হইয়া একরূপ সংশয় করিতে পারেন যে হাস, বিষ্ময় ও উৎসাহ যদিও মঙ্গলময় রসের অন্তর্গত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা—ইহারা কি প্রকারে অমৃত-স্বরূপ, অশোক-স্বরূপ, অভয়-স্বরূপ, অক্লেভ-স্বরূপ রসের ভিতর স্থিতি লাভ করে? আশঙ্কা করি, তাহাদিগকে স্থান দিয়া রসকে প্রাকৃত বা জড়ময় করা হইতেছে! উত্তর এই যে, পরমানন্দময় রসতত্ত্বে বৈচিত্র্য-সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারই আনন্দমূলক, জড়ত্বঃখমূলক নয়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৪৩। রসের মূল, হেতু, কার্য্য ও সহায়াদি কি কি ?

“স্থায়িভাবই—রসের মূল। বিভাব—রসের হেতু। অমুভাব—রসের কার্য্য। সাত্ত্বিক-ভাবও রসের কার্য্যাবশেষ। সঞ্চারি বা ব্যাভিচারি-ভাব-সমূহই রসের সহায়। বিভাব, অমুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারি-ভাবসমূহ স্থায়ি-ভাবকে স্বাঘত্ব-অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

৪৪। রসাত্ম্যের লক্ষণ কি ?

“স্মৃতিপানীয় দ্রব্যের ক্ষারান্নাদি সংযোগের ত্রায় বিরসতা উৎপাদন করে। একরূপ রসবিরোধকে অত্যন্ত ‘রসাত্ম্য’ বলা যায়।”

—চৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৫। ‘রসাত্ম্য’ কাহাকে বলে? উহার বিচিত্রতা কি ?

“রস অঙ্গহীন হইলে তাহাকে ‘রসাত্ম্য’ বলা যায়। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠেভেদে রসাত্ম্যকে উপরস, অনুরস ও অপরস বলা যায়।”

—চৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৬। উপরসের হেতু কি ?

“স্থায়ী, বিভাব, অমুভাবাদি দ্বারা শাস্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস হয়। স্থায়িবৈরূপ্য, বিভাববৈরূপ্য, উপরসের হেতু।”

—চৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ



৪৭। ‘অনুরস’ কি ? উহার উদারণ দৃষ্টান্ত কি ?

“কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই অনুরস। যেমন কক্খটী-নৃত্যে গোপি-দিগের হাসি, ভাগীরথনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষীদিগের বেদান্ত-বিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয়, তদ্রূপ। কোন প্রকার দূর-সম্বন্ধে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না—এস্থলে অনুরস।”

—ভৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৮। ‘অপরস’ কি ? উহার দৃষ্টান্ত কি ?

“কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ হাস্যাদি ‘অপরস’। কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারংবার হাস্য করিয়াছিল, তাহা অপরস।”

—ভৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৯। শাস্ত্রাদি-রসের পরস্পর মিত্রতা ও শত্রুতা কি কি ?

“শাস্ত্ররসের মিত্র—দাস্ত্র, বীভৎস, ধর্ম্যবীর ও অদ্ভুত রস। অদ্ভুত-রস আবার দাস্ত্র সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের মিত্র। শাস্ত্র-রসের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর, রোদ্র ও ভয়ানক-রস। দাস্ত্র-রসের মিত্র—বীভৎস, শাস্ত্র, ধর্ম্যবীর ও দানবীর রস ; আর তাহার শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর ও রোদ্ররস। সখ্য-রসের মিত্র—মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর-রস। সখ্য-রসের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, রোদ্র ও ভয়ানক-রস। বৎসল-রসের মিত্র—হাস্য, করুণ ও ভয়ভেদক রস।”

বৎসলের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর দাস্ত্র ও রোদ্ররস। মধুর রসের মিত্র—হাস্য ও সখ্য-রস। মধুরের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, শাস্ত্র, রোদ্র ও ভয়ানক-রস। হাস্যরসের মিত্র—বীভৎস, মধুর ও বৎসল-রস। হাস্যরসের শত্রু—করুণ ও ভয়ানক-রস। অদ্ভুতরসের মিত্র—বীর, শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। অদ্ভুত-রসের শত্রু—হাস্য, সখ্য, দাস্ত্র, রোদ্র ও বীভৎস। বীর-রসের মিত্র—অতদ্ভুরস। বীর-রসের শত্রু—ভয়ানক রস। কাহারও মতে, শাস্ত্রও বীর-রসের শত্রু। করুণ-রসের মিত্র—রোদ্ররস ও বৎসল-রস। করুণরসের শত্রু—বীর-রস, হাস্যরস, সন্তোষ নামক শৃঙ্গার-রস ও অদ্ভুতরস। রোদ্ররসের মিত্র—করুণরস ও বীর-রস। রোদ্ররসের শত্রু—হাস্যরস, শৃঙ্গার-রস ও ভয়ানকরস। ভয়ানকরসের মিত্র—বীভৎসরস ও করুণরস। ভয়ানক-রসের শত্রু—বীররস, শৃঙ্গার-রস, হাস্যরস ও রোদ্ররস। বীভৎসরসের মিত্র



—শাস্তুরস, হাস্যরস ও দাস্তুরস । বীভৎসরসের শত্রু—শৃঙ্গার-রস ও সখারস ।  
আর সকল—পরস্পর তটস্থ ।”

—ভৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৫০। ব্রজগোপীগণের পরোঢ়া-অভিমানের রহস্য কি ?

“মায়া-কল্লিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম হয় নাই । ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র । বিবাহও মায়িক প্রত্যয়-মাত্র—পরদারত্ব নাই, তথাপি পরোঢ়া-অভিমান নিত্য বর্তমান । তাহা না থাকিলে বায়তা, দুর্লভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধ-ভয়জনিত অপূর্ণ রসোদয় কখনই স্বভাবতঃ হয় না । তদ্রূপ অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নায়িকাত্ব লাভ করা যায় না, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই তাহার উদাহরণ ।”

—ভৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

৫১। শ্রীকৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত-রসতত্ত্ব কি অশ্লীলতা-দুষ্ট ও ঘৃণা নহে ?

“নৈতিক ব্যক্তিগণের জড়ীয় রসের প্রতি যে ঘৃণা থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত-রসচিন্তায় আনা যায়, তাহাকে একটি ‘কুসংস্কার’ বলি । সেই কুসংস্কারপরবশ হইয়া চিন্ময় জীবের অপ্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সহিত রাসলীলাদিক্রূপ অপ্রাকৃত রসকে ভাগ্যহীন লোকসলক ঘৃণা করিয়া থাকে । তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কি ফল হয় ।”

—শ্রীমঃ শি ৫ম পঃ

৫২। পারকীয়-রসাপ্রিত কৃষ্ণপ্রেমিক কিরূপে বিধির সম্মান করেন ?

“যেমত কোন স্ত্রী নিজ-বিবাহিত স্বামীকে বাহ্যে আদর করতঃ কোন পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে গোপনে অনুরক্ত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমকারী পুরুষেরাও পূর্বাশ্রিত বৈধমার্গের বিধি-সকলের এবং ঐ সকল বিধির নিয়ন্তা ও কৃষ্ণকসকলের প্রতি কেবল বাহ্য-সম্মান করত ভিতরে-ভিতরে রাগানুশীলনদ্বারা পারকীয় রস আশ্রয় করিয়া থাকেন ।”

—কৃঃ সং ৮।১০

( ক্রমশঃ )

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর



## পত্র ও উত্তর \*

পরমারাধ্যা শ্রীল মহারাজ—

\* \* \* \* \*

নিম্নলিখিত প্রশ্নের সত্ত্বর দিয়া আনন্দিত করিবেন—যেমন শিবের ভক্তকে শৈব, শক্তির ভক্তকে শাক্ত বল হয় তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তকে কাষ্ণ বা কৈষ্ণব না বলিয়া বৈষ্ণব বলে কেন? তাঁহারা ত কৃষ্ণের অর্চন বা নামগ্রহণ করেন; বিষ্ণুর পূজা করেন না। আবার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মহাবিষ্ণু বলা হইয়াছে। ইহার মীমাংসা করিয়া জানাইলে অনেকের সমস্যার সমাধান হইবে। নিবেদন ইতি—

প্রণত—

শ্রীগোসাঁইদাস ভৌমিক

জলপাইগুড়ি

উত্তর—

\* \* \* \* \*

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতারী, আর অন্যান্য অবতারগণ তাঁহারই অংশ বা অংশের অংশ। তথাপি জড়ীয় বস্তুর অংশের মত অংশ নহেন। যে অবতारे যেরূপ শক্তির প্রকাশ প্রয়োজন হইয়াছে বা হইয়া থাকে, তাঁহাকে তদ্রূপ বিষয়ে অংশ বা অংশাংশ বলা হইয়াছে।

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।

কেহ কোনরূপে কহে যেমন যার মতি ॥

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর-নারায়ণ।

কেহ কহে কৃষ্ণ হন সাক্ষাৎ বামন ॥

কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।

অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥ (শ্রীচৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ)

\*পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তৃত্বদেব শ্রোতী মহারাজের নিকট জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রীযুত গোসাঁইদাস ভৌমিক মহাশয়ের প্রেরিত পত্রাংশ এবং শ্রীল মহারাজের লিখিত তাহার ক্রিয়ংশ উত্তর এখানে প্রকাশিত হইল।

—প্রকাশক



আবার আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদে—

সর্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।  
 তাহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥  
 একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায় ।  
 আত্ম কায়বুহ কৃষ্ণলীলার সহায় ॥  
 শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ ।  
 পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥  
 আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় ।  
 সৃষ্টিলীলাকার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥  
 সৃষ্টাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন ।  
 শেষরূপে করে কৃষ্ণের ত্রিবিধ সেবন ॥  
 প্রকৃতির পরে পরবোম নামে ধাম ।  
 কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্বাদি গুণবান্ ॥  
 সর্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ।  
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥  
 সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম ।  
 শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥

\* \* \* \*

মথুরা দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া ।  
 নানারূপে বিনাশয়ে চতুর্ভূহ হঞা ॥  
 বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রত্যাঙ্গানিরুদ্ধ ।  
 সর্বচতুর্ভূহরূপী তুরীয় বিগুহ ॥  
 এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময় ।  
 নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥  
 পরবোম মধ্যে করি' স্বরূপ প্রকাশ ।  
 নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস ॥  
 স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভূজ ।  
 নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভূজ ॥

\* \* \* \*

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে ।  
 দ্বারকাদি চতুর্ভূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥



বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রভামানিকুদ্ধ ।

দ্বিতীয় চতুর্বাহ এই তুরীয় বিমুক্ত ॥

তাহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ ।

চিচ্ছক্তি আশ্রয় তেঁহো কারণের কারণ ॥

সর্বোপরি গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আদি চতুর্বাহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রভামান ও অনিরুদ্ধ । শ্রীবৈকুণ্ঠে ঐনারায়ণের চতুর্স্পার্শে দ্বিতীয় চতুর্বাহ আছেন । তন্মধ্যে যে-সঙ্কর্ষণ তিনি মহাসঙ্কর্ষণ ; ইনি মূল চতুর্বাহের অন্তর্গত শ্রীবলরাম বা মূল সঙ্কর্ষণের অংশ । তিনি এই মহাসঙ্কর্ষণ এক অংশে কারণ-সমুদ্রে বিরজা নদীতে ) শয়ন করেন তাহার নাম প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু । বৈকুণ্ঠ বেষ্টিত করিয়া সেই কারণসমুদ্র বিরাজমান । মহাবিষ্ণু তাহাতে শয়ন করিয়া বিরজার বাহিরে অবস্থিতা মায়ার প্রতি ঈক্ষণ ( দৃষ্টিপাত ) করেন ।

মায়াশক্তি রহে কারণাকির বাহিরে ।

কারণসমুদ্রে মায়া পরশিতে নারে ॥

সেই মায়ার দুইরূপে অবস্থিতি—প্রধান ও প্রকৃতি । জগতের উপাদানরূপে পঞ্চভূতাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে প্রধান বলা হয় । প্রকৃতির ( মায়া ) প্রতি শ্রীমহাবিষ্ণু দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলে মায়া একটি অণু প্রসব করেন, তাহার নাম মহত্তত্ত্ব বা প্রধান । উহা হইতে পঞ্চভূত—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ প্রকাশিত হইয়া পঞ্চতন্মাত্রা প্রভৃতি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব প্রকাশ করে । সদ্গুণ হইতে মন ও দেবতাগণ, রজোগুণ হইতে বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় আর তমোগুণ হইতে পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রা ( রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ ) প্রকাশিত হয় । প্রকৃতিকে মূল কারণ বলা হয় না । তিনি কৃষ্ণশক্তিতে সব কিছু প্রকাশ করেন, এজন্য তিনি গোণ কারণ আর শ্রীকৃষ্ণই মূল কারণ ।

ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুন্তকার ।

তৈছে জগতের কর্তা—পুরুষাবতার ॥

কৃষ্ণ—কর্তা, মায়া তার করেন সহায় ।

ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপচয় ॥ ( চৈঃ চঃ আঃ ৫।৬৩-৬৪ )

সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু এক অংশে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন ।

ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধেকাংশ নিজস্বদে হইতে জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করেন । তিনি ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে শয়ন করেন বলিয়া তাহার নাম গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু । এই



দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে সমস্ত অবতারগণের প্রকাশ। আর তিনি এক অংশে তৃতীয় পুরুষরূপে সপ্তসমুদ্রের অন্যতম গভীর সমুদ্রে শয়ন করেন। তিনি সমস্ত জীবের অন্তর্যামী বিষ্ণু নামে অভিহিত হন। ইনিই ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে বিষ্ণু নামে উক্তি আছে। দশম-স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে —

স্যা তদ্বস্তাৎ সমুৎপত্তা সত্ত্বো দেবান্বরং গতা।

অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের আদেশে মায়াদেবী যশোদার কন্যারূপে শ্রীকৃষ্ণের অনুজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কংসকে ষাবতীয় সন্তান প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বসুদেব বিবাহান্তে দেবকীদেবীকে লইয়া যাইবার সময় কংসপ্রতি আকাশবাণী হইয়াছিল যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভ তাহার হস্তা। তাহা শুনিয়া কংস দেবকীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে বসুদেব তাহার ষাবতীয় সন্তানকেই ভূমিষ্ঠ হইবার পর কংসকে প্রদান করিবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়া দেবকীকে রক্ষা করেন। অষ্টমগর্ভে শ্রীবাসুদেব কংসকারাগারে অষ্টম সন্তানরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে গোপন করিয়া নন্দপত্নীর কন্যাকে পরিবর্তন করিয়া আনার জন্য বসুদেবকে আদেশ করেন।

আবার রাসলীলার অন্তে ১০।৩৩।৩৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ

শ্রদ্ধাষিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতাচিরেণ ধীরঃ ॥

অর্থাৎ ব্রজবধুগণের সহিত বিষ্ণুর এই লীলা যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করেন ও তৎপশ্চাৎ কীর্তন করেন তিনি শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন এবং তাঁহার হৃদ্রোগ—কাম অচিরে নাশ হইয়া যায়।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেও পাওয়া যায়—

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তুস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

সমস্ত গোপীমধ্যে শ্রীরাধা যেমন শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীর মধ্যে তিনিই বিষ্ণুর অত্যন্তবল্লভা (প্রিয়া)। এ স্থলেও বিষ্ণু-



পদটী শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। কারণ শ্রীমতী রাধিকা এবং শ্রীরাধা-  
কুণ্ডের সহিত শ্রীকৃষ্ণেরই সম্বন্ধ।

আবার তুলসীদেবীর প্রণামমন্ত্রে—“বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবি” বলিয়া উক্তি  
আছে। যিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার কৃপা হইলে শ্রীধামবৃন্দাবনে  
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকার লাভ হয়। এখানেও কৃষ্ণস্থলে বিষ্ণু-শব্দ ব্যবহৃত।

অনেকে পাঠ পরিবর্তন করিয়া “কৃষ্ণভক্তিপ্রদে” বলিয়া পাঠ করেন।  
ইহা তাহাদের সঙ্কীর্ণ বিচার ছাড়া আর কিছু নহে। কারণ পৌরানিক পাঠ  
পরিবর্তন করা বালবুদ্ধির পরিচয় মাত্র। অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিষ্ণু বলিলে  
কোন দোষ হয় না। এজন্য কৃষ্ণভক্তগণকে বৈষ্ণব বলাতেও কোন দোষের  
কারণ নাই। \* \* \* \* \* ইতি—

গৌরজনকিস্কর—

শ্রীভক্তিভূদেব শ্রোতী

## শ্রীপৃথু ও বেণ

শ্রীপৃথুরাজ শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে  
পাই,—

“সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম।

জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম ॥

বৈকুণ্ঠে শেষ, ধরা ধরয়ে অনন্ত।

এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত ॥

সনকাতে জ্ঞানশক্তি, নারদে শক্তি ‘ভক্তি’।

ব্রহ্মার ‘সৃষ্টি’-শক্তি, অনন্তে ‘ভূ-ধারণ’-শক্তি ॥

শেষে ‘স্ব-সেবন’-শক্তি, পৃথুতে ‘পালন’।

পরশুরাম দুষ্কনাশ, বীৰ্য্য-সঞ্চারণ ॥”

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন,—

“জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ।

ত আবেশা নিগতন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥”

— জ্ঞানশক্ত্যাদি-কলাদ্বারা যেস্থলে ভগবদাবেশ, সেই মহত্তম জীবসকল

‘আবেশ-অবতার’ বলিয়া গণিত হন।



শ্রীকৃষ্ণবের বংশে শ্রীপৃথুরাজের আবির্ভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণবের পুত্র উৎকল। পিতা বনগমনে উদ্ভূত হইলে ক্রবতনয় উৎকল রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি জন্মাবধি জ্ঞানী ও সমদর্শী ছিলেন। তিনি সর্বভূতে পরমাত্মার ব্যাপ্তি এবং পরমাত্মায় সর্বভূত দর্শন করিতেন। রাজ্যের প্রতি উদাসীনতা দেখিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৎসর রাজ-পদ গ্রহণ করিলেন। বৎসরের ছয়টি পুত্র হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পুষ্পার্ণের প্রথমা পত্নী প্রভার গর্ভে প্রাতঃ, মধানদিন ও সায়াং—এই তিনটি পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নী দোষার গর্ভে প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যাক্ত-নামক তিনটি পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। ব্যাক্তের পুত্রের নাম সর্বতেজা; ইঁহার অপর নাম চক্ষু। ইঁহার পুত্রের নাম মনু। এই মনুর দ্বাদশটি পুত্র; তন্মধ্যে উল্লুকের অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয়-নামে ছয়টি পুত্র। অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেণ-নামক এক ভয়ঙ্কর পুত্র প্রসব করে। এই রাজপুত্র বেণ বাল্যকাল হইতেই অধর্মাংশোদ্ভূত; মাতামহ মৃত্যুর অনুগামী হওয়ায় অত্যন্ত অধ্যাত্মিক হইয়া উঠিয়াছিল। সেই দুষ্ক বালক বেণ নৃশংস হইয়া যুগসমূহকে বিনাশ করিত। পুরবাসিগণ তাহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই “ঐ বেণ আসিতেছে” বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিত। অতি নিষ্ঠুরনির্দয় বেণ সমবয়স্ক বালকগণের সহিত খেলা করিতে করিতে তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মারিয়া ফেলিত। রাজা অঙ্গ বহুভাবে শাসন করিয়াও বেণের চিত্ত পরিবর্তন করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলেন।

বহু অপুত্রক গৃহত্রত ব্যক্তি পুত্রার্থী হইয়া শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু হায়! কুপুত্র হইতে যে কি অসহ্য দুঃখ পাইতে হয়, তাহা তাহারা বোধ হয় ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীমদভিষেক শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতিতে বলিয়াছেন—“জীবাত্মার নিত্য বৃত্তি ভক্তি হইতে বঞ্চিত হইলে পিতার পুত্রাণ পিতাকে হরিবিমুখ কর ইয়া নিজ-সেবায় নিযুক্ত করে। যাহাতে শ্রীবেদের নিজ চরম কল্যাণরূপ হরিসেবার বিঘ্ন হয়, তাদৃশ পুত্র কামনা করা কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভাল বলিয়া মনে করেন না। যদি পুত্র ভক্তিবিমুখ হইয়া কৰ্ম্মকাণ্ডী ও নীতিপরায়ণ হয়, তবে তাদৃশ পুত্রাপেক্ষা যে সকল তনয় দুঃস্বভাবক্রমে পিতার বিরক্তিভাজন হয়, সেই পুত্রের অভিনিবেশ হইতে পিতা পরিত্রাণ পাইয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। সুতরাং সৎপুত্র অপেক্ষা অসৎ পুত্রই হরিভক্তনের বিশেষ উপযোগী। যিনি



গৌণভাবে পুত্র সৌখ্যে পিতাকে বঞ্চিত করেন তিনিই পিতার উপকারী পুত্র। তাই বলিয়া অসৎপুত্রের প্রতি হরিবিমুখ পিতার যে অভিনিবেশ, তাহাও নীতিবিগর্হিত।”

বেণের দৌরাভ্যা রাজা অঙ্গ নির্বেদগ্রস্ত হইয়া সহসা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর বেণ রাজা হইয়া রাজ্যে ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। সে প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্বতোভাবে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুনিগণ বেণরাজকে অসদাচরণ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “লোকপালগণের সহিত সর্বলোক যাঁহার আরাধনা করেন, সেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইলে গ্লীবের আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে না; যাঁহার যজ্ঞদ্বারা ভগবানের পূজা করেন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা অনুচিত।” এই কথা শুনিয়া বেণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, —“হে মুনিগণ, তোমরা আমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসেবাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছ। অতএব তোমরা নিশ্চয়ই অজ্ঞ। আমিই একমাত্র সর্বপূজ্য ও সর্বভোক্তা; আমার দেহে বিষ্ণু হইতে সর্ব দেবের অধিষ্ঠান। নৃপকুপী ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের কখনও মঙ্গল হইবে না; ইহা কুলটা কামিনীর ন্যায় ব্যভিচার।”

বেণ অভক্ত ভাববিদ্বেষী, আর তৎপুত্র শ্রীপৃথু ভগবদ্ভক্ত। কংস-শিশুপালাদির কৃষ্ণবিদ্বেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তন্ময়তা বা অভিনিবেশ ছিল, কিন্তু দুষ্ট বেণের ভগবানের প্রতি অভিনিবেশ ছিল না। সে অভিনিবেশহীন হইয়া মাৎস্যর্য্য সহকারে শ্রীভগবানের নিন্দা করিত। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ লোকই এই বেণের ন্যায় বলিয়া মনে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতের অধিকাংশ লোক বেণের পদাঙ্কানুসরণে নাস্তিক ও বিষ্ণুনিন্দক। ভগবান্নাম বা ভগবদ্ভক্তির অসমোর্দ্ধ শক্তি। দহন করা যেরূপ অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাতে কোন বিধির অপেক্ষা নাই, সেইরূপ ভক্তিরও নিজফল ভগবৎ-প্রেমজননে কোনরূপ বিধির অপেক্ষা নাই; কারণ, ভগবদ্বিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির স্বরূপতঃই তাদৃশী শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব ভক্তি শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে না। হেলা বা শ্রদ্ধায়—যে কোন অবস্থাতে ভক্তি হইতে পারে। কোন কোন স্থলে মূঢ় ব্যক্তিরও সিদ্ধির কথা শুনা যায়। হেলা যদিও অপরাধ-স্বরূপ, তথাপি অবুদ্ধি-পূর্ব্বক কৃত হইলে এবং পুরুষের দৌরাভ্যা না থাকিলে তাহাতে ভক্তি বাধা-প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু হেলা যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মতলব করিয়া করা হয়, তবে



তাহা দৌরাভ্য হওয়ায় তদ্বারা ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ভক্তি বা নাম সেখানে নিজশক্তি প্রকাশ করেন না ; আর্দ্রকাষ্ঠাদিতে বহিঃশক্তি যেরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ । ভগবান্ ও ভক্তবিদেষী বেণ মাৎসর্য্য-সহকারে বিদেষ-মূলে ভগবানের নামোচ্চারণ করিলেও বেণের অভিনিবেশহীন মাৎসর্য্য দৌরাভ্য হওয়ায় তাহার মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই হইয়াছে ।

মুনিগণ এইরূপ বিষু-নিন্দা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভয়ঙ্কর হুঙ্কারশব্দে তাহাকে নিহত করিলেন । বেণকে হত্যা করিয়া ঋষিগণ স্ব-স্ব আশ্রমে গমন করিলে বেণ-জননী সুনীথা শোক করিতে করিতে পুত্রের মৃত-দেহকে মন্ত্রদ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন । অনন্তর মুনিগণ পুনরায় ঐ পৃথ্বী-পতি বেণের বাহুদ্বয় মন্ত্রন করিতে থাকিলে তাহা হইতে একপুরুষ ও একটি স্ত্রী উদ্ভূত হইলেন । তদর্শনে ঋষিগণ বলিলেন,—“এই পুরুষ শ্রীভগবান্ বিষুর ভুবনপালক অংশ, আর এই স্ত্রীটিও শ্রীভগবানের সনাতনী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা । এই পুরুষই মহারাজ শ্রীপৃথু এবং স্ত্রীটি তৎপত্নী শ্রীঅর্চিদেবী । ইঁহারা উভয়েই ভগবদ্ভক্ত ।

মহারাজ শ্রীপৃথু তদীয় পত্নী শ্রীঅর্চিদেবীর সহিত রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সুন্দরভাবে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । সকলেই শ্রীপৃথুরাজকে যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিলেন । বন্দিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন,—“পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের লীলা বর্ত্তমান থাকিতে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির স্তুতির দ্বারা বৃথা বাক্য-ব্যয় কর্ত্তব্য নহে । স্তব ও স্তুতিদ্বারা মূঢ় ব্যক্তি মুগ্ধ হয় । বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাহাতে লজ্জা বোধ করেন ।”

শ্রীপৃথু রাজা হইয়া প্রজাগণকে অনাভাবে ক্লিষ্ট হইতে দেখিলেন । প্রজাগণ তাঁহার নিকট তাহাদের দুঃখের কথা জানাইলে মহারাজ পৃথু পৃথিবী ওষধিবীজ গ্রাস করায় পৃথিবীর উদ্দেশ্যে শরসন্ধান করিলেন । পৃথিবী ভীতা হইয়া পলায়ন করিতে থাকিলে পৃথু মহারাজ তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন । অনন্তর পৃথিবী নিরুপায় হইয়া পৃথুর শরণাগত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ভীতা পৃথিবী পৃথু মহারাজকে বলিতে লাগিলেন,—“হে মহারাজ, গোরূপী আমার অহরূপ বৎস, আমার দোহন-পাত্র ও দোন্ধা স্থির করিয়া আমাকে একরূপভাবে সমতল করুন যেন আমার দুঃখ সর্বত্র সমভাবে দৃষ্ট হয় ।” এই বাক্যে পৃথু সন্তুষ্ট হইয়া স্বায়ত্ত্ব মনুকে বৎসরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় হস্তরূপ পাত্রে সমস্ত ওষধি দোহন করিলেন । ঋষিগণও বৃহস্পতিকে বৎস করিয়া



ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে পবিত্র বেদরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। দেব, দৈত্য, দানব, মানব—সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট বস্তু পৃথিবী হইতে দোহন করিতে লাগিলেন। পৃথিবীও বিবিধ শস্য উৎপাদন করিয়া পৃথুর সুখ-বিধান করিলেন। অনন্তর মহারাজ পৃথু পৃথিবীকে কন্যারূপে বরণ করিলেন। ইনি পৃথিবীকে প্রায় সমতল করিয়া প্রজাগণের বাসস্থানের জন্য বিভিন্ন গ্রাম-নগরাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তখন প্রজাগণ স্ব-স্ব স্থানে নির্ভয়ে ও পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

মহারাজ পৃথু ভগবৎ-সুখের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। কপট ধার্মিকের বেশ ধারণপূর্বক ইন্দ্র অশ্ব লইয়া আকাশপথে পলায়ন করিতে থাকিলে অত্রিমুনি পৃথুতনয় মহারথকে তাহার ইঙ্গিত প্রদান করিলে মহারথ ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র নিজ কপট-বেশ ও অপহৃত অশ্বটি পরিত্যাগপূর্বক অস্তিত্ব হইলেন। ইন্দ্র অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া পুনরায় অশ্বটিকে অপহরণ করিলে পৃথুনন্দন আকাশপথে পলায়নপর ইন্দ্রের প্রতি শরনিষ্ক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া অশ্ব পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় অস্তিত্ব হইলেন। অনন্তর পৃথু ইন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিয়া যজ্ঞাহুতি-দ্বারা ইন্দ্রবধে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া ইন্দ্রবধ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। ভগবদিচ্ছায় যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া পৃথুর পূজা গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—“এই ইন্দ্র তোমার একশত অশ্বমেধ যজ্ঞে বিঘ্ন করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে ইনি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব ইহাকে ক্ষমা করা তোমার কর্তব্য।” অনন্তর শ্রীভগবান্ শ্রীপৃথুকে বহু তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, মহারাজ পৃথু ইন্দ্রের সহিত বৈরীভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং স্বর্গসুখ ও মুক্তিকেও তুচ্ছ জানিয়া ভগবদ্-গুণানুবাদ-শ্রবণার্থ অযুত কর্ণ প্রার্থনা করিলেন। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পশু ব্যতীত কাহারও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা হয় না। দীনবৎসল ভগবানের সেবাসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের দেহধারণের কোন সার্থকতা নাই। মায়ামুক্ত হইয়াই জীব পুত্রৈষণাদি নানাবিধ কামনা করিয়া থাকে। শ্রীপৃথু মহারাজের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু ঋত্বিক্-গণের সহিত রাজর্ষি পৃথুর মনোহরণপূর্বক স্বধামে গমন করিলেন।

পৃথু মহারাজ কখনও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের প্রতি কোন দণ্ডবিধান করেন নাই। তিনি প্রজাগণকে পরমপুরুষ ভগবানের ভজন ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে



সম্মান করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। পৃথু মহারাজ পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা সম্রাট ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে ভগবদ্ভজনের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবপুত্র প্রহ্লাদের প্রভাবে বিষ্ণুবিদেষী হিরণ্যকশিপুর যেমন পরিত্রাণ হইয়াছিল, বৈষ্ণবপুত্র পৃথুর প্রভাবে বেণেরও তদ্রূপ নরক হইতে নিস্তার লাভ ঘটিল।

ভগবদাদেশে সনৎকুমারাদি ঋষিগণ একদিন পৃথুরাজসভায় গুণাগমন করিলে মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিয়া জীবের শ্রেয়োলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন,—“সাধুদিগের সঙ্গ সকলেরই অভিলষিত। তাঁহাদের সহিত সদালাপ ও পরিপ্রশ্ন সকলেরই মঙ্গলবিধায়ক। শ্রীভগবানে নিশ্চল্য মতি হইতে জীবের হৃদয়মল নষ্ট হয়। অসংসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সাধুসঙ্গে নিরন্তর ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনই জীবের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি বা রতি উদিত হইলে জীবের দেহাত্মবুদ্ধি আদৌ থাকে না। তৎকালে জীব সর্বত্র ভগবদর্শন ব্যতীত আর ইतर বস্তু দর্শন করে না। অসচ্চিন্তা দ্বারা জীবের সর্বনাশ সাধিত হয়। যেখানে সাধুর শ্রীমুখে হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জনবাসও স্পৃহণীয় নহে; কারণ, উহা দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই হয়,—কৃষ্ণতোষণ হয় না।”

মহারাজ পৃথু তাঁহাদের নিকট আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নানাভাবে তাঁহাদের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পৃথুকর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে করিতে সর্বদমক্ষে আকাশমার্গে উত্তীর্ণ হইলেন। মহারাজ পৃথু প্রজাবৎসল, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও সুমেরুর ন্যায় অটল ছিলেন। তিনি বাৎসল্যে মগ্ন, প্রভুত্বে ব্রহ্মা, ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচারে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি এবং স্বয়ং ভগবানের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি গো, গুরু ও বৈষ্ণবে ভক্তিমান্ এবং পরোপকারী ছিলেন।

মহারাজ পৃথু তপোবনে গমন করিয়া বানপ্রস্থান্শ্রমোচিত উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তিনি কৃষ্ণারাদনা-কামনায় তৎপ্রতিকূল বিষয় বর্জন এবং তদনুকূল বিষয় স্বীকারপূর্বক ভক্তিমার্গবিহিত তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা গুণাচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরে তাঁহার ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি হইল। পৃথুপত্নী শ্রীঅর্চিদেবীও সর্বতোভাবে স্বামীর অনুগামিনী হন। শ্রীপৃথু মহারাজ ভক্তিযোগ-সমাধিস্থ হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে শ্রীঅর্চিদেবী পর্বতের সান্নিধ্যে এক চিতা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি সেই



কলেবর স্থাপন করিলেন এবং তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিয়া চিত্তানলে প্রবেশ করিলেন ।

অর্চন নবধা ভক্তির অন্যতম । শ্রীপৃথু মহারাজ অর্চনের দ্বারা শ্রীভগবান্কে লাভ করিয়াছিলেন । কথিত আছে,—সত্যযুগে শক্ত্যাবেশাবতার মহারাজ পৃথু পৃথ্বীর উচ্চ-নীচ ভূমিখণ্ড সমতল করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন । যখন নবদ্বীপমণ্ডলস্থ শ্রীমায়াপুরে মহারাজের কৰ্মচারিবৃন্দ ভূমি-সমতল-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন চতুর্দিক হইতে এক মহাজ্যোতির্ময়ী প্রভা উথিত হইলে কৰ্মচারিবৃন্দ সেই কথা পৃথু মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন । মহারাজ স্বয়ং এই স্থানে উপনীত হইয়া আশ্চর্য্য জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করেন । মহারাজ পৃথু ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এই ভূমি নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত সেই স্থান—যেখানে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া শ্রীগৌরান্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন । মহারাজ পৃথু এই স্থানের গুহ্য মাহাত্ম্য গুপ্ত করিবার জন্য তথায় এক মনোহর সুবিস্তৃত কুণ্ড নির্মাণ করিলেন । এই কুণ্ড নবদ্বীপ মণ্ডলের পৃথু-কুণ্ড নামে অভিহিত হইল । গ্রামবাসিগণ এই স্বচ্ছকুণ্ডের জল পান করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন । পরবর্তী কালে বাংলার নৃপতি লক্ষ্মণ সেন স্বীয় পিতৃপুরুষের স্মৃতি-কল্পে এই স্থানে এক সুবিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন । এই দীর্ঘিকাই বল্লালদীঘি-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এখনও শ্রীমায়াপুরে এইবল্লালদীঘি বিরাজিত থাকিয়া গোড়পুরের অতীত স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে ।

## শ্রীদামোদরাষ্টক-সরলার্থামৃত

( শ্রীম বেদব্যাস-লিখিত “শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্”—

শীর্ষক স্তোত্র-রত্নের পড়ানুবাদ )

[ মূল শ্লোক—১ ]

“নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ-রূপং

লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।

যশোদা-ভিষোলুখলারূপমানং

পরামুগ্ধমত্যং ততোদ্রুত গোপ্যা ॥”



## [ সরলার্থ ]

সুচিকন গণ্ডে যাঁর শোভিছে কুণ্ডল ।  
 যাঁর রূপে বলমল করিছে গোকুল ॥  
 যিনি দধি-ভাণ্ড ভাঙ্গি' ননী চুরি করি' ।  
 বানরে বন্টন করে উদুখলে চড়ি' ॥  
 যাঁর হেন ঔদ্ধত্য সহিতে না পারি' ।  
 যষ্টি হাতে আসে তথা যশোদা-সুন্দরী ॥  
 নিজ ক্রটি হেতু যিনি শঙ্কাগ্রস্ত চিতে ।  
 উদুখল হ'তে নামি' পলায় ত্বরিতে ॥  
 যাঁহারে ধরিতে মাতা পিছু পিছু ধায় ।  
 বেগে চলে তবু তিনি ফিরে ফিরে চায় ॥  
 জননীর কণ্ঠে যাঁর গলিত হৃদয় ।  
 ধরা দিতে যিনি গতি মন্থর করয় ॥  
 দ্রুত বেগে ছুটি' মাতা যাঁর পৃষ্ঠ ধরে ।  
 নগামি ঈশ্বর সেই শ্রীশ্যাম-সুন্দরে ॥

## [ মূল শ্লোক-২ ]

“রুদন্তং মুহূর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং  
 করান্তোজ-যুগ্মেন সাতক্ক-নেত্রম্ ।  
 মুহুঃ শ্বাস-কম্পাত্রিরেখাক্ক-কণ্ঠ-  
 স্থিত-গ্ৰৈব-দামোদরং ভক্তি-বদ্ধম্ ॥”

## [ সরলার্থ ]

মাতৃ-হস্তে যষ্টি হেরি' তাড়নের ভয়ে ।  
 যাঁর দু'নয়নে ধারা দর দর বহে ॥  
 নিজ দুই হস্ত যিনি ঘষি' দু'নয়নে ।  
 ভীতি-পূর্ণ আঁখি মেলি' চাহে মা'র পানে ॥  
 যাঁহার অশ্রুতে ভাসে আঁখির কাজল ।  
 মুকুতার মালা কণ্ঠে কাঁপে টলমল ॥



যাঁহার উদরে রজ্জু বাঁধে মাতা ধীরে ।  
 তু' অঙ্গুলি রজ্জু তথা শুধু কম পড়ে ॥  
 গৃহের যতেক রজ্জু আনে থরে থরে ।  
 তবু তু' অঙ্গুলি কম পড়ে বারে বারে ॥  
 অপূর্ব বিস্ময়ে হাসে মাতা যশোমতী ।  
 গোপীরাও হাস্য করে হেন দৃশ্য লখি' ॥  
 মাতার বাৎসল্যে যিনি হয়ে প্রীত মন ।  
 স্বীকার করিল। শেষে রজ্জুর বন্ধন ॥  
 উদরে ধরিয়া দাম হৈলা দামোদর ।  
 হেন প্রভু পাদপদ্ম বন্দি বার বার ॥

[ মূল শ্লোক—৩ ]

“ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে  
 স্ব-ঘোষণং নিমজ্জন্তুমাখ্যাপয়ন্তুম্ ।  
 তদীয়েশিতজ্জেষু ভক্তৈর্জিজ্ঞতত্বং  
 পুনঃ প্রেমতন্তুং শতাব্ধি বন্দে ॥”

[ সরলার্থ ]

দাম-বন্ধনাদি লীলা যিনি প্রকাশিলা ।  
 যাঁর রূপে গোপীগণ মোহিত হইলা ॥  
 গোকুল-বাসীরা যাঁর লীলাবলী হেরি' ।  
 আনন্দ-সাগরে মজে নিত্যকাল ধরি' ॥  
 যিনি নিজ ভক্ত-প্রেমে সদা পরাজিত ।  
 ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাদি মার্গে নহে বশীভূত ॥  
 ভক্তিপর সেবকের হইয়া অধীন ।  
 গোকুলে করয়ে যিনি লীলা নিশি-দিন ॥  
 সেই প্রভু দামোদর যশোদা-কিঙ্করে ।  
 শত শত বার পুনঃ নমি ভক্তিভরে ॥



[ মূল শ্লোক—৪ ]

“বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা  
 ন চান্যং যুগেহং বরেশাদপীহ ।  
 ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপাল-বালং  
 সদা মে মনস্ত্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥”

[ সরলার্থ ]

হে দেব, তোমার কৃপা-ভরসা সর্বথা ।  
 সর্ববিধ বর দিতে তুমি পার সদা ॥  
 চতুর্থ পুরুষার্থরূপ মোক্ষ বর লাগি ।  
 আমার হৃদয় কভু নহে অনুরাগী ॥  
 মোক্ষাবধি তুল্যত শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম ।  
 নিষ্কাম ভকত সেথা করয়ে বিশ্রাম ॥  
 সে' সেবা-সুখের কাছে মোক্ষ তুচ্ছ হয় ।  
 তবু সেই সুখে মোর ইচ্ছা না জন্মায় ।  
 শ্রবণাদি ভক্তিতেও নাহি প্রয়োজন ।  
 তাহাতে অভীষ্ট মম হবে না পূরণ ॥  
 বড়ই মধুর তব বাল-গোপাল-রূপ ।  
 যত দেখি তত হৃদে বাড়য়ে পুলক ॥  
 হেন গোপাল-রূপ যদি দেখি ভালমতে ।  
 অন্য বরে কিবা কাজ এ ব্রজ-পুরীতে ॥  
 সকল আনন্দ-সার শ্রীগোপালে পেলে ।  
 সমুদয় সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে সেই কালে ॥  
 প্রার্থনা তোমার পদে হে বাল-গোপাল ।  
 মম হৃদে হেন রূপে রাজো নিত্যকাল ॥ ( ক্রমশঃ )

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ



## দক্ষিণ ভারত-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে-সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় এই বৎসরও বিগত কার্তিক মাসে শ্রীউর্জ্জ্বত ( কার্তিকব্রত এবং নিয়মসেবা ) পালন-মুখে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কপূত দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থসমূহের পরিক্রমা এবং সন্দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদনুসারে পরিক্রমা-সভ্য বিগত ৫ই কার্তিক (ইং ২২।১০।৭৩) সোমবারে রাত্র ৮টার সময় হাওড়া স্টেশন হইতে রিজার্ভ টুরিস্ট কোচে ( Reserve Tourist-coach ) পুরী এক্সপ্রেস-যোগে দক্ষিণ ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

উক্ত পরিক্রমায় কতকগুলি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, পরিক্রমায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং অর্চামূর্তিতে বিরাজমান ছিলেন। মঠের সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণ সদা সর্বদা শ্রীহরিকথা পরিবেশন, বিশেষত প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীদামোদরাক্টক, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং প্রসঙ্গ-সমন্বিত পুরাণ-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং হরিনাম সঙ্কীর্তনে অতিবাহিত হইয়াছে তদুপরি প্রত্যেকটি তীর্থ-স্থানের মাহাত্ম্য, তত্তৎস্থানের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিবরণ এবং আচার্য্যবর্গ ও ভক্তগণের পূত চরিত্র, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ মৃদঙ্গ, করতাল, ঘণ্টা, কাসর ও নানাবিধ বর্ণের পতাকাযোগে উচ্চসঙ্কীর্তন-মুখে পরিক্রমণ এবং দর্শন সুসম্পন্ন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। এমনকি চলন্ত ট্রেনেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রাবণের অর্চন, পূজন, আরতি ও ভোগ-রাগ দর্শনের, পাঠ-কীর্তন শ্রবণের এবং শ্রদ্ধাসহকারে বাল্যভোগ, দুইবেলা মহাপ্রসাদ সেবন করিবার সুযোগও সকল যাত্রীগণ পাইয়াছেন।

হাওড়া হইতে পরিক্রমা-সভ্য ৬ই কার্তিক পূর্বাহ্ন সময় সর্ব প্রথমে শ্রীপুরী ধামে উপস্থিত হন। স্টেশনে পৌঁছিবার পূর্বেই বহু দূর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ও চক্র-ধ্বজা দর্শন করায় সকলেই ভাবে আগ্রত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের পাণ্ডাজী, শ্রীনীলাচল শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু ও স্থানীয় অনেক গৃহস্থ ভক্তগণ পুরী রেল স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে পৌঁছিলে যাত্রীগণ স্নান ও প্রসাদ-সেবা সমাপন করিয়া সঙ্কীর্তন-



মুখে শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এবং পুরীর অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিক্রমণ ও দর্শনের জন্য বহিগত হন। এই পরিক্রমার পুরোভাগে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও আরও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ পথ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

আমরা শ্রীনীলাচল ধামের পরিক্রমা করিতে গিয়া সর্ব প্রথমে স্বর্গদ্বারে নীলান্বুধির উত্তাল তরঙ্গ দর্শন ও স্পর্শন করতঃ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলাম। শ্রীরাধাভাব-কান্তি-সম্বলিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই নীলান্বুধিকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিবশতঃ কৃষ্ণকে পাইবার জন্য হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলিয়া সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ভাবনেত্রে কৃষ্ণ-বিহারস্থলী যমুনাজ্ঞানে কৃষ্ণ অন্বেষণে সমুদ্রে লক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীমন্নুহাপ্রভুর অষ্টসাত্তিক ভাবসমূহ যাহা প্রকট হইয়াছিল উহা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল। আমরা ক্রমশঃ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি পীঠে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে পূজ্যপাদ মহারাজদ্বয় যথাক্রমে বক্তৃতামুখে জানান যে, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নিজেকে অত্যন্ত দীন-হীন জ্ঞান করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে দূরে (বর্তমানে যে-স্থান সিদ্ধবকুল বলে সুপরিচিত) অবস্থান করিয়া সেখান হইতেই শ্রীমন্দিরের চক্র দর্শন করতঃ সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্বক প্রতিদিন অপতীত ভাবে তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। দণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীল রূপ-সনাতন তাঁহার পথানুসরণ করতঃ পুরীর মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া এই স্থানে (সিদ্ধবকুল) থাকিয়াই শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত শ্রীমন্নুহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন। বিশেষতঃ শ্রীরথযাত্রাকালে শ্রীল রূপগোস্বামীর দ্বারা একটি যোকে শ্রীমন্নুহাপ্রভুর মনগত ভাব উদ্ঘাটন করায় সপার্বদ শ্রীমন্নুহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদকে কৃপা করিয়া প্রচুর শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানে (সিদ্ধবকুল) শ্রীমন্নুহাপ্রভুকে দর্শন করিতে করিতে ভাব-সম্বলিত অবস্থায় যখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নির্য্যাণ প্রাপ্ত হন, তখন শ্রীমন্নুহাপ্রভু স্বয়ং নিজেই শ্রীল ঠাকুরকে নিজাক্ষে বহন করিয়া সপার্বদ সঙ্কীর্্তন সহযোগে সমুদ্রের উপকূলে এইস্থানে নিজহস্তে তাঁহার সমাধি প্রদান করেন।

অতঃপর আমরা অভিন্ন গোবর্দ্ধন শ্রীচটক পর্বতে স্থিত জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের স্থাপিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠ দর্শন ও পরিক্রমণ



করিয়া শ্রীটোটা-গোপীনাথে উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে অভিন্ন রাধিকা শ্রীগৌর-শক্তি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্ষেত্র-দন্যাস গ্রহণ করিয়া মহা ভাবের সহিত শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধন-জ্ঞানে এইস্থানে প্রায়ই উপস্থিত হইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সহিত প্রীতিপূর্বক কৃষ্ণ-কথা আলাপ করিতেন ও তাঁহার বিবিধ প্রকারের ভাব-সেবা গ্রহণ করিতেন। অনেক ভক্তগণের এই প্রকার অভিমত যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মহা বিরহ অবস্থায় শ্রীগোপীনাথজীউকে দর্শন করিতে গিয়া শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সহিত মিলিত হন।

তদনন্তর আমরা পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে জগমোহনে প্রবেশ করিয়া ভোগমণ্ডপে গুরুড়-স্তম্ভ দর্শন ও স্পর্শন করিলাম। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া এই গুরুড়-স্তম্ভে হস্ত রাখিয়া উক্ত স্থান হইতে ভাবভরে শ্রীশ্রীজগন্নাথরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ভাবভরে দর্শন করিতেন। তাঁহার অপূর্ব বিরহদ্বারা গুরুড়-স্তম্ভে যেখানে হস্তপ্রদান করিতেন এবং যে-প্রস্তরের উপরে তিনি দাড়াইতেন, সেই স্থানের প্রস্তর পণ্ডিত দ্রুবিভূত হইয়া গর্ত হইয়াছে। পদ-তলস্থিত গর্তের মধ্যে প্রতি দিবসে তাঁহার অশ্রুজলে গর্তটি পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। সন্নিবর্তন শ্রীজয়-বিজয় বিগ্রহগণকে প্রণাম করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের মূল প্রাঙ্গণস্থ রত্নবেদীকে পরিভ্রমণ করিলাম। এই রত্নবেদীর উপরেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেখানেই শ্রীনীলমাধব-লক্ষ্মী-সরস্বতীদেবীর শ্রীজয়-বিগ্রহ বিরাজমান রয়েছেন। শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শন ও পরিভ্রমণ করিয়া আমরা ক্রমশঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ, কল্লরক্ষ, বটপত্রশায়ী বাল-মুকুন্দ, সর্বমঙ্গলা দেবী, বিমলা দেবী, লক্ষ্মী-সরস্বতী দেবী, শ্রীনৃসিংহ দেব, ষড়ভূজ শ্রীমহাপ্রভু এবং আরও অনেক স্থান দর্শন করিয়া সিংহদ্বার হইয়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

তৎপরদিবসে প্রাতে: শ্রীচক্রতীর্থ দর্শন করিয়া শ্রীরাধাকান্ত মঠে—শ্রীকাশী মিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইলাম। মহাপ্রভু অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী পুরীতে অবস্থান-কালে শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে যে ছোট একটি কুঠীতে বাস করতঃ স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দের সহিত বিপ্রলব্ধরসের কথা উন্মাদ অবস্থায় আশ্বাদন করিতেন তাহাকে বর্তমানে গস্তীরা মন্দির বলা হয়। সেখানে এখনও তাঁহার চরণ-পাহুকা, চক্কা-কন্থা এবং মালিকাদি সুরক্ষিত আছে।



আমরা তাহা দর্শন ও পরিক্রমা করতঃ শ্রীরাধাকান্তের দর্শন করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভক্তনস্থলী সিদ্ধ-বকুল দর্শনান্তে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাঠ এবং আরও অনেক দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়া পরে শ্রীগুণ্ডীচা মন্দিরাদি দর্শন করতঃ ফৈশনে প্রত্যাবর্তন করি। এখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সিংহাচলম্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমরা ইং ২৫।১০।৭৩ তারিখে ভোর বেলা ওয়ালটিয়ারে নামিয়া বাস-যোগে প্রায় দশ মাইল অতিক্রম করতঃ সিংহাচলম্ পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলে কেহ কেহ (পদব্রজে অশক্ত ব্যক্তি) পুনঃ বাসযোগে পর্বতোপরি শ্রীনৃসিংহ মন্দির দর্শনের জন্য অগ্রসর হন এবং বেশীর ভাগ যাত্রীই কীর্তন সহযোগে সোজাপথে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া পর্বতের শির-দেশে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন।

শ্রীমন্দির উন্মুক্ত হইবার বিলম্ব হেতু মহারাজগণ ওখানকার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলেন যে, সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু ভক্তপ্রহ্লাদকে সমুদ্রে ফেলিয়া এই পর্বতকে প্রহ্লাদের উপর চাপা দিয়াছিল। কিন্তু ভগবান স্বয়ং প্রকটিত হইয়া পর্বতকে ধারণ করতঃ প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ এই পর্বতের উপরে এই মূর্তিকে উপাসনা করেন। উক্ত স্থানের শ্রীমূর্তি বরাহ মূর্তির ন্যায় দেখা গেলেও তাঁহাকে নৃসিংহ-মূর্তি বলা হয়। বার মাসই চন্দনের দ্বারা এই মূর্তি আচ্ছাদিত থাকে। কেবল মাত্র বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে যখন চন্দন অপসারিত করা হয় এবং নতুন চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয় সেই সময় এক দিনের জন্য মূল বিগ্রহের দর্শন হয়। বাহির হইতে এই মন্দির সাধারণ দেখা গেলেও ভিতরে বৃহৎ আকার এবং ইহার কারুকার্য দেখিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। এই নৃসিংহ-বিগ্রহ প্রাচীনকালে সেখানকার রাজাকে সপ্নাদেশ এবং পরে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন দিয়া এই পর্বতোপরি তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করতঃ সেবা-পূজা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। রাজা রাজকীয় ভাবে সেখানকার সেবার ব্যবস্থা করেন। এই শ্রীবিগ্রহ জীয়ার-নৃসিংহ নামে সুপরিচিত।

( ক্রমশঃ )

— শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী



# শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

( গভঃ রেজিষ্টার্ড্ )

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;

জেলা—নদীয়া ( পঃ বঙ্গ ) ।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির  
নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা)  
উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি-উক্ত  
ঠিকানায় আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৮০ (ইং ৩রা মার্চ, ১৯৭৪) রবিবার  
হইতে ২৫শে ফাল্গুন ( ৯৩৭৪ ) শনিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট  
মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে । এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ,  
কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি  
বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে ।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে শ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি)  
দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্তন ও নগর-সকীর্তন-মুখে ষোল-  
কোশ ধাম-পরিক্রমা করা হইবে । এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহ-  
পল্লী দর্শনাতে অপরাহ্নে সহর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিবার  
ব্যবস্থা হইয়াছে ।

ধর্ম্য প্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্নব যোগদান  
করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন । এই  
মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা  
সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যনুখী স্মৃতি  
অর্জিত হইবে ।

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-  
পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল । ইতি— ১৪ই পৌষ, ১৩৮০ ।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি



## পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৯শে ফাল্গুন (৩রা মার্চ), রবিবার ; **শ্রীগোক্রমদ্বীপ** (কীর্তনাখ্য) —গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য) —মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ), সোমবার ; (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদ-সেবনাখ্য) —গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চনাখ্য) —রাতুপুর ।

৩। ২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ), মঙ্গলবার ; (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদক্রমদ্বীপ** (দাস্যখ্য) —মামগাছী (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ।

৪। ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ), বুধবার ; (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —রুদ্র-পাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) —সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা ।

৫। ২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ), বৃহস্পতিবার ; (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য) —শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন ।


৬। ২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ), শুক্রবার - **শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব** ।

৭। ২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ), শনিবার —সাধারণ মহোৎসব (মহা-প্রসাদ বিতরণ) ।

**দ্রষ্টব্যঃ**—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী **শ্রীশ্রীমন্তকিবেদান্ত** বামন মহারাজের নিকট পূর্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য ।



স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্ষাঃ সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।  
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥

অতঃ ধর্ম সূর্যরূপে পালে যেই জন ।  
হরি-কথার বক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { প্রচায়, ৬ গোবিন্দ, ৪৮৭ গোরাঙ্ক  
মঙ্গলবার, ২৯ মাঘ, ১৩৩০ ; ইং ১২।২।১৯৭৪ } ১২শ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[ শ্রীল-রূপ-গোশ্বামি-বিরচিতম্ ]

উপহিতপশুপালীনেত্রসারঙ্গতুষ্টিঃ

প্রসরদমৃতধারাদোরণীধৌতবিশ্বা ।

পিহিতরবিসুধাংশুঃ প্রাংশুতাপিঞ্জরমা

রময়তু বকহস্তঃ কান্তিকাদম্বিনী বঃ ॥

যিনি ব্রজরমণীগণের নয়নচাতকের আনন্দপ্রদ, যাঁহার অমৃতবর্ষণে এই নিখিল জগৎ পবিত্র হইতেছে, যিনি চন্দ্রসূর্য্যের প্রভা আচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেই তমালশ্যামল শ্রীকৃষ্ণের কান্তিকাদম্বিনী তোমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন ।

যঃ স্থিরকরুণস্তজ্জিতধরুণস্তপিতজনকঃ সন্মদজনকঃ ।

প্রণতবিমায়ং জগুরনপায়ং ঘনরুচিকায়ং শুকুতিজনা যম্ ।



সুজনকলিতকথনে প্রবলদনুজমথনে

প্রণয়িষু রতমভয়েন প্রকটরতিষু কিল যেন ।

যস্মৈ পরিধবস্তুতুষ্ঠায় চক্ৰঃ স্পৃহাং মালাজুষ্ঠায়

দিব্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কেলিতুষ্ঠায় কন্দর্পরঞ্জন পুষ্ঠায় ।

ধৃতোৎসাহপূরাং দ্যুতিক্ষিপ্তশূরাযৎতোংরিবিদূরাস্তয়ং প্রাপ শূরাং ।

যস্যোজ্জ্বলাঙ্গস্য সঞ্চাৰ্য্যপাঙ্গস্য বেণুর্লশামস্য হস্তেহভিরামস্য ।

স্মিতবিস্মু রতেহজনি যত্র হিতে রতিরুল্লসিতে সুদৃশাং ললিতে ।

স ত্বং জয় জয় তুষ্টপ্রতিভয় ভক্তস্থিরদয় লুপ্তব্রজভয় ॥ বীর ॥

হংসোত্তমাভিলষিতা সেবকচক্রেষু দশিতোতোৎসেকা ।

মুরজয়িনঃ কল্যাণী করুণাকল্লোলিনী জয়তি ॥

মিত্রকুলোদিতনর্ম্মমুদিত রঞ্জিতরাধিক শর্ম্মভরাধিক ॥ ধীর ॥

হে নাথ ! তোমার করুণা অনপায়িনী, ত্বদীয় পিতা নন্দমহারাজ বরুণ-  
কর্তৃক অপহৃত হইলে তুমি বরুণালয়ে গমনপূর্ব্বক তাহাকে কত তিরস্কার  
করিয়াছিলে, অনন্তর বরুণ ভীত হইয়া তোমার পিতাকে সাদরে পূজা করিয়া-  
ছিলেন । তদনন্তর নিজালয়ে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে গোলোক-  
ধাম দর্শন করাইয়া তাঁহাদিগকে অপার আনন্দ প্রদান করিয়াছ, পণ্ডিতগণ  
তোমাকে নবনীরদ-কান্তি নিত্যবস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তোমার ভক্তগণ  
মায়াশূন্য, পণ্ডিতগণ তোমার লীলা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তুমি  
দুর্দান্ত দানবগণের বিনাশক, তুমি ভক্তিপরায়ণ প্রণয়িজনের অনুগত, সুরনারী-  
গণ কন্দর্পবশবর্ত্তিনী হইয়া তোমাকে অভিলাষ করেন, তুমি মাননীয় জনের  
সেবা, তুমি লীলাপ্রিয়, তুমি কন্দর্পরসে পরিতুষ্ট, শত্রু সংহার করিতে তোমার  
বিলক্ষণ উৎসাহ, সূর্য্যের ন্যায় তোমার তেজঃপূজ্য, কংসাস্তুর দূর হইতেই  
তোমার বল-বিক্রম দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, তোমার হস্তে সুন্দর বংশী  
সুশোভিত হইতেছে, তুমি সর্ব্বাঙ্গে সুশোভিত, তুমি অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা সকলের  
চিত্ত হরণ কর, তুমি পরম সুন্দর, তুমি জগতের শিরোভূষণ, তোমাতে সুন্দর  
ব্রজরমণীগণের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, তোমার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যে সুশোভিত,  
তুমি জগতের হিতকারী, তুমি পরম সুন্দর ও সর্ব্বদা উল্লাসযুক্ত, তুমি দুষ্টিগণের  
পক্ষে দারুণ, ভক্তজনের প্রতি তোমার দয়া সুস্থিরা, তুমি ব্রজের ভয় দূর  
করিয়াছ । অতএব হে বীর তোমার পুনঃ পুনঃ জয় হউক । হে ধীর !



তোমার যে করুণা-নদীকে জ্ঞানিভক্তরূপ হংসগণ অভিলাষ করেন কিন্তু প্রাপ্ত হন নাই, পরন্তু ভজনশীল সেবকগণ ঐ নদীতে অবগাহন করিয়া থাকেন । হে মুরারে ! তোমার সেই করুণানদীর জয় হউক । তুমি মিত্রগণের পরিহাস বাক্যে আনন্দিত, তোমাতে রাধিকা অনুরাগিণী, তুমি রাধিকার অনঙ্গলক আনন্দে পরিপূর্ণ ।

মধুরেশ ! মাধুরীময় ! মাধব ! মুরলীমতল্লিকামুগ্ধ !

মম মদনমোহন ! মুদা মুর্দয় মনসো মহামোহম্ ॥

হে মথুরানাথ ! হে মাধুরীময় ! হে মাধব ! হে প্রশস্ত মুরলীদ্বারা মনোহন ! হে মদনমোহন ! তুমি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশদ্বারা আমার মানসিক মহামোহ বিনাশ কর ।

॥ অক্ষরময়ী ॥

অচ্যুত জয় জয় আর্তকুপাময় ইন্দ্রমখাদীন ঈতিবিশাতন  
উজ্জ্বলবিভ্রম উজ্জিতবিক্রম ঋদ্ধিধুরোদ্ধুর ঋভুদয়াপর  
লৃদিবকুপেক্ষিত লৃবদলক্ষিত এধিতবল্লব ঐন্দবকুলভব  
ওজঃস্ফুজ্জিত ওগ্রাবিবজ্জিত অংশবিশঙ্কট অষ্টাপদপট  
কঙ্কণযুতকর খণ্ডিতখলবর গতিজিতকুঞ্জর ঘনঘুমৃণাস্বর  
ঔতমুরলীরত চলচিল্লীলত ছলিতসতীব্রত জলজোদ্ভবনত  
ঋষবরকুণ্ডল এণ্ডোয়িতদল টঙ্কিতভৃধর ঠনিভাননবর-  
ডমরঘটাহর ঢঙ্কিতকরতল নখরধ্বতাচল তরলবিলোচন-  
থুংকৃতখঞ্জন দম্বজবিমর্দন ধবলাবর্দ্ধন নন্দসুখাস্পদ  
পঙ্কজসম্পদ ফণিনুতিমোদিত বন্ধুবিনোদিত ভঙ্গুরিতালক  
মঞ্জুলমালক যষ্টিলসদ্বুজ রম্যমুখান্বুজ ললিতবিশারদ-  
বল্লবরঙ্গদ শর্ম্মদচেষ্টিত ষট্পদবেষ্টিত সরসীরুহধর

হলধরসোদর ক্ষণদগুণোৎকর ॥ বীর ॥

হে অচ্যুত ! তোমার জয়, তুমি আর্তব্যক্তিকে অনুকম্পা কর, তুমি ইন্দ্রের যজ্ঞহন্তা, তুমি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিভীতির নিবারক, তুমি উজ্জ্বলরসপ্রিয়, তুমি উজ্জিতবিক্রম, তুমি ঋদ্ধি (সমৃদ্ধি) যুক্ত, তুমি ঋভুগণের (দেববৃন্দের) অনুগ্রাহক, তুমি ঈকারের ন্যায় কৃপাপরায়ণ, অর্থাৎ হ্রস্ব ঈকা



যে-রূপ রূপ-ধাতুতে ক্লেপ্ত হয় সেই রূপ তুমিও রূপায় ক্লেপ্ত, তুমি দীর্ঘ  
 ঙ্কারের ন্যায় অলক্ষিত অর্থাৎ দীর্ঘ ঙ্কার যেমন অদৃশ্য তুমিও সেইরূপ অদৃশ্য,  
 তুমি গোপবৃন্দের শ্রীরন্ধি করিয়াছ, তুমি চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি  
 তেজস্বী ও অনুগ্রহস্বভাব, তুমি বিশালমুদ্র, তুমি স্বর্ণকান্তি পীতাম্বরে সুশোভিত  
 ত্বদীয় পাণিযুগল কঙ্কণভূষণে ভূষিত, তুমি খেলের গর্ভকে খর্ব করিয়াছ, তুমি  
 গজেন্দ্রগমন, তুমি ঘন কুঙ্কুমের ন্যায় পীতবসন পরিধান করিয়াছ, তুমি মুরলী-  
 বাদন-প্রিয়, তুমি চঞ্চল আয়ুগলে সুশোভিত, ব্রজরমণীগণের পাতিব্রতা-ব্রত  
 তোমাতেই পর্যাবসিত হইয়াছে, তুমি ব্রহ্মার আরাধ্যা, তোমার কর্ণযুগল  
 মকরকুণ্ডলে সুশোভিত, তুমি গোচারণ সময়ে তালপত্র নিষ্পিত বাজ যন্ত্রের  
 শব্দ পুনঃ পুনঃ করিয়া থাক, তুমি গোবর্দ্ধনধারী, তুমি চন্দ্রানন, তুমি গোবর্দ্ধন  
 ধারণ-সময়ে ইন্দ্রেপ্রেরিত মেঘগণকে অপসারিত করিয়াছ হে নাথ ! তুমি  
 নখাগ্রদ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে তোমার ঐ বামহস্ত যেন পটহের ন্যায়  
 জগতে তোমার অসীম কীর্তি ঘোষণা করিতে লাগিল। তোমার চপলনয়ন  
 খঞ্জনের ন্যায় সুশোভিত, তুমি দম্বজকুল নিহন্তা, তুমি সুরভীগণের পালক, তুমি  
 শ্রীনন্দের আনন্দের স্থান, তোমার সমস্ত অঙ্গ পঙ্কজের ন্যায় মনোহর, তুমি  
 কালিয়নাগের স্তবে পরিতুষ্ট, তুমি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ-  
 আছাদ কর, তুমি কুটিল অলকাবলীতে সুশোভিত, তোমার গলে বনমালা  
 সুশোভিত, তুমি গো-পালনের নিমিত্ত দক্ষিণহস্তে যষ্টিধারণ করিয়াছ, তোমার  
 মুখাশুজ অতি মনোহর, তুমি বিদ্যাবিশারদবল্লবগণের রঙ্গপ্রদ, তোমার লীলা  
 ভক্তগণের আনন্দপ্রদ, তুমি ভ্রমরশোভিত নীলাপদ্ম ধারণ করিয়াছ, তুমি  
 হলধরের সহোদর, তোমার গুণবৃন্দ শ্রীবের উৎসাদায়ী।

কর্ণে কল্লিককলিকঃ কলিকয়া কামাযিতঃ কান্তিভিঃ

কাস্তানাং কিলকিঞ্চিতঃ কিসলয়ন্ কীলালধিঃ কীর্ত্তিভিঃ।

কুবর্বন্ কূর্দনকানি কেশরিতয়া কৈশোরবান্ কোটিশঃ

কোপী কৌকুরকংসকষ্টকৃতিকঃ কৃষ্ণঃ ক্রিয়াৎ কাক্ষিতম্ ॥

যাঁহার কর্ণে চম্পককলিকা সুশোভিত হইতেছে, যিনি শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে  
 কন্দর্পতুলা হইয়াছেন, যিনি প্রেয়সীগণের কিলকিঞ্চিত্তাব ( ক্রন্দন, হাস্য, ভয়  
 ও কম্পাদি একত্র বহুবিধ শৃঙ্গার ভাব ) করিতেছেন, যিনি যশের সমুদ্র, যিনি  
 কংসালয়ে পিতামাতার নিন্দা শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় তরুণ সিংহের



ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন এবং যাঁহার বিক্রম দেখিয়া কংসাসুর ভীত হইতেছে, সেই বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন।

সৌরীতটচর গৌরীব্রতপর গৌরীপটহর চৌরীকৃতকর ॥ ধীর ॥

প্রেমাকুণ্ডলিতক ! কক্খটসুভটেন্দ্রকণ্ঠকুটাক !

কুরু শৌক্ষ্মপটাস্বর ! ভট্টক ! তাণ্ডবং হৃদি মে ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি কালিন্দীতটে কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণ গোপিকাগণের বসন হরণ করিয়াছ। হে পীতাম্বর ! হে দেব ! তুমি আমার হৃদয়ে নৃত্য কর, তুমি প্রেমের অধীন হইয়া হটে গমন কর, তুমি দানবগণের অতিকঠোর কণ্ঠ চক্রদ্বারা ছেদন করিয়াছ।

॥ সর্বলঘুঃ ॥

চরণচলনহতজ্ঞৈরশকটক রজকদল্লন বশগতপরকটক

নটনঘটনলসদগবরকটক সকনকমরকতময়নবকটক

কপটকদিত নটদকঠিনপদতট-বিঘটিতদধিঘটনিবিড়িতশুশকট

রুচিতুলিতপুরট-পটলরুচিরপট-ঘটিতবিপুলকট কুটিলচিকুরঘট

রবিহিত্তনিকট-লুঠদজরঠজট-বিটপানিচিতবট-তটপটুতরনট

নিজবিলসিতহঠ-বিচটিতশ্রবিকট চটুলদল্লুঘট

জয় যুবতিষু শঠ ॥ বীর ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি শৈশবকালে অতি কোমলচরণ চালন করিয়া কঠিনতর শকটকে ভঞ্জন করিয়াছ তুমি রজকসংহারী, শত্রুর সৈন্য সকল তোমার বশীভূত হইয়াছে, তুমি গোবর্দ্ধন পর্বতের নিতম্বপ্রদেশে নৃত্য করিয়া উহাকে সুশোভিত করিতেছ, তোমার করযুগল মরকতমণি খচিত স্বর্ণবলয়ে বিভূষিত, তুমি বাল্যকালে কপট ক্রন্দন করিয়া কোমলচরণদ্বারা দধিপূর্ণ কুন্ত ভগ্ন করিয়াছ, তুমি শকটাসুরকে মোক্ষ প্রদান করিয়া উহাকে সান্দ্রানন্দরসে নিমগ্ন করিয়াছ, সমূহ কনক-কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত অশ্বরে তোমার কটিদেশে সুশোভিত, তোমার মস্তকের উপর কুটিল কুন্তলরচিত চূড়া সুশোভিত, তুমি যমুনাতীরে অভিনব জটা ও শাখা-পল্লব সুশোভিত বটবৃক্ষ-তলে নৃত্য করিয়া থাক, তুমি লীলাস্থলে ভয়ানক দানবগণ বিনাশ করিয়াছ, হে গোপযুবতীপ্রিয়, হে বীর ! তুমি জয়যুক্ত হও।



স্মুটনাট্যকড়ম্বদণ্ডিতদ্রুটিমোড্ডামরদুষ্টকুণ্ডলী ।

জয় গোষ্ঠকুটুম্বসংবৃতস্বয়মিড়াডিম্বকদম্বডম্বক ॥

রশনমুখর সুখরনখর দশনশিখরবিজিতশিখর ॥ ধীর ॥

হে ভূভারহারিন্ ! তুমি কালিয়নাগের উপর নৃত্য করিয়া তাহাকে দণ্ডিত করিয়াছ, তুমি ব্রজবালকগণে পরিবৃত, অতএব তোমার জয় হউক । তোমার কটিদেশে কিঙ্কিনী মধুরশব্দ করিতেছে, তোমার নখ অতি তীক্ষ্ণ, দাড়িম্ব-বীজের ন্যায় তোমার দন্তাবলী সুশোভিত ।

বিবৃতবিবিধবাধে ভ্রাস্তিবেগাদগাধে

বলবতি ভবপূরে মজ্জতো মেহবিদূরে ।

অশরণগণবন্ধো ! হে কৃপাকৌমুদীন্দো !

সকৃদকৃতবিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বম্ ॥

হে অনাথনাথ ! হে কৃপাকৌমুদীপতে ! নানাবিধ ক্লেশের আলায়, ভ্রাস্তিবেগবশতঃ অতিশয় অগাধ ও অপার এই ভবপ্রবাহে আমি নিমগ্ন হইয়াছি, অতএব হে নাথ ! তুমি একবার কৃপা করিয়া হস্তধারণপূর্বক আমাকে উদ্ধার কর ।

নামানি প্রণয়েন তে শুকুতিনাং তন্বন্তি তুণ্ডোংসবং

ধামানি প্রথয়ন্তি হন্ত জলদশ্যামানি নেত্রাঞ্জনম্ ।

সামানি শ্রুতশঙ্কুলীং মুরলিকাজাতাশ্রলং কুর্ষতে

কামানিবিবৃতচেতসামিহ বিভো ! নাশাপি নঃ শোভতে ॥

হে বিভো ! অচ্যুত-অনন্ত প্রভৃতি তোমার নাম সকল ভক্তগণের মুখের উৎসব-বর্দ্ধন করিতেছে, নবনীরদের ন্যায় তোমার অঙ্গকান্তি এই সমস্ত ভক্তগণের নয়নাঞ্জন হইয়াছে এবং তোমার মুরলীধ্বনিসম্ভূত সঙ্গীত সকল তাঁহাদেরই কর্ণভূষণ হইয়াছে, অর্থাৎ ভক্তগণই তোমার নাম কীৰ্ত্তন করিতেছেন, তাঁহারাই তোমার রূপ দর্শন করিতেছেন এবং তাঁহারাই তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু তোমার এই নামরূপাদি বিষয়-কলুষিতচিত্ত মাদৃশজনের আশাকে শোভাবতী করিতে সমর্থ হইতেছে না ।

ব্যাংপন্নঃ স্থস্থিরমতির্গতল্লানির্গলম্বনঃ ।

ভক্তঃ কৃষ্ণে ভবেদ্ যঃ স বিরূদাবলিপাঠকঃ ॥



যিনি ব্যাকরণাদিশাস্ত্রে বাৎপন্ন, সুস্থির মতি, সুকণ্ঠ এবং নিরুদ্ধেগ ও কৃষ্ণভক্ত হইলেন, তিনিই এই গোবিন্দবিরূদাবলী পাঠের অধিকারী।

রম্যা বিরূদাবল্যা প্রোক্তলক্ষণযুক্তয়া।

সুয়মানঃ প্রমুদিতো বাসুদেবঃ প্রসীদতি ॥

যথোক্ত লক্ষণলক্ষিত এই রমণীয় গোবিন্দবিরূদাবলীদ্বারা যে মহাত্মা হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন ভগবান্ নন্দনন্দন অচিরাৎ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন।

যস্তোতিবিরূদাবল্যা মথুরামণ্ডলে হরিং।

অনয়া রম্যা তস্মৈ তূর্ণমেষ প্রসীদতি ॥

ইতি শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামী-বিরচিত-স্তবমালায়াং

শ্রীগোবিন্দবিরূদাবলী সমাপ্তা।

যিনি মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া এই রমণীয় গোবিন্দবিরূদাবলীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন, ভগবান্ বাসুদেব অচিরাৎ তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হন।

ইতি শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী বিরচিত স্তবমালায়

শ্রীগোবিন্দবিরূদাবলী সমাপ্তা।

## [ ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সহিত বিচারের জন্ম পত্র ]

শ্রীশ্রীগুরুগোরাচৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ ( নদীয়া )।

ইং ৩০।৪।৬৬

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,—

\* \* \* বাবু! আপনার ১৬।৪।৬৬ তারিখে Regd. A/D পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনার পত্রখানি আসিতে একটু দেরী হইয়াছে, তত্পরি আমাদের নানা কার্য্যে-ব্যস্ততার জন্ম পত্রের উত্তর দিতে কিছু দেরী হইল, তজ্জন্ম মনে কিছু করিবেন না।



আপনার সত্য স্থাপনের চেষ্টা দেখিয়া আমরা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং আমরাও বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই দীশামুগতা।

আমরা পূর্বে জানাইয়াছিলাম, অমুকুল ঠাকুর কোন্ তারিখে বিচারের জন্ত আসিতে পারিবেন তাহা স্থির করিয়া পত্র দিবেন। আপনার পত্রে সে-সম্বন্ধে কিছু লেখা নাই। ইহা স্থির করিয়া আমাদেরকে অন্তঃ ১ সপ্তাঃ পূর্বে জানাইবেন।

মধ্যস্থ কাঁথির একজন পণ্ডিতের কথা শিখিয়াছেন। কাঁথিতে কোন ভাল পণ্ডিত নাই, আমাদের জানা আছে। কাঁথির পঞ্চতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাদের শাস্ত্র-জ্ঞান একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। সে যাহা হউক, মধ্যস্থতা করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। সুতরাং এ বিষয় ভাল মধ্যস্থ নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমাদের মনে হয় High Court-এর বিশেষ অভিজ্ঞ বিচারপতিকে নিরূপণ করিলে ভাল হয়। নিতান্ত অভাব পক্ষে, বাহিরের লোক হইতে উপযুক্ত লোক ঠিক করিতে হইবে।

আমরা যাহার সম্বন্ধে বিচার করিব তাহার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক। যে-সে ভগবান্ দাজিলে চলিবে না বা চেলা-চামুণ্ডরা যাহাকে-তাহাকে ভগবান্ খাড়া করিলে সে ভগবান্ হইবে না—ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। যাহা হউক বিচারক্ষেত্রে সমস্ত আলোচনা করা যাইবে। আপনার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম। অমুকুলচন্দ্রের দলকে সহজে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে, হইবেও না। গায়ের জোরে কখনই দীশ্বর নিরূপণ হয় না। পার্থিব বল পরমার্থের কার্যে লাগে না।

যাহা হউক, আপনি একবার সময় করিয়া এখানে আসিতে পারিলে ভাল হয়। সাক্ষাতে সমস্ত আলোচনা করিয়া স্থির করা যাইতে পারে। ইতি—

গৌরজন-কিঙ্কর—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব



# শ্রীবাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

[ পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর ]

আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মূর্তিতে আমাদের দয়া করুণার স্রোত উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্গুরুর বিম্ব প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়-জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকাসমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব পড়েছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা করতে হ'বে সর্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছেন,—আশ্রয়-জাতীয়-রূপে প্রতিবস্তুতে তাঁর অবস্থান। তিনি প্রতিবস্তুতেই বিরাজমান।

চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-  
জম্বক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।

যেহন্তে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ  
শংসন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাঅনাং নঃ॥

[ হে চূত, হে পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বক, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং অগ্ন্যাদি পরহিতকর যামুনতটবাসী তরুগণ, তোমরা আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া দেও, কৃষ্ণবিরহে আমাদের চিন্তা শূন্য বোধ হইতেছে। ]

রাসস্থলী হ'তে কৃষ্ণ যখন চ'লে গেছেন, মুক্তপুরুষ গোপীগণ সকল বস্তুর কাছে গিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ করছেন। গোপীগণের আধ্যাত্মিকতা কি তখন প্রবল? এই সকল কথা আমাদের গুরুপাদপদ্ম হ'তে শুন্বার অবসর হয়। নন্দ-গোবিন্দ, যশোদা-গোবিন্দ, শ্রীদাম-সুদাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, কদম্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি চিহ্নবিলাস-বৈচিত্র্য রসময় শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিন্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ—পর্যটন দেখতে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়,



তবেই এই সকল কথা স্মৃতি লাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমা-  
দিগকে ভগবৎসেবা করবার জন্ত প্রবুদ্ধ করেন, তাঁর পূজা ব্যতীত পূর্ণ  
বস্তুর সেবা লাভ করবার আর উপায় নেই।

আমরা আজও যে অনেক কথা শুনার অসর পেলাম, কেমন ঠিঠার  
কথা পেলাম—যদিও ইংরাজী ভাষায় \* \* অনেক কথা বলা হ'য়েছে, তা'তে  
আমাদের শুনার অনেক বিষয় ছিল। আমরা যেন গুরুপাদপদ্মের এরূপ  
নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারি। বিভিন্ন আধারে প্রাতফালত শ্রীগুরুপাদপদ্মের  
বিষয় আমাদের শিক্ষার জন্ত নিয়তই অনেক নূতন নূতন কথা প্রকাশ ক'রে  
থাকেন। আমি দান্তিকতাপূর্ণ ক্ষুদ্র জীব, আমার এই সকল শুনার অধিকার  
কেন হয়? শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য শুনার  
অবসর দিয়ে প্রাতমুহূর্তে জানাচ্ছেন, 'ওহে ক্ষুদ্র জীব, তুমি গুরুপাদপদ্মে  
এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর।' বিভিন্ন আধারে আমার গুরুপাদপদ্মের প্রকটিত  
মুক্তির ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি দেখলে মনে হয়, আমার ইঁহাদের সঙ্গে হরি-  
সেবা করবার জন্ত কোটি কোটি জন্মলাভ হউক—ইঁহাদের সঙ্গে আমার  
কোটি কোটি জন্মের ভবৎসেবাবিমুখতা নষ্ট হ'য়ে যা'ক্।

যখন আমি দক্ষিণদেশে মঙ্গলগিরিতে মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠার জন্ত  
গিয়েছিলাম, তখন সেখানে আমাদের কেউ কেউ প্রশ্ন ক'রেছিলেন,—  
'আমরা যখন প্রথমমুখে মঠে এসেছিলাম, তখন আপনার বন্ধু-বান্ধবের  
চরিত্র ও ভগবৎসেবানুরাগ দর্শন ক'রে আমাদের কত উৎসাহ ও আশা  
বৃদ্ধি হচ্ছিল, আজকাল আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ খর্ব হ'য়ে যাচ্ছে, আমরা  
রকম রকম বিচার করতে বসেছি। কতিপয় ব্রহ্মচারী সমাবর্তন ক'রে  
গৃহে প্রবেশ ক'রেছেন।' আমি তদুত্তরে বললাম, গৃহে প্রবেশ করলেই যে  
হরিভজন ছেড়ে দিতে হয়, একথা আমি বলতে পারি না। আমি ত' দেখছি  
আশ্চর্য্য বৈষ্ণব-সকল! আমি দেখছি তাঁদের বৈষ্ণবতা—হরিভক্তি আরও  
কত বেড়েছে! আমি কতটা পাষণ্ড ছিলাম, তাঁদের সঙ্গে আমার সেই  
পাষণ্ডতা কত কমে গেছে! আমি দেখছি আমি বিমুখ হ'লেও সকলেই  
হরিভজন করছেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের কৃপায়  
জানতে পেরেছি—

“বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম না পাড়ে কাণে।

সবে কৃষ্ণ ভজে তি'হ এই মাত্র জানে।”



আমি ত দেখছি সকলের উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে হরিভজন করছেন—  
ভগবানের সংসার সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হ'য়েছে—কেবল আমার মঙ্গল হলো  
না—সকলেরই মঙ্গল হলো। আপনারা অল্পাভাবে চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছেন,  
আপনাদের ভগবৎসেবায় উৎকর্ষা অধিক : তাই বলছেন, তাঁ'রা আরও  
অধিকতরভাবে হরিভজন করুন, তাঁ'দিগকে হরিভজন করতে দেখেও  
আপনাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। আপনারা চান যে, আপনাদের প্রাণ-প্রভুর  
সেবা তাঁ'রা আরও কোটিগুণ অধিকতরভাবে করেন ; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র  
হৃদয়—আমার ক্ষুদ্র আধার, তাঁ'দের বিপুল হরিভজন আমার ক্ষুদ্র ভজনে  
আমি ধরতে পারছি না, আমার ক্ষুদ্র পাত্র থেকে তাঁ'দের হরিভজনের চেষ্টা  
উপচে পড়ছে, ইঁহাদের হরিভজনের কথা আমি আমার ক্ষুদ্র আধারে  
রাখতে পারছি না। ইঁহারা কেমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আদর্শ জীবন দেখিয়ে  
দেখিয়ে চ'লে যাচ্ছেন। আমিই কেবল হরিভজন করতে পারলাম না ;  
আমি কেবল পরছিদ্র দর্শনে বাস্তু, কোথায় আমি ভজনের পথে অগ্রসর  
হ'ব, না আমি বৈষ্ণবের ছিদ্র অবেষণে বাস্তু হ'য়ে পড়ছি।

বৈষ্ণবের ছিদ্র কা'রা অবেষণ করে ? আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়—যা'দের  
বাহ্যবিষয়-প্রতারিত চক্ষু, কণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল—যা'রা হরিভজনবিমুখ।  
আমাকে যখন কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছেন,  
তখন আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তাঁ'র হরিভজনটা খুব বেশী হ'য়েছে, তাঁ'র  
হৃদয় খুব উন্নত হ'য়েছে, তাই একমাত্র মঙ্গলের পথ যে হরিভজন, তা' ছেড়ে  
দিয়ে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হ'য়েছেন। যিনি ধনী হ'য়েছেন, তিনি  
তৃপ্তিলাভ করেছেন বলেই আর ধনার্জনের ক্লেশ করতে চান না।

গীতায় শ্রীভগবান ব'লেছেন যে, ভগবানের ভক্তসকলের কখনও অমঙ্গল  
হয় না—তাঁ'দের কখনও বিনাশ নেই—“ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি।”

অপি চেৎ সূহৃদাচারো ভজতে মায়নত্ভাক্ ।

সাধুবেব স মন্তব্যঃ সম্যাগ্যাবসিতো হি সঃ ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥ (গীঃ ৯।৩০-৩১)

যা'রা অনন্তভজন ক'রেছিলেন, তাঁরা কখনও কি অধঃপতিত হ'তে  
পারেন ? নিশ্চয়ই তাঁ'রা মঙ্গল লাভ ক'রেছেন। আমার দৃষ্টিটা খারাপ ;  
তাই নিজের মঙ্গল নিজে লাভ করতে পারছি না।



পরস্বভাবকর্ম্মানি ন প্রশংসেন গর্হয়েৎ ।

বিশ্বমেকান্তকং পশুন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ । (ভাঃ ১১।২৮।১)

[ আশ্রয় প্রকৃতি ও বিষয় পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবে না । ]

আমি আধ্যাত্মিক হ'য়ে পড়লে অধোক্ষজ সেবা-বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদ-পদ্মসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যাব । আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে । আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই । আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পারলে আর অপরের অমঙ্গল—অপরের ছিদ্র দেখবার সময় হয় না ।

কৃষ্ণোতি যশ্চ গিরি তং মনসাদ্রিয়েত

দীক্ষান্তি চেৎ প্রগতিভিষ্চ ভজন্তমৌশম্ ।

ভূশ্রবণা ভজনবিজ্ঞমনন্তমন্ত-

নিন্দাদিশূন্যহৃদমৌপ্সতসঙ্গলঙ্কা ।

[ যদি কেহ সদগুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণনাম গান করেন, তাঁহাকে হৃদয়ে আদর এবং হরিতক্জনে প্রবৃত্ত হইয়া নাম ভজন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিতে হইবে । আর একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য প্রতীতিরহিত হওয়ায় নিন্দা-বন্দনাদি ভেদভাবশূন্যহৃদয় ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জ্ঞানিয়া মধ্যম অধিকারী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা আদর করিবেন । ]

জীবন অল্লকালস্থায়ী । আমরা পূর্ব বৎসর এখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা করিতে মিলিত হ'য়েছিলাম, ভগবান্ যা'দের রূপা করুলেন, তাঁ'রা চ'লে গেলেন, আর আমরা পরছিদ্রানুসন্ধান করবার জন্ত—তৃণাদপি সূনীচ-তা'র' অভাবের আদর্শ দেখা'বার জন্ত এই দেবীধামে বিষয় ভোগে ব্যস্ত আছি ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরের ছিদ্র দর্শন হ'তে নিবৃত্ত থাকেন ; অথচ আমার অমঙ্গল, আমার শত সহস্র ছিদ্র সর্বদা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া গুরুপাদপদ্মের কৃত্য নেই । শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ হ'তে আমরা যেন বঞ্চিত না হই । আজ থেকে আবার যদি এক বৎসর জীবিত থাকি, তবে প্রতি মুহূর্ত্তে



গুরুসেবা করুব—পরচর্চাটা ছেড়ে দিব। 'আমি বড় বাহাদুর, আমি খুব পণ্ডিত, বুদ্ধিমান বক্তা, আর একজন মূর্খ, নিরক্ষাধ, কিছু বলতে পারে না'—এরূপ পরচর্চা কমিয়ে দিয়ে যদি হারিচর্চা করি, তা' হ'লে মনে হয় আমাদের মজল হ'বে। তা' ব'লে ভগবদ্বৈমুখ্যকে কখনই আদর করবো না।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়াংশই শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেই বিষয়-বিগ্রহ দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং গুরুপাদপদ্মাশ্রিত আমিও তদন্তর্গত আশ্রিত।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ

কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।

তক্ষেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্ত্যাসি নৈব কিং মে

প্রাণৈব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥

আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা সকলকে সিদ্ধপ্রণালী দিয়ে ফেলি না কেন? আমি কিন্তু সাধক ও সিদ্ধির অবস্থা কিরূপে এক হয়, বুঝতে পারি না। অনর্থময় সাধনকালে অনর্থমুক্ত সাধন ও সিদ্ধির কথা কি ক'রে অনুশীলন করা যায়, ইহা আমাদের বিচারে আসে না। কেহ যদি সিদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তা' হ'লে তিনি দয়া ক'রে আমাকে ব'লে দিলেই ত' জানতে পারি, তাঁ'র কোন্টি সিদ্ধস্বরূপ।

শ্রীগুরুদেব মধুররসে বার্ষভানবী। নিজের উদ্বুদ্ধ চেতন-ভাবের বিচার-অনুসারে যিনি যেভাবে তাঁকে দর্শন করেন, গুরুদেব সেই বাস্তব বস্তু। বৎসলরসে তিনি—নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে শ্রীদাম-সুদাম, দাসরসে গুরুপাদ-পদ্ম—চিত্রক-পত্রক। এই সকল বিষয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা করুণে করতে হৃদয়ে উপস্থিত হবে। এ সকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদ্ভিত হয় না; সেবা-প্রবৃত্তি উদ্ভিত হ'লে আপনা থেকে ভাগাবান্ জনে উদ্ভিত হ'য়ে থাকেন। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অণু কৃত্যই নেই। জড়ভগতের মশ্রুভাব নিয়ে শেষ-শিব-ব্রহ্মাদির অগম্য নিত্যলীলার কথা আলোচনা হয় না। আমি আপনাদের চরণে দণ্ডবৎ করছি—আমার গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ করছি।



# প্রমোত্তর

( রসতত্ত্ব )

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩২২ পৃষ্ঠার পর )

৫৩। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে অপ্রাকৃত-রসের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস কি ?

“পঞ্চরসের ইতিহাস দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্বাদৌ ভারতবর্ষে পরিদৃশ্য হইয়াছিল। যখন প্রাকৃত বস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থবাদীরা প্রাকৃত জগতে নিস্পৃহ হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থিতিপূর্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পর কপি-পতি হনুমানের দাস্যরসের উদয় হয়, ঐ দাস্যরস ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া এশিয়া-দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে মোঙ্গেস্ নামক মহাপুরুষে সুন্দররূপে পরিদৃশ্য হয়। কপি-পতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অর্জুন ইঁহারা সখ্যারসের অধিকারী হন এবং ঐ রস জগতে প্রচার করেন। ক্রমশঃ ঐ রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে মহম্মদ-নামক ধর্মবেত্তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাৎসল্যরস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন-ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঐপর্য্যন্ত বাৎসল্যরস ভারত অতিক্রম করতঃ ইহুদীদিগের ধর্ম-প্রচারক যীশু নামক মহাপুরুষে সম্পূর্ণ উদ্ভূত হয়। মধুর রসটী প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্বল্যমান হয় ; বন্ধজীব হৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ করা অতীব দুর্লভ ; কেন না, উহা অধিকার-প্রাপ্ত শুদ্ধজীবনিষ্ঠ। নবদ্বীপচন্দ্র শচীকুমার স্বদল-সহকারে ঐ নিগূঢ় রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া উক্ত রস এ পর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। অল্প দিন হইল নিউম্যান নামক এক পণ্ডিত ইংলণ্ডদেশে ঐ রসের কিয়ৎপরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা এপর্য্যন্ত যীশু-প্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্য-রসের মাধুর্য্যে পবিত্র হন নাই। আশা করা যায় যে, ভগবৎ-কৃপাবলে তাঁহারা অনতিবিলম্বেই মধুর-রসের আসব-পানে আসক্ত হইবেন। দেখা যাইতেছে যে, যে-রস ভারতে উদ্ভূত হয়, তাহা অনেকদিন পরে পশ্চিমদেশসকলে ব্যাপ্ত হয় ; অতএব মধুর-রসের জগতে সমাক্ষ প্রচার হইবার এখনও কিছুকাল বিলম্ব আছে। যেন সূর্য্যদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদেশ-সকলে



আলোক প্রদান করেন, তদ্রূপ পরমার্থ-তত্ত্বের অভূত কীরণ সময়ে সময়ে ভারতে উদয় হইয়া কিসদিবস পরে পাশ্চাত্য-দেশে ব্যাপ্ত হয় ।”

—উক্রমণিকা, কৃঃ সং

৫৪। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী আচার্যগণের দ্বারা এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের দ্বারা রস-তত্ত্বের বিস্তারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি ?

“বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ মহাপ্রভুর অনেক পূর্বে ঐসকল রসের প্রচার করেন। মহাপ্রভুর দাদা-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রথমেই মধুর-রস-প্রচারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পত্তন করেন ; শ্রীঈশ্বরপুরী তাহাকে উন্নত করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ রস-তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ ঐ রসের তাত্ত্বিক আশ্বাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই তত্ত্ব সে-সময়ে সামাজিক হয় নাই। জয়দেব কেন, স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতই মধুর-রসের সম্পূর্ণ ভাণ্ডার। কিন্তু সেই রসভাণ্ডার খুলিয়া সাধারণকে ঐ রস পান শ্রীমহাপ্রভুর পূর্বে আর কে করাইয়াছিলেন ?”

—‘পদরত্নাবলী’, সঃ তোঃ ২।৯

৫৫। প্রেমরস কি তর্কের বিষয় ?

“প্রেমরস—তৃপ্তসমুদ্রতুল্য, তাহাতে বিতর্করূপ গো-মূত্র ফেলিলে বৈরস উদয় হয়।”

—জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

৫৬। বিপ্রলম্ব-রসের বৈশিষ্ট্য কি ?

“বিপ্রলম্বের অর্থ—বিরহ বা বিয়োগ। \* \* \* রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিরহের দ্বারা পুনঃ সন্তোগের রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ব ব্যতীত সন্তোগের পুষ্টি হয় না।”

—জৈঃ ধঃ ৩৭শ অঃ

৫৭। চিন্ময়দেহে স্ত্রীত্ব-পুংস্ব ভাব কোন্ কোন্ রসে কিরূপ প্রকাশিত ?

“জীবের নিত্যশুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই। চিন্ময়-শরীর—স্বতন্ত্র শুদ্ধকাম-ময়। যখন যে-ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধজীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হইয়া উঠে। শান্তরসে—নপুংসকত্ব, দাস্য-সখ্যে—পুরুষত্ব, মাতৃ-



বাৎসল্যো—স্ত্রীত্ব এবং পিতৃবাৎসল্যো—পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। মধুর উজ্জ্বলরসে সকল জীবই শুদ্ধ-স্ত্রীরূপা এবং এক পরম পুরুষ কৃষ্ণের সেবা করেন।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

৫৮। প্রপঞ্চগত রস কি নিত্য ও বাস্তব ?

“যে রস প্রপঞ্চগত,                      জড়কাব্যে প্রকাশিত,  
পরম রসের অসন্মুর্তি ।  
অসন্মুর্তি নিত্য নয়,                      আদর্শের ছায়া হয়,  
যেন মরীচিকায় জল-স্ফুর্তি ।”

—‘শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ’ ৬, গীঃ মাঃ

৫৯। অপ্রাকৃত রসের বিকাশ ও বিলোপের সহায়ক কি ?

“রস ব্যতীত জীবন থাকে না। প্রাকৃত জীবন সর্বদা জড়-রসময়। চিদ্রস ভাবভক্ত-জীবনে বিছাৎ-প্রভার ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপার-বিশেষ। সদগুরু লাভ-ক্রমে ও সাধুসঙ্গ-বলে ঐ অবস্থা উন্নত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত অবস্থা হয়। সাধুসঙ্গাভাবে এবং নাস্তিক্যময় উপদেশ ও নির্বিশেষ-উপদেশক্রমে ঐ কুণ্ঠিত উপাসনাও ক্রমশঃ অতি কুণ্ঠিত, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও বিলুপ্তপ্রায় অবস্থা স্বীকার করে। ইহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

৬০। যীশু-প্রচারিত বাৎসল্য-রসের ক্রমবিকাশের প্রথম সোপান কি ?

“Jesus proceeds to tell us ‘You must love man as thy brother.’ From this is inferred *the fourth phase of love* which is a feeling that all men are brothers and God is their common Father. This is *Batsalya Rasa* in its first stage of development.”

—‘To Love God’ Journal of Tajpur 25th Aug. 1871.

৬১। নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়-মতে রস-বিচারের বৈশিষ্ট্য কি ? গৌড়ীয়-ভজন শ্রেষ্ঠ কেন ?

“ভজন-পর্বে নিম্বার্ক-মতে পারকীয় রস স্বীকৃত হয় নাই। স্বকীয়ত্বই নিত্য। গৌড়ীয়-মতে—পারকীয় রসই সর্ব-প্রধান। স্বকীয় মতের মাধুর্য্য অপেক্ষা পারকীয়ে মাধুর্য্য অধিকতর।”

—‘শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য’, সঃ তোঃ ৭ম বর্ষ



৬২। শ্রীশ্রীজীব গোষামী প্রভু স্থলবিশেষে স্বকীয়-ভজনের উপদেশ দিলেন কেন? তিনি কি নিজে ঐ মতের উপাসক?

“শ্রীজীবের নিজের কোনপ্রকার স্বকীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়া-ছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের স্বকীয়-ভাব গন্ধ ছিল। \* \* \* এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন-রুচিপ্ৰাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ। ‘স্বচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিং’ ইত্যাদি ‘লোচনরোচনী’ গত তদীয় শ্লোকে সেকথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।” —জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৬৩। চিজ্জগতে মধুর রসের স্থান কোথায়?

“চিদ্রাপার একটি রহস্য-মণি; তাহাতে আবার পারকীয় মধুর-রসটি সেই মণিগণ-মধ্যে কোমল-বিশেষ।” —চৈঃ শিঃ ৭.৭

৬৪। অপ্রকট-লীলায় দূরপ্রবাসগত বিরহ আছে কি?

“কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দুই প্রকার। বিপ্রলম্বরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকট-লীলা-অনুসারে কথিত হইয়াছে। সদা রাসাদি-বিভ্রমের সহিত, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। মথুরা-মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, গোপ-গোপিকা-সঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। ‘ক্রীড়তি’ এই বর্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-ক্রীড়া নিত্য,—ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণলীলার দূরপ্রবাসগত বিরহ নাই। সন্তোগই নিত্য।”

—জৈঃ ধঃ ৩৮শ অঃ

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

## সন্দর্ভ-সার

( প্রীতিসন্দর্ভ—৩৪ )

পরমমাধুর্য্যজ্ঞাননিধি শ্রীগোকুলে অতুগত ও বাক্তব দ্বিবিধ ভগবৎপ্রিয়গণের মধ্যে মমতাবিশেষে বিশিষ্ট বলিয়া বাক্তবগণেরই মহান্ উৎকর্ষ শ্রীব্রহ্মা কীর্তন করিয়াছেন—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ( ভাঃ ১০।১৪।৩২ )

পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ঐহাদের মিত্র, সেই শ্রীনন্দগোপাদিপ্রমুখ ব্রজ-বাসিগণের কি অনির্বচনীয় সৌভাগ্য, কি মহাভাগ্য।



সমস্ত ব্রজবাসীর মিত্র বলায় তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠজনের পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে মিত্রতা স্বীকার করিয়া ব্রজময় সকল বস্তুই মিত্রতার প্রশংসা ঘোষণা করা হইল।

সমস্ত ব্রজবাসীরই শ্রীকৃষ্ণে মিত্রতা থাকিলেও সখাগণেরই উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে—

ইথং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা

দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ

সাকং বিজ্ঞহুঃ কৃতপুণ্যপূজাঃ ॥ ( ভাঃ ১০।১২।১১ )

যে-শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে এবং মায়াশ্রিত জনগণের নিকট নরবালকরূপে প্রতীয়মান হন, গোপবালকগণ তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদহেতু বহু পুণ্য-কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মস্বরূপে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হন। তাদৃশ জ্ঞানী অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ নারায়ণ-পরায়ণ দাস্যপ্রাপ্ত ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। মায়াশ্রিতগণ জ্ঞান, ভক্তি বা মিত্রতাহীন, এজন্য তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ চিৎস্বরূপে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হন না। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ স্ফুর্তির যোগ্যতা তাহাদিগের মধ্যে না থাকায় তাহারা ‘মানুষ’ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করে।

শ্রীগীতায় আমরা জানিতে পাই—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ( গীঃ ৯।১১ )

[ অর্থাৎ, আমার মানুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহই যে সর্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ—ইহা মূঢ় ব্যক্তিগণ জানিতে না পারিয়া, সর্বভূতের মহেশ্বর আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ]

পুনশ্চ শ্রীগীতায়—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ( গীঃ ৭।২৫ )

শ্রীকৃষ্ণের প্রকটবিহার সময়ে ভক্ত অভক্ত সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিলেও ভক্তগণেই তাঁহার অভিব্যক্তি—এ কথা ব্যক্ত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, নিত্যবিজ্ঞানসুখধন, অনন্তকল্যাণগুণকর আমি ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত



হই, সকলের অর্থাৎ অভক্তগণের নিকট নহে। কারণ, আমি যোগমায়া-সমাবৃত অর্থাৎ মদ্বিমুখজনের বিমোহকারিণী যোগ-( শ্রীকৃষ্ণের কোন অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিকাসের নাম যোগ ) যুক্তা মায়াদ্বারা আমি সমাচ্ছন্নপরিসর। মায়া-বিমোহিত লোকসকল অচিন্ত্য প্রভাবশালী, ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দিত আমাকে জানে না। আমি জনুরহিত। আমার স্বরূপস্থিত সার্বজ্ঞ্যাদির কখনও ব্যভিচার ঘটে না। ( গীতাভূষণ ভাষ্য )

সদৃশ, দাস্যগতপ্রাণ ও মায়াশ্রিতগণ এই তিনটি পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশের দুর্লভতাজ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত। এই প্রকারে যে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি সুলভ নহে, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রসহ সাক্ষাৎভাবেই গোপগণ শ্রীকৃষ্ণসহ বিহার করেন, ইহাই শুক-দেবের বিষয়হেতু।

অথবা, অহো! সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলাকালে বিশেষরূপে সূচিত হইয়াছিল যে-রূপা তদ্বারা মায়াশ্রিত সাধারণ জনের নিকটও সাক্ষাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই রূপে সমস্ত রূপাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য সূচনা করিতেছে। এই রূপ কেবল প্রকটকালেই দৃষ্ট হন বলিয়া ইহার প্রকাশও অল্প। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মরূপে, ভক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে স্মৃতি সকল সময়ে সম্ভব হইলেও সাধারণ জনের নিকট নরাকৃতি পরমব্রহ্মরূপে দর্শন প্রকটলীলা ব্যতীত অন্য সময়ে অসম্ভবহেতু ইহা সর্বাপেক্ষা দুর্লভ। এই রূপ দুর্লভ ব্রহ্মদর্শন, দুর্লভতর পরদেবতাদর্শন ও দুর্লভতম নরাকৃতি পরমব্রহ্ম দর্শন প্রাপ্ত হইলেও জ্ঞানিগণ, দাস্যপ্রাপ্ত ভক্তগণ এবং প্রকটকালোদ্ভূত সাধারণ জনগণ বন্ধুভাব প্রাপ্ত হন নাই। পক্ষান্তরে সখাগণ তাদৃশ শ্রীহরির সহিত বন্ধুভাবের উৎকৃষ্টাবস্থা সখ্যভাবে বিহার করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাই পুনরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন। শ্রীভগবানের পরিতোষজনক অনেক সংকল্পানুষ্ঠান করিয়াছেন; অন্য বান্ধবগণে (পাণ্ডবগণ বা উদ্ধবাদিতে) ঈদৃশ সখ্য নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসখা গোপবালকগণের মাহাত্ম্য অধিক দেখা যাইতেছে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎভাবে প্রণয় লক্ষণ ভাববিশেষ সমন্বিত হইয়া যাঁহার বিহার করেন, সেই গোপসখাগণের ভাগ্যমহিমা বর্ণনাশীত। যাঁহার সাধারণ ব্রজবাসী, তাঁহারও শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনরূপ সৌভাগ্য মহামুনিগণেরও দুর্লভহেতু ব্রজবাসিগণের ভাগ্য বর্ণনা করিয়া সখাগণের মহাভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন।



অতএব শ্রীঅক্রুর রথ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবলরামের সহিত সখাগণকেও নমস্কার করিয়াছিলেন ।

ব্রহ্মাকর্তৃক যে-সকল সখা ও গোবৎস অপহৃত হইয়াছিল, অন্য সখা ও গোবৎস সৃষ্টি করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের তুল্য হইবে না, এই বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সখা ও গোবৎসরূপ ধারণ করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাতেও অপরিভূষ্ট হইয় । হৃতসখা ও গোবৎসগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন ।

সখাগণ প্রেমমহিমায় এত গরীয়ান্ যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মত সৃষ্টি করিতে পারেন না ; এমন কি স্বয়ংও তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন না । সখাগণ সখাপ্রেমের পরমাশ্রয় আর শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিষয় । তিনি তাঁহাদের আকৃতিাদি প্রকট করিলেও আশ্রয়-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন নাই । এজন্য নিজে সখাদিরূপ ধারণ করিয়াও অতৃপ্তিবশতঃ যথার্থ সখাগণকে আনয়ন করিয়াছেন ।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বক্তৃভূদেব শ্রোতী মহারাজ

## শ্রীদামোদরাষ্টক-সরলার্থামৃত

( শ্রীল বেদব্যাস-লিখিত “শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্”—

শীর্ষক স্তোত্র-রত্নের পট্যানুবাদ )

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৬ পৃষ্ঠার পর )

[ মূল শ্লোক—৫ ]

“ইদন্তে মুখান্তোজমব্যক্ত-নীলৈ-  
রতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা ॥  
মুহুশ্চুম্বিতং বিশ্ব-রক্তাধরং মে  
মনস্ত্যাবিরাস্ত্যামলং লক্ষ-লাভৈঃ ॥”

[ সরলার্থ ]

দেব, তব মুখপদ্ম এত মনোহর ।

দেখিতে বাসনা মম জাগে নিরন্তর ॥

শ্যামল-লোহিতাভ-কুটিল-কেশ তব ।

শ্রীমুখ-লাবণি আরো করে বিকশিত ॥



শ্রীমুখ-কমল রহে কেশেতে আবৃত ।  
 যেন অলিগণ দ্বারা কমল বেষ্টিত ॥  
 বিশ্ববৎ রক্তবর্ণ তোমার অধরে ।  
 গোপী যশোমতী নিত্য চুষে বারে বারে ॥  
 হেন তব মুখ-পদ্য হেরি যেন হৃদে ।  
 অন্য লক্ষ্য বরে লিপ্সা নাহি কোনমতে ॥

[ মূল শ্লোক-৬ ]

“নমো দেব ! দামোদরানন্ত ! বিশেষ !  
 প্রসাদ প্রভো ! দুঃখ-জালান্ধি-মগ্নম্ ।  
 রূপাদৃষ্টি-রুষ্ঠ্যাতিদীনং বতানু-  
 গৃহাণেশ ! মামজ্ঞমেধ্যাক্ষি-দৃশ্যং ॥”

[ সরলার্থ ]

হে দেব, হে দামোদর, হে অনন্ত-বিশেষ !  
 এ দীনের প্রতি প্রভু হওগো প্রসন্ন ॥  
 বহুবিধ ভব-দুঃখে হইয়া পীড়িত ।  
 তব পদে মম শির করিয়াছি নত ॥  
 সাধন-ভজন-হীন অতি দীন আমি ।  
 তব অদর্শনে নিজে মৃত-তুল্য মানি ॥  
 আমি হেন অজ্ঞ ব্যক্তি নাহিক ভুবনে ।  
 উদ্ধারহ মোরে প্রভু রূপা-দৃষ্টি দানে ॥  
 ওহে অগতির গতি, করুণা-নিধান ।  
 নয়ন-গোচরে মোরে কর অবস্থান ॥

[ মূল শ্লোক-৭ ]

“কুবেরাশ্রজৌ বদ্ধ-মূর্ত্যেব যদ্বৎ  
 ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ ।  
 তথা প্রেম-ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ  
 ন মোক্ষে গ্রহো মেহন্তি দামোদরেহ ॥”



[ সরলার্থ ]

ওহে দেব দামোদর, যশোমতী-সুত ।  
 মাতা-পাশে উদূখলে হৈলে শৃঙ্খলিত ॥  
 কুবের-তনয় দ্বয়ে করিলে উদ্ধার ।  
 বৃক্ষরূপে ছিল যাবা গোকুল-আগার ॥  
 নারদ-শাপ হ'তে তাবা হ'ল বিমোচন ।  
 তব দর্শন-স্পর্শন পাইল যখন ॥  
 তাঁদিগে দানিলে ভক্তি, হে ভক্ত-বৎসল ।  
 তাঁদের মনের বাঞ্ছা হইল সফল ॥  
 সেইরূপ প্রেম-ভক্তি দাও মোরে প্রভু ।  
 অন্য কোন মোক্ষ-বাঞ্ছা নাহি মোর কভু ॥

[ মূল শ্লোক—৮ ]

“নমস্তেহস্ত দাম্যে সুরদীপ্তি-ধাম্যে  
 ত্রদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্ত্য ধাম্যে ।  
 নমো রাধিকায়ৈ ত্রদীয়-প্রিয়ায়ৈ  
 নমোহনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥”

[ সরলার্থ ]

হে দেব, তব উদর-বক্ষ-মহাপাশে ।  
 বার বার নমস্কার করি ভক্তি-বশে ॥  
 ব্রহ্মতেজের আশ্রয় ও বিশ্বের আধার ।  
 এ হেন উদরে তব করি নমস্কার ॥  
 গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধিকা সুন্দরী ।  
 তব প্রিয়তমা বলি' তারে নমস্কারি ॥  
 প্রভো, তব লোকতর অনন্ত-লীলায় ।  
 কোটি কোটি বার মুই প্রণাম জানাই ॥

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ



# বাণাসুর

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর )

শ্রীশঙ্কর কেবল অমুক্ষণ হাই তুলিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অসি, গদা ও বাণদ্বারা বাণাসুরের সৈন্তগণকে বিনাশ করিলেন। শ্রীপ্রহ্মায়ের বাণাঘাতে কান্তিকৈয় পীড়িত হইয়া পলায়ন করিলেন। শ্রীবলদেবের মুষলাঘাতে কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলে তাহাদের সৈন্তগণ চতুর্দিকে পলায়ন করিল। ইহা দেখিয়া বাণাসুর সাত্যকিকে পরিত্যাগ-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। বাণাসুর এককালে পঞ্চশত ধনুতে দুই দুইটি বাণ যোজনা করিল। অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমস্ত ধনু ছেদন করিয়া তাহার সারথি, রথ ও অশ্বগণকে নিহত করিতঃ পাক্জন্তু-ধ্বনি করিলেন। তখন কোটরা-নাম্নী বাণাসুরের মাতা মুক্ত-কেশে বিবস্ত্রা হইয়া পুত্রের প্রাণ-রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ নগ্নমূর্তি-দর্শনের অনভিপ্রায়ে মুখ ফিরাইলে তুষ্ট বাণাসুর সেই স্বেযোগে পুরমধ্যে প্রবেশ কারল।

শ্রীকৃষ্ণ ভূতগণকে বিতারিত করিলে ত্রিপাদবিশিষ্ট ত্রিমস্তক রৌদ্রজ্বর শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শৈবজ্বরে দর্শন করিয়া স্বয়ং বৈষ্ণবজ্বরকে সৃষ্টি করিলেন। শৈবজ্বর ও বৈষ্ণবজ্বরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবজ্বরের নিকট পরাজিত হইয়া শিবজ্বর অতৃত আশ্রয় ও অভয়লাভ করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণ গ্রহণপূর্বক নানা-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্ততি করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া বলিলেন,—“হে রুদ্র-জ্বর, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; অতএব বৈষ্ণবজ্বর হইতে তোমার ভয় দূর হউক। যে ব্যক্তি আমাদের এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, তাহার আর জ্বরভয় থাকিবে না।” শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে শৈবজ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর বাণাসুর রথে আরোহণপূর্বক যুদ্ধার্থ পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল। এবং সহস্র-হস্তে বিবিধ অস্ত্র ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি



বর্ষণ করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শচক্রদ্বারা বাণাসুরের ভুজসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। বাণাসুরের বাহুসমূহ ছিন্ন হইতে থাকিলে শ্রীশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—“হে দেব! আপনি পরব্রহ্ম; কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণই আপনার দর্শন-লাভে সমর্থ। ধর্ম-রক্ষার্থ আপনার অবতার। আপনি অন্তর্যামী ও সর্বকারণ কারণ। জীবগণ আপনার মায়ায় বিমোহিত ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে অত্যাশক্ত হইয়া কেবল দুঃখ পাইতেছে। যে-জীব ইন্দ্রিয়বশীভূত হইয়া আপনার প্রদত্ত ভজন-যোগ্য এই নরদেহ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্ম-সেবায় বিমুখ, সে বস্তুতঃই শোচনীয় ও আত্মবঞ্চক। যে-ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া পরমাত্মীয় স্বয়ং ভগবান্ আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত পরিত্যাগপূর্বক বিষ ভক্ষণ করে।”

এইরূপ বহুবিধ স্তব করিয়া মহাদেব তাহার প্রিয়-সবক বাণাসুরের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—“এই বাণাসুর মদীয় ভক্ত বলিরাজের পুত্র বলিয়া এবং ‘তোমার বংশ-জাত সম্ভ্রাম আমার অবাধ্য’—প্রহ্লাদকে এইরূপ বর-প্রদান হেতু এই বাণাসুর আমার বধ্য নহে। আমি কেবলমাত্র ইহার দর্প বিনাশের জন্ত ইহার ভুজ-সমূহ বিনষ্ট করিয়াছি; এখন তাহার মাত্র চারিটি ভুজ অবশিষ্ট আছে। এই বাণাসুর জরামরণ-রহিত এবং সর্বত্র ভয়শূন্য হইয়া আপনার পার্শ্বদগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে।”

অনন্তর বাণাসুর অস্তয়লাভ করিয়া অবনতমস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম-পূর্বক উষার সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনয়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ সপত্নীক শ্রীঅনিরুদ্ধকে রাজধানিতে পাইয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী



# একটি পত্র

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU AND GOURANGA

Shri Nabajogendra Brahmachari, Shri Goudiya Vedanta Samiti  
Bhakti-Bandhav (Govt. Regd.)

Printer & Publisher,

P.O. Nabadwip (Nadia),

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

Ref. No. L-45.74

Dated 16.1.74

শ্রী শ্রী বৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবন্দিতপূর্বকৈয়ম্—

\* \* \* \* ! অহর্দৈন্য পত্রে লেখা তোমার চিঠি পাইলাম। পোষ্টকার্ডে লিখিত আমার পত্র পাইয়া দুঃখিত হইয়াছ জানিতে পারিয়া অতীব ব্যথিত হইতেছি। তোমাকে বিদায় দিয়া আমাদের কি মঙ্গল হইবে? তোমার প্রতি কত টান, কত প্রীতি—তাহা লিখনি মাধ্যমে প্রকাশ করার মত নয়। তত্পরি যাহার প্রতি স্নেহ-প্রীতি রয়েছে—একথা মুখামুখী বলিতে বা ভাষায় ব্যক্ত ক্রিতে লজ্জা এবং আত্মপ্রাণ মনে করি। এই বৈচিত্র্যময় জগতে বহু কিছু দেখা বা শুনা যায়; অনেক গ্রন্থ-পুস্তক প্রভৃতিতে ইহাও উল্লেখ দেখিয়াছি যে, “আমি তোমাকে সংচেয়ে বেশী ভালবাসি—প্রাণের থেকেও বেশী……”—প্রভৃতি মেয়ে-মানুষদের উক্তি বেশী এবং চাটু বা প্রতারকগণকে অনেক সময় নিঃশেষ কাণ্ডা হান্দিলা করার জন্য অথবা ভালমানুষী সাজিবার জন্য ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকে। ভালমানুষী সম্পর্কে আর একটি অভিব্যক্তি এই যে, অনেক সময় কপট প্রীতি-স্নেহের নিদর্শন দেখাইয়া অনেকে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অপকারই করিয়া থাকে—মঙ্গলের দোহাই দিয়া। অন্যের যথার্থ মঙ্গল হউক আর নাই হউক নিজের বাহবা লইবার কপট প্রয়াস নিহিত রাখিয়া ‘তৃণাদপি সুনীচ’-বাণী কপচাইয়া অন্যায়কে প্রশংসা দিয়া বাহাজুরি লইবার যে পুরিকল্পিত ভণিতা উহা সহজেই বুঝা যায়—ঐ ব্যক্তির মর্যাদায় কিঞ্চিত আঘাত পরিলে। সুতরাং কার্য্যের মাধ্যমে স্নেহ-প্রীতি ফুটিয়া উঠাই ভাল। স্নেহ-প্রীতি ভগবৎভজনের অন্বয়রূপী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই সংসারে আমরা অনেক স্বার্থ-লোলুপ বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়পরিজন পাইতে পারি বা অনেকে পাইয়া থাকেন—কিন্তু তাহারা কি যথার্থ বান্ধব? বিপের যে কোন স্থানে যাই না কেন, সেখানে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, মোট কথা যে কোন দিক দিয়া একটা না একটা সেবা বা মনস্তৃষ্টি করিতে হইবে—ইহাই জগতের চিরন্তন-নীতি। এই জগতে যখন আমাকে কিছু



না কিছু করিতেই হইবে তখন ভূতের বোঝা বহন না করে স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে এমন কিছু করে যেতে হবে তাহার পরিণতি জড়-জগতের কামনীয় হইবে না। একটা কথা আছে মারিচ যখন রাবণের দ্বারা নির্দেশিত হইল যে, তাহাকে যেন-তেন প্রকারেণ সীতাহরণের একটা উপায় করিতে হইবেই হইবে ; তখন সে ভাবিল, “আমার জীবন হয় রামের হাতে, নচেৎ রাবণের হাতে যাইবেই। সুতরাং মরিতেই যখন হইবে তখন রামের হাতে মরাই শ্রেয়ঃ।” অতএব আমাদিগকে যখন ইহ জগতে কিছু না কিছু করিতেই হইবে তখন শাস্বতঃ বস্তুর সন্ধানে জীবনকে উৎসর্গ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয় হইবে—ইহাই যথার্থ সিদ্ধান্ত।

তোমার ভাব-গতিক সম্পূর্ণ না জ লিলেও গতি বিধি দেখিয়া বড়ই হতাশা হয়। তুমি তোমার মত’কে পরিবর্তন করিয়া পূর্বে যে চিন্তাধারায় পদক্ষেপ করিয়াছিলে তাহাতে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রয়াসী হও। জীবনে বহু বাধা-বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, উপেক্ষা-তিনিষ্কা আসিবেই—ইহা আমাদের ন্যায় বদ্ধজীব রোধ করিতে পারে না। সুতরাং অনলে যখন দগ্ধভূত হইতেই হইবে তখন আদর্শকে স্মান করে লাভ কি? উন্নত আদর্শ মানুষের মৃত্যুতেও অমরত্ব দান করে।

তোমাকে দেওয়া আমার বইগুলি তুমি ফেরৎ দিবে লিখিয়াছ। কিন্তু কেন? আমি কি সেইগুলি পুনঃ লওয়ার জন্য তোমাকে দিয়াছি? কাহাকেও কোন বস্তু দিলে ‘উহা আমি ফেরৎ লইব’—এই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের কথা চিন্তা করিতেও আমার বড়ই ঘৃণা হয়। উহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতা বলিয়া আমি মনে করি। এমনকি, যদি কাহাকেও কোন জিনিষ দেওয়ার পর তাহার সহিত আমার আদর্শগত মতভেদ হয়, তথাপিও সেই জিনিষের প্রত্যাশী আমি নহি। বড়জোর তাহা থেকে আমি নিরপেক্ষ বা নেপথ্য ভূমিকা অবলম্বন করিব। কোন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বিবেকবান্ ব্যক্তি যেমন থু মাটিতে ফেলে পুনঃ উহা চেটে খায় না, সেইরূপেই দৃঢ়তা থাকা বাঞ্ছনীয়। আর একটি কথা কি জান? শ্রদ্ধায় বা স্নেহবশে কোন বস্তু শ্রদ্ধেয় বা প্রিয়জনকে দিলে উহা ফেরৎ আসিবার উপক্রম হইলে হৃদয়ে বড় আঘাত বা ব্যথা লাগে। তার দংশন-জ্বালা এত তীব্র, যাহা অসহনীয়—অব্যক্ত।

তুমি হরিভজন করিতেছ ও করিবে—এই জন্যই তুমি আমার প্রিয়, অতি আপন জন—শুধু তাই নয়, তুমি আমার প্রণম্য। আমার হরিভজনে



সহায়করূপে তুমি একজন অকৃত্রিম বান্ধবরূপে থাক—ইহাই তোমার নিকট আমার প্রার্থনা।

একটি কথা, ছিলানীকূপী শান্তির অপপ্রয়াসে যদি কখন কোন আপামর সতীর্থের বিরহে শান্তির প্রয়াস খুঁজে পেতে চায়, তবে সে জন নিতান্ত নির্বোধ—দুর্ভাগা ব্যতীত আর কি? সতীর্থের বিচ্ছেদ-আলা কত দুর্ব্বিসহ বেদনাদায়ক তাহা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়।

ক্ষুরসুধারার ন্যায় ইহ জগতের চলন্তিকা, তাই আমাদিগকে খুব সন্তর্পণে, খুব সাবধানে এগুতে হবে লক্ষ্যস্থলের দিকে। বৈষ্ণবগণ গুরুবর্গস্থানীয়, তাঁহারাই ভ্রান্ত পথিকের যথার্থ পথ প্রদর্শক—তাঁহারাই জগতের প্রকৃত জীব-দরদি বান্ধব—আপনজন। দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়া ভয় পেয়ে না। মাঠে বাণীই আমাদের জীবাণু।

বৃহৎ লাভ পেতে হলে জীবনে বহু ঝুঁকি ( Risk ) নিতে হয়—ভয় পেলে উত্থানের সম্ভাবনা কোথায়? প্রকৃত মানুষের মত জগতে বেঁচে থাকতে চাওয়াটাও একটা বীরত্ব। ভীকুর ন্যায় জীবন ধারণে মনুষ্যত্বে ও পশুত্বে পার্থক্য কোথায়? যাক, সময় খুব সঙ্কীর্ণ—বহু কিছু বলার থাকিলেও লেখা সম্ভব হইল না। সাক্ষাতে বিশদভাবে আলোচনা করিব। তোমার দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। তুমি আমার দণ্ডবৎ গ্রহণ করিবে ও তত্রস্থ সকল বৈষ্ণববৃন্দকে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইবে—ইহা প্রার্থনা। ইতি—

প্রণত দাস—

“নবযোগেন্দ্র”

## শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য

প্রায় পাঁচশত বৎসরের পূর্ব্বের বঙ্গদেশের কথা। বাংলার ঘরে ঘরে তখন প্রতিভাধর পণ্ডিতের প্রাচুর্য্য। পাণ্ডিত্যের বিশাল চূড়ায় যখন বঙ্গ টলমল, ঠিক সেই সময় বাংলার সমাজ জীবন নৈতিক অবনতির এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সনাতন ধর্ম্ম প্রায় ধ্বংশের পথে, ব্যভিচার, অনাচার ও অস্পৃশ্যতার নিগ্রহে বাংলার তথা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন অষ্টোপাশের বাহুবন্ধনে জর্জরিত। ধর্ম্মের অধঃপতনের এই যুগসন্ধিক্ষণে নবদ্বীপের পণ্ডিত-কূলের শ্রেষ্ঠরত্ন শ্রীকমলাক্ষ ভট্টাচার্য্যের হৃদয় বাধিত হইয়া উঠিল।



অসাধারণ দৈবশক্তি সম্পন্ন শ্রীভট্টাচার্য। জনসমাজে তিনি অদ্বৈত আচার্য্য নামেই সুপরিচিত।

প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।

কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন বিষয় ব্যবহার ॥ ( চৈঃ চঃ আঃ )

আচার্য্য অদ্বৈত অংশাবতার। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন কি করিলে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, অধাঙ্গিক মানুষ ধর্মের পথে আসে, তাই—

“আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।

আপনে আচরে ভক্তি করেন প্রচার ॥”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে দেখিতে পাই,—

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ( ৪।৮ )

ভগবানের শ্রীমুখের এই অমৃতময় বাণী মনে কারয়াই মানবদরদী অদ্বৈত—

“গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অমুকুণ।

কৃষ্ণ পাদপদ্মভাবে করে সমর্পণ ॥”

গঙ্গাজল তুলসী দিখে অংশাবতার পূর্ণশক্তির আবির্ভাবের জন্ত প্রাণের অসহন আবেদন জানাইলেন। মানব-সমাজের পরম কল্যাণকামী পুরোহিত অদ্বৈতের অন্তর-প্রদেশের প্রাণের আহ্বানে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরান্ধ্র-রূপে ধরায় অবতীর্ণ হইলেন।

যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই ধর্ম-রক্ষার জন্ত পূর্ণশক্তির আগমন করেন। সুতরাং মধ্যযুগে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্তই শ্রীভগবানের এই অবতরণ। দিব্যশিশু আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দিব্যজীবনের লীলা শুরু হইয়া যায়। বাংলার সনাতন ধর্মের রক্ষকগণ এই শুভ আবির্ভাবের লগ্ন গুণিত্তেছিলেন। শৈশবের অলৌকিক কার্য্যাবলীর দ্বারা নবদ্বীপবাণী তখন চমৎকৃত। আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্গালীনার সহিত শ্রীচৈতন্যের বাঙ্গালীলার বহুবিধ সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যলীলা যে কৃষ্ণলীলারই পুনরাবৃত্তি এই কথাটী পরম সত্য কবি শ্রীল বন্দাবনদাস, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদের মহাগ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা চৈতন্যলীলার ‘ব্যাস’ নামে পরিচিত। মহামুনি ব্যাসের মতই দৈবীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বলিয়াই স্বনামধন্য শ্রীল বন্দাবন দাসঠাকুরের পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন-দর্শনের অপূর্ব বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত আছে —



“একদিন ডাকি বোলে মিশ্র পুরন্দর ।  
 আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বস্তর ।  
 বাপের বচন শুনি ঘরে ধাই যায়ে ।  
 রুণুঝুণু কাররে নূপুর বাজে পায়ে ।  
 মিশ্র বোলে কোথা বাজে নূপুরের ধ্বনি ।  
 চতুর্দিকে চায় ছুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ॥  
 আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর ।  
 কোথায় বাজিল বাজ নূপুরে মধুর ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণই—এই কথাই সার্থকভাবে প্রমাণ  
 কবিঘাটিলেন পরম ভক্তকবি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী । তাঁহার  
 দার্শনিক যুক্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন—

প্রভু, কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?  
 রায় কহে, ‘কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ।’

আবার তিনি বলেছিলেন—

‘উপাস্ত্রে মध्ये কোন্ উপাস্ত্র প্রধান ?’  
 ‘শ্রেষ্ঠ উপাস্ত্র যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম ।’

এই সমস্ত উক্তির দ্বারা বৈষ্ণবদর্শন সম্যগ্ভাবে আলোচিত হইয়াছে ।  
 কিন্তু তদপেক্ষা মূল্যবান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রকৃতরহস্যের মূল্য বিশ্লেষণ ।  
 শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অদি যথেষ্ট ২য় পরিচ্ছেদে আছে—

“নন্দমূত বলে ধারে ভাগবতে গাই ।  
 সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গৌসাগ্রি ॥”

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে-প্রেমময় বিগ্রহ বৈষ্ণবগণের চির আরাধ্য সেই যুগল-  
 মূর্তির জীবন্ত বিগ্রহরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই অবনীতে এসেছিলেন । শ্রীল  
 কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যলীলায় সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—

‘রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি ।  
 অত্যায়ে বিলাস, রস আশ্বাদন করি ।  
 সেই দুই এক তবে চৈতন্য গোসাগ্রি ।  
 রস আশ্বাদিতে দৌহে হৈলা এক ঠাই ।’

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে তাঁহার পারিষদগণ কখনও রাধাভাবে আবিষ্ট,  
 কখনও কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইতেন । গভীর-সীলার শ্রীমন্  
 মহাপ্রভুকে দেখা যায়, কৃষ্ণবিরহে আকুল হ’য়ে তিনি বলেছেন—



“বল সখি কি করি উপায়।

কি করিব কোথা যাব                      কোথা গেলে কৃষ্ণপাব  
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় দেখা যায় মৃদ-ভক্ষণ লীলা আর  
শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলাতেও আমরা মৃদ-ভক্ষণ দেখিতে পাই —

“একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া ।  
বাটা ভরি’ দিয়া বলে খাও ত’ বসিয়া ॥  
এতবলি গেলা শচী গৃহকর্মাদি করিতে ।  
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর  
পুরোহিত গর্গাচার্য্য নামকরণের পর বলেছিলেন —

তস্মানন্দাত্মজোহয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ ।  
— শ্রিয়া কীর্ত্যানুভবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ ॥ (ভাঃ ১০ চাঃ ১৯)

অর্থাৎ, হে নন্দ ! তোমার এই পুত্র-সম্পদ, সদগুণ-কীর্ত্তি এবং প্রভাবে  
নারায়ণের সমান হইবে । অতএব সাবধানে এই পুত্রকে পালন কর ।

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলায় আমরা দেখিতে পাই —

অঙ্কে লইয়া শচীদেবী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥  
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল ।  
সেই চিহ্ন পারে দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥  
দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি ।  
গুপ্তে বোলাইল নীলাশ্বর চক্রবর্তী ॥

মুহূর্ত্তাস্থে শ্রীনীলাশ্বর চক্রবর্তী তখন বলেছিলেন—  
লগ্ন গণি পূর্বে আমি রাখিয়াছি লিখিঞা ॥  
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ ।  
নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ ॥  
এই শিশু সর্বলোকের করিবে তারণ ।

আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়া দেখি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি  
পুরোহিত গর্গাচার্য্যের যে-উক্তি, শ্রীচৈতন্যের প্রতি নীলাশ্বর চক্রবর্তীরও যেন  
একই কথার পুনরাবৃত্তি । এইসকল সাদৃশ্য শ্রীচৈতন্যলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলায়  
একইরূপে পরিলক্ষিত হয় ।



শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা মহাপ্রভুর শ্রীমুখেই তাঁহার জন্ম-রহস্যের ইঙ্গিত পাই। একদিন এক জ্ঞানী জ্যোতিষের নিকট মহাপ্রভু তাঁহার পূর্বজন্মের রহস্য জানিতে চাহিলেন। তখন জ্যোতিষ গণনা-কার্য্য করে দেখলেন—

“গণি ধ্যানে দেখি সর্বজ্ঞ মহাজ্যোতির্ময় ।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয় ॥

পরতত্ত্ব পরমব্রহ্ম পরম ঈশ্বর ।”

\* \* \* \*

জগৎপতিকে সম্মুখে দেখিয়া জ্যোতিষ নীরব রহিলে শ্রীমহাপ্রভু সহাস্যে বলিয়াছিলেন—

“পূর্বের আমি জাতিতে আছিলাম গোয়াল ।

গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল ॥”

অলৌকিক মায়ায় সেই জ্যোতিষ বলিয়াছিলেন—

“সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার ।

কভু ভেদ দেখি এই মায়ায় তোমার ॥”

শ্রীভাগবতের শ্রীকৃষ্ণকেই আমরা শ্রীগৌরসুন্দররূপে দেখিতে পাই। প্রভু অদ্বৈত আচার্য্যের বিহ্বল প্রার্থনায় যেমন পরমশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হেঁয়ালী ভাষায় লেখা পত্রে তিনি তাঁর নরলীলা সংবরণের ইঙ্গিত জানাইয়া দিয়াছিলেন ; যথা—

“বাউলকে কহিও, লোক হইল আউল ;

বাউলকে কহিও, হাটে না বিকায় চাউল ।

বাউলকে কহিও, কায়ে নাহিক আউল ;

বাউলকে কহিও, ইহা কহিয়াছে বাউল ॥”

ভক্তের মহিমা রক্ষা করিয়া মহাপ্রভু মহৎ কার্য্যশেষে তাঁর মানুষী তনু সংগোপন করিলেও তাঁর বাঙ্গালীমূর্ত্তি নিতাই বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য একই সূত্রে গাঁথা—শুধু রসগত বৈচিত্র্যই পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি বলা যাইতে পারে কেশব ভারতীর সার্থক নামকরণ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয়তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

—শ্রীবিভাষচন্দ্র চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি ( জলপাইগুড়ি )

গ্রাহক নং - ৫১৩৫



## দক্ষিণ ভারত-পারিক্রমা-প্রসঙ্গ

( পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১০ পৃষ্ঠার পর )

শ্রীমন্দিরের দারোদঘাটন হইলে আমরা সুষ্ঠুভাবে শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পরিক্রমণ করিয়া সন্নিকটস্থ জগদগুরু শ্রীশীল সরস্বতী প্রভুপাদের স্থাপিত কলিপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ পরিমার্জন ও ধৌত করায় অর্চন-পূজন সমাপ্ত হইলে আমরা সেখান হইতে পুনঃ পদব্রজে পর্বতের পাদদেশে অবতরণ করি এবং পুনরায় বাসযোগে ফৈশনে প্রত্যাবর্তন করি। পরে বিশাখাপটমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগৃহীত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজের স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ দর্শন করিলাম। মঠরক্ষক শ্রীপাদ পুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী প্রভু আমাদেরকে সিংহাচলম্ দর্শন এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে সহায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হন। ঐদিন বৈকালে অধিকাংশ যাত্রীই বিশাখাপটম বন্দরের প্রসিদ্ধ জাহাজ কারখানা এবং সঙ্গর দর্শন করেন।

এইস্থান হইতে আমরা সন্ধ্যায় পানানুসিংহ দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে মঙ্গলগিরি অভিযুখে যাত্রা করি এবং তৎপর দিবস সকাল বেলা আমরা মঙ্গলগিরি ফৈশনে পৌঁছিলে প্রায় অর্ধমাইল দূরে অবস্থিত শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহ-দেবের শ্রীমন্দির দর্শন করিলাম। সন্নিকটস্থ মঙ্গলগিরি পর্বতে আরোহণ আরম্ভ করিলে প্রথমে জগদগুরু শীল ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠ দর্শন ও পরিক্রমণ করতঃ মোট ৪৪৮টি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া পর্বতোপরি শ্রীপানানুসিংহ-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ‘পানানু’ শব্দের অর্থ সর্বৎ। যে-নৃসিংহদেব সর্বৎ পান করেন তিনিই পানানুসিংহ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। ভক্তগণ তাঁহাকে পানানু অর্থাৎ সর্বৎ ভোগ দেন। ভগবান ঐ পর্বতের অধঃভাগ পান করিয়া বাকী অর্ধভাগ প্রসাদরূপে ভক্তগণকে প্রদান করেন। কথিত আছে ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুরকে বধ করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা ঐদিনই শ্রীতিরুপতি-বালাজী অভিযুখে যাত্রা করিয়া ইং ২৭।১০।৭৩ তারিখে সকাল বেলায় রেণিগুটা হইয়া তিরুপতি ইষ্ট ফৈশনে পৌঁছি। ফৈশনের নিকটস্থিত দেবস্থানম্ ট্রাফ্টের বাসক্যাণ্ড হইতে বাসযোগে তিরুমলাই পর্বতোপরি তাঁকা-বাকা পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীতিরুপতি



বালাজী-মন্দিরে উপনিত হই। অনেক যাত্রীগণ তিরুপতি হষ্টে ট্রেন হইতে প্রায় সাত মাইল পার্বত্য-পথে পদব্রজে উক্ত শ্রীমন্দিরে যাতায়াত করেন। যাহারা পদব্রজে যাত্রা করেন তাঁহারা প্রথমে তিরুমলাই পর্বতের পাদদেশে কপিল তীর্থে স্নান করতঃ কপিলেশ্বরকে দর্শনান্তে পরে বেকটাচলে (তিরুমলা পর্বত) শ্রীবালাজীর দর্শন করেন এবং সেখান হইতে অবতরণ করিয়া তিরুপতিতে শ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন করেন।

আমরা সেখানে সর্ব প্রথমে স্বামী পুষ্করিণীতে স্নান করতঃ (কেহ কেহ জলস্পর্শ করিয়া) শ্রীবালাজী দর্শনের উক্ত বাধা হইয়া প্রতীক্ষালয়ে লাইন দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বহু কষ্টে ভিন্ন ঠেলিতে ঠেলিতে ৬ ঘণ্টার অধিককাল প্রতীক্ষার পর শারিবদ্ধভাবে মন্দিরের মূল বেদীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। দর্শনাথীর একপাশে ভিন্ন ভারতের অল্প কোন তীর্থে দর্শন-গোচর হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে এই মন্দিরে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রণামী হয়, ফলতঃ এই মন্দির বর্তমানে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং ধনাত্মক; ইহা যথার্থই বৈকুণ্ঠ। ‘তিরু’ অর্থে শ্রী-সম্পন্ন এবং ‘মলয়’ অর্থে পর্বত। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন পর্বত অথবা ‘বেঙ্ক’-অর্থে পাপ, ‘কট’ অর্থে নাশক এবং ‘অচল’ অর্থে পর্বত। সুতরাং বেকটাচল অর্থই পাপনাশক পর্বত।

শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে যে-স্থানে মুণ্ডণ-সংস্কার করা হয় তাহাকে কল্যাণকট বলে। এখানে কেশ-মুণ্ডনের এত অধিক মাহাত্ম্য যে, বর্তমানে আধুনিক পাশ্চাত্যের আবহাওয়াতেও শিক্ষিত যুবক-যুবতী এমনকি সধবা-স্ত্রীগণও কেশ-মুণ্ডন করিয়া স্বামী পুষ্করিণীতে স্নানান্তে শ্রীবালাজীর দর্শন করেন।

প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীশ্রীবালাজীর দাক্ষিণাত্যে মান্যতা আছে। এই স্থানকে শাস্ত্রে বৈকুণ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং উক্তস্থানে স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিগ্রহ-রূপ লইয়া বালাজী ও লক্ষ্মীরূপে প্রকটিত আছেন। স্কন্দপুরাণানুসারে যজ্ঞ-তপ-দান এবং অন্যান্য তীর্থ স্নানে যে-ফল লাভ হয় তাহার কোটিগুণ অধিক ফল শ্রীবালাজী দর্শনে হইয়া থাকে। শ্রীল রামানুজাচার্য্য এবং তাঁহার সমপর্যায়ের পূর্বাপর সকল আচার্য্যগণ শ্রীবালাজীর বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে সেবা করিয়া আসিয়াছেন। এখনও সেখানকার সেবা-পূজা শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই করিতেছেন।

তদনন্তর পূর্ব নির্দ্ধারিত সূচী-অনুযায়ী আমরা বিষ্ণুকাঞ্চি ও শিবকাঞ্চি দর্শনের প্রয়ামে রেণিগুটা হইতে আর্কোণাম্ হইয়া কাঞ্চিপুরে ইং ২৯।১০।১৩



তারিখে বেলা প্রায় ১২টার সময় পৌঁছি। কাঞ্চীপুরম্ অর্থাৎ স্বর্ণ-নগরী। ভারতে অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, মায়া বা হরিদ্বার, কাশী, অবন্তিকা ও কাঞ্চী—এই সাতটি মহাতীর্থের মধ্যে কাঞ্চীভরম্ বা কাঞ্চীপুরম্ একটি অন্যতম। ইহাকে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী বলা হয়। কাঞ্চীপুর দুইভাগে বিভক্ত—বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী। বিষ্ণুমন্দিরের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীর শিবকে একাম্রনাথও বলা হয়; এখানে কামাক্ষী দেবীরও মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত সহরের মধ্যে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি নামে সাতটি তীর্থ আছে। কথিত আছে, এই সকল তীর্থে স্নান করিলে বহুপ্রকার পাপ ক্ষয় হয়; শ্রীবামনদেবের মন্দিরও আছে। বৈষ্ণবদর্শন কামনায় আমরা প্রথমে শিবকাঞ্চী দর্শনে যাই। দক্ষিণ-ভারতে শিবের পঞ্চমূর্ত্তি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও বোম মূর্ত্তিরূপে বিরাজমান। শিব-কাঞ্চীতে ক্ষিতি-মূর্ত্তি, ঈশ্বকেশ্বরে অপ-মূর্ত্তি, তিরুবনমলায়ে তেজো-মূর্ত্তি, কালহস্তীতে বায়ু মূর্ত্তি ও চিদাম্বরমে বোম-মূর্ত্তি বিদ্যমান। শিবকাঞ্চীতে শ্রীবিগ্রহ মূন্ময় বলিয়া জল, পুষ্প বা ভোগদ্রব্য কিছুই দেবাস্ত্রে অর্পিত হয় না।

ভারতের দাক্ষিণপ্রান্তে অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরগুলি অপেক্ষা গোফুর-গুলি (তোরণ, বহির্দ্বার) অধিক উচ্চ ও আপাদমস্তক কারুকর্ষো সুশোভিত। আমরা বৈষ্ণবপ্রবর দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপাভিক্ষা করিয়া বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শনে উপনিত হইলাম। তথায় প্রথমে শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন করিয়া শ্রীবরদারাজ স্বামী-বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মূল মন্দিরে উঠিবার পাঁচটি সোপান রৌপ্যদ্বারা মণ্ডিত। শ্রীবিগ্রহ চতুর্ভূজ বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদধারী বহুবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিত। মস্তকের রত্নময় কিরীটে হীরকগুলি দীপালোকে উজ্জল দীপ্তিমান দেখাইতেছিল। বিষ্ণুকাঞ্চী শিবকাঞ্চী অপেক্ষা অধিক শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া মনে হইল। এক সময় স্বয়ং ব্রহ্মা এই কাঞ্চীতে আসিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অর্চন করিয়াছিলেন। এখানকার বেদবতীধারা সরস্বতী-ভাগীরথীর ন্যায় দাক্ষিণাত্যে পুণ্যসলিলা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

### মুদ্রণ-প্রমাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ২৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠায় “সন্দর্ভ সার” শির্ষক প্রবন্ধের ৮ম পংক্তিতে “রোহিণীহরণার্থ” এর স্থানে “রুক্মিণীহরণার্থ” হইবে।

—প্রকাশক



# শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয় প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.২৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা, লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্ত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন। নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।
- ৬। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। দীর্ঘমূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরণীয়।
- ৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে ‘কার্য্যাধ্যক্ষ’ অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়, তেঘড়িপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) — ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

## শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত গুরুভক্তি-গ্রন্থাবলী

- ১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য পীঠকম্) — ১২.০০ ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) — বার্ষিক ভিক্ষা ৫.০০ টাঃ, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (পরি-দ্রষ্ট সংস্করণ) — ৩.০০ টাঃ, ৪। সাংখ্য-বাণী — ০.২০ টাঃ, ৫। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয় — ৩.০০ টাঃ, ৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu — 1.00.
- ৭। প্রেম-প্রদীপ — ২.০০ টাঃ, ৮। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী — ১.৫০ টাঃ, ৯। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলীসহ) — ০.৭৫ টাঃ, ১০। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ — ০.৫০ টাঃ, ১১। জৈবধর্ম (বাংলা) — ৫.০০ টাঃ, ১২। ঐ (হিন্দী-সংস্করণ) — ১০.০০, ১৩। শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষা — ২.০০ টাঃ, ১৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ — ১.০০ টাঃ, ১৫। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা — ১.৫০ টাঃ, ১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড) — ১.২৫, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (প্রাচীন-কাব্য) — ১.০০ টাঃ, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা — ২.০০ টাঃ, ১৮। শ্রীদামোদরাষ্টকম্ — ০.৫০ টাঃ।



## শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

### শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)  
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)  
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদেবত মহারাজ।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা, (মথুরা), ইউ. পি.  
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।
- ৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাড়সাহি (পুরী), উড়িষ্যা  
রক্ষক—শ্রীবংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ।
- ৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম  
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ।
- ৬। শ্রীপিছলুদা গৌড়ীয় মঠ—পিছলুদা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)  
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রহ্মবাসী।
- ৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্ধমান)  
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।
- ৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)  
রক্ষক—শ্রীদীনদয়্যার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।
- ৯। শ্রীপিছলুদা পাদপীঠ—পিছলুদা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)  
রক্ষক—শ্রীগোরগোবিন্দ দাসাধিকারী।
- ১০। শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহল্লা, কালনা পোঃ, (বর্ধমান)  
রক্ষক—শ্রীপুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ।
- ১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র, কোরন্ট, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর)  
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।
- ১২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম  
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.।
- ১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)  
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ।
- ১৪। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)  
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ।
- ১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়াড়াপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)  
শ্রীবাসুদেবদাস ব্রহ্মবাসী।